শ্রীহরিঃ।

সপ্তবিংশ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা। পৌষ, ১৩১৩ সাল।

ধর্ম্ম প্রচারক।

শ্রীভারত ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের

মাসিক মুখপত্র।

প্রবন্ধ সূচী।

৺কাশীধাম।

ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়ে শ্রীমহাদেব শর্ম্ম-কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং শ্রীভারতধর্ম্ম-

মহামণ্ডলের শাস্ত্র প্রকাশ এবং ছাপাই বিভাগ দ্বারা

প্রকাশিত।

ইং জানুয়ারি সন্ ১৯০৭।

মহামণ্ডলের সভ্যমাত্রকে বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

ধর্ম্ম প্রচারক সংক্রান্ত নিয়ম।

১। ধর্ম্ম-প্রচারক শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের মুখপত্র। ইহাতে মহামণ্ডলের কার্য্যালয়াদি সম্বন্ধীয় সম্বাদ প্রভৃতি এবং ধর্ম্ম, বিদ্যা ও সদাচার বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহাতে রাজনীতি অথবা সাম্প্রদায়িক ভাবের প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয় না। মহামণ্ডলের সভ্য মাত্রেকেই বিনামূল্যে প্রদত্ত হয়।

২। ইহাতে প্রকাশিত কোন বিষয়ের জন্য নিম্নে মহামণ্ডলের কোন বিশিষ্ট কর্ম্মচারীর স্বাক্ষর থাকিলেই তজ্জন্য মহামণ্ডল দায়ী হইবেন।

৩। মহামণ্ডলের সংরক্ষক, প্রতিনিধি প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার সভ্য এবং ধর্ম্মমণ্ডল, ধর্ম্ম মণ্ডলী ও শাখাসভা সকলকে ধর্ম্ম-প্রচারক বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

৪। উপযুক্ত পুরস্কার দিয়া ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ভাল প্রবন্ধ লওয়া হয়।

৫। ধর্ম্ম-প্রচারক সংক্রান্ত কোন কিছু জানিবার প্রয়োজন হইলে অথবা ঠিকানাদির পরিবর্ত্তন করাইতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিতে হয়।

৬। বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম;—

	প্রতিপৃষ্ঠা,	অর্দ্ধপৃষ্ঠা,	সিকিপৃষ্ঠা,	প্রতিপংক্তি
এক বৎসরের জন্য প্রতি বার	৮৲	৫৲	৩৲	।/০
ছয় মাসের জন্য "	৯৲	৫॥০	৩॥০	।৵০
তিন মাসের জন্য "	১০৲	৬৲	৪৲	।৶০
এক মাসের জন্য "	১২৲	৭৲	৪॥০	।০

প্রধান কার্য্যালয়। কাশীধাম। } কার্য্যাধ্যক্ষ, ধর্ম্ম-প্রচারক।

সভ্য মহোদয়গণের প্রতি নিবেদন।

সাধারণ সভ্য মহোদয়গণের প্রমাণ পত্র ছাপাইয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। উহার উপর মোহর ও দস্তখতাদি করিয়া শীঘ্রই প্রেরিত হইবে। ধর্ম্ম-প্রচারকের সপ্তবিংশ বৎসর আরম্ভ হইল। বহু সংখ্যক সভ্য মহোদয়ের নিকট ২।৩ বৎসরের মহামণ্ডলের সাহায্য বাকী আছে। তাঁহারা সে সকল পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। যে সকল মহোদয়ের নিকট গত বৎসরের সাহায্য বাকী আছে, তাহা প্রাপ্ত হইলে তাঁহাদিগের নিকট সাধারণ সভ্যসমূহের প্রমাণপত্র সত্বর প্রেরিত হইবে। পৌষ মাসের মধ্যে যে সকল সাধারণ সভ্যমহোদয়ের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া না যাইবে, তাঁহাদিগের নিকট পৌষমাসের সংখ্যা ভিঃ পিঃতে প্রেরিত হইবে।

প্রধান কার্য্যালয়, কাশীধাম। } নিবেদক কার্য্যসম্পাদক।

শ্রীহরিঃ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

কলেগতাব্দাঃ ৫০০৭।

২৭শ ভাগ। ৯ম সংখ্যা। | আশ্বিন। | সন্ ১৩১৬ সাল। ইং ১৯০৬ খৃঃ।

কর্ম্ম প্রবোধন
বা
শক্তি বোধন।

——:০:——

১

জাগ জাগ বিশ্বজীব! জাগ একবার।
নয়ন মেলিয়া দেখ নাহিরে আঁধার॥
গত হইয়াছে নিশা, সুপ্রসন্ন দশ দিশা,
নিশানাথ নিশা সাথ করেছে গমন।
মেলরে নয়ন কেন ঘুমে অচেতন?

২

চেয়ে দেখ দিবাকর কিবা শোভাকর।
বিমল হাসিতে নাশি তামসী আঁধার॥
সিন্দুর পরিয়া গায়, লোহিত সিন্ধুর প্রায়,
সাজাইয়া পূর্ব্বদিক হ'তেছে প্রকাশ।
দেখ দেখ কি অপূর্ব্ব এ পূর্ব্ব আকাশ॥

৩

যে না জাগে দিবা আগে রাগে দিবাকর।
জোগাইতে তারে তাই সুরাগ অন্তর॥
হইয়া, সে রাগে রাগ, বিস্তারিয়া সর্ব্বভাগ,
পূর্ব্ব ভাগ দিবা ভাগ করে প্রতিক্ষণ।
না জাগে বিরাগে রাগ ত্যাজ প্রতিক্ষণ॥

৪

অতএব এতক্ষণ কেন ঘুমে রও?
না জাগি বিরাগভাগী কেন তুমি হও?
গত হ'লে পূর্ব্ব ভাগ, সময়ের সন্ধি ভাগ,
সে ভাগ বিহনে হবে অসম্পূর্ণ কায়।
জাগ দিবা পূর্ব্ব ভাগে জাগাও সবায়॥

৫

বাল্য যুবা বৃদ্ধ কাল যথা লভে নর।
পূর্ব্ব মধ্য সন্ধ্যা তথা ধরে দিবাকর॥
যথা কালে যথা কার্য্য, সাধন করিয়া সূর্য্য,
বিশ্ব নিয়ন্তার ধার্য্য বিশ্ব কার্য্য যত।
নিত্য সুকর্ত্তব্য বোধে পালনে সুরত॥

৬

মাস সম্বৎসর আদি কালের বিভাগ।
উদয়াস্ত রূপে নিত্য করি ভাগ ভাগ॥
প্রতি ভাগ দিবা ভাগ, কর্ত্তব্য সাধন ভাগ,
নিরূপণ করি সেই বিভাগানুসার।
অনুদিন রত সে কর্ত্তব্যে আপনার॥

৭

বিশ্বময় দৃশ্য হয় যত বস্তু চয়।
কর্ত্তব্য সাধনে রত দেখ সমুদয়॥
যথা কালে যথা স্থলে, নিযুক্ত হয়ে সকলে,
ঈশের নিয়োগ বলে পালে নিজ কাজ।
কর্ত্তব্য সাধনে ব্যস্ত সমস্ত সমাজ॥

৮

কর্ত্তব্যে সরিৎ সদা সিন্ধু পানে ধায়।
কর্ত্তব্যে গগনে ইন্দু নিশিতে উদয়।
কর্ত্তব্য সাধনে তারা, ইন্দু সনে বসি তারা,
সভাপতি হেরি যথা থাকে সভাগণ।
তেমনি নিশিতে করে সভাধিবেশন

৯

কর্ত্তব্য সাধনে বায়ু মৃদুমন্দ বয়।
ভীম প্রভঞ্জনে জনে ভীতিপ্রদ হয়॥
হইয়া, সে কোন ক্ষণ, বিশ্বজীবে সেইক্ষণ,
কর্ত্তব্য সাধন ছলে দেখাইয়া ভয়।
মৃদু মন্দ রূপে পুন প্রবাহিত হয়॥

১০

কর্ত্তব্যে ধরণী ধরে ধরাবাসী জন।
ভূধরে ভূ-ধরে তথা কর্ত্তব্য কারণ॥
জলধরে বর্ষে জল, পূর্ণ করে জল স্থল,
যথাকালে ভূমণ্ডলে বরষা প্রকাশ।
কর্ত্তব্যে নীরদ নাশে চাতক পিয়াস॥

১১

কর্ত্তব্যে শাখীতে পাখী বসি করে গান।
গুণ্ গুণ্ রবে ভৃঙ্গ ধরে তাহে তান॥
কোকিল কাকলী করে, কুহু কুহু কুহু স্বরে,
উহু! উহু! উহু! স্বরে মরে বিরহিণী।
কর্ত্তব্যেতে স্মরে মৃত্যু আপনা আপনি॥

১২

সহমৃতা হয় কেহ কর্ত্তব্য কারণ।
কর্ত্তব্যেতে পতি ত্যাগ করে কোন জন॥
অকর্ত্তব্য আচরণ, যেই করে অনুক্ষণ,
তার সহ বিচরণ কুশল না হয়।
কর্ত্তব্যে কুসঙ্গ ত্যাগ উচিত সবায়॥

১৩

বিভীষণ বিভীষণ জ্ঞাতি বন্ধুগণ।
কর্ত্তব্যে কুসঙ্গ ত্যাগ সঙ্গত কারণ॥
লইয়া শ্রীরাম পাশ, উল্লাসে সে করে বাস,
প্রহ্লাদ ত্যজিল পিতা কুসঙ্গ কারণ।
সৎ সঙ্গেতে সাধুজন আহ্লাদে মগন॥

১৪

সৎ সঙ্গেতে রত্নাকর রত্নাকর প্রায়।
হইয়া সে রত্নখনি রামায়ণ গায়॥
বল্মীক বেষ্টিত গায়, তবু সে নিশ্চেষ্ট কায়,
বসিয়া তাহার মাঝে স্মরে ইষ্টগুণ।
সৎ সঙ্গেতে দুষ্ট শিষ্ট ইষ্টেতে নিপুণ॥

১৫

স্পর্শ মণি পরশনে দেখ সর্ব্বথায়।
স্বরূপ ত্যজিয়া লোহা স্বর্ণত্ব পায়।
গঙ্গাতে সামান্য নদী, মিশিয়াও রয় যদি,
তবু পাপী নিরবধি পরশে তাহার।
পাতক নাশিয়া পায় বৈকুণ্ঠ আগার।

১৬

অতএব অকর্ত্তব্য কুসঙ্গ ত্যজিয়া।
কর্ত্তব্য সাধনে সাধু সুসঙ্গে মজিয়া॥
লভিয়া সে সঙ্গ গুণ, ইষ্টচিন্তা সুনিপুণ,
সে গুণে চিত্তের মতি করিয়া মার্জ্জন।
ইষ্ট উপদেশে রত কর্ত্তব্য কারণ॥

১৭

কর্ত্তব্যে শশাঙ্ক হেরি কুমুদিনী হাসে।
নলিনী মলিনী দুখ সলিলেতে ভাসে॥
খপতি প্রতাপে তার, যবে ঘুচে অন্ধকার,
অপার হাসিতে তার প্রফুল্লিত কায়।
কুমুদিনী বিষাদিনী অনুদিনি তায়॥

১৮

কার গর্ব্ব কত কাল অখর্ব্ব বা রয়?
কাল পূর্ণে সকলেই হীনপ্রভ হয়।
নলিনীর যত গর্ব্ব, শশাঙ্ক শর্ব্বরী সর্ব্ব,
খর্ব্ব করি কুমুদীর হাসায় বদন।
প্রভাতে কুমুদী মুদি থাকয়ে নয়ন॥

১৯

প্রভাকর প্রভা হেরে কালে নিশাকর।
হীনপ্রভ হয়ে রয় ত্যজি নিশাকর
সতী হীন সতীপতি, বিষাদে বিষণ্ণ অতি,
রতিপতি ভয়ে যথা দেশান্তরি হয়।
কালে পুন নাশে তারে আপন প্রভায়॥

২০

তেমনি সে নিশাকর ত্যজি নিশা-কর।
প্রভাতে প্রভাতে হীন হেরি প্রভাকর॥
প্রতীক্ষা করিয়া কাল, সারাদিন হরে কাল,
কালে যেই নিশাকাল সমাগত হয়।
অমনি শশাঙ্ক করে নিশাঙ্ক আশ্রয়॥

২১

তখন তপন ত্যজি আপন প্রতাপ।
কালে অস্তাচলে চলে পেয়ে মনস্তাপ॥
এইরূপে সবে কাল, প্রাপ্ত হ'লে সেই কাল,
কালান্তের করে করে আপনারে দান।
রবি শশী অহর্নিশি তাহাতে প্রমাণ॥

২২

কর্ত্তব্য সাধনে যেই সদা হরে কাল।
কালে নষ্ট কষ্ট যদি পায় কোন কাল॥
তবু তার শুভ কাল, পুন হবে কোন কাল,
ইহকাল পরকাল তার সর্ব্বকাল।
কর্ত্তব্য প্রভায় দীপ্ত রবে সদাকাল॥

২৩

অতএব জাগ জাগ কর নিজ কাজ।
কর্ত্তব্য সাধনে ত্রুটি হইলে অকাজ॥
নিশ্চয় হইবে সবে, সে কর্ত্তব্য আর তবে,
করিতে না পাবে কভু গত হ'লে কাল।
কর্ত্তব্য বিহনে কালে ঘটিবে জঞ্জাল॥

২৪

"প্রথমে নার্জ্জিতা বিদ্যা দ্বিতীয়েতে ধন।
তৃতীয়েতে ধর্ম্ম যার না হয় অর্জ্জন॥
চতুর্থ কালেতে তার, কিছু নাহি হবে আর,"
এই বাক্য নীতি সার চাণক্যীয় শ্লোকে।
কালেতে কর্ত্তব্য কর থাকিবে পুলকে॥

২৫

ত্রিভুবন ময় দেখ কর্ত্তব্যে সকল।
স্বভাবে স্ব-ভাবে মগ্ন কর্ত্তব্যে কেবল॥
সে কর্ত্তব্য পরিহরি, এখন (ও) রহিলে পড়ি,
কেন অচৈতন্য প্রায়? করি প্রবোধন।
হবে কি তোমার বল অকালে বোধন?

২৬

জাগ জাগ জাগ আর কেন ঘুমে রও?
আপনি জাগহ আর সবারে জাগাও।
এখন (ও) ঘুমের ঘোরে, আছ যে অমনি পড়ে,
চেয়ে দেখ মিছা মিছি গত হয় কাল।
বলনা এ ভবে আর রবে কত কাল?

২৭

কর্ত্তব্য সাধিকা শক্তি যা হয়েছ হারা।
মহেশ গেহিনী তিনি দশভুজাকারা॥
দশেন্দ্রিয় দশ করে, কর্ত্তব্যে সে অস্ত্র ধরে,
একা হয়ে করে রণ বিপক্ষের সনে।
আয়োজন কর শীঘ্র তাঁহার বোধনে॥

২৮

শ্রীফল বৃক্ষের মূলে সদা রন তিনি।
জাগরণ কর তাঁরে জাগিয়া আপনি॥
কর্ম্মে প্রবোধন যার, নাহি কভু, কিবা তার
দিবা কিম্বা বিভাবরি সকল সমান।
শক্তি তাঁর শক্তিহীনা কেবল ঘুমান॥

২৯

আপনি জাগিয়া আগে, সবারে জাগাও।
কর্ত্তব্য সাধন ধ্বনি ঢক্কা রবে গাও॥
তবে কর্ম্মে প্রবোধন, করিতে শক্তি বোধন,
কর তাঁরে সম্বোধন আপনি সে রবে।
নিজে জাগিবেন তিনি আপন গৌরবে॥

৩০

লক্ষ্মী সরস্বতী যাঁর সদা অনুগতা।
তাঁহার বোধনে তাঁরা হবেন বোধিতা।
সঙ্গে জাগে বিঘ্নহর, হরে বিঘ্ন বহুতর,
কীর্ত্তি রূপে কার্ত্তিকেয় তাঁর শীর্ষ সেনা।
মহাশক্তি কর সেই শক্তির সাধনা॥

৩১

মহেশের প্রিয়া শক্তি মহেশের প্রাণ।
শক্তির বোধনে তিনি করেন কল্যাণ॥
শিবরূপে শক্তি সহ, বিরাজেন অহরহ,
যাঁর ঘরে জাগে শক্তি তথা রন তিনি।
বোধন কর সে শক্তি অধম তারিণী॥

শ্রীতারিণী শঙ্কর বাগ্‌ছী,
"কৈজুড়ী শ্রীশ্রীহরিভক্তি প্রদায়িনী সভার"
সম্পাদক।

শক্তি আবাহন।

এস মা আদ্যাশক্তি! চৈতন্যরূপিণী মহাকালী, ক্রিয়ারূপিণী মহালক্ষ্মী, জ্ঞানরূপিণী সরস্বতী বেশে ভাগ্যহীন, শক্তিহীন ভারতবাসীর হৃদয়-ক্ষেত্রে আবির্ভূতা হও। তোমার চৈতন্যমূর্ত্তি অবলোকনে ভারতবাসীর মোহ-নিদ্রারূপী মধুকৈটভ অথবা তামসিক অহঙ্কার বিনষ্ট হউক, তোমার ক্রিয়ারূপিণী দশভুজা মূর্ত্তির আবির্ভাবে ভারতবাসী মহিষাসুর-রূপী রাজসিক অহঙ্কার বা বিলাসিতা অর্থাৎ জড়তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রিয়াশীলতা-রূপী মহাশক্তি পূজায় মনোনিবেশ করুক, তোমার জ্ঞান-শক্তির সংস্পর্শে ভারতবাসীর আত্মাভিমান ও অনন্ত বাসনা-রূপী শুম্ভ, নিশুম্ভ অথবা সাত্বিক অহঙ্কার চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়ায় তাহারা আপনাদিগের অজ্ঞানতা অবগত হউক এবং বিনষ্ট শক্তি পুনঃ প্রাপ্তি-পুরঃসর পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় জ্ঞানবল, বাহুবল এবং অর্থবল রূপী তোমার প্রিয় পুত্র কার্ত্তিকেয় এবং সর্ব্ব সাধনায় সিদ্ধিরূপী তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র গণপতির অনুগ্রহ-লাভে সক্ষম হউক।

মাগো! ভারতবাসী অনেক দিন শক্তি পূজা ভুলিয়াছে। তাই তাহারা আজ নানাবিধ মানসিক অশান্তি ও কামক্রোধাদির তাড়না প্রভৃতি আধ্যাত্মিক, প্লেগ বা মহামারী-দুর্ভিক্ষাদি আধিদৈবিক এবং দস্যু, তস্কর, ধূর্ত্ত, শঠ, প্রতারক রূপী আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ তাপে বাধা প্রদানে অশক্ত হইয়া নিরন্তর হাহাকার রবে গগন নিনাদিত করিতেছে। মা ত্রিতাপনাশিনি! ভারতবাসীর জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত করিয়া দাও, তাহারা তোমার স্বরূপ অবগত হইয়া বুঝিতে পারুক যে, তুমিই ভারতবাসীর শিক্ষাদানের নিমিত্ত ত্রিতাপ রূপ ত্রিশূল দ্বারা তাহাদিগকে নিয়ত আহত করিতেছ। তাহারা জ্ঞাননেত্রে তোমার মূর্ত্তি দর্শনে অবগত হউক,—

তয়ৈতন্মোহ্যতে বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে।
সাযাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি॥
ব্যাপ্তং তয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর।
মহাকাল্যা মহাকালে মহামারী স্বরূপয়া॥
সৈব কালে মহামারী সৈব সৃষ্টি ভবত্যজা।
সৃষ্টিং করোতি ভূতানাং সৈবকালে সনাতনী॥
ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীবৃদ্ধি প্রদা গৃহে।
সৈবাভাবে তথা লক্ষ্মী বিনাশায়োপজায়তে॥

তুমি বিশ্ব বিমোহিত করিতেছ, তুমি বিশ্ব প্রসব করিয়াছ, তুমি পরিতুষ্টা হইয়া জগতের মঙ্গল বিধান কর, তুমি মহাকালোপরি মহাকালী রূপে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তুমিই কালে মহামারী রূপে আবির্ভূতা হও, আবার তুমিই কালে সনাতনী রূপে জগৎ সৃষ্টি কর; তুমিই সময়ে মনুষ্যের গৃহে লক্ষ্মী বৃদ্ধি করিয়া থাক এবং তোমার অভাবে লক্ষ্মী লোকালয় ত্যাগ করেন। তোমার অভাবে যে ভারত নিত্য দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীর লীলাক্ষেত্র হইয়াছে, এ কথা যতদিন ভারতবাসী বুঝিতে না পারিবে, ততদিন তাহাদিগের হৃদয়রূপ স্বর্গরাজ্য শিশ্নোদর পরায়ণতা অর্থাৎ পশুভাব এবং দর্প বা অসুর ভাবের সমবায়ে উৎপন্ন মহিষাসুরের চির লীলাক্ষেত্র রূপেই বিরাজ করিবে। মাগো! আজ ভারতবাসীর পবিত্র হৃদয় রূপ স্বর্গ ভূমি হইতে দেব রূপী সখ্য, সন্তোষ, উদার, উদাসীন, করুণ প্রভৃতি দেব ভাব সেই দুর্দ্দান্ত অসুরের আক্রমণে বিতাড়িত হইয়াছে, তাই তাহারা আজ স্বার্থান্ধতা বশতঃ আত্ম বিগ্রহে আপনাদিগের সর্ব্বনাশ আপনারাই সাধিত করিতেছে। তাই আজ স্বর্গ ভূমি ভারতবর্ষে আজ পশ্বসুরধর্ম্মী মানবনিকরেরই প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু মাগো! তুমিত নিজেই বলিয়াছঃ—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরি সংক্ষয়ম্॥

মা! ভারতবর্ষ যে পশুভাবযুক্ত দানবপূর্ণ হইয়াছে, অতএব আবার কবে তুমি ভারতবাসীর আত্মদ্রোহিতারূপ অরি ভাব ধ্বংস করিবে?

দেবি! প্রসীদ পরিপালয় নোরিভীতে
নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্ব্ব জগতাঞ্চ সমং নয়াশু
উৎপাত্ত পাক জনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্॥

জননি! জগতের শত্রু ধ্বংস কর, সন্তুষ্ট হইয়া জগৎ পরিপালন কর, শীঘ্র সমগ্র জগতের পাপ নিবৃত্ত করিয়া দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী প্রভৃতি উপসর্গ দূর কর। তাহা হইলে প্রত্যেক হৃদয়েই তোমার দশভূজা মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়া ভারতবর্ষের বিলুপ্ত ক্রিয়াশক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইবে।

তারিণি! বেদে দেখিতে পাই "ত্বগাকালে শক্তিরূপা ভবত্বং ত্বাং সংনত্বা বোধয়ে নঃ প্রসীদ।" অর্থাৎ তুমি অকালে অথবা অত্যন্ত দুঃসময়ে শক্তি রূপে অবতীর্ণা হইয়া থাক। সুতরাং ভারতবর্ষের নিতান্ত অসময় উপস্থিত হইলেই

যে তুমি শক্তি রূপে আবির্ভূতা হইবে ইহা ধ্রুব সত্য। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতবর্ষের প্রতি একটু লক্ষ্য করিলে যে অশ্রু সংবরণ করা যায় না! যে ভারতবর্ষ এক সময়ে ধনধান্য পূর্ণ ছিল, সেই ভারতবর্ষে আজ চির দুর্ভিক্ষ বিরাজমান, যে ভারতবর্ষ এক সময়ে চির শান্তির আবাস ভূমি ছিল, তাহা এক্ষণে নিত্য হাহাকারে পরিপূর্ণ, যে পুণ্য ভূমি এক সময়ে নিত্য অতিথি সেবা, দরিদ্র পোষণ এবং যজ্ঞাদি কার্য্যে নিয়ত পবিত্র হইত, আজ সে স্থান হইতে পিতৃ-সেবা পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে এবং দ্বেষ ভাবের প্রাবল্য বশতঃ ভারতবাসীদিগের মধ্যে গৃহ বিবাদাদি আত্মদ্রোহিতা আরব্ধ হইয়াছে। জানিনা ইহা অপেক্ষা দুঃসময় উপস্থিত হইবে কি না! তবে মা! এখনও কি তোমার আবির্ভাব সময় উপস্থিত হয় নাই?

মা! তুমি তাই বোধ হয় ক্রিয়াশক্তি রূপে দশভূজা মূর্ত্তিতে প্রতি বর্ষে শরৎ কালে আমাদিগকে কর্ম্মে নিয়োজিত করিবার নিমিত্ত আগমন কর, কিন্তু আমরা তোমাকে চিনিতে পারিলাম কই? যদি আমরা তোমাকে চিনিতে পারিতাম তবে, আমাদিগেরই লক্ষ্মী অথবা ধন-বল, সরস্বতী অথবা বিদ্যা-বল, গণপতি অথবা সাধনা-বল এবং কার্ত্তিকেয় অথবা বাহু-বল ভারত ছাড়িয়া সমুদ্র পারে গমন করিতেন না। তাই প্রার্থনা করি, বুদ্ধি রূপিণি!

সর্ব্বস্য বুদ্ধি রূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি! নারায়ণি! নমোস্তুতে॥

তুমি আমাদিগের হৃদয়ে বুদ্ধি রূপে অবস্থিতি করিয়া আমাদিগের স্বরূপ প্রকাশ কর। আমরা তোমাকে প্রণাম করিতেছি।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তি-বিদ্যানিধি।

অদৃষ্ট ও পুরুষকার।

—:*:—

হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্রে দৈব বা অদৃষ্ট ও পুরুষকার লইয়া বহু মতদ্বৈধ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত উভয়ের সামঞ্জস্য না হওয়ায় অদৃষ্ট ও পুরুষকারবাদীদিগের দুইটী দলের উৎপত্তি হইয়াছে। এক দল বলিতেছেনঃ—

সমুদ্রমন্থনে লব্ধঃ হরির্লক্ষ্মীং হরো বিষম।
ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা র্নচ পৌরুষম্॥

অর্থাৎ একই সমুদ্র মন্থন দ্বারা যখন হরির লক্ষ্মী এবং হরের বিষ লাভ হইল, তখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ভাগ্যই সর্ব্বত্র ফল প্রদান করিয়া থাকে। বিদ্যা বা পুরুষকার কোন কার্য্যেরই নয়।

অপর দল বশিষ্ঠের দোহাই দিয়া বলিতেছেন:—

দৈবমেবেহ চেৎ কর্ত্তৃ পুংসঃ কিমিব চেষ্টয়া।
স্নানদানাসনোচ্চারান্ দৈবমেব করিষ্যতি॥

অর্থাৎ এ জগতে দৈবরই যদি কর্ত্তৃত্ব থাকে, তবে পুরুষের চেষ্টার প্রয়োজন কি? দৈবই কেন স্নান, দান, উপবেশন, মল ত্যাগ প্রভৃতি কার্য্য করুক না।

বলা বাহুল্য, উভয় প্রমাণেরই সার্থকতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এক পক্ষে দেখা যায় মনুষ্য ইচ্ছা করিলে কোন কার্য্যই করিতে পারে না, জীব মাত্রেই প্রকৃতির হস্তে ক্রীড়া-কন্দুক মাত্র। স্বয়ং ভগবানই বলিয়াছেন:—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

অর্থাৎ প্রকৃতিই গুণ সমূহের দ্বারা কার্য্য করিয়া থাকেন, কিন্তু অহঙ্কার-বিমূঢ় ব্যক্তি আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে। প্রকৃত প্রস্তাবে পুরুষের কোন কর্ত্তৃত্বও দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ যখন পুরুষ স্বয়ং নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁহার কর্ত্তৃত্বের কল্পনা কি রূপে সম্ভাবনা হয়? তবে পুরুষের উপর কর্ত্তৃত্বের আরোপ হয় বটে। প্রকৃতিরও সত্ত্ব ও তমোগুণ নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চেষ্ট, কেবল তাঁহার রজোগুণই ক্রিয়াশীল। অথচ প্রকৃতি স্বয়ং জড়া সুতরাং জড়ের কর্ত্তৃত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

জগতের কর্ত্তা পুরুষ এবং কর্ত্রী প্রকৃতি ইহা সকলেই জানেন। আমাদের ক্ষুদ্র সংসারের ন্যায় শিবের সংসারে কর্ত্তা শিব, গৃহিণী প্রকৃতি বা দুর্গা নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিরাজিতা। কিন্তু, উল্লিখিত প্রমাণানুসারে কাহারও কর্ত্তৃত্ব নাই। তবে সংসার করে কে? এই যে সমস্ত কার্য্য অহরহ চলিতেছে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্ত হইতেছে, দিনের পর রাত্রি রাত্রির পর দিন আসিতেছে, যথা সময়ে ষড় ঋতুর উদয়াস্ত হইতেছে, কোন কার্য্যের মধ্যে বিন্দু মাত্র নিয়মের ব্যতিক্রম হইতেছে না, ইহার মধ্যে যদি জগৎ পিতা পুরুষের নিষ্ক্রিয়তা বশতঃ এবং জগন্মাতা প্রকৃতির জড়ত্ব নিবন্ধন কোন কর্ত্তৃত্ব না থাকে তবে, কাহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে জাগতিক কার্য্য-সমূহ সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইতেছে? এবং পুরুষ কারই বা কাহার?

পক্ষান্তরে রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভ, রাবণ প্রভৃতি রাক্ষসের প্রবল প্রতাপার্জ্জন প্রভৃতি পুরুষকারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তও দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং পুরুষকার যে কিছু নয় তাহাও বলা যায় না। তাই কোন কোন নীতি শাস্ত্রকার বলেন, দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই সাহায্য ব্যতীত কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। কিন্তু তাহাই বা কি করিয়া বলা যায়? যখন প্রবল পুরুষকার দৈবকেও প্রতিহত করিতে সমর্থ, তখন স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, জগতে পুরুষকারই প্রবল।

এক্ষণে দৈব বা অদৃষ্ট এবং পুরুষকার কি, তাহাই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। যাহা জ্যোতির্বিশিষ্ট বা প্রকাশক, তাহার নামই দৈব, অর্থাৎ দৈবই জীবের কার্য্য কলাপ প্রকাশ করিয়া দেয়। কিন্তু কখন যে জীবের কোন্ কার্য্য প্রকাশিত হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। সুতরাং দৈবই অদৃষ্ট। আমরাও দেখিতে পাই যাহা হইবার তাহাই হইয়া থাকে। কোথায় রামের রাজ্যাভিষেক, কোথায় তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত জটাবল্কল ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মচারী বেশে বন গমন—এই অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার কে জানিত? এবং কেই বা তাহার অন্যথা চরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল? সুতরাং যে সময়ে যাহা হইবার তাহাই হইয়া থাকে, যতই পুরুষকার প্রযুক্ত হউক না, কেহই তাহার অন্যথাচরণে সমর্থ হয় না, যদি তাহা হইত তবে দানবেরা কখনই স্বর্গরাজ্য অধিকার করিতে পারিত না অথবা ভারতবর্ষে সত্য যুগের পর ত্রেতাদি যুগত্রিতয়ের আবির্ভাব হইত না। সুতরাং যাহা হইবার তাহাই যদি হয়, তবে কি? জন্য চেষ্টা? কাহার জন্য চেষ্টা? পুরুষকার প্রয়োগের সার্থকতাই বা কি? এ প্রশ্ন উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক।

একটী ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে একটী সুবৃহৎ বৃক্ষ নিহিত ছিল। কিন্তু কি রূপ বৃক্ষ, কতবড় বৃক্ষ, নিহিত ছিল, তাহা কেহই জানিতনা। উক্ত বীজ বপন করিয়া দেখা গেল যে কালে উহা একটী মহাদ্রুমে পরিণত হইয়াছে, উহার সুশীতল ছায়ায় বসিয়া বহু আতপ তাপিত ব্যক্তির শ্রান্তি দূর হইতেছে, বহু সংখ্যক পক্ষী কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে অবস্থান করিতেছে, বহু সুস্বাদু ফল প্রসব করিয়া উহা বহু জীবের তৃপ্তিসাধন এবং জীবনধারণের উপায়বিধান করিতেছে। যখন বৃক্ষটী বীজের মধ্যে সূক্ষ্ম ভাবে অবস্থিত ছিল, তখন কে জানিত যে একটী ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে এতগুলি কার্য্য লইয়া একটী বৃহৎ মহীরুহ অবস্থান করিতেছিল? কিন্তু বীজের মধ্যে যে উক্ত মহীরুহ তাহার সমস্ত কার্য্য গুলি লইয়া

অবস্থিত ছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। সুতরাং বীজ মধ্যবর্ত্তী অবস্থাকে উহার অদৃষ্ট বা অব্যক্তাবস্থা এবং বৃক্ষাবস্থা উহার কার্য্যকরী বা ব্যক্তাবস্থা। সুতরাং কার্য্যকরী অবস্থার নাম পুরুষকার এবং অব্যক্তাবস্থার নাম অদৃষ্ট, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। পুরুষ কার এই দুইটী শব্দের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় "কৃ" ধাতু হইতে "কার" শব্দের উৎপত্তি। অতএব যখন নিষ্ক্রিয় পদার্থ অর্থাৎ পুরুষে কর্ত্তৃত্বের আরোপ হয়, তখনই তাহাকে পুরুষকার বলা যায়। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে পুরুষ কিছুই করেন না, তাঁহাতে ক্রিয়ার আরোপ হয় মাত্র। কিন্তু কিছু না করিলেও কর্ত্তৃত্বের আরোপ যখন আছে, তখন পুরুষ স্বয়ং না করুন অন্য কাহারও সাহায্যে কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া লন। ইহারই নাম নিষ্ক্রিয়ে কর্ত্তৃত্বের আরোপ, শ্রুতিতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়,—

স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা।
শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বং।
স্ত্রী অন্ন পানাদি বিচিত্র ভোগৈঃ।
স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তমেতি॥

অর্থাৎ সেই পরম পুরুষ মায়াপরিমোহিত হইয়া শরীর মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিয়া থাকেন। তিনিই জাগ্রৎ হইয়া স্ত্রী অন্ন পানাদি বিচিত্র ভোগের দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন।

ইহার পরেই দেখা যায়,—

স্বপ্নে স জীব সুখদুঃখ ভোক্তা,
স্ব মায়য়া কল্পিত জীবলোকে।
সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে
তমোহভিভূতঃ সুখরূপমেতি॥

অর্থাৎ সেই জীব স্বীয় মায়ার দ্বারা কল্পিত জীব লোকে স্বপ্নাবস্থায় সুখ দুঃখ ভোগ করেন। তাহার পর সুষুপ্ত্যাবস্থায় সমস্ত সংসার (তাঁহার পক্ষে) বিলীন হইয়া গেলে, তিনি তমোভিভূত হইয়া সুখরূপে পরিণত হন।

সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে পুরুষ বা জীব আপনার মায়াতেই মুগ্ধ অর্থাৎ যতক্ষণ মায়ার দ্বারা আবৃত না হন, ততক্ষণ তাঁহার কোন কার্য্যই থাকে না। ভগবানও এক স্থানে বলিয়াছেন,—

সর্ব্ব কর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহি নৈব কুর্ব্বন্নকারয়ন্॥

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে।
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥

গীতা ৫ অ। ১৩—১৫ শ্লোঃ।

অর্থাৎ দেহি বা শরীরস্থ আত্মা মনের উপর সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ পূর্ব্বক কোন কার্য্য না করিয়াই সুখে অবস্থান করেন। প্রভু হইয়াও তিনি লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব এবং কর্ম্মের সৃষ্টি করেন না এবং কর্ম্ম ফলের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। স্বভাবই উহার প্রবর্ত্তক। তিনি কাহারও পাপ অথবা পুণ্যও প্রদান করেন না। প্রাণী সকল অজ্ঞানাবৃত জ্ঞানের দ্বারা মুগ্ধ হয়। বলা বাহুল্য এই অজ্ঞানাবৃত জ্ঞানের নামই মায়া, মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতেও দেখা যায় "মহামায়া প্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণঃ।"

এক্ষণে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, যতক্ষণ আত্মা বা পুরুষ মায়ার দ্বারা আবৃত না হন, ততক্ষণ তাঁহার কোনই কর্ত্তৃত্ব থাকে না। কেবল তাহাই নহে, জীব-ভাব-প্রাপ্তি ব্যতীত আত্মার বা পুরুষের স্ত্রী, অন্নপানাদি বিচিত্র ভোগ দ্বারা তৃপ্তি সাধিত হয় না। সুতরাং (মা = নাস্তি + আ = অস্তি) অর্থাৎ যাহা নাই অথচ আছে, সুতরাং ভ্রমের দ্বারা আচ্ছন্ন না হইলে পুরুষে কর্ত্তৃত্বের আরোপ হইতে পারে না। অতএব মায়া পরিমোহিত আত্মা বা পুরুষের জীব ভাব প্রাপ্ত অবস্থায় আরোপিত কার্য্যের নাম পুরুষকার। কিন্তু জীবভাব প্রাপ্ত পুরুষে যতই কার্য্য আরোপিত হউক না, পুরুষ সকল অবস্থাতেই নিষ্ক্রিয়। যে রূপ স্বাদ বা বর্ণহীন বারিতে, শর্করাদি সুমিষ্ট দ্রব্য ও লোহিতাদি বর্ণ সংযোগে জলে মিষ্টতা এবং বর্ণের আরোপ হয়, অথবা গন্ধহীন বায়ুতে গন্ধের আরোপ হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে শর্করাদি মিষ্ট দ্রব্যের মিষ্টতা, বর্ণ বিশিষ্ট বস্তুর বর্ণ অথবা গন্ধবিশিষ্ট পদার্থের উপর উহার প্রয়োগ হওয়া যুক্তি সঙ্গত, সেই রূপ মায়ার কার্য্য পুরুষে আরোপিত হইয়া পুরুষকারের উৎপত্তি হয়। নিষ্ক্রিয় পুরুষ কখনই ক্রিয়াশীল হইতে পারেন না—সুতরাং তিনি স্বভাবতঃ স্থির, ধীর, অচঞ্চল, সুতরাং তাঁহার প্রতি কার্য্যের আরোপ করিলে, তাহাও স্থৈর্য্য ধৈর্য্য, অচাঞ্চল্য, এবং নিষ্ক্রিয়তাই হইবে। যে বস্তু সর্ব্বদাই স্থির থাকে, স্থির থাকা ব্যতীত তাহার আর কোন কার্য্যই হইতে পারে না।

ঐ দেখ পরম পুরুষ শিববক্ষঃস্থলে করাল বদনা নৃমুণ্ডমালিনী উলঙ্গিনী প্রকৃতি

কালী রণরঙ্গিণী হইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতেছেন! মনে হইতেছে, এখনই জগৎ ধ্বংস হইবে। কিন্তু পরম পুরুষের সে বিষয়ে বিন্দু মাত্র গ্রাহ্য নাই, পরম পুরুষ ধীর স্থির অটল ভাবে অবস্থান করিতেছেন; শিবের প্রতি আরও একটু লক্ষ্য কর, বুঝিতে পারিবে, যদি ঐরূপ শত শত কালী বা প্রকৃতি তাঁহার বক্ষঃস্থলে তাণ্ডব নৃত্য করেন, তবে যেন তিনি তাহাও অবলীলা ক্রমে ধারণ করিতে প্রস্তুত। যদি নিষ্ক্রিয় পুরুষে কর্ত্তৃত্বের আরোপ করিতে ইচ্ছা কর, যদি পুরুষকার দেখিতে চাও, তবে ঐ দেখ, উহারই নাম পুরুষকার; প্রকৃতির ক্রিয়ার উপাদান রাজসিক গুণের প্রভাবে যে পুরুষের চাঞ্চল্য অর্থাৎ বিকৃতি উপস্থিত হয়, তাহার নাম পুরুষকার নহে, তাহা কাপুরুষতা মাত্র। পুরুষ কোন অবস্থায় চঞ্চল হইতে পারে না—কারণ পুরুষের স্বভাবই স্থির, অচল, অটল। সুতরাং স্থিরতাই পুরুষের এক মাত্র কার্য্য অর্থাৎ কার্য্যহীনতাই নিষ্ক্রিয়ের কার্য্য বা পুরুষকার।

এই পুরুষকারের আশ্রয় গ্রহণ করিলে এবং সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে, দৈব বা অদৃষ্টকে পরাস্ত হইতে হইবে। কারণ পুরুষ স্বীয় সামর্থ্য বা পুরুষকার দ্বারা একবার স্বভাবে অবস্থিত হইলে অদৃষ্ট (ন + দৃষ্ট) অর্থাৎ অজ্ঞানতার সামর্থ্য কি যে তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতে পারে? আলোকের মধ্যে অন্ধকারের অস্তিত্ব কখনই কল্পনা করা যায় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত লোকে আপনার ভ্রম বুঝিতে না পারে, ততক্ষণই সে ভ্রান্ত থাকে—সুতরাং জীব পুরুষকার বা স্থিরতা অবলম্বনে মায়ার আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক একবার স্থির হইয়া গেলে সে নিশ্চয়ই প্রজ্ঞানাবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন তাহার অদৃষ্ট বলিয়া কিছুই থাকে না, সুতরাং অদৃষ্ট পুরুষকারের নিকট পরাস্ত হয়। তখন তাহার অবস্থা—

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ং।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥

অর্থাৎ তখন তাহার প্রিয়বস্তু প্রাপ্তি বশতঃ আনন্দ এবং অপ্রিয় পদার্থ লাভ জনিত উদ্বেগ উপস্থিত হয় না, তখন সে স্থির বুদ্ধি, অসংমূঢ়, ব্রহ্মবিৎ এবং ব্রহ্ম স্থিত হয়। সুতরাং মায়া অদৃষ্ট ভাবে ইন্দ্রজাল প্রকাশে তাহাকে আর মুগ্ধ করিতে পারে না। তাই ভগবান বলিয়াছেন:—

"শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীর বিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥

অর্থাৎ (ধৈর্য্য প্রভাবে) যে শরীর বিনষ্ট হইবার পূর্ব্বে কামক্রোধোদ্ভব বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয় সেই ব্যক্তিই যুক্ত এবং সেই ব্যক্তিই সুখী।

কাম এবং ক্রোধ রজোগুণ হইতে উৎপন্ন এবং ইহারাই নিষ্ক্রিয় নিশ্চল পুরুষকে ক্রিয়াশীল এবং চঞ্চল রূপে প্রতীয়মান করে। সুতরাং যে ব্যক্তি উহাদিগের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয়, সে কিছুতেই চঞ্চল হইবে না। যে সামর্থ্য প্রভাবে প্রকৃতির গুণজাত ইন্দ্রিয়ের বেগ সহ্য করিতে পারা যায়, তাহারই নাম পুরুষকার। সুতরাং ধৈর্য্যের অপর নাম পুরুষকার ইহা স্পষ্টই সপ্রমাণ হইতেছে। সুতরাং এই স্থানে দৈব বা অদৃষ্ট ও পুরুষকারের মীমাংসা হইয়া গেল অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারা যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পুরুষকারের ক্রিয়া বর্ত্তমান থাকে এবং সহ্য শক্তির অতীত হইলে অদৃষ্টের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং অসহিষ্ণু ব্যক্তি অদৃষ্ট এবং সহিষ্ণু ব্যক্তি সাধারণতঃ পুরুষকারবাদী হন।

সমুদ্র মন্থনে হরের গরল লাভ হইলেও তিনি তাহা অমৃত বোধে অবলীলা ক্রমে পান করিয়া পুরুষকারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং এই পুরুষকার বা ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া বালক প্রহ্লাদ অগ্নিতে ভস্মীভূত হন নাই, হস্তীর পদ তলে নিষ্পিষ্ট ও পর্ব্বত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াও চূর্ণ বিচূর্ণ হন নাই, অথবা বিষ পানেও গতজীবন হন নাই—পক্ষান্তরে সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে ব্যক্তি তাঁহার জীবন বিনাশের নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইয়াছিল, তাহারই মৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন। অতএব অদৃষ্ট ও পুরুষকার লইয়া মতদ্বৈধের কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই বশিষ্ট বলিয়াছিলেন:—

অনর্থঃ প্রাপ্যতে যত্র শাস্ত্রিতাদপি পৌরুষাৎ।
অনর্থকর্ত্তৃ বলবৎ তত্রজ্ঞেয়ং স্বপৌরুষম্॥
পরং পৌরুষমাশ্রিত্য দন্তৈর্দ্দন্তান্ বিচূর্ণয়ন্।
শুভেনাশুভমুদ্যুক্তং প্রাক্তনং পৌরুষং জয়েৎ॥

যথায় শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম করিলেও অনিষ্টপাত হয়, তথায় বুঝিবে অনিষ্টকর পূর্ব্ব জন্মকৃত দুষ্কর্ম্মই তোমার প্রবল। তখন অতি দৃঢ় ভাবে প্রবল পুরুষার্থ দেখাইবে; জীবন যায় যাক্ আমি এই শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিবই স্থির করিয়া দন্তে দন্ত বিচূর্ণ করিতে করিতে কর্ম্মে লাগিয়া থাকিতে হইবে, ইহাতেই ঐহিক পুরুষার্থ দ্বারা প্রাক্তন পুরুষার্থ বা দৈব জয় হইবেই হইবে। বশিষ্ট প্রকারান্তরে ধৈর্য্যকেই পুরুষকার বলিয়াছেন।

ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে যখন প্রাক্তন ফল ভোগ করা অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ যখন তাহা সহ্য করিতেই হইবে, তখন পুরুষকার বা ধৈর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাপুরুষের ন্যায় অস্থির বা চঞ্চল হইলে বুদ্ধি নাশ ব্যতীত

আর কিছুই হয় না এবং "বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি" ইহাও অবশ্যম্ভাবী। যে সাধক স্বীয় পুরুষকার চিনিতে পারিয়া তদবলম্বনে হৃদয়স্থিত কাম ক্রোধ লোভাদি স্বীয় প্রকৃতির তাণ্ডব লীলা অবলীলা ক্রমে সহ্য করেন তিনিই প্রকৃত বীর সাধক, যিনি আপনার হৃদয়স্থিত পরম পুরুষ বা ধৈর্য্যের আধারে স্বীয় প্রকৃতির সুখ, শান্তি রূপী সত্ত্বগুণের মধুর ভঙ্গী, কাম ক্রোধ প্রভৃতি রজোগুণের তাণ্ডব নৃত্য এবং অহঙ্কার বা তমোগুণের বীভৎস লীলা দেখিয়াও নিশ্চল ভাবে থাকিতে পারেন, তাঁহার পুরুষকারই সার্থক এবং তিনিই অবলীলা ক্রমে দৈবকে পরাস্ত করিতে পারেন, তাঁহার পুরুষকার আর অদৃষ্ট থাকে না, আপনার পুরুষকার আপনি চিনিতে পারায় তাঁহার চক্ষে পুরুষকার দৃষ্ট হইয়া পড়ে অর্থাৎ তিনি বুঝিতে পারেন, তাঁহার অন্তর্নিহিত অদৃষ্ট বা গুপ্ত পুরুষকার এতদিন অদৃষ্টের আবরণে আবৃত ছিল।

আর্য্য শাস্ত্রের আদেশ যে গুরুর অনুগ্রহ ব্যতীত ভগবানের অনুগ্রহ হয় না। স্বয়ং মহেশ্বর বলিয়াছেন "মোক্ষমূলং গুরোর্ব্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোকৃপা।" অর্থাৎ গুরুর বাক্যই মোক্ষমূল এবং গুরুর অনুগ্রহ ব্যতীত মোক্ষ লাভ হয় না। তিনি আর এক স্থানে মহেশ্বরীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন;—

গুরুস্ত্বং সর্ব্বশাস্ত্রাণামহমেব প্রকাশকঃ।
ত্বমেব গুরুরূপেণ লোকানাং ত্রাণকারিণী॥

অর্থাৎ হে শঙ্করি! তুমি গুরুরূপিণী হইয়া সর্ব্বশাস্ত্রের মধ্য হইতে আমাকে (ব্রহ্মকে) প্রকাশ কর এবং তুমিই গুরুরূপে লোকত্রাণ করিয়া থাক।

কিন্তু শাস্ত্রকার সেই গুরুর স্বরূপ কি ভাবে প্রকাশ করিতেছেন, তাহার বিচার করিতে হইবে, আর্য্যশাস্ত্র বলিতেছেন;—

ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং,
দ্বন্দ্বাতীতং গগন সদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষং।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতং॥
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং ত্বং নমামি॥

অর্থাৎ যিনি পরম সুখদ ব্রহ্মানন্দ প্রদান করেন, যিনি জ্ঞানমূর্ত্তি, দ্বন্দ্বাতীত, আকাশের ন্যায় অনন্ত, "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত; এক অর্থাৎ অদ্বিতীয়, নিত্য, বিমল, অচল, সর্ব্বদা সাক্ষিরূপে বিদ্যমান, ভাবাতীত এবং ত্রিগুণরহিত সেই সদ্গুরুকে নমস্কার।

এই শ্লোকটীর প্রতি একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়

অন্যান্য লক্ষণের সহিত অচলতা বা ধৈর্য্যও গুরুর একটী বিশেষ লক্ষণ। শিবও শাক্তকে গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং সহিষ্ণুতা বা ধৈর্য্যই যে মনুষ্যের গুরুরূপে অবস্থিত, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং পুরুষকার বা সহিষ্ণুতা অর্থাৎ ধৈর্য্যই গুরুরূপে মনুষ্যকে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ প্রদানে সক্ষম হয়। ধৈর্য্য বা পুরুষকারাবলম্বন করিয়া মহারাজা হরিশ্চন্দ্র, নল রাজা, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, প্রভৃতি প্রাতঃ স্মরণীয় ব্যক্তিবর্গ জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সহিষ্ণুতা বা পুরুষকারের সাহায্যে পঞ্চমবর্ষীয় বালক ধ্রুব এবং প্রহ্লাদ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সহিষ্ণুতা বা পুরুষকারের সাহায্যে স্কট্‌ল্যাণ্ডের রাজা Robert Bruce অপহৃত রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ যে দরিদ্রপুত্র প্রভূত অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক বলবান্ অশ্বসংযোজিত বৃহৎ শকটারোহণে রাজপথ কম্পিত করিয়া যাইতেছেন, তাঁহার শৈশবাবস্থার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে পিতা মাতার দারিদ্র্য নিবন্ধন বহুদিন তাঁহাকে অর্দ্ধভুক্ত বা অভুক্তাবস্থায় অবস্থান, শতগ্রন্থিময় জীর্ণ মলিন বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ, শয্যাভাব বশতঃ ভূমিশয্যায় রাত্রিযাপন, গাত্র বস্ত্রের অভাবে শীতের দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইলেও বিদ্যাভ্যাস কালে তাঁহার পুরুষকার স্বভাবে অবস্থিত ছিল অর্থাৎ অচল সহিষ্ণুতা অবলম্বনে তিনি সমস্ত যন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব ধৈর্য্য বা সহিষ্ণুতারই অপর নাম পুরুষকার এবং ধৈর্য্য বা সহিষ্ণুতার অভাবের নামই অদৃষ্ট।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তি-বিদ্যানিধি।

বিচিত্র দর্পণ।

(মানব চরিত্রের বৈচিত্র্য)

৩য় চিত্র।

অই দেখ ব্যাপারী ও মহাজন কত।
রাখিয়াছে স্তরে স্তরে দ্রব্য নানা মত॥
অই দেখ বেশ ভূষা ভদ্রের মতন,
অই শোনো সুমধুর মুখের বচন।
আলাপ করিতে, আহা! আগ্রহ কেমন,
অসাধু "ব্যাভার" যেন শেখেনি কখন।
কিন্তু মন জ্ঞাত হ'লে তাদের কৌশল,
একবারে বিস্ময়েতে হইবে বিহ্বল।
কেহ কেহ মনোভাব রাখিয়া গোপনে,
লইছে দ্বিগুণ পণ সুমিষ্ট বচনে।
কেহ বা কৃত্রিম দ্রব্য করি আহরণ,
চাক চিক্যে ভুলাইছে গ্রাহকের মন।

কেন ভাই হেন ফাঁদ করিয়া বিস্তার,
করিতেছ এ প্রকার বিরূপ "ব্যাভার"?
এই কি হে ব্যবসার চরমের ফল,
হরিবে পরের ধন করি নানা ছল?
তুমি ভাব এ সকল রহিবে গোপন,
পাপ কার্য্য গুপ্ত ভাবে থাকে কি কখন?
একে একে সমুদায় হইবে প্রকাশ,
রবে না তোমার প্রতি কাহারো বিশ্বাস।

কোথায় করেছ আশা নানা মত ছলে,
আনিবে প্রচুর অর্থ স্বীয় করতলে।
তার বিনিময়ে হবে এই মাত্র সার,
কেহ না কিনিবে কভু দ্রব্যাদি তোমার।
লাভের প্রত্যাশা সব অন্তর্হিত হবে,
অবশেষে শুধু মাত্র অপযশ রবে।
সত্য পথে চল আর সত্য কথা বল,
তাহলে নানা মতে হইবে মঙ্গল।
বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস শাস্ত্রের বচন,
সহজেই লক্ষ্য হবে তার নিদর্শন।
সকলেরি কাছে পাবে সুখ্যাতি অশেষ,
কোন রূপে হইবে না অখ্যাতির লেশ।
জানিতে পারিয়া তব সরল "ব্যাভার",
আসিবে গ্রাহক কত সংখ্যা কোথা তার,
ভিন্ন ভাব কারো আর রহিবে না মনে,
সকলেই লবে দ্রব্য নিয়মিত পণে।
তোমারও ব্যবসায়ে হবে অভ্যুদয়,
কোথায় না হ'য়ে থাকে ধর্ম্মের বিজয়?

৪র্থ চিত্র।

অই দেখ সাধু বেশ করিয়া ধারণ,
কার্য্যালয়ে নর এক করিছে গমন।
প্রভুর নিকটে দেখ হয়ে উপনীত,
নানা ভাবে কহিতেছে বচন বিহিত।
জানাইছে আপনার কার্য্যের দক্ষতা,
শুনাইছে কত মত মধুর বারতা।
ঢাকিছে কথার চোটে মূর্খতা আপন,
অলীক কহিছে কত কে করে গণন?
এই রূপ নানা মত কুটিল বচনে,
ভুলাইছে অধ্যক্ষের অকপট মনে।
প্রভুও তাহার প্রতি হ'য়ে হৃষ্ট মন,
করিছেন ক্রমে তার উন্নতি সাধন।
সুযোগ বুঝিয়া সেই সুচতুর জন,
করিতেছে নানা ছলে উৎকোচ গ্রহণ।
এ দিকে লোকের কাছে করি আস্ফালন,
আপনার গুণাবলী করিছে কীর্ত্তন।
"আমার নিকটে কারো খাটেনা কৌশল,
ভুলাই প্রভুর মন করি নানা ছল।
আমাপেক্ষা কার্য্যদক্ষ লোক আছে কত,
হ'য়ে আছে তারা সবে মম পদানত।
কথার কৌশল শিক্ষা করেনি যে জন,
তাহার কি হ'য়ে থাকে উন্নতি সাধন?"
ইহা শুনি চাটুকার পাইয়া সুযোগ,
কতই মধুর কথা করিছে প্রয়োগ:—
"আমাদের বড় বাবু সুযোগ্য এমন,
কেমন কৌশলে অর্থ করেন অর্জ্জন।
যদিও অধিক নয় মাসিক বেতন,
"উপরী" পাওনা তাঁর আছে বিলক্ষণ।
কেন না হইবে তাঁর ঈশ্বর সহায়,
লক্ষ্মী তাহে অবতীর্ণা আর কেবা পায়?"

ও হে নর এ তোমার কিবা আচরণ,
অনায়াসে করিতেছ উৎকোচ গ্রহণ?
কভু কোন উচ্চ পদ করিয়া ধারণ,
অর্থ লোভে নির্দ্দোষীরে করিছ পীড়ন।
কভু বা সামান্য পদে হইয়া আসীন,
হইতেছ সর্ব্বভুক লোভের অধীন।
কার্য্য অনুসারে তুমি পেতেছ বেতন,
তবে কেন ধর্ম্ম পথে না কর চরণ?
উৎকোচের পরিমাণ যে দেয় যেমন,
সেই মত তার কার্য্য করহ সাধন।
যে পদেতে "উপরী'র" নাহিক উপায়,
সে খানেতে তব লোভ অন্য দিকে ধায়।
সাধের 'কেরাণী গিরি' করিয়া গ্রহণ,
করিতেছ অবিশ্রান্ত লেখনী পেষণ।
তথাপি ত ভাল মন্দ না করি বিচার,
কাগজ, কলম চুরি কর অনিবার।
অথবা যে জন যাহা করিছে প্রার্থন,
আফিস, হইতে তাহা করিছ অর্পণ।
কিন্তু, হায়! তোমার এ কি রূপ "ব্যাভার,"
এক বার মনোমধ্যে কর না বিচার?
এ সব দ্রব্যেতে তব কিবা অধিকার,
কার দ্রব্য কারে দেও এ কোন্ বিচার?

৫ম চিত্র।

আপন মনের ভাব করিয়া গোপন,
অই দেখ ভ্রমিতেছে ভিক্ষাজীবিগণ।
ছিন্ন বস্ত্র পরিধান সুমলিন বেশ,
ধূলাময় সর্ব্ব অঙ্গ, তৈল শূন্য কেশ।

কেহ কেহ করিতেছে শিরে করাঘাত,
কহিতেছে, ভগবান কেন এ উৎপাৎ।
ফিরিতেছে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার কারণ,
জানাতেছে সকলেরে দুঃখ বিবরণ।
কত লোক করিতেছে কত মত ভাণ,
হ'তেছে সবার তাহে বিচলিত প্রাণ।
কেহ কহে দস্যুগণ লুটিয়াছে ধন,
কেমনে সম্বল বিনা যাই নিকেতন।
কেহ কহে দুহি'তার বিবাহ কারণ,
ভিক্ষা হেতু দেশে দেশে করি পর্য্যটন।
কেহ কহে মহাশয় অধিক কি কব,
অন্ন বিনা মারা যায় পরিজন সব।
কেহ কহে আমি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
কাশীবাস করিবারে ক'রেছি মনন।
কিন্তু, প্রতিবাসী মধ্যে কেহ হেন নাই,
যাঁহার সাহায্যে আমি বাসনা পূরাই।
কেহ কহে দেখিয়াছি আশ্চর্য্য স্বপন,
ব্রাহ্মণের বেশ ধরি দেব নারায়ণ।
আসিয়া গম্ভীর ভাবে আমার সকাশ,
কৃপা করি করিলেন অনুজ্ঞা প্রকাশ:—
"ঘোর কলি ব্যাপিয়াছে সমুদায় দেশ,
কাহারো আমার প্রতি নাই ভক্তি লেশ।
পাপাচারে দেখিতেছি সকলেই রত,
ব্যবহার করে সবে চণ্ডালের মত।
অতি শীঘ্র এই দেশ হবে ছার খার,
অতএব শুন শুন বচন আমার:—
"প্রভাতে উঠিয়া ধরি সন্ন্যাসীর বেশ,
ভ্রমণ করহ তুমি স্বদেশ বিদেশ।
সাধু সদাশয় জনে কহ সবিশেষ,
হ'য়েছে তোমার প্রতি মম প্রত্যাদেশ:—
যদি সবে ইচ্ছা করে রাখিতে জীবন,
করুক আমার এক মন্দির স্থাপন।
প্রেম আর ভক্তি ভাবে হইয়া মগন,
প্রত্যহ করুক সবে আমার পূজন।
তাই বলি ভ্রাতৃগণ হ'য়ে এক মন,
দেবের আদেশ করি অন্তরে ধারণ।
সংগ্রহ করিয়া অর্থ হ'য়ে শুদ্ধ মন,
আমার হস্তেতে সবে করুন অর্পণ।
সমধিক অর্থ যবে হইবে সঞ্চিত,
রীতি মত দেবালয় হইবে গঠিত।
দেবের আদেশ কভু লঙ্ঘিবার নয়,
"শুভস্য শীঘ্রম্." ইহা নীতি শাস্ত্রে কয়।

এই রূপ নানা বাক্য করি বিরচন,
ছলনার ফাঁদ পাতি ভিক্ষাজীবিগণ।
করুণ কথায় করে প্রার্থনা এমন,
সত্য ব'লে সবে তাহা করেন গ্রহণ।
কিন্তু, তার গূঢ় ভাব হইলে জ্ঞাপন,
বিস্ময় নীরেতে কে না হয় নিমগন?
বারবধূ প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে কোন জন,
সাধ পূরে জোগাতে সে ললনার মন,
যাহা কিছু অর্থ ছিল, দিয়াছে সে পায়,
এখন ভাবিছে কিসে তুষিবে প্রিয়ায়।
নিজের সামর্থ নাই করিতে অর্জ্জন,
করিবে মনের সাধে কামনা পূরণ।
কাজেই ভিখারী বেশ করিয়া ধারণ,
নানা ছলে ভিক্ষা হেতু করে সে ভ্রমণ।

কেহ বা পৈত্রিক ধনে অধিকারী হ'য়ে,
সুখেতে কাটায় কাল বন্ধু গণে লয়ে।
তোষামোদ করি সবে তাহারে বাড়ায়,
সে যুবারও মুগ্ধ মন নানা দিকে ধায়।
নানা মত ধুম্ ধাম্ হয় অনিবার,
পলান্ন, কালিয়া-বুক্ ভোজের ব্যাপার।
তার সহ সুরাপান, নটীর নর্ত্তন,
উদ্যান-বিহার, আর হোটেলে ভোজন।
একে ত যৌবন কাল, তাহে ধন-স্বামী,
প্রভুত্ব, করিতে চায় তাকে অগ্রগামী।
তদুপরি অবিবেক হইলে প্রবল,
থাকিতে কি পারে তার মানসিক বল?
একটী থাকিলে ঘটে অনিষ্ট অপার,
চারিটীর যোগে নর হয় ছার খার।
এরূপ ব্যয়েতে ধন থাকে কত আর,
কাজেই তাহার হয় দুর্দ্দশা অপার।
তখন উপায় কোন না দেখিয়া আর,
ভিক্ষা হেতু যেতে হয় তারে দ্বার দ্বার।
কিন্তু তার চাল বড়, চাই বেশী ধন,
কাজেই করিতে হয় কৌশল সৃজন।
এই রূপ দুর্জ্জনের শঠতার তরে,
যথার্থ দীনেরে কেহ বিশ্বাস না করে।

ক্রমশঃ—

শ্রীদীন নাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রবন্ধকারিণী

কমিটির অধিবেশন।

স্থান প্রধান কার্য্যালয়, কাশ্মীর ভবন।

১৯০৬ সালের ৪ঠা মে তারিখের অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় মহামণ্ডলের প্রবন্ধকারিণী সভার একটী অধিবেশন হইয়াছিল। নিম্ন লিখিত মহাশয়গণ উপস্থিত ছিলেন:—

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর, তাহিরপুর।
" রায় বাহাদুর বরদাকান্ত লাহিড়ী, লাহোর।
" পণ্ডিত মাধব প্রসাদ মিশ্র, ভিওয়ানি।
" চৌধুরী রাম প্রসাদজী,
" পং গোপী নাথ শর্ম্মা,
" রায় বাহাদুর পং মহারাজ নারায়ন শিবপুরী, প্রধানাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত রাজা বলবন্ত সিংহ সি আই, ই আওয়াগড় নরেশ এবং শ্রীযুক্ত পং লক্ষ্মী-নারায়ণ চুবে মহাশয় আলীগড়, পত্র দ্বারা জানাইয়াছিলেন যে, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহারাজ নারায়ন শিবপুরী মহাশয়কে তাঁহারা প্রতিনিধি রূপে তাঁহাদিগের পক্ষে অনুমতি প্রদানের অধিকার প্রদান করিয়াছেন।

(১) উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর (তাহিরপুর) মহাশয়ের সভাপতি হইবার কথা ছিল, এবং সকলেই স্থির করিয়াছিলেন যে, উক্ত দিবস রাজা বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন, কিন্তু ৫। টার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হওয়া আবশ্যক বিবেচিত হওয়ায় শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ জীর প্রস্তাব এবং রায় বরদা কান্ত লাহিড়ী মহাশয়ের অনুমোদন ও সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে শ্রীযুক্ত বাবু সোমনাথ ভাদুড়ী মহাশয় সেই সময়ের নিমিত্ত সভাপতি নির্ব্বাচিত হন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর সভায় উপস্থিত না হন। রাজা বাহাদুর উপস্থিত হইলে তাঁহাকে সভাপতি করা হইবে।

কার্য্যারম্ভ হইলেই শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর কমিটিতে উপস্থিত হন। তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হয় যে, তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করুন, কিন্তু তিনিও এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন যে, শ্রীযুক্ত সোমনাথ ভাদুড়ী মহাশয়ই অদ্যকার কমিটির সভাপতি হউন।

(২) স্থির হইল যে, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রয়াগ অধিবেশনের শেষ কার্য্য সময়ে স্বীকৃত হইয়াছিল যে, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রবন্ধ কারিণী সভার সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে, এবং তাঁহাদিগকে সংবাদ দেওয়া যাইবে। ঐ সংবাদ অনুসারে নিম্ন লিখিত মহাশয়গণ এই কমিটির সভ্য হইতে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নাম প্রবন্ধ কারিণী কমিটির সভ্য সংখ্যায় লিখিত হইবে।

শ্রীযুক্ত শেঠ মোতি চাঁদ জী, রইস	বারাণসী।
" বাবু লঙ্গট সিংহ, রইস.	মুজঃফর পুর।
" রঘুনন্দন প্রসাদজী, রইস.	সিলৌত, মুজঃফর পুর।
" কুমার ধ্যানপাল সিংহ, দেওয়ান,	করোলী।
" বাবু রামানুজ দয়ালজী, রইস,	মিরাট।
" পং রাজারাম মহাদেব বোডস্ এম-এ এল এল বি, উকীল হাইকোর্ট, বোম্বাই।	
" রায় বাহাদুর রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী এম এ,	কলিকাতা।
" পং গণেশ কৃষ্ণ খাপার্ডে,	অমরাবতী।
" চৌধুরী রাম প্রসাদজী, রইস.	কাশী।
" বাবু ইন্দ্র নারায়ণ সিংহ এম এ, রইস,	কাশী।
" পণ্ডিত মাধব প্রসাদ মিশ্র,	ভিওয়ানী।
" বাবু পার্ব্বতী চরণ চট্টোপাধ্যায় উকীল.	প্রয়াগ।

(৩) কাশী এবং প্রয়াগ অধিবেশনের রিপোর্ট যাহার উপর সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষর হইয়া গিয়াছে, এবং উভয় অধিবেশনের হিসাবের জমা খরচ কমিটিতে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, যে ২৫০০০৲ শ্রীমহারাজা বাহাদুর দ্বারবঙ্গের মেনেজার কার্য্যালয় হইতে আসিয়াছে, তদ্বিষয় মহারাজা বাহাদুরকে ধন্যবাদ পূর্ব্বক পত্র লেখা হইবে এবং যে উত্তর আসিবে আগামী কমিটিতে তাহা দাখিল করা হইবে।

(৪) এপর্য্যন্ত শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রবন্ধকারিণী কমিটীর কোরম তিন জন সভ্যের উপর ছিল কিন্তু এক্ষণে সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় এই কমিটির কোরম প্রতিনিধিগের সহিত ৭ জন সভ্যের উপর বুঝিতে হইবে এবং এই প্রস্তাব নিয়ম সমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইবার নিমিত্ত আবশ্যক কার্য্য করা হইবে।

(৫) শ্রীযুক্ত হিন্দুসূর্য্য আর্য্যকুলকমলদিবাকর শ্রীমহারাণা বাহাদুরকে অনেকানেক ধন্যবাদ করা হউক যে, তিনি ২০ হাজার উদয়পুরী টাকা মহামণ্ডলের সহায়তা নিমিত্ত প্রধান সভাপতি কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং ইহার সংবাদ প্রধান কার্য্যালয়ে আসিয়াছে। ভারতবর্ষীয় হিন্দু সংবাদ পত্র সমূহেও এই ধন্যবাদ প্রকাশিত করা হইবে।

(৬) শ্রীপঞ্জাব ধর্ম্মমণ্ডলের ধর্ম্ম কার্য্য ১৯০৬ সালের ১৫ই ও ১৬ই এপ্রিল মাসে হইয়া গিয়াছে। ইহার ১৫ই তারিখের মন্তব্য নং ৭ এবং ১৬ই তারিখের কমিটির মন্তব্য নং ৩ অনুসারে যে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল হইতে মাসিক ১০০৲ টাকা সহায়তা দানের উল্লেখ আছে, তৎসম্বন্ধে একথা স্পষ্ট রূপে লিখিত হউক যে, এই সহায়তার মাসিক ৩০৲ টাকা ব্যয় কার্য্যালয়ের নিমিত্ত এবং অবশিষ্ট বায় উর্দ্দু পত্র "মহামণ্ডল সমাচারে"র নিমিত্ত অনুমান মাসিক ৭০৲ টাকা পড়িবে। উহা প্রকাশিত করিবার ভার মহামণ্ডল গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রায় বরদা কান্ত লাহিড়ী যিনি উক্ত কমিটিতে উপস্থিত ছিলেন, তিনি এই কথা স্পষ্ট রূপে

বলিয়া দিয়াছেন। এই সঙ্গে পঞ্জাব ধর্ম্মমণ্ডলের দৃষ্টি উক্ত সারকুলারের প্রতি আকৃষ্ট করা হউক, যাহা কার্য্যবিবরণীর ৬০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে। ইহাতে তাঁহারা বিদিত হইবেন যে, তাঁহাদিগকে যে কোন প্রকার আয়ের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। যদি পঞ্জাব মণ্ডলের কর্ম্মচারিগণ উৎসাহ এবং পরিশ্রম সহকারে কার্য্য করেন, তবে তাঁহারা বহুল পরিমাণে সহায়তা সংগ্রহ করিতে পারেন, তাঁহাদিগের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট করা হউক।

(৭) মান্দ্রাজে শ্রীবৈদিক ধর্ম্মসভার ২৮শে ডিসেম্বর ১৯০৫ সালের পত্র পাঠ করা হইল এবং স্থির হইল যে, মান্দ্রাজের উক্ত ধর্ম্মসভার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা হইবে এবং উক্ত সভা হইতে মান্দ্রাজ প্রান্তের এবং এরূপ সভাসমূহেরও তালিকা প্রার্থনা করা হইবে, যাঁহারা সনাতন ধর্ম্মের উন্নতি জন্য কার্য্য করিতেছেন।

(৮) সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে স্থির হইল যে, শ্রীযুক্ত রাজা শশি শেখরেশ্বর রায় বাহাদুর তাহির পুত্র নরেশের ধন্যবাদ করা হউক যিনি পরিশ্রম করিয়া অন্তকার কমিটিতে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত রায় বরদা কান্ত লাহিড়ী ও পণ্ডিত মাধব প্রসাদ মিশ্র জীকেও ধন্যবাদ করা হউক, কারণ তাঁহারা এই কমিটিতে যোগ দিবার নিমিত্ত লাহোর এবং কলিকাতা হইতে আগমন করিবার পরিশ্রম করিয়াছেন।

(৯) সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ করিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

মহামণ্ডলের কার্য্যকারিতা।

—:*:—

যে সময় হইতে কাশীধামে শ্রীমহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার মহাধিবেশন হইয়াছে, সেই সময় হইতে এখানে সনাতন ধর্ম্মের অনেক কার্য্যই সম্পাদিত হইয়াছে। ৺বিশ্বনাথের অনুগ্রহে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য বিশেষ দৃঢ় হইবার সদুপায়স্বরূপ শ্রীকাশী সনাতন ধর্ম্ম সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। উক্ত সভা ধর্ম্মপ্রচারের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ধর্ম্মোৎসব এবং এখানে যে সমস্ত মেলা হয় সেই সমস্ত মেলায় অধিবেশন করাইবার সদুদ্যোগ আরম্ভ করিয়া সর্ব্বসাধারণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন এবং করিতেছেন। এই নিমিত্ত শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী সর্ব্বথা ধন্যবাদার্হ।

বিগত শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে ৺কাশীধামে শ্রীসারনাথ মহাদেবের বিখ্যাত সোমবারী মেলা হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে ঐ স্থানে কাশী সনাতন ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। এই মেলায় পার্শ্ববর্ত্তী ১০।১১ মাইল হইতে বহু শিবভক্ত ব্যক্তির আগমন হয়। মন্দিরে দুইটী মূর্ত্তি আছে।

তন্মধ্যে একটী সারনাথ অপরটী সোমনাথ নামে প্রসিদ্ধ। সারনাথের মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে একটী সুন্দর চন্দ্রাতপ প্রস্তুত করাইয়া তন্নিম্নে সভার অধিবেশন হয়। বেলা দুই ঘটিকার সময় শ্রীমান স্বামী প্রকাশানন্দ গিরি মহারাজের সভাপতিত্বে সভার কার্য্য আরব্ধ হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দেবকীনন্দন "রামনাম মহিমা" এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিজা শঙ্করজী "শিব মাহাত্ম্য" বর্ণন পূর্ব্বক মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্ট এবং পণ্ডিত গণেশদত্ত বাজপেয়ী সনাতন ধর্ম্মের মহত্ত্ব বর্ণন করেন। অতঃপর অলীগড়ের শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শুকদেব শর্ম্মা কর্ত্তব্য পরায়ণ হইবার নিমিত্ত উৎসাহদান করিয়াছিলেন। অবশেষে শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের মহোপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বাবুরাম শর্ম্মা প্রায় দুই ঘণ্টা কাল "ভক্তি" এবং "অবতার" সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃ-বৃন্দের বিশেষ আনন্দ বৰ্দ্ধন করেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বাবুনন্দন বৈদ্য মহাশয় তাঁহার বন্ধুবর্গের সহায়তায় এই সভাধিবেশনের ব্যবস্থা করিয়া সকলের ধন্য-বাদার্হ হইয়াছেন।

ঐ পক্ষের একাদশীতে কাশীর দুর্গাবাটীতে প্রসিদ্ধ মেলা হইয়া থাকে। লক্ষ লক্ষ সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ঐ মেলা দেখিতে যান। দুর্গাবাড়ীর অনতিদূরে গুরু-ধাম নামক একটী সুবিস্তীর্ণ উদ্যান আছে। ঐ স্থানে মেলার দিন কাশী সনাতন ধর্ম্মসভার আর একটী অধিবেশন হয়। শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী রায়বাহাদুর মহাশয় উক্ত অধিবেশনে সভা-পতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীযুক্ত গণেশদত্ত বাজপেয়ী "সাম্প্রদায়িক একত্ব" এবং পণ্ডিত মথুরা প্রসাদজী "ধর্ম্মপরায়ণতার দ্বারাই দেশোন্নতি হইতে পারে" এই বিষয় লইয়া বক্তৃতা করেন। অতঃপর শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের মহোপ-দেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বাবুরাম শর্ম্মা ওজস্বিনী ভাষায় "মূর্ত্তি পূজা" সম্বন্ধে যুক্তি এবং প্রমাণপূর্ণ একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি যুক্তির দ্বারা বেদ শাস্ত্রাদি ব্যতীত অন্যমতাবলম্বীদিগের গ্রন্থ হইতেও মূর্ত্তি পূজা সিদ্ধ করিয়া-ছিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোপীনাথ শর্ম্মা "সনাতন ধর্ম্মের উৎকৃষ্টতা" সম্বন্ধে অত্যন্ত মনোহর এবং প্রভাবশালী বক্তৃতা করেন; অবশেষে সভাপতি অতি সংক্ষেপে ধর্ম্মকার্য্যে দৃঢ়তা পূর্ব্বক রত থাকিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাকারী উপস্থিত সজ্জন মণ্ডলীকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বাবুনন্দন বৈদ্য, শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় এবং মহোপদেশকদিগকে ধন্যবাদ করিলে সনাতন ধর্ম্মের জয়ধ্বনিতে সভাভঙ্গ হয়।

কাশীধামে দ্বারবঙ্গের মহারাজ বাহাদুর।

—*—

শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান সভাপতি হিজ হাইনেস অনারেবল মহারাজা শ্রীলশ্রীযুক্ত রমেশ্বর সিংহ বাহাদুর কে০ সি০ আই০ ই০ দ্বারবঙ্গেশ্বর আপনার পরম পূজনীয়া শ্রীমতী পিতামহীকে সঙ্গে লইয়া বিগত ২৭শে জুলাই কাশীধামে উপস্থিত হন। যদিও মহারাজের পিতামহী ঠাকুরাণী অত্যন্ত পীড়িতা ছিলেন, তথাপি মহারাজের সহিত শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয়ের শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের উন্নতি সম্বন্ধে বহু সময় পরামর্শ এবং অনেক কথা বার্ত্তা হইয়াছিল। আমরা মহারাজ বাহাদুরের এই অত্যুত্তম ধর্ম্মবুদ্ধির নিমিত্ত কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহাকে ধন্যবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

শ্রীযুক্ত প্রধান সভাপতি মহাশয়ের কাশীধামে উপস্থিত হইবার পর এখানে যে সকল কর্ম্মকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল:—

দ্বারবঙ্গ পাঠশালার নূতন ব্যবস্থা।

বিগত ২৯শে জুলাই শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর দ্বারবঙ্গ মহোদয়ের সভাপতিত্বে তাঁহার দ্বারভাঙ্গা ঘাটের বাটীতে দ্বারবঙ্গ সংস্কৃত পাঠশালার ব্যবস্থা সংস্কারের নিমিত্ত একটী কমিটীর অধিবেশন হয়। কমিটীতে কাশীর কতিপয় প্রসিদ্ধ অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ বাহাদুর সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে পাঠশালা সুব্যবস্থার সহিত পরিচালিত হইবার নিমিত্ত নিম্নোক্ত মহাশয়দিগের দ্বারা দ্বারা গঠিত একটী কমিটীর হস্তে প্রদান করেন। কমিটীর সদস্যগণের মধ্যে প্রায় সকলেই শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের ব্যবস্থাপক এবং প্রবন্ধকারিণী কমিটীর সভাসদ্। সুতরাং মহারাজা বাহাদুর শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের হস্তেই প্রকারান্তরে পাঠশালার ভার অর্পণ করিয়াছেন। এক্ষণে আশা করা যায় যে পাঠশালার উন্নতি শীঘ্রই হইবে। নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ পাঠশালা কমিটির সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন:—

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কৈলাস চন্দ্র শিরোমণি, শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিবকুমার শাস্ত্রী, শ্রীযুক্তমহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধানাধ্যক্ষ, এবং শ্রীযুক্ত বাবু সোমনাথ ভাদুড়ী।

জ্যোতিষ বিচার সভা।

বিগত ১লা আগষ্ট ১৯০৬ কাশীস্থ শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ের পক্ষ হইতে ইহার প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রায়বাহাদুর পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী মহাশয়ের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপনানুসারে কাশীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলী এবং জ্যোতিষিবর্গের একটী সভা আহূত হয়। শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর দ্বারা বঙ্গের পাঠশালা ভবনে জ্যোতিষ শাস্ত্রে দৃগ্‌গণিতৈক্য কোন্ কোন্ বিষয়ে আবশ্যক এই বিষয়ের বিচারার্থ বহু পণ্ডিত উক্ত সভায় উপস্থিত হন।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মান্যবর অনারেবল মহারাজা স্যর রমেশ্বর সিংহ বাহাদুর কে০ সি০ আই০ ই০ মহারাজা বাহাদুর দ্বারবঙ্গ, প্রধান সভাপতি ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল উক্ত সভার সভাপতির আসন সুশোভিত করেন। উক্ত সভায় কাশীর প্রধান প্রধান প্রায় একশত পণ্ডিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত মান্যগণ্য ব্যক্তি একত্র হইয়াছিলেন।

(১) শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় এই বিষয়ে সূর্য্য সিদ্ধান্তের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্রদেব জী গ্রহলাঘব এবং মকরন্দের পক্ষ পুষ্ট করিয়াছিলেন। অন্যান্য অনেক পণ্ডিতও এই বিষয়ে যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিবকুমার শাস্ত্রী শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত মধ্যস্থের কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রায় তিন ঘণ্টা চর্চ্চার পর স্থির হয়;—

নক্ষত্র, গ্রহযোগ, গ্রহের অস্তোদয়, চন্দ্র শৃঙ্গোন্নতি সময়ে দৃক্‌কর্ম্ম অবশ্য স্বীকার্য্য এবং তিথ্যাদ্যানয়ন গ্রহ স্পষ্ট ইত্যাদির নিমিত্ত ভূগর্ভীয় গ্রহ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, এই কথা উভয় পক্ষের সম্মত হয়। উভয় পক্ষের মধ্যে এই মাত্র মত ভেদ ছিল যে ভূগর্ভীয় গ্রহানয়ন কি প্রকারে করা যাইতে পারে? সূর্য্য সিদ্ধান্ত অথবা গ্রহলাঘব মকরন্দ মতে? উভয় পক্ষ হইতে নিম্ন লিখিত পণ্ডিতগণের নিকট প্রার্থনা করা হয় যে তাঁহারা আপন আপন প্রমাণ প্রদান করুন। তাঁহারা ইহা করিতে স্বীকৃত হন:—

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অনন্তরাম, পণ্ডিত কৃষ্ণদত্ত ঝা, পণ্ডিত বিনায়ক শাস্ত্রী বৈতাল, পণ্ডিত চন্দ্রদেব জী, পণ্ডিত মহাদেব ভট্ট ঘাটে।

(২) সর্ব্বসম্মতি ক্রমে স্বীকৃত হয় যে উভয় পক্ষের প্রমাণ অদ্যকার তিথি হইতে একমাসের মধ্যে নিম্ন লিখিত মহাশয়দিগের দ্বারা গঠিত কমিটিতে উভয়

পক্ষের জ্যোতির্ব্বিদ মহাশয়গণ প্রেরণ করিবেন এবং ইহার পর বিচার করিবার নিমিত্ত পুনরায় একটী সভা আগামী ৩১শে আগষ্ট আহুত করা হইবে:—

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কৈলাশচন্দ্র শিরোমণি।

" " " শিবকুমার শাস্ত্রী।

" " " গঙ্গাধর শাস্ত্রী সি০ আই০ ই০।

" " " সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী।

" " " দামোদর শাস্ত্রী।

" পং তাত্যা শাস্ত্রী।

" " বামনাচার্য্য শাস্ত্রী।

" " সীতারাম শাস্ত্রী।

" " সঙ্গম লাল শাস্ত্রী।

" " জয়দেব মিশ্র ওঝা।

(৩) সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে স্থির হইল যে এই সভায় শ্রীযুক্ত মান্যবর অনারেবল মুন্সীমাধব লাল জী সেক্রেটরি এবং শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরীকে জয়েণ্ট সেক্রেটরি নিযুক্ত করা হউক এবং তাঁহারা আগামী সভার ব্যবস্থা করুন।

(৪) শ্রীযুক্ত অনারেবল মহারাজা স্যর রমেশ্বর সিংহ বাহাদুর কে০ সি০ আই০ ই০ দ্বারবঙ্গ নরেশ সভাপতি মহাশয়ের ধন্যবাদ করিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

মহামণ্ডল সংবাদ।

——§*§——

শ্রীস্বামীজী মহারাজের আজ্ঞাধীন হইয়া মহামণ্ডল ডেপুটেশন শ্রীবঙ্গধর্ম্ম-মণ্ডলে ধর্ম্মকার্য্য করিতে করিতে শ্রীজনকধর্ম্ম মণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছে। কলিকাতার ধর্ম্মকার্য্য করিবার সময়ে ডেপুটেশনে মহামণ্ডলের প্রধানাধ্যক্ষ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী মহাশয়, শ্রীশারদামণ্ডলের অধ্যক্ষ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বরদা কান্ত লাহিড়ী মহাশয়, এবং মহামণ্ডলের সহকারী তত্ত্বাবধারক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মাধব প্রসাদ মিশ্র মহাশয় সময়ে সময়ে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মকার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। ডেপুটেশন এক্ষণে দ্বারবঙ্গ রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছে। ঐ স্থান হইতে আরও দুই একটী স্থানে উপস্থিত হইবে, তদনন্তর কাশী হইয়া শ্রীরাজস্থান ধর্ম্মমণ্ডলে গমন করিবে।

শ্রীমহামণ্ডলের পক্ষ হইতে যে সময়ে প্রথমবার ডেপুটেশন বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়া শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সময় যে রূপ সফলতা হইয়াছিল, তাহা হইতে বহুল পরিমাণে অধিক সফলতা এইবার এই দ্বিতীয় ডেপুটেশন দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রথমবার বঙ্গদেশবাসীদিগের প্রবৃত্তি দেখিয়া বঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের নিমিত্ত বঙ্গদেশ হইতে কোন চাঁদা সংগ্রহ করা হয় নাই। এপর্য্যন্ত শ্রীমহামণ্ডলের আর্থিক সহায়তা হইতেই তত্রত্য কার্য্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছিল। এক্ষণে বঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের সভ্য মহোদয়গণ অপনা আপনি উৎসাহিত হইয়া সহায়তা দান আরম্ভ করিয়াছেন। বঙ্গপ্রান্তের সংরক্ষক প্রতিনিধি এবং সহায়ক সভ্য মহোদয়দিগের মধ্যে যে সকল মহাশয় নিয়মিত আর্থিক সহায়তা প্রদানে স্বীকার করিয়াছেন এবং যে সকল মহাশয়ের দান পত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাঁহাদিগের নামাবলি এই পত্রের স্থানান্তরে ক্রমশঃ ধন্যবাদ সহকারে প্রকাশিত করা হইবে। দান পত্র দ্বারা সহায়তার প্রতিজ্ঞাকারী ব্যতীত অন্য সাধারণ দাতাদিগের নিমিত্ত একখানি চাঁদার পুস্তক খোলা হইয়াছে। তাহাতে দাতৃগণ অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে স্বাক্ষর করিতেছেন। অন্য মণ্ডল সমূহেও এই প্রকার সুগম চাঁদা সংগৃহীত হওয়া উচিত। বঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের স্থানীয় আয় বৃদ্ধি হওয়ায় অন্যান্য কতিপয় কার্য্যবিভাগের উন্নতি করা হইয়াছে। যথা, ছয়জন ধর্ম্মোপদেশক নিয়মিত রূপে উক্ত প্রান্তে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ছয় জন উপদেশকের মধ্যে এক জন হিন্দী ভাষার এবং পাঁচ জন বঙ্গভাষার বক্তা নিযুক্ত হইবেন। তিন জন বক্তা নিযুক্ত হইয়াছেন, অবশিষ্ট তিন জনের নিমিত্ত উপযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান হইতেছে। বক্তাদিগের মধ্য হইতে দুই জন পূর্ব্বিবঙ্গে, দুই জন পশ্চিম বঙ্গে এবং দুই জন কলিকাতায় নিয়মিত রূপে কার্য্য করিবেন। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল রহস্য, ধর্ম্ম সোপান, সদাচার সোপানাদি গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ হইতেছে এবং ঐ সকল গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দী বঙ্গবাসী ও বাঙ্গলা বঙ্গবাসী পত্রের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা, বঙ্গ সাহিত্য জগতে অতি প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদ করিবার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহাশয় এক্ষণে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত শ্রীবঙ্গধর্ম্ম মণ্ডলের সহকারী অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং নিয়মিত পরিশ্রম করিতেছেন।

প্রথমবার ডেপুটেশন যে সময়ে গমন করেন, সেই সময়ে কলিকাতার মারওয়াড়ী সমাজ পরস্পর মতভেদের নিমিত্ত উহার দ্বারা মহামণ্ডলের কোন শাখা-

সভা স্থাপিত হয় নাই। এক্ষণে এই সঙ্গে মারওয়াড়ী সমাজের দ্বারা দুইটী শাখা-সভা স্থাপিত হইয়াছে। একটী কলিকাতা বড় বাজারে এবং অপরটী সালখিয়ায়। মারওয়াড়ী সমাজে এই সভা স্থাপিত করিবার সময় মহোপদেশক পণ্ডিত দামোদর জী মহাশয়ের নিয়মিত ধর্ম্মবক্তৃতা অনেক হিতকারী হইয়াছিল। ঐ সময় বাগ্মীবর পণ্ডিত দীনদয়ালু মহাশয় কলিকাতায় উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার ধর্ম্ম-বক্তৃতা দ্বারাও মারওয়াড়ী সমাজের বহু পরিমাণ আনন্দ প্রাপ্তি হইয়াছে। বড় বাজার এবং সালিখায় ধর্ম্মোৎসাহ স্থায়ী হইবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কানাহিয়া লাল জী, শ্রীমান বৈশ্যরাজ শ্রীমান রায় বাহাদুর শেঠ মোহন লাল জী মহাশয়, শ্রীমান শেঠ ফুলচাঁদ হালওয়াসিয়াজী মহাশয়, সালখিয়া ধর্ম্মসভার মন্ত্রী মহাশয় প্রভৃতি সজ্জন ধন্যবাদার্হ।

এপর্য্যন্ত শ্রীবঙ্গধর্ম্ম মণ্ডলের সাধারণ ধর্ম্মকার্য্য তত্রত্য প্রান্তীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের আজ্ঞাধীন হইয়াই নির্ব্বাহ হইতেছিল। এপর্য্যন্ত তত্রত্য প্রতিনিধি সভার অতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র প্রবন্ধকারিণী সভা ছিল না। কিন্তু এক্ষণে উৎসাহী সভ্যদিগের একটী প্রবন্ধকারিণী সভা স্থাপিত হইয়াছে। এই কমিটির সেক্রেটারি শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডল কার্য্যালয়ের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই নিযুক্ত হইয়াছেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় অত্যন্ত সুযোগ্য, স্বদেশ হিতৈষী এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি। ইঁহার দ্বারা ধর্ম্মকার্য্যের উন্নতি বিষয়ে অনেক আশা আছে। তত্রত্য প্রান্তীয় অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভারত রত্ন রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় এম এ বি এল সি এস আই বাহাদুরের কার্য্যে সহায়তা প্রদান নিমিত্ত শ্রীযুক্ত ইন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ বি এল মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর পণ্ডিত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী এম এ মহাশয়, এবং শেঠ ফুলচাঁদ হালওয়াসিয়া এই তিন জন সহকারী অধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহার দ্বারা বহুল পরিমাণে ধর্ম্মকার্য্যে উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে। কার্য্যালয়ের স্থান পূর্ব্ববৎ বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বিশাল ভবনেই আছে। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বঙ্গ দেশের প্রসিদ্ধ রাজা ও মহারাজগণের সভা—ঐ স্থানে তাঁহারা সর্ব্বদা আগমন করিয়া থাকেন।

বঙ্গদেশে এ সময়ে জাতীয় উন্নতির প্রবল উৎসাহ বর্ত্তমান থাকায় শ্রীস্বামীজী মহারাজকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক লইয়া যাইবার নিমিত্ত বঙ্গদেশের বড় বড় কেন্দ্র স্থান হইতে অনেকব্যক্তি আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু সময়াভাব বশতঃ সেই সকল স্থানে স্বামীজী মহারাজের পদার্পণ হয় নাই। কিন্তু বঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডল কার্য্যালয় সকলকেই সন্তুষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদিগকে আশা দিয়াছেন যে, অবসর প্রাপ্ত হইলে সেই সকল স্থানে শ্রীস্বামীজীর পদার্পণ অবশ্যই হইবে;

এবং যত শীঘ্র সম্ভব ঐ সকল স্থানে ধর্ম্মোপদেশক প্রেরিত হইবে, অথবা অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের মধ্যে কাহাকেও সেই সকল স্থানে গমন করিতে হইবে। এই প্রকার উৎসাহ দর্শনে, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, বঙ্গদেশের নবোৎসাহী সজ্জনদিগের মধ্যে ধর্ম্মোদ্গম এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এরূপ সার্ব্বজনীন বিরাট সভার আবশ্যকতার প্রতি বহুল পরিমাণে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। যে বঙ্গ দেশে ধর্ম্ম কার্য্যের প্রতি লোকের দৃষ্টিপাত করিবার অবসর ছিলনা, তত্রত্য অধিবাসীদিগের মধ্যে এই প্রকার ধর্ম্মপ্রেম অত্যন্ত আশাজনক।

বাঙ্গালা দেশে কিরূপ উৎসাহ সহকারে শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের অধিবেশন কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে, এবং উহাতে কিরূপ যোগ্য ব্যক্তিসমূহকে মহামণ্ডলের পক্ষ হইতে উপাধি প্রভৃতি প্রদান করা হইয়াছে, এই সকল সংবাদ প্রথমেই প্রকাশিত করা গিয়াছে। এক্ষণে বঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলে সামাজিক শক্তির বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত দূরদর্শী সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা এই শুভ প্রস্তাব হইয়াছে যে, পুরাতন আদর্শানুসারে সমগ্র বঙ্গদেশে সমাজের দৃঢ়তার নিমিত্ত যোগ্য ব্যক্তিকে বাছিয়া লইয়া তাঁহাদিগকে সমাজপতি করা হউক এবং তাঁহাদিগকে "সমাজপতি" উপাধির সনন্দাদি মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ের দ্বারা বিধিপূর্ব্বক প্রদত্ত হউক। যাহাতে এই পুরাতন রীতি তথায় শীঘ্র এবং দৃঢ়তার সহিত প্রচলিত হয়, তজ্জন্য শ্রীযুক্ত বন্দোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং উদ্যোগ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এক্ষণে শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের সুব্যবস্থার নিমিত্ত তত্রত্য নবোৎসাহী কমিটি কিরূপ বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা সাধারণের বিদিতার্থ আমরা উপপ্রান্তের নূতন উপনিয়ম সমূহের প্রতিলিপি শীঘ্রই প্রকাশিত করিব।

সংপ্রতি শ্রীযুক্ত আনারেবল সর মহারাজ রাবণেশ্বর প্রসাদ সিংহ কে০ সি০ আই০ ই০ গিধোড়াধীশ মহামণ্ডল ডেপুটেশন দ্বারা শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের ধর্ম্মোপকার সমূহের বিবরণ শুনিয়া আপনার ধর্ম্মরুচি এবং উদারতার অপূর্ব্ব পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মহারাজা বাহাদুর এক সহস্র টাকা শ্রীভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলের স্থায়ী ধন ভণ্ডারের নিমিত্ত প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত বিদ্যা প্রচারার্থ এক জন বৈতনিক উপদেশক রাখিবার শুভ বিচার করা হইয়াছে। এই নিমিত্ত মহারাজা বাহাদুর বহু ধন্যবাদার্হ।

বড় লাটের মন্ত্রী সভার সভ্য হইবার নিমিত্ত বহু দিন হইতে বহু ব্যক্তি প্রকাশ্য ভাবে এবং গোপনে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু কাহারও মনোরথ সফল হয় নাই। সুখের বিষয় কাশীর বিখ্যাত প্রধান রইস শ্রীমান্ অনারেবল

(ব্রাহ্মণ) মুন্সী মাধব লাল নাগর বিনা আয়াসেই উক্ত সম্মান জনক পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের একজন প্রতিনিধি এবং ইহার প্রবন্ধ কারিণী সভার এক জন উৎসাহী সদস্য। অতএব আমরা অন্তরের সহিত মুন্সীজী মহারাজের এই প্রতিষ্ঠা লাভে সুখী হইয়াছি।

আগামী বর্ষে শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের বার্ষিকাধিবেশন কলিকাতায় হইবে। পূর্ব্ব সূচনানুসারে এবার শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডল আপনার প্রান্তে বার্ষিকোৎসব করিবার নিমিত্ত সর্ব্ব প্রথমে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। অতএব সর্ব্বসাধারণ সমস্ত সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া সুখী হইবেন যে আগামী পৌষ মাসে মহামণ্ডলের বার্ষিকোৎসব কলিকাতায় সম্পন্ন হইবে। উৎসবের তিথি প্রভৃতি আবশ্যকীয় বিষয় আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

সহকারী অধ্যক্ষের ভ্রমণ। শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোপীনাথ শর্ম্মা বিগত জুলাই মাসে অনেক গুলি ধর্ম্মসভা পরিদর্শনার্থ ভ্রমণে বহির্গত হন। যদিও বহু স্থান হইতে নিমন্ত্রণ পত্র আসিয়াছিল, কিন্তু সময়াভাব বশতঃ তিনি কেবল আজমগড়, লখিমপুর, পীলীভীত, চান্দোসী, মণ্ডিলা, লক্ষ্ণৌ এবং ফয়জাবাদ ভ্রমণ করেন। শীঘ্রই সহকারী অধ্যক্ষ মহাশয় পুনর্ভ্রমণে বাহির হইবেন। এবারে তিনি বহু স্থান ভ্রমণ করিবেন, এরূপ আশা করা যায়। তাঁহাকে সম্ভবতঃ এবার পঞ্জাব প্রান্তের অনেক সভা পরিভ্রমণ করিতে হইবে। যে সকল সভা এবং সনাতন ধর্ম্ম-প্রেমিকদিগের নিমন্ত্রণ পত্র ইতঃপূর্ব্বে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তদতিরিক্ত যে সকল নিমন্ত্রণ পত্র আসিবে সে সম্বন্ধেও বিবেচনা করা হইবে। সভা সমূহ হইতে ভেট প্রভৃতি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সহকারী অধ্যক্ষ মহাশয় এবার ভ্রমণে বাহির হন নাই বরং ঐ সকল সভার পরিপুষ্টি সাধন এবং শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সহিত পরস্পর দৃঢ় সম্বন্ধ সংস্থাপনোদ্দেশেই তিনি যাত্রা করিয়াছিলেন।

সহমরণ। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিধানানুসারে সহমরণ প্রথা রহিত হইলেও ভারতবর্ষে প্রতিবৎসরই ২।৫টী করিয়া সহমরণের কথা শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। সংপ্রতি বিজনোরের অন্তর্গত ধামপুর নামক স্থান হইতে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিহারীলাল

শর্ম্মা নামক এক ব্যক্তি একটী আদর্শ পতিব্রতার সহমরণের সংবাদ দিয়াছেন। সাধারণের অবগতির নিমিত্ত, তাহা প্রকাশিত হইল;—

ধামপুর গ্রামে লালা দেওয়ালী লাল মোহন লাল বৈশ্য অগ্রওয়াল নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী পরম পতিব্রতা ছিলেন। কোনও সময়ে লালাজী অন্যত্র গমন করিলে, তাঁহার প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত উক্ত পতিব্রতা ব্রত ধারণ পূর্ব্বক সামান্য পরিমাণ গঙ্গা জল এবং গোদুগ্ধ মাত্র পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। বিগত ১০ই এপ্রিল রাত্রিকালে প্লেগ রোগে লালাজীর মৃত্যু হয়। পীড়ার যথেষ্ট চিকিৎসা হইয়াছিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। চিকিৎসা বিফল হইলে লালাজী তাঁহার পত্নীকে বলিলেন "এ যাত্রা আমার রক্ষা নাই।" এই নিদারুণ কথা শুনিয়া সাধ্বী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছাপনোদনের পর তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার প্রতি কি আদেশ করিতেছেন?" প্রত্যুত্তরে লালাজী বলিলেন, "স্বধর্ম্ম রক্ষা করিও।" অতঃপর লালাজীর মৃত্যু হইলে তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী পতির অন্তিম আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অবগাহন, পূর্ব্বক পবিত্র বস্ত্র এবং রত্নাভরণে দেহ সজ্জা সাধনান্তে হবন কার্য্য সম্পাদন করিলেন। অতঃপর অল্প পরিমাণ শুষ্ক তৃণ আপনার শরীরের উপর রাখিয়া তাহাতে ঘৃত এবং অষ্টগন্ধ নিক্ষেপ পূর্ব্বক অগ্নি সংযোগ করিয়া দিলেন। প্রবল বেগে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। "হরে রাম" শব্দে পতিব্রতার জীবন বায়ু বহির্গত হইল। নগরের প্রায় সমস্ত স্ত্রী পুরুষই এই ব্যাপার দর্শনার্থ দাহ স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে পতিব্রতাকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

গো রক্ষার উদ্যোগ। উত্তর ভারতের অনেক স্থানেই শিক্ষাদি ধর্ম্ম কার্য্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গোরক্ষার চেষ্টা হইতেছে। মালোয়ার অন্তর্গত রতলাম শ্রীগোপাল গোশালার অবৈতনিক অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নারায়ণ পোদ্দার লিখিয়াছেন, "অসহায়া গো মাতাদিগের উত্তমরূপে পালন এবং পোষণ করিবার নিমিত্ত রতলামে শ্রীগোপাল গোশালা নামে একটী গোশালা স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঐ স্থানেই গো রক্ষা বিষয়ে এবং অন্যান্য সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বহু পুস্তক সমন্বিত একটী পুস্তকালয়েরও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। রতলামবাসীদিগের উৎসাহ প্রশংসনীয়। আগরা সনাতন ধর্ম্ম সভার অধ্যক্ষ মহাশয় লিখিয়াছেন, "বিগত মার্চ মাসে শ্রীযুক্ত ১০৮ স্বামী আলারামজী সাগর সন্ন্যাসী হিন্দু ধর্ম্মের মহত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, বিগত ৬ই মার্চ স্বামীজীর উৎসাহে এবং উত্তেজনায় বেলনগঞ্জ

নামক স্থানে "সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম সভা" "সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম পাঠশালা" এবং গো-রক্ষিণী সভা স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উক্ত স্বামীজীর উৎসাহে কটনী মুড়োয়ারা গোশালাটীর পুনঃ সংস্কার আরব্ধ হইয়াছে। বিগত এপ্রিল মাসে হলদোয়ানী নামক স্থানেও অন্যত্য কতিপয় ধর্ম্মাত্মার উৎসাহে একটী গোশালা স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরসুন্দর সাংখ্যরত্ন মহাশয়ের পূর্ব্ববঙ্গ অঞ্চলে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। তাঁহার চেষ্টায় পূর্ব্ব বঙ্গের মৈমনসিংহ, ঢাকা, দিনাজপুর, রঙ্গপুর এবং শ্রীহট্ট অঞ্চলের বহু সংখ্যক ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্য সন্তান মহামণ্ডলের সভাশ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন। বিগত ফাল্গুন মাস হইতে এপর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা হইতে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত অনেক গুলি ধর্ম্ম সভায় আহুত হইয়া সংস্কৃত এবং বাঙ্গলা ভাষায় বক্তৃতা করিয়া বহু সংখ্যক ব্যক্তির চিত্ত সনাতন ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছেন। বিগত ১৫ই ভাদ্র দিনাজপুর নিত্য ধর্ম্মবোধিনী-সভা গৃহে সাংখ্যরত্ন মহাশয় "উপাসনা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভায় বহু সংখ্যক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের কাশী অধিবেশন।

২৮শে ডিসেম্বর হইতে ৪টা জানুয়ারি পর্য্যন্ত।

জমা		খরচ	
দ্বারবঙ্গ রাজ ম্যানেজর খাতে	৭০০০৲	বেদ ভগবানের সওয়ারী খাতে	১৫৭৸০
সভাপতি কার্য্যালয় খাতে	২০০০৲	দেবপূজন ও যজ্ঞ খাতে	৫৪৩৲
প্রধান কার্য্যালয় মথুরা খাতে	১০০৲	আচার্য্য ও সন্ন্যাসী সেবা খাতে (ইহাতে দণ্ডী স্বামী ও সমাগত সাধু সন্তদিগের ভোজনাদি আছে)	৭১৯৶০
মোট জমা	৯১০০৲		

কৈফিয়ৎ — ৯১০০৲

জমা — ৮১৭৭৷৶০

খরচ — ৯২২৷৴০

বাকী নয় শত বাইশ টাকা পাঁচ আনা মাত্র।

বিশেষ সূচনা।

উপরি লিখিত হিসাবে কেবল ইহাই দেখান হইয়াছে যাহা অধিবেশন কার্য্যালয়ে খরচ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যে খরচ অধিবেশন হিসাবের সাফাই অথবা ফেরৎ জমা খরচের নিমিত্ত হইয়াছে তাহা প্রধান কার্য্যালয়ের মাসিক আয় ব্যয়ের হিসাবে "অধিবেশন খাতে" এই হেডিং এ প্রকাশিত হইবে, তদতিরিক্ত স্বুবর্ণ ও রৌপ্য পদক প্রস্তুত করাইবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র খরচ হইবে, উহাও সম্মান দান খাতে যথা সময়ে দেখান যাইবে।

(স্বাঃ লক্ষ্মীনারায়ণ (শেঠ)
কোষাধ্যক্ষ, অধিবেশন।

(স্বাঃ) মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী
(রায় বাহাদুর) প্রধানাধ্যক্ষ।

(স্বাঃ) শ্রীতুলাপতি সিংহ,
(মিথিলারাজকুল ভূষণ)
তত্বাবধারক।

পণ্ডিত সভা খাতে (কাশীস্থ বিদ্বমণ্ডলীওসমাগত পণ্ডিতদিগের)	৫৪২৷০৲
সভাসেবা খাতে (ধর্ম্মোপদেশক পণ্ডিত ও সভ্যদিগের ভোজন খরচ)	৭৩৩৸৶০
কাশীস্থ বিদ্যার্থীদিগের বিদায়	৪১০৷০
সভা মণ্ডপ ও কার্য্যালয় খাতে (ইহার মধ্যে প্রধানকার্য্যালয় প্রস্তুত খরচ আছে)	৯৪০৷৶৫
দান খাতে (কাঙ্গালী বিদায়)	১০৷০
সম্মান দান খাতে (মান পত্র ছাপাইবার নিমিত্ত খরিদ করা হয়)	২০৲
বৃত্তি খাতে (পুরস্কার প্রদান ইহার অন্তর্গত)	৩৬৸৶১৫
গাড়ী ভাড়া, পাল্কী ভাড়া ও মজুরী খাতে	১৮০৵৷৫
ছাপাই খাতে	২৫৫৷৴৫
জমির ভাড়া (টাউন হলের সম্মুখস্থ জমি ভাড়া নিমিত্ত গোঁসাই ভবানীপুরীকে প্রদত্তহয়)	২০০৲
ডাক টিকিট ও তার খবর	৩৯১/০১
ষ্টেশনারি খাতে	৩৩৸৫
রোশনাই খাতে	১৩৭৸৶১০
বাজে খরচ (নোট, টাকা ও গিনী ভাঙ্গাইবার)	১৷৶০
পথ খরচ খাতে (ধর্ম্মোপদেশক ও পণ্ডিতদিগের রেল খরচ)	৯০৯৷৶১০
মোট খরচ	৬২৫৮৸৶১০
প্রয়াগ অধিবেশন খাতে	১৯১৮৷৶২০
	৮১৭৭৷৶০

শ্রীপ্রয়াগাধিবেশনের আয় ব্যয়।

(শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের অধিবেশন।)

তারিখ ২১শে জানুয়ারি হইতে ৩০শে জানুয়ারি পর্য্যন্ত।

—§*§—

জমা

ম্যানেজার রাজদ্বারবঙ্গ খাতে	১১০০০৲
কাশী অধিবেশন খাতে	১৯১৮॥৶১০
একুন জমা	১২৯১৮॥৶১০

কৈফিয়ৎ।—

জমা	১২৯১৮॥৶১০
খরচ	১০৮৪০৶১৫
বাকী	২০৭৮।৵১৫

দুই হাজার আটাত্তর টাকা দশ আনা তিন পয়সা মাত্র।

খরচ

দেব পূজন ও যজ্ঞ খাতে	৩৬৫॥৶০
সভ্য সেবা খাতে (ধর্ম্মোপদেশক পণ্ডিত ও সভ্যদিগের ভোজন খরচ)	১৯১৬৶১০
পণ্ডিত সভা খাতে	২৩৬৲
সভা মণ্ডপ কাম্প খাতে	১৮৭৮৶১৫
আচার্য্য ও সন্ন্যাসী সেবা খাতে (সমাগত সাধুদিগের ভোজন আদিতে)	১১৫৪।৵৫
ছাপাই খাতে	২৮৮৶১০
দান খাতে (গরিব দুঃখীকে দান)	৮৪।৶১৫
সম্মান দান খাতে (সুবর্ণ রৌপ্য পদক প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত এলাহাবাদের পেশগী বিচলর কোম্পানীকে প্রদত্ত হয়)	২৫০৲
জমীর ভাড়া (সরকার ও ঠিকাদারকে প্রদত্ত হয়)	২০২০৲
টিকিট, ডাক ও তার খরচ	২৪৪/৫
ষ্টেশনারি	৯৩/৫
রোশনাই	২৩৮/০
বাজে খরচ (নাট, গিনি টাকা প্রভৃতির বাঁটা)	১৪॥৶১০
বৃত্তি খাতে (পুরস্কার ও ইহার সহিত আছে)	৩০৯/১০
গাড়ী ভাড়া ও মজুরী	৮৯৯।১০

বিশেষ সূচনা।

উপরি লিখিত হিসাবে কেবল এই খরচ দেখান হইয়াছে যে যে খরচ অধিবেশন কার্য্যালয়ে হইয়াছিল, এতদ্ব্যতীত যে খরচ অধিবেশনের হিসাবে সাফাই অথবা ফেরৎ জমা খরচের নিমিত্ত আছে তাহা প্রধান কার্য্যালয়ের মাসিক আয় ব্যয়ের হিসাবে "অধিবেশন খাতে" এই হেডিং এ প্রকাশিত হইবে। এতদ্ব্যতীত সুবর্ণ এবং রৌপ্য পদক প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র খরচ হইবে

তাহাও সম্মান দান খাতে যথা সময়ে প্রদর্শিত হইবে।

(স্বাঃ) শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ (শেঠ)
কোষাধ্যক্ষ অধিবেশন।

(স্বাঃ) শ্রীমহারাজ নারায়ণ শিবপুরী,
(রায় বাহাদুর) প্রধানাধ্যক্ষ।

(স্বাঃ) শ্রীতুলাপতি সিংহ,
(মিথিলা রাজ কুল ভূষণ)
তত্ত্বাবধারক।

পথ খরচ খাতে (ধর্ম্মোপদেশক দিগের রেল খরচ)	৮৫৬৷০
একুন খরচ	১০৮৪০৩৫

শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের আয় ব্যয়।

ইং আগষ্ট ১৯০৬।

জমা	
গত মাসের বাকী	৪৯৶৫
সাধারণ সভ্যাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত	১৩৲
বঙ্গধর্ম্মমণ্ডল কার্য্যালয়ের ম্যানেজরের নিকট হইতে প্রাপ্ত	১৩৲
শ্রীযুক্ত স্বামীজী মহারাজ	১৬৲
মোট জমা	৭৮৶৫

খরচ	
টিকিট খরচ	৬৻৫
ষ্টেশনারিদিঃ	২৷০
ভ্রমণ খাতে (ম্যানেজারের)	৩৶০
কুলী খরচ	।৶১৫
বেতন খাতে	৩৯৲
প্রধান কার্য্যালয়ের চাঁদা প্রেরণ মায় মনিঅর্ডার ফি	১৩৶০
একুন	৬৪ ৴১০

কৈফিয়ৎ

জমা	৭৮৶৫
খরচ	৬৪৷৴০
বাকী	১৩৶৫

তের টাকা তের আনা তিন পয়সা মাত্র।

(স্বাঃ) জে০ কে শর্ম্মা মুখোপাধ্যায়।
ম্যানেজার
শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডল।

শ্রীহরিঃ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

কলের্গতাব্দাঃ ৫০০৭।

২৭শ ভাগ। ২য় সংখ্যা। | কার্ত্তিক। | সন্ ১৩১৩ সাল। ইং ১৯০৬ খৃঃ।

দক্ষিণামূর্ত্তি স্তোত্রম্।

(শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রণীতম্)

——:0:——

বিশ্বং দর্পণ-দৃশ্যমাননগরীতুল্যং নিজান্তর্গতম্

পশ্যন্নাত্মনি মায়য়া বহিরিবোদ্ভূতং যথা নিদ্রয়া।

যঃ সক্ষা কুরুতে প্রবোধসময়ে স্বাত্মানমেবাদ্বয়ম্

তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ১ ॥

বীজস্যান্তরিবাঙ্কুরো জগদিদং প্রাঙ্‌নির্ব্বিকল্পং পুন-

র্মায়াকল্পিত দেশকাল কলনা বৈচিত্র্যচিত্রীকৃতম্।

মায়াবীব বিজৃম্ভয়ত্যপি মহাযোগীব যঃ স্বেচ্ছয়া

তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ২ ॥

যস্যৈব স্ফুরণং সদাত্মকমসৎকল্পার্থকং ভাসতে

সাক্ষাত্তত্ত্বমসীতি বেদবচসা যো বোধয়ত্যাশ্রিতান্।

যঃ সাক্ষাৎকরণাদ্ভবেন্ন পুনরাবৃত্তির্ভবাম্ভোনিধৌ

তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৩ ॥

নানাছিদ্রঘটোদরস্থিতমহাদীপপ্রভাভাস্বরং

জ্ঞানং যস্য তু চক্ষুরাদিকরণদ্বারা বহিস্পন্দতে।

জানামীতি তমেব ভান্তমনুভাত্যেতৎ সমস্তং জগ-

ত্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৪ ॥

দেহং প্রাণমপীন্দ্রিয়াণ্যপি চলাং বুদ্ধিং চ শূন্যং বিদুঃ
স্ত্রী বালান্ধজড়োপমাস্ত্বহমিতি ভ্রান্তা ভৃশং বাদিনঃ।
মায়াশক্তিবিলাসকল্পিতমহাব্যামোহসংহারিণে
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৫ ॥
রাহুগ্রস্তদিবাকরেন্দুসদৃশো মায়াসমাচ্ছাদনাৎ
সন্মাত্রঃ করণোপসংহরণতো যোঽভূৎ সুষুপ্তঃ পুমান্।
প্রাগস্বাপ্সমিতি প্রবোধসময়ে যঃ প্রত্যভিজ্ঞায়তে
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৬ ॥
বাল্যাদিষ্বপি জাগ্রদাদিষু তথা সর্ব্বাস্ববস্থাস্বপি
ব্যাবৃত্তাস্বনুবর্ত্তমানমহমিত্যন্তঃ স্ফুরন্তং সদা।
স্বাত্মানং প্রকটীকরোতি ভজতাং যো মুদ্রয়া ভদ্রয়া
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৭ ॥
বিশ্বং পশ্যতি কার্য্যকারণতয়া স্বস্বামিসম্বন্ধতঃ
শিষ্যাচার্য্যতয়া তথৈব পিতৃপুত্রাদ্যাত্মনা ভেদতঃ
স্বপ্নে জাগ্রতি বা য এষ পুরুষো মায়াপরিভ্রামিত
স্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৮ ॥
ভূরম্ভাংস্যনলোঽনিলোঽম্বরমহর্নাথো হিমাংশুঃ পুমা-
নিত্যাভাতি চরাচরাত্মকমিদং যস্যৈব মূর্ত্ত্যষ্টকম্।
নান্যৎ কিঞ্চন বিদ্যতে বিমৃশতাং যস্মাৎ পরস্মাদ্বিভো
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৯ ॥
সর্ব্বাত্মত্বমিতি স্ফুটীকৃতমিদং যস্মাদমুষ্মিংস্তবে
তেনাস্য শ্রবণাত্তদর্থমননাদ্ধ্যানাচ্চ সংকীর্ত্তনাৎ।
সর্ব্বাত্মত্বমহাবিভূতিসহিতং স্যাদীশ্বরত্বং স্বতঃ
সিদ্ধ্যেত্তৎ পুনরষ্টধা পরিণতং চৈশ্বর্য্যমব্যাহতম্ ॥ ১০ ॥
বটবিটপিসমীপে ভূমিভাগে নিষণ্ণং
সকল মুনিজনানাং জ্ঞানদাতারমারাৎ।
ত্রিভুবনগুরুমীশং দক্ষিণামূর্ত্তিদেবং
জননমরণদুঃখচ্ছেদদক্ষং নমামি ॥ ১১ ॥
চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্ন সংশয়াঃ ॥ ১২ ॥

ওঁ নমঃ প্রণবার্থায় শুদ্ধজ্ঞানৈকমূর্ত্তয়ে।
নির্ম্মলায় প্রশান্তায় দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ॥ ১৩॥
নিধয়ে সর্ব্ববিদ্যানাং ভিষজে ভবরোগিণাম্।
গুরবে সর্ব্বলোকানাং দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ। ১৪॥
মৌনব্যাখ্যাপ্রকটিতপরব্রহ্মতত্ত্বং যুবানং
বর্ষিষ্ঠান্তে বসদৃষিগণৈরাবৃতং ব্রহ্মনিষ্ঠৈঃ।
আচার্য্যেন্দ্রং করকলিতচিন্মুদ্রমানন্দরূপং
স্বাত্মারামং মুদিতবদনং দক্ষিণামূর্ত্তি মীড়ে। ১৫॥

কতিপয় ভগবদ্বাক্য।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

৪র্থ অধ্যায় ৮ শ্লোক।

ভগবান কহিলেন, সাধু মহাজনের পরিত্রাণ হেতু, দুষ্ট লোকদিগকে দমন করিবার জন্ম এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে অবতার রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।

যেমন রাজার রাজত্বে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে, তথায় অন্য কোন লোকের দ্বারা সেই বিশৃঙ্খলা দূর করা অসম্ভব হয়, সেই স্থানে রাজা স্বয়ং যাইয়া ঐ গোল-যোগ দূর করেন, ধর্ম্ম রাজ্যেও সেই প্রকার কোন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে ভগবান স্বয়ং অবতার রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া থাকেন। শুম্ভ নিশুম্ভের অত্যাচারে যখন জগৎবাসী পীড়িত হইয়াছিল, সেই সময় ভগবান কালী মূর্ত্তি ধরিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং দুষ্ট সংহার করিয়া লোক শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি কখন নিজে মহেশ্বর সাজিয়া শ্রীহরির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, কখন শ্রীহরি সাজিয়া শিব মাহাত্ম্য প্রচার করেন, কখন বা শিব সাজিয়া শবে পরিণত হন এবং মা-আনন্দময়ীর পাদপদ্ম শ্রীবক্ষে ধারণ করিয়া জগতবাসীকে এই শিক্ষা দিয়া থাকেন "জীয়ন্তে শব না হইতে পারিলে মা আনন্দ ময়ীর চরণ পাওয়া যায় না।" অর্থাৎ শবের যেমন কোন চিন্তা থাকে না, কোন বাসনা থাকে না, বাহ্যিক শোভায় মুগ্ধ হইতে পারে না, নিকটস্থ আত্মীয়গণ কাঁদিলেও উহার কোন প্রকার চৈতন্য হয় না, গাত্রে সূচিকা বিদ্ধ করিলেও কোন প্রকার যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারে না, জীয়ন্তে সেই প্রকার হইতে পারিলে "মায়ের" চরণ লাভ করা যায়। ভগবান মনুষ্য রূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তিনি সাকারও বটেন এবং নিরাকারও বটেন। যতক্ষণ "আমি" আছি ততক্ষণ তিনি সাকার এবং "আমি" গেলে তিনি নিরাকার। এই সাকার রূপে তিনি লোক শিক্ষা দিয়া থাকেন।

দ্বাপর যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ অবতারে সংসারের সহিত বিবেক বৈরাগ্য গ্রথিত করিয়া জগৎ সমাজকে প্রেম ও আনন্দের রঙ্গভূমি প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, সংসারের মধ্য হইতে সকল ভাব শিক্ষা করিতে হয়, তাহা তিনি আপনি শিক্ষা করিয়া অপরকে শিখাইয়া গিয়াছেন. জগতের মধ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটী রসের প্রস্রবণ খুলিয়া দিয়া আপনি সেই সমুদায় উপভোগ করিয়া গিয়াছেন এবং সেই সকল কি প্রকারে ভগবানে প্রয়োগ করিতে হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এই প্রকার লোক শিক্ষা দিবার জন্যই ভগবান আবশ্যকতা অনুসারে সংসারে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

ভগবান কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় অর্জ্জুনকে গীতা শিক্ষা দিয়াছিলেন। গীতার উপদেশ গুলি অমূল্য। সংসারে এমন কিছু নাই যাহার সহিত গীতার ঐ অমূল্য শ্লোক গুলির তুলনা হইতে পারে। সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রের সারাংশ ঐ এক গীতা গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। গীতা ভাল করিয়া পাঠ করিলে, আর কোন ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠ করিবার আবশ্যক হয় না। সেই কারণেই গীতাই সমুদয় [illegible] স্বরূপ। যিনি যে প্রকার অধিকারী, তিনি সেই প্রকার গীতার অর্থ বুঝিতে পারেন। গীতার অর্থ সংসারী এক প্রকার করেন এবং যোগী আর এক প্রকারে বুঝেন। নিম্ন লিখিত [illegible] দ্বারা লোক নিয়মিত রূপে [illegible] প্রকারে সুখ, শান্তি এবং আত্মোন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, ভগবান তাহা শিক্ষা দান করিতেছেন;—

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

৬ষ্ঠ অধ্যায় ১৭ শ্লোক।

অর্থাৎ যিনি নিয়মিত রূপে আহার বিহার করিয়া থাকেন, কর্ম্ম সকল নিয়মিত রূপে চেষ্টা করিয়া থাকেন, নিয়মিত রূপে নিদ্রিত ও জাগরিত থাকেন, তাঁহার যোগ দুঃখ নিবারক হইয়া থাকে।

যিনি আহার, নিদ্রা, চেষ্টা, জাগরণ ইত্যাদি নিয়মিত রূপে সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তিনি অতি ভোজন করেন না কারণ অতি ভোজন করিলে পরিপাক শক্তির ব্যাঘাত হয়, (যাঁহার যে প্রকার পরিপাক শক্তি, তাঁহার সেই প্রকার আহার করা আবশ্যক) তাহার অতিরিক্ত করিলে নানা প্রকার রোগোৎপত্তি হইতে পারে, এবং অলসতা আইসে সুতরাং তাহা যোগের পক্ষে অর্থাৎ আত্মোন্নতি সাধনার পক্ষে অতিশয় বিঘ্নকর। সেই প্রকার সকল বিষয়ে নিয়মিত হইলে অর্থাৎ সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য রক্ষা করিলে, সমুদয় দুঃখ অন্তরিত হয়, অর্থাৎ সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়। অধিক আহার যে প্রকার বিঘ্ন জনক, অল্প আহারও সেই প্রকার অকল্যাণকর। অল্প আহার করিলে দৈহিক ও মানসিক বল কমিয়া যায়, শরীর ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়ে, কোন বিষয়ে উৎসাহ থাকে না, সুতরাং তাহা আত্মোন্নতির পক্ষে শুভ হইতে পারে না।

যোগ অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত মিলন। যিনি পরমাত্মার সহিত মিলিত হইতে পারিয়াছেন, তিনিই যোগী। চিত্ত সংযম না হইলে অর্থাৎ মনকে বশে আনিতে না পারিলে, অসংযত মন নানা প্রকার কামনা লইয়া ছুটাছুটী করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত না হইয়া, তাহাদিগকে বশে রাখিতে পারিলে সংযমী হইতে পারা যায়। এই প্রকার যাঁহার চিত্ত স্থির হইয়াছে তিনিই যোগী হইতে পারেন, অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত মিলিত হইতে পারেন। আহার, নিদ্রা ইত্যাদি নিয়মিত রূপে না করিলে মনের অবসাদ হয়, এবং মনের অবসাদ হইলে যোগের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত, মিলিত হইতে পারা যায় না। যাহাতে মনের কোন প্রকার অবসাদ না হয়, সেই দিকে সতত লক্ষ্য রাখা আত্মোন্নতি বিষয়ে যত্নশীল ব্যক্তির নিতান্ত প্রয়োজন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে যে প্রকার স্বাস্থের হানি হয় সেই প্রকার আদৌ পরিশ্রম না করিলে স্বাস্থেরও হানি হইয়া থাকে। স্বাস্থের অবনতি হইলে মনও অবসন্ন হইয়া পড়ে। দেহের সহিত মনের অত্যন্ত অনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। দেহ কৃশ হইলে মনও বিষাদ যুক্ত হয়, মনের আর কোন প্রকার শক্তি বলবতী থাকে না। সেই প্রকার পরিশ্রম না করিয়া কেবল বসিয়া থাকিলে অলসতা আইসে। হস্ত পদাদি কার্য্য তৎপর না থাকিলে দেহের অলসতার দ্বারা মনেরও অলসতা হয়, এবং মনের অলসতা হইলে কোন বিষয়ে স্ফূর্ত্তি থাকে না সুতরাং যোগের পক্ষে তাহা বিঘ্নকর। সেই জন্য আহার, নিদ্রা, কার্য্য ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে সামঞ্জস্য রক্ষা করা আত্মোন্নতিশীল ব্যক্তির অত্যন্ত আবশ্যক। সকল কার্য্য যাহাতে কোন বিষয়ে কম বেশী না হইয়া পড়ে, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিলে মনের চাঞ্চল্য ঘটে না। মনের চাঞ্চল্য না থাকিলে চিত্ত স্থির হইয়া আইসে এবং চিত্ত স্থির হইলে পরমাত্মার সহিত মিলন অনায়াসে লাভ থাকে। মূঢ় অসংযত ব্যক্তির যোগ সিদ্ধি হয় না। তাহারাই "আমি আমার" করে।

ভগবান বলিতেছেন; —

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

৩য় অধ্যায় ২৭ শ্লোক।

অর্থাৎ কর্ম্ম সকল প্রকৃতির গুণ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে নিষ্পাদিত হইতেছে; কিন্তু অহঙ্কার বিমূঢ় চিত্ত ব্যক্তি "আমি কর্ত্তা" এই মনে করে।

ত্রিগুণ সম্পন্না প্রকৃতিই মানবকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। কিন্তু অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা জীব মনে করে যে, "আমিই" কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। প্রকৃতিই জ্ঞানকে চালিত করিয়া হস্ত পদাদিকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়। যাহার প্রকৃতি যে প্রকার তাহার জ্ঞানও সেই প্রকার হইয়া থাকে। প্রকৃতির তিন গুণ; সত্ব, রজঃ এবং তমঃ। সত্বগুণ উৎকৃষ্ট, রজোগুণ মধ্যম এবং তমোগুণ সর্ব্বাধম। তমোগুণ যুক্ত ব্যক্তি সদা দম্ভ অহঙ্কার করিয়া বেড়ায়।

আলস্যে কাল কাটাইতে ভাল বাসে। কার্য্যের মধ্যে আহার ও বিহার—এই দুই কার্য্যই জানে। তাহারা ক্ষণিক সুখে মত্ত হইয়া পশুবৎ বিচরণ করিয়া বেড়ায়। তাহারা অজ্ঞাতসারে তাহাদের কার্য্যের দ্বারা বিষময় বীজ বপন করিয়া থাকে এবং পরিণামে উহা হইতে বিবিধ কষ্ট ভোগ করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। রজোগুণযুক্ত ব্যক্তিগণ লোকমান্যের জন্য দান ধ্যান প্রভৃতি সৎকার্য্য করিয়া থাকে। তাহাদের কার্য্যের দ্বারা জগতের মঙ্গল হয় বটে কিন্তু তাহাদের সমস্ত কার্য্যই কামনাতে পরিপূর্ণ থাকে। সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক যাহাতে লোকের কাছে মাননীয় হইতে পারেন, এ প্রকার ইচ্ছার বশবর্ত্তী হন না। উচ্চ পদ লাভ করিবার অথবা সম্মান পাইবার ইচ্ছা তাঁহাদের নাই। তাঁহাদের কোন প্রকার কামনা থাকে না, তাঁহারা কেবল লোক শিক্ষার জন্যই এবং কর্ত্তব্য সাধন করিবার নিমিত্তই কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন যে "জগৎ ও আমি" প্রভেদ নহে. জগৎ তৃপ্ত হইলেই তাঁহারা সন্তোষ লাভ করেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, জগতের সেবা কারণেই জগদীশ্বরীর সেবা হয়। তাঁহাদের অহং জ্ঞান কেবল "সেবা সেবক ভাব;" অর্থাৎ "ভগবান প্রভু এবং আমি তাঁহার দাস" "জদীশ্বরী জননী এবং আমি তাঁহার সন্তান।" জগতে আসিয়া জগতের সেবা করাই সুখ। ঈশ্বর জগতের সমস্তই হইয়াছেন, সুতরাং জগতের সেবা করিলেই তাঁহারই সেবা হইল। এই বিবিধ প্রকার প্রকৃতির দ্বারা নিয়োজিত হইয়া লোক অহং জ্ঞানে কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু "আমি ও তিনি" পৃথক নহে।

নদী ও তাহার তরঙ্গ পৃথক নহে। তরঙ্গ নানা ভাবে নাচিতেছে, আবার নদীতেই মিশিয়া যাইতেছে, সেই প্রকার সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ ব্রহ্মরূপ মহাসাগরের তরঙ্গ। উহা নানা ভাবে খেলা করিয়া পুনরায় ব্রহ্মেই মিশিয়া যাইতেছে। সুতরাং ব্রহ্ম ও জগৎ পৃথক নহে। ব্রহ্মময় জগৎ হইলে আর পৃথক রহিল কি? অহঙ্কারে আমরা আমাদিগকে পৃথক ভাবি, কিন্তু ব্রহ্মই মায়ামোহে আবৃত হইয়া, প্রকৃতি বশে আপনারই খেলা এই জগতে খেলিতেছেন। আমরা কখন সুকার্য্য করিতেছি আবার মোহ বশে কখন কুকার্য্য করিতেছি। সকলই আমাদের ইচ্ছা অর্থাৎ তাঁহারই ইচ্ছা। যখন জীবের "আমি ও তিনি" পৃথক ভাব থাকিবে না, তখন জীব সুপথে গমন করিবে। "আমিই তিনি" জানিতে পারিলে জীব আর কুপথে গমন করিতে পারিবে না। এই প্রকারে ভগবান নানা আকারে বিভক্ত হইয়া অর্থাৎ নানা আকার ধারণ করিয়া এবং নানা সাজে সাজিয়া খেলা করিতেছেন। পরমাত্মা ভগবান এরূপ ভাবে আপনাকে মায়া ও মোহে আবদ্ধ করিয়াছেন যে. আবার ইচ্ছা করিলে নিজেই মুক্ত হইতে পারেন। কিন্তু সে তাঁহার ইচ্ছা। মূঢ় জীব অহঙ্কার বশতঃই "আমি আমার" করিয়া ক্লেশ পাইয়া থাকে।

ভগবান বলিতেছেন;—

সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥

৫ অধ্যায় ৬ শ্লোক।

অর্থাৎ হে মহাবাহো, কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস পাওয়া অসম্ভব, কিন্তু যোগযুক্ত মুনি অচিরাৎ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ জানেন।

এই জগৎ কার্য্য ক্ষেত্র। এখানে সকল কার্য্যই ভগবানের অভিপ্রেত। মনই এক মাত্র তাহার প্রমাণ কারণ। মন কখনও অলস থাকে না; সে কেবলই কর্ম্মের জন্য ছুটাছুটী করে। যদি কেহ অলস হইয়া বসিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার মন কখন অলস থাকিবে না; ইহাতে সপ্রমাণ হইতেছে যে, জগতে কর্ম্মই ভগবানের অভিপ্রেত। কর্ম্ম না থাকিলে জগৎ থাকিতে পারে না। কেবল কর্ম্মের দ্বারাই জ্ঞানের বিকাশ হয়, এবং জ্ঞানের বিকাশ হইলে ভগবানকে লাভ করিতে পারা যায়। যে দিন কর্ম্মের নাশ হইবে সেই দিন জগতেরও ধ্বংস হইবে। কেবল একমাত্র কর্ম্মের দ্বারাই এই জগৎ চলিতেছে। কর্ম্ম দুই প্রকার, সকাম কর্ম্ম আর নিষ্কাম কর্ম্ম। কামনা পরিপূর্ণ যে কর্ম্ম তাহাকে সকাম কর্ম্ম বলে, এবং কামনা বর্জ্জিত হইয়া কর্ত্তব্য বোধে যে কর্ম্ম করা যায় তাহাকে নিষ্কাম কর্ম্ম কহে। সকাম কর্ম্মে বন্ধন হয়, আর নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা বন্ধন মুক্তি হয়। যিনি কোন বিষয় আশা না করিয়া সংসারের সমুদায় কার্য্য কর্ত্তব্য বিবেচনায় করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত শান্তির অধিকারী এবং তিনিই যোগযুক্ত মুনি পদবাচ্য। ঐ অবস্থা লাভ করিতে হইলে কর্ম্ম আবশ্যক। কেবল সকাম কর্ম্ম দ্বারাই নিষ্কাম কর্ম্ম লাভ করা যায়। কর্ম্মফল আকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া যে কর্ম্ম করা যায় তাহাই কর্ম্ম সংন্যাস। কর্ম্ম ত্যাগকে কর্ম্ম সংন্যাস বলে না নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। প্রকৃত জ্ঞানে "আমি আমার" থাকে না। জ্ঞান লাভ করিতে হইলে কর্ম্ম চাই। কেবল পুস্তক পড়িলে ও উপদেশ দ্বারা জ্ঞান লাভ হয় না, সেই সকল অনুসারে কার্য্য করিতে হয়। কেবল বিদ্যাশিক্ষায় যে জ্ঞান জন্মে তাহার দৃঢ়তা নাই, যে জ্ঞান হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় না, শীঘ্রই সে জ্ঞান নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। আর ঐ শিক্ষা অনুসারে কর্ম্ম করিতে করিতে, যে জ্ঞান জন্মে, তাহার বিনাশ নাই। কর্ম্ম যোগিগণ চিত্তশুদ্ধির দ্বারা সন্ন্যাসী হইয়া ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করেন। উপদেশানুসারে কার্য্য না করিয়া কেবল উপদেশ শুনিলে চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে না। কোন লোক গুরুর কাছে উপদেশ পাইল যে, শ্বেত ও পীত মিশাইলে লোহিত বর্ণ হয়। যে ব্যক্তি শ্বেত ও পীত মিলাইয়া লোহিত করিয়া দেখে, সেই ব্যক্তি প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিত পারে। সেই কারণে কর্ম্ম ব্যতীত প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারা যায় না। কেবল বিদ্যা শিক্ষা করিলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারে না, সুতরাং প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শিক্ষা অনুসারে কার্য্য করা আবশ্যক। পুথিতে আছে, সত্য কথা কহা উচিত; কিন্তু সত্য কথা না কহিলে কেহ কি সত্যবাদী বলে? কর্ম্ম করিতে করিতে জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, এবং জ্ঞান লাভ হইলে ঈশ্বর লাভ হইতে পারে। পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহা প্রকৃত জ্ঞানই নহে। পুঁথিগত উপদেশানুসারে নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাহাই যথার্থ জ্ঞান। সে প্রকার জ্ঞান হইলে "আমি ও তুমি" থাক না।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

রামায়ণে শক্তিপূজা

বা

শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব।

সমধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্য সাধারণের মধ্যে একতাবিস্তার ব্যতীত কোন একটী জাতি প্রস্তুত হইতে পারে না। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত মনুষ্য সাধারণের মনে বিদ্বেষ বা স্বার্থপরতা প্রবল থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত একতাবিস্তারের চেষ্টা করিতে হইলে মন হইতে দ্বেষভাব এবং স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিতেই হইবে। যতক্ষণ অন্তঃকরণ বিদ্বেষ অথবা স্বার্থন্ধতা-বিষে জর্জ্জরিত থাকে, ততক্ষণ তাহাতে দয়া, মায়া, শান্তি কিছুই প্রবেশ করিতে পারে না, পরন্তু স্ববিষচঞ্চলভূজঙ্গবৎ বিদ্বেষ অথবা স্বার্থবিজৃম্ভিত অন্তঃকরণ নিয়ত অস্থির হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। কাজেই তখন স্বার্থের তাড়না অথবা বিদ্বেষের প্রভাবে মনুষ্য আত্মতৃপ্তির নিমিত্ত পশুবৎ পরস্পরের প্রতি পরস্পর আক্রমণ করিতে থাকে। জগতের প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে একথার যাথার্থ্য সপ্রমাণ হইতে পারে। কি এসিয়া, কি ইউরোপ, কি আমেরিকা সর্ব্বত্রই মনুষ্য সমাজের মধ্য হইতে যতদিন না বিদ্বেষ এবং স্বার্থভাব পরিত্যক্ত হইয়াছিল, ততদিন কখনই এক একটী জাতি গঠিত হইতে পারে নাই। সুতরাং যে জাতির মধ্যে একতা একতাবিস্তারের উদ্দেশ্যে বিদ্বেষ অথবা স্বার্থ বিনাশের পদ্ধতি যে পরিমাণে অধিক আছে, সেই জাতির মধ্যে একতা এবং তাহার ফল উন্নতিও সেই পরিমাণে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

মহম্মদের জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে মধ্য এসিয়ার এবং যিশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে ইউরোপের অবস্থা বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে উল্লিখিত বাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধ হইতে পারিবে। যতদিন পর্য্যন্ত মহম্মদ প্রবর্ত্তিত একতাবিস্তার পদ্ধতি বা ইসলাম ধর্ম্ম মধ্য এসিয়ার মনুষ্য সমাজ মধ্যে বদ্ধমূল হয় নাই, ততদিন পর্য্যন্ত মধ্য এসিয়া খণ্ড আত্মসুখেচ্ছা প্রণোদিত পরস্পর ধ্বংসপ্রার্থী বিদ্বেষ এবং স্বার্থন্ধ মনুষ্য শোণিতে প্লাবিত হইয়াছে। খৃষ্টান ধর্ম্ম ইউরোপে বদ্ধমূল হইবার পূর্ব্বে ইউরোপীয় মানব প্রকৃতি দানব প্রকৃতি অপেক্ষা কোন অংশেই উন্নত ছিল না। কিন্তু মহম্মদ অথবা খৃষ্ট জন্মিবার বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের অধিবাসীদিগের প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, কেবল মনুষ্য নয়, পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ এমন কি ক্ষুদ্র কীটাণুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আর্য্যশাস্ত্র প্রণেতা সমদর্শী ঋষিগণ ব্যবহার বিধি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। এক সময়ে আরব দেশের উদর-

পূরণ এবং স্বার্থসাধন করিতে সমগ্র এসিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের অধিকাংশ প্রদেশ অক্ষম হইয়াছিল, বর্ত্তমান খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ক্ষুদ্র ইংলণ্ড সসাগরা পৃথিবী গ্রাস করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু যদি প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ সমদর্শিতা-নীতির প্রবর্ত্তন না করিতেন, তবে এই সুবৃহৎ ভারতভূমির উদর পূরণ করিতে ত্রিভুবনও সক্ষম হইত কি না সন্দেহ।

বলা বাহুল্য প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের প্রবর্ত্তিত নীতি প্রতি পালনের গুণেই প্রাচীন আর্য্যজাতি বিদ্বেষ ভাব এবং স্বার্থ পরতাকে বড়ই ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, মহা পাতক মনে করিতেন, তাই মহাশক্তি সম্পন্ন ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যদিগের দ্বারা বিভিন্ন প্রদেশাধিকারের ব্যপদেশে উত্তপ্ত নরশোণিত পাতে ধরাতল প্লাবিত হয় নাই। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ Survival of the fittest অর্থাৎ প্রতিযোগিতা নীতি অবলম্বনে আত্মপোষণের পক্ষপাতী ছিলেন না। বরং তাঁহারা সকল জীব এমন কি উদ্ভিদ জাতি পোষণ (অরণ্য রক্ষাদি) করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। শ্রাদ্ধাদিতে পিণ্ডদান প্রসঙ্গে তাঁহাদিগের উদারতার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ষোড়শ পিণ্ডদানের মধ্যে আছে:—

ওঁ পশুযোনিগতা যে চ পক্ষিকীটসরীসৃপাঃ।
অথবা বৃক্ষযোনিস্থাস্তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং॥

অর্থাৎ কি পশু, কি পক্ষী, কি কীট, কি সরীসৃপ এমন কি, যে সকল জীব বৃক্ষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগের পিণ্ডদান না হইলে হিন্দুর শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না। এতদ্ব্যতীত দৈনিক পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্গত ভূতবলিতেও প্রথমে সমস্ত জীবকে নিবেদন করিয়া তাহার পর অন্ন গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা আছে;—

ওঁ দেবা মনুষ্যা পশবো বয়াংসি সিদ্ধা সযক্ষোরগদৈত্যসংঘাঃ।
প্রেতা পিশাচাস্তরবঃ সমস্তা যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তং॥
পিপিলিকাঃকীটপতঙ্গকাদ্যাঃ বুভুক্ষিতাঃ কর্ম্মনিবন্ধবদ্ধাঃ।
প্রয়ান্তু তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং তেভ্যোবিসৃষ্টং সুখিনো ভবন্তু॥

সুতরাং যাহাতে জগতস্থ সকল জীবের তৃপ্তি সাধন হয় আর্য্য ঋষিরা কেবল তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই ভারতবাসীর দ্বারা জগতের উপকার ব্যতীত কখনও কোন অপকার সাধিত হয় নাই। কেবল তাহাই নহে, আর্য্য ঋষিগণ মনুষ্য হইতে বৃক্ষ পর্য্যন্ত সমস্ত জীবকে পরমাত্মার অংশ, "একোঽহম্ বহু স্যাম" সপ্রমাণ করিয়া সকলেরই পূজার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এখনও ভারতে তুলসী, বিল্ব বৃক্ষ, বটাদি বৃক্ষ পূজা প্রচলিত আছে। দুর্গোৎসবের ব্যাপারে প্রকৃতপ্রস্তাবে নবপত্রিকারই পূজা হইয়া থাকে।

শ্রীরাম চন্দ্রের জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে ঋষিগণের অভ্রান্ত মস্তিষ্কপ্রসূত নিয়মাবলী প্রতিপালনের উৎকৃষ্ট পরিণাম দেখিতে পাওয়া যায়। পিতৃসত্য প্রতিপালনার্থ শ্রীরাম চন্দ্র বনগমন করিবার অব্যবহিত পরে আমরা তাঁহাকে অস্পৃশ্য চণ্ডাল জাতির সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ দেখিতে পাই। তাহার পর রক্ষোপতি রাবণ কর্ত্তৃক সীতা অপহৃতা হইলে তিনি

বানর অথবা (কাহারও কাহারও মতে) অসভ্যজাতি সমূহের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই দুইটী ঘটনায় তাঁহার হৃদয়ের উচ্চ উদার ভাবের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামচন্দ্রকে কেহ বলপূর্ব্বক রাজ্য হইতে বিতাড়িত করে নাই, পিতৃসত্য পালনার্থ তাঁহাকে বাধ্য হইয়া বনগমন করিতে হইয়াছিল। বিশেষতঃ যে ভরতের নিমিত্ত কৈকেয়ী দশরথের নিকট হইতে রাম চন্দ্রের বনগমন এবং রাজ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই ভরত তাঁহাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে উদ্‌গ্রীব হইলেও তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। মনোমধ্যে বিন্দুমাত্র দ্বেষ অথবা স্বার্থভাব নিহিত থাকিলে রাজত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনগমন, চণ্ডাল ও বানরজাতির সহিত মিত্রতা স্থাপন এবং ভরতের প্রত্যাখ্যান রাম চন্দ্রের দ্বারা কখনও সাধিত হইত না, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। তাই রামচরিত্রের এতই গৌরব, এতই মহত্ত্ব, এতই পবিত্রতা।

একমাত্র দ্বেষ এবং স্বার্থভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাম চন্দ্র যে সকল অদ্ভুত এবং অসাধ্য কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, পৃথিবী মধ্যে এপর্য্যন্ত কেহই সেরূপ কার্য্য করিতে পারেন নাই। রাম চন্দ্র আপনার উদাহরণের দ্বারা স্পষ্টই সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, মনোমধ্যে বিন্দুমাত্র দ্বেষ বা স্বার্থ ভাব নিহিত থাকিলে শক্তিপূজা সম্যকরূপে সাধিত হয় না. তাই তিনি দ্বেষ ও স্বার্থ ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনুষ্য মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নীচ, নির্দ্দয়, ক্রূর এবং অস্পৃশ্য চণ্ডাল জাতিকে, এমন কি পশু জাতিকেও বিমোহিত করিতে পারিয়াছিলেন। অথবা যে ব্যক্তি দ্বেষ ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পশু পক্ষী পর্য্যন্ত আপনার করিয়া লইতে পারে, তাহার অসাধ্য কার্য্য জগতে কিছুই থাকিতে পারে না. জাগতিক সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া তাহার শক্তি মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, তাহার জলন্ত উদাহরণ প্রদান করিবার নিমিত্তই যেন রাম চন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাই তিনি নিরস্ত্র বানর সৈন্যের সাহায্যে সশস্ত্র রক্ষোবংশ ধ্বংস সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন।

রামায়ণ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আগ্নেয়াদি বিবিধ অস্ত্র-বিদ্যায় সুশিক্ষিত, প্রভূত বলশালী রাক্ষস সৈনিকদিগকেও যুদ্ধবিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, নিরস্ত্র বানর জাতির নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। লঙ্কার যুদ্ধে বানর অপেক্ষা রক্ষোসৈন্যের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না. এবং অকম্পন, বীরবাহু প্রভৃতি বীরগণ—যাঁহারা অস্ত্রশস্ত্র ও বীরত্ব প্রভাবে ইন্দ্রাদি দেবতারও ত্রাসোৎপাদনে সমর্থ ছিলেন, তাঁহাদিগের জীবন নিরস্ত্র বানরদিগের বৃক্ষাদির প্রহারে অথবা মুষ্ট্যাঘাতেই বিনষ্ট হইয়াছে। যে মহাবীর হনুমানের নামে ত্রিভুবন-ত্রাস রক্ষোপতি রাবণ হইতে ক্ষুদ্র রাক্ষস পর্য্যন্ত আতঙ্কে অস্থির হইত, যাঁহার বিক্রমে লঙ্কাপুরী শ্রীভ্রষ্ট এবং অসংখ্য সশস্ত্র রক্ষোসেনাপতি বিনষ্ট হইয়াছিল, যাঁহার প্রতাপে সমুদ্রবারি স্তম্ভিত হইয়াছে, সূর্য্যদেবের গতিরোধ হইয়াছে, তিনি অভিনব বিজ্ঞানসম্মত রণ কৌশল অবগত ছিলেন না, এমন কি তিনি অস্ত্রধারণেও অনভ্যস্ত ছিলেন। একমাত্র রাম চন্দ্রের গুণে, তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি ও বিশ্বাস বশতই মহাবীর হনুমান অসাধ্য সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন। একদা সীতা দেবী সকল সমক্ষে মহাবীর হনুমানের গলদেশে বড়ই প্রীতি

পূর্ব্বক আপনার স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ একগাছি বহুমূল্য মুক্তাহার অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হনুমান তৎক্ষণাৎ সেই মুক্তাহার দন্তে নিষ্পেষণ পূর্ব্বক মুক্তাগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ করত চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিলেন। সভাসদ্‌গণ সকলেই মনে করিলেন, এমন কি স্বয়ং সীতা দেবীরও মনে হইল, মুক্তার মূল্যাবধারণে অক্ষমতাপ্রযুক্ত পশু-প্রকৃতি-বিশিষ্ট হনুমান উহা নষ্ট করিয়াছে। ইহা মনে করিয়া শ্রীরাম চন্দ্র ও সীতা দেবীর সহিত সভাস্থ সকলেই হাস্য করিয়া উঠিলেন। তখন সভাস্থ জনমণ্ডলীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া হনুমান সকলের সমক্ষে স্বীয় বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন। সভাস্থ সকলেই দেখিলেন, হনুমানের হৃদয়-মধ্যে শ্রীরাম চন্দ্র এবং সীতা দেবীর যুগল মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। তাহার পর হনুমান সদর্পে বলিলেন, "যে হৃদয়ে রামসীতার পবিত্র মূর্ত্তি সতত বিরাজিত, সামান্য মুক্তাহার তাহাতে প্রদত্ত হইলে তাহার মর্য্যাদা বৃদ্ধি অথবা হ্রাস হইবে তাহা আপনারাই বিবেচনা করিতে পারেন।" সভাস্থ সকলেই তখন নীরব হইয়া বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে হনুমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ রাম চন্দ্রের প্রতি একমাত্র অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তির বলেই হনুমান অস্ত্রবিহীন হইয়াও অবলীলা ক্রমে শত সংখ্যক সশস্ত্র যুদ্ধদক্ষ রক্ষসবধে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। নিঃস্বার্থ ভাবে সত্বগুণাবলম্বন পূর্ব্বক যে কোন কার্য্য করিলে যে, শরীরে দৈবশক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং সেই শক্তির প্রভাবে যে, মনুষ্য অসাধ্য সাধনেও সক্ষম হয়, ইহাই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

যাহা হউক ইহা হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি, শ্রীরাম চন্দ্র আপনার অকৃত্রিম উদারতা গুণে বানরদিগকে তাঁহার প্রতি এরূপ আকৃষ্ট করিয়াছিলেন যে, বানরগণ কোন প্রকার স্বার্থের বশীভূত না হইয়া তাঁহার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং মহাবীর রাবণের সৈন্যগণ অথবা রাক্ষসজাতি রাবণের ভয়ে অথবা অর্থাদি লাভের প্রত্যাশায় তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যেখানে সম্পূর্ণরূপ নিঃস্বার্থ ভাবে কেবল স্বজাতি অথবা স্বদেশের মঙ্গলের নিমিত্ত দেশবাসী বদ্ধপরিকর হয়, সেখানে দৈব শক্তির আবির্ভাব বশতঃ প্রভূত সামর্থশালী প্রবল পরাক্রান্ত কোনও জাতি স্বার্থ সাধনোদ্দেশে আক্রমণ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে না। আহারের চেষ্টায় ধাবিত ব্যক্তির প্রাণভয়ে পালায়িত ব্যক্তিকে অতিক্রম করা বড়ই দুরূহ। বিগত রুষ জাপানের যুদ্ধ পর্য্যালোচনা করিলে এ কথার যাথার্থ সপ্রমাণ হইবে। যাহা হউক সর্ব্বজীবের প্রতি সমপ্রীতিবিস্তার দ্বারা যে সকল শক্তিকেই এক কেন্দ্রে সমবেত করিতে পারা যায়, এবং ক্ষুদ্র শক্তির সমবায়ে বিরাট শক্তির উৎপাদন পূর্ব্বক তাহার সাহায্যে অসাধ্য সাধনেও সক্ষম হইতে পারা যায়, রামচরিত পর্য্যালোচনা করিলেই তাহা আমরা বুঝিতে পারি। সুতরাং হৃদয়ে যতক্ষণ বিন্দুমাত্র স্বার্থসাধনস্পৃহা বলবতী থাকিবে ততক্ষণ কাহারও দ্বারা শক্তির সমবায়কার্য্য অর্থাৎ প্রকৃত শক্তিপূজা কখনই সাধিত হইবে না।

ক্রমশঃ—

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তি বিদ্যানিধি।

কোকিল কূজন বা দুখের গাথা।

——§✻§——

কে হে তুমি! কোথা হ'তে দুখ মাখা স্বনে
থাকি থাকি কিবা গাও আপনার মনে?
কি জানি সে কোন গান
উদাস করে রে প্রাণ,
কল্পনা ঢালিয়া দেয় ভাবুকের প্রাণে,
কে হে তুমি কিবা গাও দুখ মাখা তানে? ১

কোথায় নিবাস তব, সে দেশ কেমন?
কোথা হ'তে এই দেশে কর আগমন?
গাইতে দুখের গান
আর কি নাইরে স্থান?
নিজ দেশে কেন তুমি না কর রোদন?
কি হেতু করিছ সদা অশ্রু বরিষণ॥ ২॥

স্বর্গের দেবতা তুমি না হয় বিশ্বাস,
তব গান মাঝে দেখি শুধুই উচ্ছ্বাস।
স্বর্গের দেবতা যারা
চিরসুখে সুখী তারা
দেবতা সঙ্গীতে শুধু সুখের বিকাশ,
তব গান মাঝে দেখি শুধুই উচ্ছ্বাস॥ ৩॥

দেব ধামে তব বাস, অসম্ভব কথা,
তবে কি গাইতে তুমি দুখময় গাথা,
শান্তি গৃহ পরিহরি,
এসেছ হে মর্ত্ত্যপুরী,
কহিতে পরের কাছে দুখের বারতা?
পরে কি শুনেছে কভু পর দুখ গাথা? ॥৪॥

তবে কি মানব তুমি? নহি লয় মনে,
সুখ আছে দুখ আছে মানবের গানে।
সুখ দুখ ময় ধরা
হাসি কান্না সদা ভরা
দুখময় গান তুমি গাও দুখ তানে;
তুমি যে মানব হেন নাহি লয় মনে॥ ৫॥

মানবের দেশে থাক, অসম্ভব বাণী,
হবে কি কাঁদিতে হেথা দিবস রজনী,
স্বার্থ ভরা যেই দেশ,
নাহিক দয়ার লেশ,
সে দেশে কহিতে তুমি দুখের কাহিনী?
তুমি যে এদেশে থাক অসম্ভব বাণী॥৬॥

সবাগের নও তুমি মর্ত্ত্যের নও,
বল তবে কেবা তুমি কোথাকার হও?
কার তরে হা হুতাশ?
কার তরে দীর্ঘ শ্বাস?
কার তরে—কেঁদে কেঁদে কোন সুখ পাও?
বল তবে কেবা তুমি কোথাকার হও? ॥৭॥

"মানব না হই আমি না হই অমর,
পথের পথিক আমি নাহি মম ঘর,
আমি হে কোকিল পাখী
সদা কুহু কুহু ডাকি,
কাঁদিতে জনম মম, কাঁদি নিরন্তর,
মানব না হই আমি, না হই অমর॥ ৮॥

"পিতা মাতা আছে ব'লে না হয় বিশ্বাস,
অতীব শৈশব হ'তে পরগৃহে বাস,
পরগৃহে কত দায়
তুমি কি জান না তায়?
পরাধীন চিরকাল চিরপরদাস,
বিদেশী-দলিত-দেশে সদা কর বাস॥ ৯॥

"পর গৃহে শিশু কাল করিয়ে যাপন,
শিখেছি দুখের গান কোকিল কূজন,

দয়া মায়া ভাল বাসা
পরগৃহে বৃথা আশা
তাইত সুখের গান জানি না কেমন,
শিখেছি দুখের গান কোকিল কূজন ॥১০॥
"পর গৃহে শুধু দুখে থাকি নিরন্তর,
বিশেষতঃ সঙ্গ দোষ তাহার উপর,
বিষাদ-কলিমা মাখি
হ'য়েছি কোকিল পাখী
দুখের সাগরে ডুবি কে হয় সুন্দর ?
তাইত কোকিল কাল জগত ভিতর ॥১১॥
"যদিও কুরূপ আমি তথাপি সকলে,
আমাকে আদর করি আপনার বলে,
সে নহে আমার গুণে
সে নহে তাদের গুণে
এই ভাল বাসা সুধু সমদুখী ব'লে
তাইত আদরে মোরে আপনার ব'লে॥১২॥
"আপন দুখের তরে না করি রোদন
দুখেতে অভ্যস্ত আমি, চিরদুখী জন
দেখিয়া তোদের দুখ
বিষাদে ফাটিছে বুক
কুহু কুহু করি তাই করিছি কূজন
আপন দুখের তরে না করি রোদন ॥১৩॥
"পরাধীন ছিনু বটে হয়েছি স্বাধীন,
গিয়েছে দুর্দ্দিন মম এসেছে সুদিন,
কিন্তু একি মহা দায়
হৃদয় ফাটিয়া যায়,
দেখিয়া তোদের অই বদন মলিন ;
কুহু কুহু করি তাই আমি নিশি দিন ॥১৪॥
"পরাধীন চিরকাল পর-গৃহ-বাসী
সংসারে থাকিয়া তোরা সদাই উদাসী,
এমন দরিদ্র তোরা
অন্ন নাই পেট পোরা,
অন্ন বস্ত্র হেতু পরমুখের প্রত্যাশী
তাইত কাঁদিরে আমি কভু নাহি হাসি॥১৫॥
"রামায়ণ লীলা ক্ষেত্র এই পুণ্য ভূমি,
ব্যাসের ভারত যেথা অপূর্ব্ব কাহিনী,
বীরপ্রসবিনী হায়,
ছিলরে তোদের মায়
কুপুত্র প্রসবি এবে হ'ল অভাগিনী ;
তাইত কাঁদিরে আমি দিবস রজনী ॥ ১৬ ॥
"নাহি জান কার সনে হও বংশধর,
যাদের গৌরব ছিল জগতে বিস্তর,
এই চন্দ্র এই সূর্য্য
যাহাদের বল বীর্য্য
ঘোষণা করিত সদা দেশ দেশান্তর।
তাইত কাঁদিছে হায় সদাই অন্তর ॥ ১৭ ॥
"আপন গৌরব ভুলি শিখেছ গোলামী
দাসত্ব করিয়া হ'ল শিথিল ধমনী
বলবীর্য্য হ'য়ে হারা
হ'য়ে আছ লক্ষ্মী ছাড়া
সুধু চেষ্টা হ'তে এবে গোলাম অগ্রণী,
দেখে শুনে দিন রাত কাঁদিতেছি আমি ১৮
"শক্তির সন্তান হায় মহাশক্ত তোরা
আপনার দোষে মজি হ'লি শক্তিহারা,
এমন দুর্ব্বল হায়
পদাঘাতে প্রাণ যায়
প্রাণ যেন হ'য়ে আছে জীবন্তেই মরা
তাইত ঝরিছে মম সদা অশ্রু ধারা ॥ ১৯ ॥
এদেশে ছিল না প্লীহা এমন কোমল
সামান্য আঘাতে কভু হইত বিকল
সেই প্লীহা হায় হায়
ধমকে ফাটিয়া যায়

এমন হয়েছে সবে অসার দুর্ব্বল
তাইত নয়নে মম সদা ঝরে জল ॥ ২০ ॥
"দুর্ব্বলতা করিয়াছে বিকৃত আকার
পশু বলি তাই হয় ভ্রমের সঞ্চার
পশু ভ্রমে সভ্যগণ
করি গুলি বরিষণ
দিতেছে পাঠায়ে সবে যমের আগার
দেখিযা ফাটেরে বুক, কাঁদি অনিবার ২১॥
"এমন দুর্দ্দিন তবু কত অহঙ্কার!
কত হিংসা কত দ্বেষ কত অবিচার!
আত্মদ্রোহ বিষানল
জ্বলিতেছে অবিরল
হায়রে পুড়িয়ে সব হয় ছার খার
তাইত কাঁদিরে আমি করি হাহাকার ২২॥
"শোন রে অধম জাতি নরের অধম
এমন দুর্দ্দিনে আছে মঙ্গল এখন,
ছাড় সবে অহঙ্কার
কররে প্রতিজ্ঞা সার
যতনে মায়ের দুখ করিতে মোচন
তবেত ঘুচিবে মম বিষাদ কূজন ॥ ২৩ ॥
এখনো দেহেতে আছে রক্তের সঞ্চার
এখনো বহিছে শ্বাস, যদিও অসার,
এখনো মঙ্গল চাও
আত্মদ্রোহ ভুলে যাও
এক মন্ত্র এক দীক্ষা কর সবে সার
তবেত ঘুচিতে পারে কূজন আমার ॥২৪॥
(ক্রমশঃ)
শ্রীগিরিশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীবিশ্বনাথোজয়তি।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের নিবেদন পত্র।

—:*:—

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের মাননীয় সংরক্ষক মহাশয়, প্রতিনিধি মহাশয়, সংস্থাপক মহাশয়, সহায়ক মহাশয়, সাধারণ সভ্য মহাশয়, সকল পদধারী মহাশয়, ধর্ম্মোপদেশক মহাশয়, শাখাসভা এবং পোষক সভার সভ্য মহাশয় এবং সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্মোৎসাহী সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী মহাশয়গণের সমীপে সবিনয় নিবেদন—

শ্রীবঙ্গধর্ম্ম মণ্ডলের কতিপয় ধর্ম্মোৎসাহী সভ্য মহোদয়ের বিশেষ প্রার্থনায় শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান সভাপতি মহাশয় শ্রীমিথিলেশ বাহাদুর আদেশ করিয়াছেন যে, আগামী ১৯০৬ সনের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা রাজধানীতে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের একটী অধিবেশন হইবে। ঐ সময় ভারতবর্ষের সমস্ত প্রান্তের বহুসংখ্যক গণ্য মান্য সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি উক্ত রাজধানীতে উপস্থিত হইবেন, এবং সেই সময় শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের অনেক সভ্য মহোদয়েরও ঐ স্থানে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

এই শুভ অবসরে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সম্বন্ধ যুক্ত যে সকল মহাশয় কলিকাতায় উপস্থিত হইবেন, তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক আপনাদিগের অবস্থিতি স্থানের সংবাদ শ্রীবঙ্গধর্ম্ম মণ্ডলের অধ্যক্ষ শ্রীভারতরত্ন রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় এম এ বি এল সি এস আই বাহাদুরের নামে অথবা শ্রীবঙ্গধর্ম্ম মণ্ডলের ম্যানেজারের নামে ১৮ নং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট কলিকাতার ঠিকানায় পত্র দ্বারা প্রদান করিবেন।

এই কলিকাতার অধিবেশনে কোন্ কোন বিশেষ বিষয়ে পরামর্শ হওয়া যুক্তিযুক্ত এ সম্বন্ধে যদি কোন মহাশয় আপনার মন্তব্য প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক কলিকাতার পূর্ব্বোক্ত ঠিকানায় অথবা আমার নামে পাঠাইবেন।

কলিকাতা রাজধানীতে কোন্ দিবস কোন্ স্থানে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের অধিবেশন হইবে তাহার সূচনা পশ্চাতে প্রকাশিত করা যাইবে। ইতি—

কাশীধাম।
শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল
প্রধান কার্য্যালয়।
৩রা অক্টোবর ১৯০৬।

নিবেদক
পণ্ডিত শ্রীমহারাজ নারায়ণ শিবপুরী,
(রায়বাহাদুর)
প্রধানাধ্যক্ষ, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল।

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথোজয়তি।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের বিজ্ঞাপন পত্র।

—:০০০:—

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের মাননীয় সংরক্ষক মহাশয়, প্রতিনিধি মহাশয়, ব্যবস্থাপক মহাশয়, সহায়ক মহাশয়, সাধারণ সভ্য মহাশয়, সকল পদধারী মহাশয়, ধর্ম্মোপদেশক মহাশয়, শাখা সভা ও পোষক সভার সভ্য মহাশয় এবং সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্মোৎসাহী সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী মহাশয়দিগের সমীপে বিজ্ঞাপন এই যে,—

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রয়াগ মহাধিবেশনে ইহা স্থির হইয়াছে যে ভারত বর্ষের সমস্ত প্রান্তে শ্রৌতাগ্নিহোত্রকারী যে সকল ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহা-দিগকে যথাযোগ্য রীতি অনুসারে শ্রীঅগ্নিদেবের বেদোক্ত মন্ত্রাঙ্কিত স্বর্ণ এবং রৌপ্য পদক মানপত্র সহিত প্রদান করা হইবে। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের শ্রীবৃদ্ধি নিমিত্তই শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের এই শুভ প্রস্তাব হইয়াছে। অতএব আপনারা

সকল মহাশয় ইহার বিষয়ে বিচার পূৰ্ব্বক আপনাদিগের সন্ধানে যে যে স্থানে এরূপ ধাৰ্ম্মিক ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদিগের নাম, ঠিকানা এবং যোগ্যতার বিস্তারিত বিবরণ সহিত প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয় কাশীর ঠিকানায় প্রেরণ করুন। কিমধিকমিতি।

প্রধান সভাপতি কার্য্যালয়
দ্বারবঙ্গ।
কার্ত্তিক শুক্ল ৫মী সোমবার
সং ১৯৬৩ বিং।

শ্রীরমেশ্বর সিংহ, মিথিলাধিপতি।
প্রধান সভাপতি,
শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল।

বিশ্বাস ও শক্তি।
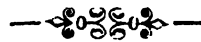
বিশ্বাসের অমৃতময়ী প্রাণমনমোহিনী সর্ব্বসন্তাপ-হারিণী প্রেরণায় শক্তির সর্ব্বার্থ পরিবোধক বিলাস বিচিত্র আবির্ভাব। বিশ্বজনীন ভাগবতী শক্তির হৃদয়-পূজায়, মনুষ্য আপনাকে সান্ত ও সসীম চক্রের অতি ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া—বিশ্বাসের প্রীতি-বিবশা গরীয়সী উদ্দীপনায়, আপনাকে নীচতার অতি সঙ্কীর্ণ ও আবিল ভূমির কদর্য্য সম্পর্ক হইতে পরিমুক্ত করিয়া, সর্ব্বতোভাবে ও অনির্ব্বচনীয়রূপে কৃতার্থ মনে করেন। যে স্থানে বিশ্বাসের মহিমময়ী লীলা—এবং সেই পারমার্থিকী লীলার সহিত যে স্থানে সর্ব্বাঙ্গীণ আত্মসমর্পণের পরম মধুর ও সর্ব্বমঙ্গলা চিরস্পৃহণীয় মধুর ভাব এক অতি অচ্ছেদ্য ও অলঙ্ঘ্য সূত্রে অনুস্যূত রহিয়াছে—সেই পুণ্য স্থানেই, নিসর্গ-সুলভ অনিবার্য্য দুঃখ দুর্গতি নিষ্পেষিত মনুষ্য, শান্তির মনোমোহন মুখ সাক্ষাৎকারে, আশায় অনুপ্রাণিত, ও আশ্বাসে সন্দীপিত হইয়াছে। বিশ্বাস মনুষ্যের অনন্ত শক্তি—কেন না, আত্মপরায়ণতার সর্ব্বতোমুখ সমুৎসাদনে বিশ্বাসের প্রাণদ সঞ্চার। যে স্থানে আত্মপরায়ণতা—আত্মাদরের বিকার-বিহ্বল জড়তা—আসক্তির আসুর মোহ—অহঙ্কারের কলুষ-পঙ্কিল উন্মত্ত শাসন—কেমন করিয়া, সেই লোকভয়ঙ্কর পিশাচভূমিতে সার্ব্বভৌমা সনাতনী মহীয়সী বিশ্ববিজয়িনী অনন্ত শক্তির এক-নিষ্ঠা ধ্যানময়ী সমারাধনায়, ক্ষুদ্রত্বের সমূল তিরোভাব সম্ভবপর? এবং কেমন করিয়াই বা মনুষ্য অনন্ত শক্তির অনন্ত সত্তায় আপনার স্বরূপ অবধারণ না করিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও প্রাণানন্দ ও হৃদয়ানন্দ লাভে আপনাকে চরিতার্থ মনে করিতে পারে?

বিশ্বাসে তন্ময়তা—একসংস্থ আত্মসমর্পণ আত্মাহুতি। এক বিশ্বব্যাপিনী বিরাট মহাশক্তির প্রীতিপূজাভিন্ন শক্তির সম্ভবপরতা যারপর নাই অলীক কষ্ট কল্পনা। শক্তির প্রাণময়ী অর্চনা ব্যতিরেকে শক্তি সঞ্চার হয় না। বিশ্বাস উপাসনার পরম ও মৌলিক প্রস্রবণ।

উপাসনার দুর্দ্দম ও দুর্লঙ্ঘ্য আহ্বানে মনুষ্য অনন্তের কোন্ অনির্দ্দেশ্য মহাপথে বিচরণ করে। তখন সসীম, অতএব অতি দুর্ব্বল অহঙ্কারোত্থ ক্ষীণতার অবসাদ মধ্যে মনুষ্য কি এক অবোধ্য অনন্ত শক্তির উদ্বোধনে একেবারেই বিবশ ও বিহ্বল হইয়া পড়ে। তখন, রূপের মোহ, রসের শাসন, গন্ধের আকর্ষণ, স্পর্শের জড়তা এবং শব্দের মাদকতা তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না; তখন শোকের আর্ত্তনাদ, দুর্গতির হাহাকার, দুঃখের বিভীষিকা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; তখন নৈরাশ্যের ব্যাকুলতা লোভের উন্মাদনা, ক্রোধের ভীষণতা তাহাকে অধীর করিতে পারে না।

ঐতিহাসিক কালের অতি দূর প্রান্তে যখন সমগ্র মেদিনী অজ্ঞানতার নিবিড় তমসাবৃত ছিল, যখন মনুষ্য সভ্যতার প্রাথমিক চিহ্ন স্বরূপ বসন ভূষণাদি পরিধানেও অজ্ঞ ও অসমর্থ ছিল, যখন, এমন কি, মনুষ্যত্ব ও পশুত্বের অচ্ছিন্ন পুরাতন বিভেদ-সূত্রও মনুষ্য সম্যক্ অবধারণ করিতে অসমর্থ ছিল মানবীয় সভ্যতার সেই অতীব ভীষণ ও সমস্যাসঙ্কুলকালেও আর্য্যহিন্দুগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরোৎকর্ষ লাভ করিয়া পৃথিবীকে জ্ঞানের উচ্চ ও সনাতন পথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। তখনই সনাতন অপৌরুষেয় ব্রহ্মার্থপ্রতিপাদক সুখদ, প্রাণদ, বিচিত্র সর্ব্বশুভাবহ বেদধ্বনি ধরিত্রীকে আশায় ও আশ্বাসে পুলকিত করিয়াছে; তখনই নিখিল কল্যাণের অক্ষয় ও অখণ্ড প্রস্রবণ, পরম পুণ্যময় উপনিষদের সুখ-স্রোত, নৈরাশ্য-আকুল মনুষ্য প্রাণ এক অপূর্ব্ব আলোকে সমুদ্ভাসিত করিয়াছিল; তখনই মনুষ্যকুলের অবিনশ্বর গৌরব স্বরূপ কপিল, পতঞ্জলী, গৌতম প্রভৃতি মহাভাগগণ অতি অবোধ্য, অতীন্দ্রিয় সত্যরাশি যারপর নাই স্পষ্ট ও বিশদ ভাষায় পরিব্যক্ত করিয়া জগতের অনন্ত কল্যাণ সংসাধন করিয়াছেন, সেই ঋষিগণ-নিষেবিতা চিরস্মরণী জ্ঞানদা আর্য্য সভ্যতার মূলে, মধ্যে ও অন্তে এক অনাদি অনন্ত শক্তির নানা তরঙ্গ-বিলাসিত মহাভাবের নিত্যলীলা প্রকটিত ছিল। বিশ্বাসের জীবনময়ী, জ্ঞানময়ী আরাধনায় সেই মহনীয় নামা অবনীর অলঙ্কার ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণ একেবারেই বিবশ ও আবিষ্ট ছিলেন। বিশ্বাসের অমোঘ ও অনিবার্য্য ফল স্বরূপ ভারতের অখণ্ড সুখরাজি এক অপরিচ্ছিন্ন ধারাক্রমে সতত প্রবাহিত হইয়া উদ্ভ্রান্ত ও বিভ্রান্ত মানবহৃদয়কে সর্ব্বতোভাবে সঞ্জীবিত করিয়াছে। অমৃতস্রাবী বেদধ্বনি বিশ্বাসেরই পবিত্র ভাষ্য, উপনিষদের মধুনিষ্যন্দি সুধাহ্বান বিশ্বাসেরই পরাশান্তি-দায়িনী আশ্বাস-বাণী।

বিশ্বাস অমৃত। বিশ্বাসের অমৃত-সংস্পর্শ ব্যতিরেকে মনুষ্য কি কখনও জীবন ধারণে সমর্থ হইয়াছে? অথবা, জীবন ধারণের কষ্ট-দুর্ব্বহ অপরিহার্য্য দুঃখরাশিকে অতিক্রম করিয়া তাহার সার্থকতা কদাপি অনুভব করিয়াছে? বায়ু জল, শ্বাস, প্রশ্বাস প্রভৃতি যেমন অলঙ্ঘ্য বিশ্বজনীন নিয়মের অনুবর্ত্তিতায় জীবনধারণের অনতিবর্ত্তনীয় সহচর, বিশ্বাসও সেইরূপ মনুষ্যের শান্তি-প্রদ, সর্ব্ব প্রকারেই অপরিহার্য্য। জননীর স্নেহ-সিক্ত বদন-মণ্ডলে বিশ্বাসেরই অমৃতলীলা; পিতার স্নিগ্ধ-মুখারবিন্দে বিশ্বাসেরই সুখোচ্ছ্বাস; সন্তানের আশ্বাস-প্রদীপ্ত সুকুমার হৃদয়ে বিশ্বাসেরই বিচিত্রস্ফুরণ; পতির প্রেমে, পত্নীর আত্মত্যাগে বিশ্বাসেরই সার্ব্বভৌম সম্রাজ্য। যদি কোন অনতিক্রমণীয়, অনির্ব্বচনীয় আকস্মিক কারণে মুহূর্ত্ত কালের জন্যও

বিশ্বাসের সুখ-প্রবাহের অণুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিত, তাহা হইলে মনুষ্যের গার্হস্থ্য শান্তি অতি শোচনীয় ও যারপর নাই অপ্রতিবিধেয় রূপে শূন্য পথে বিলীন হইত; হৃদয়ের যে পরমোচ্চ মহাভাবমালা মনুষ্য-জীবনের বন্ধনসূত্রস্বরূপ কি এক অপূর্ব্ব আত্মীয়তা সূত্রে দুশ্ছেদ্য রূপে পরস্পর সমাবদ্ধ রহিয়াছে, বিশ্বাসের অবসানে সেই পুণ্যবন্ধন সমূহ, জানি না কোন্ অলক্ষ্য পথে অদৃশ্য হইত! এবং, মনুষ্য-নিবাস বসুন্ধরায় মনুষ্যত্বের শেষ চিহ্নটীও বুঝি বিদ্যমান রহিত না; মনুষ্য, মনুষ্যত্বকে পদে বিদলিত করিয়া, উচ্ছৃঙ্খলতার বিকট ও বিকৃত অবতারের ন্যায়, আসুরাভিনয়ের ভীষণ দৃশ্যে পৃথিবীকে কলুষিত করিত!

তুমি বিশ্বাসের স্বর্গীয় নামে, অসহ্য সুর্ত্তবিরহ-শোকে আকুল হইয়াও অব্যাকুল; অধীর হইয়াও ধীর; এবং হতাশ হইয়াও আশায় প্রদীপ্ত। পতিবিরহবিধুরা পত্নী বিশ্বাসেরই ঐকান্তিকী পূজায় হৃদয়-শান্তি লভি করিতেছেন। এই বিশ্বাসেরই অব্যর্থ ও রমণীয় প্রভাবে সর্ব্বস্বান্ত হতভাগাও আশায় বিহ্বল হইতেছে। সুখ, দুঃখ, সম্পদ্, আপদ্, শান্তি, শোক জাগতিক ঘটনা-সমূহ নিয়মক্রমে পরিচালিত ও অনুশাসিত। সেইজন্য ইহারা সকলেই বিশ্বাসের অমৃত আহ্বানে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারে যে, দুঃখের অবসানে, সুখের সুচারু-সাক্ষাৎকারে ইহারা সার্ব্বভৌম নিয়মানুসারে অবশ্যই এক দিন কৃতার্থ হইবে। তাই বলিতেছিলাম, বিশ্বাস মনুষ্য জীবনের আশা ও এক মাত্র ধারণস্তম্ভ। বিশ্বাস মনুষ্যের আনন্দ-নিবাস।

যখন বিশ্বাসের ক্রিয়া আরব্ধ হয়, তখন মনুষ্যের অভূতপূর্ব্ব ভাবান্তর উপস্থিত হয়। তখন তাহার বাহ্য জ্ঞান থাকে না; আসক্তির পৈশাচ মোহ অপগত হয়, আত্মার অপূর্ব্ব বলসঞ্চার হয়, দৈহিক ক্রিয়ার রূপান্তর হয়; স্বার্থপরায়ণতার কলুষপঙ্কিল নীচ ভাব একেবারেই অদৃশ্য হয়। তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি প্রকৃতির সহজাত দুর্দ্দম ও প্রবল আকর্ষণ তাহাকে কোন রূপে পরিভূত করিতে পারে না। তখন অনলের উত্তাপ, সমুদ্রের ভীষণতা, ভূধরের উচ্চতা, আকাশের শূন্যতা তাহাকে কোন ক্রমেই বিবশ বা ব্যাকুল করিতে সমর্থ হয় না, তখন ব্যাঘ্রের নখাঘাত, সিংহের ভীষণ নিনাদ, জগতের শাসন কিছুই তাহাকে অভিভূত করে না। তখন তাহার যাবতীয় দুর্ব্বলতা, আশঙ্কা, আতঙ্ক, সন্দেহ দুর্ব্বার বেগে কোথায় অদৃশ্য হয়! পার্থিব ইতিহাস অনেকবার এবম্ভূত অত্যুজ্জ্বল ও প্রোজ্জ্বল উদাহরণে সমুদ্ভাসিত হইয়াছে; অনেকবার মনুষ্য স্ব স্ব দুর্ব্বলতার ক্ষীণ ভিত্তির উপর মহাশক্তির বিরাট প্রাসাদের অপরূপ দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া বিশ্বাসের বিজয়-বিগ্রহের পুণ্য-পাদতলে প্রাণ নিবেশিত করিয়া জনয়শান্তি

লাভ করিয়াছে। এই বিশ্বাসেরই সর্ব্বাভিভাবিনী লীলায় আবিষ্ট ও আকৃষ্ট হইয়া, পিতা পুত্রের জন্য প্রজ্বলিত হুতাশন মুখে অম্লান বদনে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, জননী কৃতান্তের করাল কবলে অকাতর-প্রাণে নিপতিত হইয়া, পুত্রার্থী প্রীতির চরমোৎকর্ষ প্রকাশ করিয়াছেন; পুত্র সর্ব্ববিধ আশা ও আকাঙ্ক্ষার অচ্ছেদ্য বন্ধনকেও যেন অবলীলা ক্রমে সহস্রাংশে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া, জনক জননীর জন্য কতবার প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, পত্নী প্রাণসর্ব্বস্বের মুহূর্ত্ত বিরহক্লেশও যেন সর্ব্বথা অসহনীয় মনে করিয়া, প্রসন্ন চিত্তে, আত্ম বিস্মৃতের ন্যায়, সহমরণ দ্বারা পাতিব্রত্যধর্ম্মের পরিপূর্ণ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; এইরূপ পবিত্র ও উচ্চ উদাহরণ পৃথিবীতে বিরল নহে।

সুতরাং প্রত্যক্ষ হইল, বিশ্বাসের সুখাবির্ভাবে মনুষ্যের অতিমানুষী শক্তি-সঞ্চার হয়। তখন মনুষ্য অসাধ্য-সাধনে সমর্থ হয়। তখন মেদমাংসের অতি প্রবল ক্রিয়াও তাহাকে কোন ক্রমে ক্ষত বিক্ষত বা চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে পারে না। শক্তির মহাপূজায় আত্মবিস্মৃতি, সর্ব্বাঙ্গীণ আত্মোৎসর্গ, আত্মাহুতি অপরিহার্য্য। বিশ্বাসের আকর্ষণে আত্মাহুতি স্বতঃসিদ্ধ। আত্মাহুতির বিনিময়ে বিধিবিহিত নিরবচ্ছিন্ন মহাশক্তির ক্রিয়া, অনন্তে আত্মদর্শন, পদার্থের স্বরূপানুভূতি, জড় জগতের কঠোর ও রৌদ্র শাসনের বিলয়ন, অনন্ত সত্তায় আপনার বিশ্বজনীন বিবৃদ্ধি।

তুমি বুদ্ধির শোকাবহ বিপাকে নিপতিত হইয়া আপনাকে কদাপি দুর্ব্বল মনে করিওনা। তুমি আপনাকে সসীম ও সান্ত মনে করিয়া হতাশ হইওনা। তুমি অজ, অমর, অখণ্ড, অব্যয়, অনন্ত, অনাদি—অথবা অনন্ত সত্তার অনন্ত মহার্ণবে তুমি এক তরঙ্গস্বরূপ। তরঙ্গ মহার্ণবেরই স্বতঃ সিদ্ধ বিকার। তুমি ভীত হইওনা। তুমি দুর্ব্বল নহ। তুমি বিশ্বাসের পূজা কর। সন্দেহ দূর কর। অবসাদ বা আলস্য দূরে পরিহারকর। হৃদয়শান্তি লাভ করিতে পারিবে। পরমতত্ত্বার্থদর্শী ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণ এই মহাতত্ত্ব চিন্স্মরণীয়রূপে তোমাদিগকে অনুশাসন করিয়াছেন, তাঁহারা অভ্রান্ত বচনে তোমাদিগকে আশার সুখময়ী গীতির পরিকীর্ত্তন করিয়া তোমাদিগের হৃদয় পরিতর্পণ করিয়াছেন। তোমরা সেই সুখস্তোত্র শ্রবণ কর। তোমরা আর্য্য ঋষিগণের মহীয়সী গীতির পূজা কর। সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাভাগগণের চরণারবিন্দে ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি সমর্পণ কর। তোমাদেরই অবনী-অর্চ্চনীয় পিতৃপুরুষগণ অভ্রান্ত বচনে তোমাদিগকে শিখাইয়াছেন, তোমরা জড় নহ; তোমাদের উপর জড় ক্রিয়াহীন,

শক্তিহীন। তোমরা জড়ের প্রভু; জড় তোমাদের দাস। তোমরা মুক্ত, স্বাধীন ও সর্ব্বশক্তিমান। সময় তোমাদিগকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না, স্থান তোমাদিগকে নিরুদ্ধ করিতে সমর্থ নহে।

যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার সত্তা নাই। বিশ্বাস-শূন্য ব্যক্তি শক্তিহীন। বিশ্বাস-শূন্য ব্যক্তি আপনাকে মাংসাস্থিময় জড়পিণ্ড মনে করিয়া, জরা মরণ প্রভৃতি নৈসর্গিক ধর্ম্মের শাসনাধীন মনে ভাবিয়া, নৈরাশ্যে সমাকুল হয়। ভৌতিক বস্তু মাত্রই পরিবর্ত্তনশীল। উৎপন্ন বস্তু মাত্রেই বিনাশধর্ম্মী। সুতরাং, কার্য্য কারণের সার্ব্বজনীন অনিবার্য্য শাসনে তাহারও মেদমাংসাত্মক এই ভৌতিক দেহের বিপরিণাম ও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। দেহের বিনাশে তাহার আর স্বতন্ত্র সত্তার আশা হয় না। তাই, বিশ্বাসবিহীন ব্যক্তি সুখের ক্ষণিক মোহাকর্ষণে বিভ্রান্ত হয়; দুঃখের মূর্ত্তি দর্শনে বিকল ও বিচলিত হয়; তাহার দেহতরণী আবর্ত্ত-বিবর্ত্ত-সঙ্কুল সংসার-মহার্ণবে নিতান্ত অনিশ্চিত ও অসহায়ের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়। তাহার আশা নাই; উচ্চ উদ্দেশ্য নাই। তাহার নিরর্থ জীবন লক্ষ্যহীন, সুখ-বিহীন। হায়! তাহার অবস্থা সত্য সত্যই কি ভয়াবহ! তাহার শোচনীয় ভাগ্যচিন্তনে প্রাণ সত্য সত্যই আকুল ও অধীর হইয়া পড়ে।

সত্তার সার্থকতা—উচ্চতম লক্ষ্যের অনুধ্যানে ও অনুশীলনে। জীবনের চরিতার্থতা—তত্ত্বাধিগমে। বিশ্বাসের সর্ব্বাতিশায়িনী প্রণোদনায় মনুষ্য উচ্চতম আদর্শের প্রাণ-সঙ্কুত অনুধ্যানে প্রবর্ত্তিত হয়। জীবনব্যাপিনী কঠোর সাধনা দ্বারা সেই আদর্শের সারূপ্য বা আত্মরূপ্য-লাভই জীবনধারণের মৌলিক লক্ষ্য। উহাই শক্তির অমৃতাভিধান বা মধুর লীলা।

কবি সৌন্দর্য্যের চিরন্তন উপাসক। সৌন্দর্য্যের প্রাণারাধনায় কবি ধ্যানস্থ নির্ব্বিকার মহাযোগী। বিশ্বাসের পুণ্যোপহার ব্যতীত সৌন্দর্য্যের উপাসনা যারপর নাই অস্বাভাবিক। প্রকৃত কবি বিশ্বাসের মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত। নতুবা, সৌন্দর্য্যের বিরাট বিগ্রহের উপাসনায় কিরূপে তিনি হৃদয় পরিতর্পণ করিতে সমর্থ হয়েন? আর, কি রূপেই বা প্রাণহীন, শক্তিহীন নিরর্থ সঙ্গীতে মনুষ্যের প্রাণ ভুলাইতে সমর্থ হইতে পারেন? সৌন্দর্য্যের ধ্যানময়ী উপাসনায় বা নির্ব্বিকার সাধনায় মহাশক্তির আনন্দ লীলা। কেন না, যে স্থানে সৌন্দর্য্যের পুণ্য বিলাস, সেই স্থানেই শক্তির প্রাণাভিরাম নিত্য আবির্ভাব। যে অখণ্ড অপ্রতিসংখ্যেয় বিরাট বিশ্বব্যাপি-মহাসৌন্দর্য্য বিশ্বের বিধাতৃস্বরূপ বিরাজমান,

সেই মহাসৌন্দর্য্য শক্তিরও অনন্ত ও অক্ষয় পাদপীঠ। সৌন্দর্য্যই শক্তি— শক্তিই সৌন্দর্য্য—শক্তি ও সৌন্দর্য্য এই দুই ব্যবহারিক কথার কোন মৌলিক পার্থক্য আছে কি? শক্তিহীন সৌন্দর্য্য দূষিত কল্পনা, সৌন্দর্য্যহীন শক্তি কল্পনার বিকৃত বিড়ম্বনা। যে স্থানে সৌন্দর্য্য, সেই স্থানেই শক্তির আনন্দস্ফুরণ।

ক্রমশঃ—

শ্রীশশী মোহন বসাক এম্ এ।

রাজনগরে মহোৎসব।

——§*§——

শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর দ্বারবঙ্গ, আপনার রাজত্ব মধ্যে রাজনগর নামে একটী নগরের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। ঐ সহরে যে রাজভবন প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। রাজভবন সুবৃহৎ, সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর। এরূপ রাজভবন অন্য রাজ্যে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। উহা বহু প্রকার বিজলীচালিত পাখায় সুশোভিত এবং বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত উহার বিভিন্ন গম্বুজের উপর রাজচিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে। উহাতে একটী সাত তালা স্তম্ভ আছে। স্তম্ভের উপর বৈদ্যুতিক আলোকের শোভা বড়ই সুন্দর দেখায়। উপরের স্তম্ভসমূহের উপর উঠিবার রাস্তাও বড়ই বিচিত্র। চেয়ারের উপর উপবেশন পূর্ব্বক কল চালাইয়া দিলেই আপনা-আপনি সর্ব্বোচ্চ স্তম্ভোপরি উঠিতে পারা যায়, এবং এইরূপে নামিতেও পারা যায়। অন্তঃপুরটী স্বতন্ত্র এবং সুন্দর রীতি ক্রমে প্রস্তুত হইয়াছে। এই রাজভবনের প্রবেশ পথ অত্যন্ত শোভনীয়। দরজায় প্রবেশ করিবা মাত্রই একটী বৃহৎ, বিস্তৃত এবং অতিমনোহর নাট্য মন্দির ও শ্রীমন্দির পরিদৃষ্ট হয়। উহাতে শ্রীভগবতী দুর্গা দেবীর মূর্ত্তি প্রত্যেক শারদীয়া নবরাত্রির সময়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং সেই সময়ে ঘটস্থাপনও হইয়া থাকে। এবারে নবরাত্রির সময়ে উক্ত রাজভবন এবং উহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান চিত্র বিচিত্র ধ্বজা পতাকা এবং তোরণ সমূহের দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। ঐ সময়ের শোভা এরূপ উত্তম হইয়াছিল যে তাহা অন্যান্য রাজধানী সমূহে দেখা যায় না। নবরাত্রির কয়েক দিন ঐ স্থানে মেলা হইয়াছিল। তাহাতে সহস্র সহস্র মনুষ্য বড়ই আনন্দ সহকারে শ্রীভারতী দুর্গা দেবী দর্শন, রাজভবনের শোভাবলোকন, নৃত্য, গীত, ব্যায়ামক্রীড়া, জিমখানা প্রভৃতি অনেকগুলি আনন্দদায়ক দৃশ্য দৃষ্টিগোচর করিয়াছিল। এই মেলার পার্শ্ববর্ত্তী

ব্যবসায়িগণ সর্ব্বকার পদার্থের দ্বারা সুসজ্জিত দোকান সজাইয়াছিল। মেলায় অত্যন্ত জনতা হইয়াছিল।

রাজনগরের এই মহোৎসব সময়ে একটী বড়ই আনন্দ জনক কার্য্য দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা বড়ই উৎসাহ জনক ব্যাপার যে, শ্রীযুক্ত মিথিলাধিপতি মহারাজ বাহাদুর এই নয় দিবস স্বীয় করকমলে দেবী পূজা সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নৃপবরের দুর্গাপূজা পদ্ধতি, কার্য্যকুশলতা, উৎসাহ, স্ফুর্ত্তি এবং পরিশ্রম দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইয়াছে। কোন কোন দিন মহারাজা বাহাদুরকে নিয়মিত পূজায় দশ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে দেখা গিয়াছিল। এই শুভদৃশ্য অন্য কোনও রাজধানীতে দেখা যায় নাই। শ্রীদুর্গা মূর্ত্তি বঙ্গদেশের নমুনা অনুসারে নির্ম্মিত হইয়াছিল। নদীয়ার কারিগরেরা আসিয়া শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এরূপ সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী কে আছেন, যাঁহার হৃদয়ে শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীসরস্বতী, শ্রীগণেশ, শ্রীকার্ত্তিকেয় সহিত পাপরূপী অসুর নাশ করিতে করিতে সিংহবাহিনী মহাশক্তি মূর্ত্তি দর্শন করিয়া এক অপূর্ব্ব মহাভাবের উদয় না হয়? এই সময়ে প্রতিদিন অগণিত কুমারী এবং সধবাকে ভোজন করান হইয়াছিল। এক দিবস পাঁচ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন এবং নবমীর দিন অসংখ্য দরিদ্রকে অন্নদান করা হইয়াছিল। শ্রীমহাদুর্গাপূজা, উৎসব এবং মেলার পূর্ণতা বিষয়ে কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই। উৎসব সময়ে মৈথিল ব্রাহ্মণদিগের এক মহাসভা শ্রীদেবী মূর্ত্তির সম্মুখস্থ বিশাল নাট্য ভবনে হইয়াছিল। উক্ত সভায় সমাজ হিতকর নিম্ন লিখিত তিনটী মন্তব্য নিশ্চিত হইয়াছে। এই সভার সফলতার নিমিত্ত মিথিলা-রাজকুলভূষণ শ্রীযুক্ত তুলাপতি সিংহ মহাশয় এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পরমেশ্বর ঝা বৈয়াকরণ-কেশরী মহাশয় ধন্যবাদার্হ।

(১) সর্ব্ব সম্মতিক্রমে ইহা স্থির হইল যে, মিথিলা দেশ সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতি এবং দার্শনিক বিদ্যার বিস্তার বিষয়ে ভারত প্রসিদ্ধ ছিল, যাহার চিহ্ন এখনও এই পবিত্র স্থান হইতে এখনও লুপ্ত হয় নাই, এবং এখনও অল্প যত্ন করিলে পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা হইতে পারে। এই নিমিত্ত এই দেশের সকল বিদ্বান এবং সদ্‌গৃহস্থের ইহা পরম কর্ত্তব্য হওয়া উচিত যে, এই দেশের প্রত্যেক নগর ও গ্রামে সংস্কৃত বিদ্যার পুনরুন্নতির নিমিত্ত যথোচিত যত্ন করেন।

(২) বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সুরক্ষা হইতেই আর্য্যজাতির পুনরভ্যুদয় হওয়া সম্ভব, এবং ব্রাহ্মণ বর্ণের উন্নতির উপরেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উন্নতি বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। ভারতবর্ষের দশবিধ ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে মৈথিল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এই কারণে সৌভাগ্যবান যে, তাঁহারা এক নেতার অধীন। ততোধিক সৌভাগ্যের কারণ এই যে, সেই নেতাও সর্ব্ব প্রকারে যোগ্য। কিন্তু বর্ত্তমান শিথিলতার কারণ এই যে, এই ব্রাহ্মণজাতীয় ব্যক্তিগণ আপনাদিগের সমাজগত উন্নতি বিষয়ে যথোচিত তৎপর নহেন। এখনও অল্প পরিমাণে পুরুষার্থ দ্বারা এই ব্রাহ্মণজাতি আপনাদিগের অভ্যুদয় সাধনে সফল কাম হইতে পারেন। এই নিমিত্ত ইহা স্থির হইল যে, এই জাতীয় ব্রাহ্মণ মাত্রেই আপন আপন জাতিগত সনাতন রীতি অনুসারে আপনাদিগের সামাজিক দৃঢ়তাস্থাপন এবং সদাচারের প্রবর্ত্তনবিষয়ে দৃঢ়ব্রত হইবেন।

এই প্রস্তাবের পর শ্রীযুক্ত সভাপতি মিথিলেশ মহোদয় স্বয়ং আদেশ করিলেন যে, আমার পক্ষ হইতে মৈথিল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে বিদিত করা যাইতেছে যে, সৌরাষ্ট্র দেশে যে সকল ব্রাহ্মণের মহাসভা হইতেছে, তাহার মধ্যে এই প্রস্তাবের সফলতার নিমিত্ত তথায় সভা করা যাইবে এবং প্রথমে একটী ছোট সভা দ্বারবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হউক, ও উহাতে এই বিচার করা হউক যে, সৌরাষ্ট্রের সভায় কোন্ কোন্ বিচার করা কর্ত্তব্য।

(৩) শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল, যাহার অধিকার সমস্ত ভারতবর্ষের উপর রক্ষিত হইয়াছে, এবং হিন্দুমাত্রেরই উন্নতি নিমিত্ত যে বিরাট ধর্ম্মসভা স্থাপিত হইয়াছে, তাহার প্রধান সভাপতি মিথিলেশ হইলেও এই মিথিলা ভূমিতে উহার কার্য্য-বিস্তার হয় নাই। অতএব ইহা স্থির হইল যে, এই দেশের সদ্‌গৃহস্থগণ এই মহামণ্ডলকে নিয়মানুসারে ধর্ম্মকার্য্যে যথাশক্তি যত্ন করেন, এবং নগর ও গ্রাম সমূহে ধর্ম্মসভা স্থাপন পূর্ব্বক সদাচার, ধর্ম্ম শিক্ষা এবং সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতি বিষয়ে নিয়মবদ্ধ প্রণালী অনুসারে তৎপর হন।

মহামণ্ডল সংবাদ।

—:০০০:—

শ্রীরাজা বাহাদুর কেওথল শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের ধর্ম্ম কার্য্যাবলির কথা শুনিয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং স্বীয় ধর্ম্মবুদ্ধি ও উদারতার পরিচয় স্বরূপ মাসিক ২৫৲ টাকা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের জন্মদিনোৎসবোপলক্ষে বিগত ভাদ্রমাস হইতে সাহায্য করিতে স্বীকার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সময়ে সময়ে যথাশক্তি সাহায্য করিতেও স্বীকৃত হইয়াছেন। মহামণ্ডল শ্রীমহারাজা বাহাদুরের ধর্ম্মোদারতার নিমিত্ত তাঁহার ধন্যবাদ করিতেছেন।

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, মহামণ্ডল ডেপুটেশন শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের উন্নতি সম্বন্ধে এবার কলিকাতায় যেরূপ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তদ্রূপ তাহার ফলও আশাতীত রূপে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তথা হইতে ডেপুটেশন জনক ধর্ম্মমণ্ডলের উন্নতি কামনায় বিহার প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং বহুস্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বহুল পরিমাণে সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া সমস্ত সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীই সন্তুষ্ট হইবেন।

গিধোড় এবং খয়রা হইতে ডেপুটেশন পাটনায় গমন করেন। তথায় বহুল পরিমাণে ধর্ম্ম কার্য্যও সম্পাদিত হইয়াছে। স্থানীয় সুপ্রতিষ্ঠিত সজ্জনবর্গ এবং গণ্যমান্য কর্ম্মচারিগণের সহানুভূতি এবং তাঁহাদিগের পরামর্শানুসারে বাঁকীপুরে মহামণ্ডলের একটী প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করিবার বিচার স্থির হইয়াছে। পাটনার প্রধান রইস শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণজী দুই প্রকারে সাহায্য করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া দানপত্র প্রদান করিয়াছেন।

(১ম) ভারতবর্ষের সমস্ত অগ্নিহোত্রী, যাঁহাদিগকে প্রয়াগাধিবেশনে সুবর্ণ এবং রৌপ্য পদক প্রদান করা স্থির হইয়াছিল, তাহাতে ধনদ্বারা যথোচিত সাহায্য করা। (২য়) মহামণ্ডলের দ্বারা প্রস্তাবিত কাশীর ব্রহ্মচারী আশ্রমের নিমিত্ত একটী অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা করা। এই নিমিত্ত তিনি ধন্যবাদার্হ।

পাটনা হইতে ডেপুটেশন গত অক্টোবর মাসের প্রথমেই শ্রীজনক ধর্ম্মমণ্ডলের বার্ষিকোৎসব উপলক্ষে ধর্ম্মকার্য্যে সহায়তা করিবার নিমিত্ত দ্বারবঙ্গে উপস্থিত হন। তথায় প্রান্তীয় কার্য্যালয়ের ব্যবস্থা এবং মণ্ডলের উন্নতি বিষয়ক অনেক শুভকার্য্য করিয়াছেন। এই অধিবেশনে বিহার প্রান্তের সম্মান প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গকে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের পক্ষ হইতে দাতব্য মান পত্রাদি প্রদান করা হইবে।

মহামণ্ডল ডেপুটেশন দ্বারা উৎসাহিত হইয়া শ্রীযুক্ত মহারাজা গিধোড় উদারতা পূর্ব্বক যে এক কালীন দান প্রদান করিয়াছেন, এবং সংস্কৃত বিদ্যোন্নতি ও ধর্ম্ম প্রচারার্থ যে সুবিচার করিয়াছেন, তাহা যথাস্থানে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর খয়রার উদারতার পরিচয় অত্যন্ত আনন্দ সহকারে প্রদান করিতেছি। শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর মহামণ্ডল ডেপুটেশনের উদ্দেশ্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হর্ষ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং উহার পরিপূরণ কল্পে বহুল পরিমাণে সহায়তার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এবং একজন ধর্ম্মোপদেশককে নিয়মিত বৃত্তি প্রদান ব্যতীত প্রধান কার্য্যালয়ের সাহায্যার্থ যথোচিত অর্থ সহায়তা প্রদান করিবার বিষয়ে স্বীয় মিত্র শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল, মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। আশা হয় সমুচিত সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পুরুষোত্তম প্রসাদ সিংহ শর্ম্মা লিখিয়াছেন যে, জিলা মুজঃফরপুরের গঙ্গাপাটী গ্রামে মৈথিল ব্রাহ্মণদিগের সভা অত্যন্ত সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। সভায় উক্ত প্রান্তের মুখ্য মুখ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সনাতন ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য, সন্ধ্যোপাসনা, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, ষোড়শ সংস্কার, একতা, বিবাহ সংস্কার, কন্যাবিক্রয়, বরবিক্রয় নিষেধ, প্রভৃতি বিষয়ের উপর শ্রীযুক্ত পরমহংস স্বামী কেশবানন্দজী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বাবুনন্দন ঝা, পণ্ডিত গোপী নাথ ঝা, পণ্ডিত মদন ঝা, পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর ঝা, প্রভৃতি মহাশয় প্রভাবশালী বক্তৃতা করিয়াছেন। একদিন রাত্রিকালে পর্দ্দার ব্যবস্থা করিয়া রমণীদিগের পাতিব্রত্য ধর্ম্মের উপরও উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। এই মৈথিল ব্রাহ্মণসভার উৎসাহী এবং উদ্যোগী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোপীনাথ ঝা মহাশয় ইচ্ছা করিয়াছেন যে, মিথিলার সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ব্রাহ্মণোচিত কর্ত্তব্য এবং জ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক স্বকর্ত্তব্য পরায়ণ করেন। পণ্ডিতজীর শুভসংকল্প সফল হউক ইহাই আমাদিগের কামনা।

ভগবান শ্রীবিশ্বনাথের পরম কৃপায় শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সভ্য সংখ্যা, মহামণ্ডলের প্রকৃত হিতৈষী উপদেশক মণ্ডলী এবং কার্য্য কর্ত্তাদিগের প্রযত্নে দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। প্রায় ৪ সহস্র সাধারণ সভ্য মহাশয়ের নিকট নিগমাগম চন্দ্রিকা ও ধর্ম্ম প্রচারক প্রতি মাসে বিনামূল্যে প্রেরিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রতিদিন কার্য্যালয়ে সভ্যমহোদয়গণের নিকট হইতে বার্ষিক সাহায্যের হিসাব, ঠিকানা পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত যে সকল পত্র আইসে তাঁহাদিগের ঠিকানা পাইতে বড়ই অসুবিধা হয়। অতএব নিবেদন এই যে, সভ্যমহোদয় অনুগ্রহ করিয়া যদি স্ব স্ব নম্বর দিয়া পত্র লিখেন, এবং নূতন সভ্য হইলে "নূতন" এই কথাটী তাহাতে লিখিয়া দেন, তবে কার্য্যালয়ের অনেক সুবিধা হয়। আশাকরি আগামী বারে সভ্য মহোদয়গণ আমাদিগের এই বিনীত অনুরোধটী রক্ষা করিবেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামকিশোর দ্বিবেদী কাব্যতীর্থ প্রধানাধ্যক্ষ "ভূমিহার ব্রাহ্মণ কলেজিয়েট স্কুল" জেলা মুজঃফরপুর এবং তত্রত্য মনিকা, বনিগাঁও প্রভৃতি ৯১০টী গ্রামে এবং দ্বারবঙ্গের ৭১৮টী গ্রামে ভ্রমণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম বিষয়ে বিবিধ বক্তৃতা করিয়া ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। এই কার্য্যের নিমিত্ত কাব্যতীর্থ মহাশয় ধন্যবাদার্হ। বহুস্থানে জনৈক ধর্ম্মমণ্ডলের সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষও উপস্থিত ছিলেন, এবং তিনিও বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

কর্ণাল জেলার অন্তর্গত সাপবন ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মোহন লাল লিখিয়াছেন, পানীপথ সনাতন ধর্ম্মসভার মন্ত্রী পণ্ডিত ভজন লালের সহায়তায় অত্রত্য সভার উৎসব বড়ই আনন্দ ও উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবুরাম শর্ম্মা, পীলীভীত নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা, প্রভৃতি বহু সংখ্যক মান্য গণ্য ব্যক্তি স্ব স্ব মণ্ডলীর সহিত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। দয়ানন্দীরাও স্বাভাবিক গুণানুসারে শাস্ত্রার্থের ব্যপদেশে উৎসবে বিঘ্ন প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু পুলিশের ভয়ে তাহাদিগের ইচ্ছা সফল হয় নাই। পরন্তু আর্য্যসমাজিদিগের মধ্যে ঠাকুর বিক্রম সিংহ প্রভৃতি কতিপয় প্রধান ব্যক্তি উক্ত সমাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

রুড়কী সংস্কৃত ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার মন্ত্রী শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর প্রসাদ লিখিয়াছেন, মিরটের সিংহাবলী নামক স্থানের শ্রীযুক্ত লালা জগন লাল বৈশ্যের পুত্র গাজিয়াবাদ সহরে লালা হরদেব সহায় পাটওয়ারির বাটীতে বিবাহার্থ গমন করেন। বিগত ২৮শে জুন বিবাহের দিন স্থির হয়। কন্যাটী আর্য্যসমাজী ছিলেন, এই নিমিত্ত সেকেন্দ্রাবাদ হইতে কয়েকজন আর্য্যসমাজী প্রভৃতিও আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বিধিহীন ব্যর্থ হোম কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া

ছিলেন। তাহা দেখিয়া রুড়কী নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় সেই যজ্ঞকুণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়া উত্তম বেদী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক শাস্ত্রবিধি অনুসারে বিবাহ দেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ঐ স্থানে বক্তৃতাও করিয়া ছিলেন। বলা বাহুল্য এই সকল ব্যাপার দর্শনে আর্য্য সমাজী পণ্ডিতগণ অপ্রস্তুত হইয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করেন।

রুড়কী সনাতন ধর্ম্মসভার মন্ত্রী শ্রীযুক্ত উমরাও সিংহ লিখিয়াছেন যে, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের মহোপদেশক শ্রীযুক্ত প্রভুদত্ত শাস্ত্রী বিগত ২৬শে জুন ঐ স্থানে গমন পূর্ব্বক ২৬শে হইতে ২৯শে পর্য্যন্ত ধর্ম্ম বিষয়ে অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ছজ্জুরাম শর্ম্মা মন্ত্রী সনাতন ধর্ম্মসভা জগরাঁও জেলা লুধিয়ানা হইতে লিখিয়াছেন যে, তিনি বিগত আষাঢ় শুক্লা অষ্টমীর দিন জগরাঁওয়ের অন্তর্গত জড়লী গ্রামের পরলোকগত পণ্ডিত মুন্সীরামের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার আত্মীয় পণ্ডিত মূলরাজকে আনিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিয়াছিলেন। বিবাহ উপলক্ষে পণ্ডিত মূলরাজ জগরাও সনাতন ধর্ম্মসভায় ২৲ টাকা প্রদান করিয়া ছিলেন। তখন আমি গোশালা এবং শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের কথা উত্থাপন করিলাম। সকলেই উহা আনন্দের সহিত স্বীকার করিলেন। পণ্ডিতজী গোশালায় ২৲ টাকা এবং শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলে ২৲ টাকা প্রদান করেন, এবং সনাতন ধর্ম্ম গোশালায় বার্ষিক ৩৬৲ টাকা এবং সনাতন ধর্ম্মসভায় বার্ষিক ৬৲ টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বরপক্ষ হইতে গোশালায় ৫৲ টাকা ও অন্যান্য ধর্ম্মাত্মাদিগকে ১৭৲ টাকা প্রদান করান হইয়াছে। এই সকল ধর্ম্মাত্মাদিগের ধর্ম্ম বুদ্ধির ধন্যবাদ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। আশা করি লোকে উক্ত ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অনুকরণে প্রণোদিত হইবেন।

শ্রীভারতেন্দু সনাতন ধর্ম্মসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত ঠাকুর যদুনাথ জেলা সাহজাহানপুরের অন্তর্গত মির্জ্জাপুর হইতে লিখিয়াছেন যে, বিগত আষাঢ় পূর্ণিমার সময় তত্রত্য মহামায়া মন্দিরে উক্ত সভার উৎসব অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে বিধিপূর্ব্বক হবন ও দেব পূজন কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। তাহার পর উক্ত সভার মন্ত্রী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দ্বারকা প্রসাদ অহিংসা ও বর্ণ ব্যবস্থা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। উক্ত সভায় বহু ব্যক্তি শিকার ক্রীড়া পরিত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। অতঃপর ভজন হইবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

হরদোই হইতে একব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, মাধোগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাম চরণ

গুরুল সনাতন ধর্ম্মোপদেশক আর্য্যসমাজী পণ্ডিত উদিত নারায়ণের সহিত স্বধর্ম্মানুসারে কার্য্য সম্পন্ন না হইবার বিষয়ে শাস্ত্রানুমোদিত বিচার করিয়াছিলেন। গুরুল মহাশয় সপ্রমাণ করেন, সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীরা সকলেই সনাতন ধর্ম্মানুসারে চলেন, কিন্তু দয়ানন্দীরা দয়ানন্দী নিয়ম ও মন্তব্যের বিরুদ্ধে চলিয়া থাকেন। অবশেষে গুরুলজী দয়ানন্দী সমাজের সত্যার্থ প্রকাশিকা নামক গ্রন্থে গোহত্যাদির ব্যবস্থা পরিদর্শন করাইলে পণ্ডিতজী আপনার ভ্রম বুঝিতে পারেন। এবং সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পণ্ডিতজীর পূর্ব্বপুরুষগণ প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ মূর্ত্তি ছিল। আর্য্যসমাজে প্রবেশ করিয়া তিনি ১ বৎসরকাল ঐ বিগ্রহের পূজা বন্ধ রাখিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য স্বধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক তিনি সেই বিগ্রহের নিকট স্বীয় অপরাধের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন, এবং বিগত জন্মাষ্টমীর দিন উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়, কাশী।

ইং মে ১৯০৬।

—:*:—

জমা		খরচ	
রোকড় বাকী	১২৪৷৷/১০	দেব সেবা খাতে	৬৷৷/০
মাসিক সহায়তা খাতে	২১২৲	শারদামণ্ডল খাতে	২২৸৵০
বার্ষিক সহায়তা খাতে	১০৭৲	বৃত্তি খাতে	৩৪৯৵৮
বিশেষ সহায়তা খাতে	৭২৷০	অনাথালয় খাতে	৫০৲
সাধারণ মেম্বরী খাতে	৯৮৲	ছাপাই বিভাগ খাতে	৩৮৫৵১৫
বুকডিপো খাতে	১৪৬৸/০	অতিথি সৎকার খাতে	১৭৷/১৫
বেনারস ব্যাঙ্ক খাতে	৯১৩৸৶৮	বুকডিপো খাতে	১২৩৸০
ফেরৎ টিকিট খাতে	৻১৫	ডেপুটেশন খাতে	৩ ৩৷/৫
হিসাব তলব খাতে	৭৪৩৷১৫	শ্রীবঙ্গাসর্ব্বধর্ম্মমণ্ডল প্রান্তীয় কার্য্যালয় খাতে	১০০৲
মোট জমা	২৪১৮৶৮ পাঃ	শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডল প্রান্তীয়	

কার্য্যালয় খাতে	৪৮৮
কাশী অধিবেশন খাতে	২৭১। ৫
শ্রীরাজস্থানধর্ম্মমণ্ডল শাস্ত্রীয়	
কার্য্যালয় খাতে খাতে	২৫৲
আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা খাতে	৫৩।০
বেনারস ব্যাঙ্ক খাতে	২৫০৲
ষ্টেশনারি খাতে	৪১।৶১০
টিকিট খরচ খাতে	১৮৸৶০
বাজে খরচ	২৬।৫
হিসাব তলব খাতে	১৮৮/০
মোট	২২৯১/৫

(স্বাঃ) কৃষ্ণাচার্য্য।

কৈফিয়ৎ	
জমা	২২৯১/৫
খরচ	১২৭৫
বাকী	২৪.৮/৮

একশত সাতাইশ টাকা এক পয়সা মাত্র।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
সহকারী অধ্যক্ষ

ইং জুন মাস ১৯০৬।

——:০০০:——

জমা	
রোকড় বাকী	১২৭৫
মাসিক সহায়তা খাতে	৯৯১৲
সাধারণ সভা খাতে	৯২০
বিশেষ সহায়তা খাতে	২৲
বেনারস ব্যাঙ্ক খাতে	৬০৩৸৶০
বুকডিপো খাতে	২৯১৲
ফেরৎ টিকিট খাতে	।৶০
চন্দ্রিকা বিক্রয় খাতে	২॥০
মোট জমা	২১১১৫

খরচ	
ডাক টিকিট খরচ খাতে	৩০॥৶০
ছাপাই বিভাগ খাতে	৪৩০/০
বাজে খরচ খাতে	১০।৶১৫
শাখা সভা খাতে	১১৸১৫
বেনারস ব্যাঙ্ক খাতে	৯০০৲
অধিবেশন খাতে	২২॥৵১০
বৃত্তি খাতে	১৫৮/১০
শারদামণ্ডল খাতে	১৫৲
দেব সেবা খাতে	৬৸১০
ষ্টেশনারি খাতে	১।৶১৫
বুকডিপো খাতে	১৮৫৲
শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডল খাতে	৩০৶০
শ্রীব্রহ্মাবর্ত্ত ধর্ম্মমণ্ডল খাতে	১৫০৲

কৈফিয়ৎ	
জমা	১১.১৫
খরচ	২০৫।১৵০
রোকড় বাকী	৫৮॥৵৫

• আটান্ন টাকা দশ আনা
এক পয়সা মাত্র।

শ্রীগিরিশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
সহকারী অধ্যক্ষ।

শ্রীপঞ্জাব ধর্ম্ম মণ্ডল খাতে	৫০৲
হিসাব তলবখাতে	৫০৲
মোট	২০৫২।৵০

কাশী প্রসাদ ত্রিপাঠী, মুনীম।

মহামণ্ডলের সাধারণ সভ্য।

শ্রীবাচ্চা তেওয়ারী, (রোরীওয়াল) কাশী।
ঠাকুর নরসিংহ প্রসাদ, মিরজাপুর।
" রামগোলাম সাহু, কাশী।
" বেচু অহির, ঐ
" কেদার নাথ জী ঐ
" কাশী নাথ জী ঐ
" রাম নাথ জী ঐ
" মন্নু জী নাগর ঐ
" পং গোবিন্দ পাঠক ঐ
" বুদ্ধমান, (নয়াবস্তি) ঐ
" মুন্নামল বংশীধর ক্ষেত্রী ঐ
" পং মোহন পাঠক ঐ
পং নন্দকুমার গোস্বামী, মৈনপুরী।
দীপ সহায় জী, কাশী।
গোপাল দাস, গোপালমন্দির, ঐ
গোবিন্দ ভগবন্ত, বরার।
লক্ষ্মীনারায়ণ কালিকা প্রসাদ, কাশী।
" রাকৃষ্ণদাস ঐ
" নহ্নু মিশ্র ঐ
" মতিলাল ঐ
" মনোহর দাস খত্রী, মিরট।
ঈশ্বরী সিংহ সংকটা প্রসাদ কাশী।
শ্রী কিশনদাস রোড়া চৌধুরী ঐ
" হীরা লাল ভুলোটন ঐ
" পং বালকৃষ্ণ তেওয়ারী ঐ
" পং চন্দন লাল জী ঐ
" গণেশ, মুন্সী আগরহরির পুত্র,
" গোলানাথ পাঠক ঐ
" ভগবান দাস ঐ
" বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ, ঐ
" পরমানন্দ সীতারাম ঐ
" মথুরাদাস গুজরাতী ঐ
" গোলাপরাম লক্ষ্মীরাম ঐ
" পং অম্বড়েশ্বর শাস্ত্রী ঐ
পং কবি শঙ্কর প্রসাদ, ইটাওরা।
শ্রী রাম নারায়ণ জী কাশী।
" প তুলারাম শর্ম্মা ঐ
" পং সূর্য্য প্রসাদ মিশ্র ঐ
" নন্হেলাল বাস ঐ

" মন্সারাম নারায়ণ জী বলসাড়, সুরাট।
" স্বামী কাশিকানন্দজী, কাশী।
" সোনী নরসিংহ দাস হরিবল্লম দাস বগসাড়, সুরাট।
" স্বস্তিনারায়ণ সিংহ, কাশী।
" মুকুন্দ প্রসাদ সোনার ঐ
" বেচন জড়িয়া ঐ
" রঘুনাথ দাস গুজরাতী ঐ
" কেশোদাস রঘুনাথদাস ঐ
" দেবীদাস বস্ত্রবিক্রেতা ঐ
" কানাহিয়া লাল রামকিশনদাস ঐ
" নারায়ণ পতি তেওয়ারী ঐ
" মাধো জী ঘাটিয়া ঐ
" পং মতিরাম মিশ্র, গোরখপুর।
" পং জয়নারায়ণ জোশী, কাশী।
" নন্দু ভাই বলীরামপুরা ঐ
" মতিলাল জী জুড়িয়া ঐ
" লালা শেখরাজ, বাঁশকরৌলী।
কেদার নাগ ও রামকিশন, কাশী।
জোশী ইচ্ছা শঙ্কর বিজয়রাম, ঐ
" ব্রহ্মচারী ভগবান জী, ঐ
" বাবু বিশ্বেশ্বর প্রসাদ খেত্রী, ঐ
" মনোহর দাস রামকিশন দাস, ঐ
" শিব নারায়ণ লাল, ঐ
" মিনোহিরীত রাম, ঐ
" রঙ্গবল্লভ দাস হরি দাস, ঐ
" রঘুনাথ সিংহ, ইন্দোর ছাউনি।
" দেবজী বিট্ঠল নাথ জয়গীরদার, কোটা হাড়োতি রাজপুতানা।

" ছোটনলাল টিটোড়া, মুজঃফরনগর
" শিবদত্ত রায় খেতান, (মিনজান) অপার ব্রহ্মদেশ।
" রাম প্রসাদ শুকুল (মিনজান) ঐ
" মুন্সী সিংহ, ঐ ঐ
" মথুরা প্রসাদ বেনিয়া, ঐ ঐ
" রামলাল দীক্ষিত, ঐ ঐ
পং জ্বালা প্রসাদ তেওয়ারি, বাঁকীপুর।
" গোকুলচাঁদ ব্রাহ্মণ প্রধান কর্ম্মচারী ঘনৌরা, পাতিয়ালা।
পং কুন্দনরাম, কর্ম্মচারী, ঐ ঐ
" বাবু লালবিহারী মিশ্র, ঢাকা।
.. উজির চাঁদজী, পেশোয়ার।
" লক্ষ্মী প্রসাদজী, (জমাপুর) মুজঃফর
গুরুচরণ লাল, (মহম্মদপুর কাজী) ঐ
" বাবু সন্তরাম ম্যানেজার পমৃতসর।
বাবু ভগবান বক্স সিংহ, কনিনী সুলতানপুর।
" গোবিন্দরাম শর্ম্মা, রেলওয়ে ওয়ার্কশপ্. রাউলপিণ্ডী।
" বাবু বালমুকুন্দ বানী শর্ম্মা, ঐ
" বাবু দৌলতরাম ক্লার্ক, শিমলা।
" ভগত বকাওয়ার খাতি, খেরা।
" আদিত্য নারায়ণ, সিয়াওয়া।
" রামখলাওয়ান লালজী, গ্রাম মসাঢ়
" সরদার নয়ন সিংহজী, হাজীপুর।
" সূর্য্যনারায়ণ শাস্ত্রী, দ্রাবিড় ইন্দোর
সুপারিণ্টেডেণ্ট চেরিটেবল ডিস্পেন্সরী ঐ
" পং রাম প্রসাদ, প্রতাপগড়।
" বাবু গদাধর প্রসাদ, কলিকাতা
" পং নারায়ণ মেরেশ্বর পটবর্দ্ধন, নাগপুর।
" বিহারীলাল লালমল, যশোবন্ত নগর।

,, হরশঙ্করসিংহ ক্ষত্রী,সীতাপুর।
,, পং ত্রিলোচন ঝা, চাম্পানগর
লালা বলদেব সিংহজী রইস, দেরাডুন।
পং রামলালজী, মৌজা অখোলা।
পুণ্যমল্লজী মড়োয়ারী, মুঙ্গের।
সেক্রেটরি সোশল ক্লব, আলমোড়া।
শ্রী পং কমলাকান্ত শর্ম্মা, ঐ
,, পং কান্তিবল্লভ পন্ত,চম্পারণ।
,, কৃপারাম শর্ম্মা, বৈজনাথ।
,,বাবু হনুমান দাস লল্লুজী, কাশী।
,, পং নানকচাঁদ কর্ম্মকাণ্ডী, ঐ
,, পং বিরেশ্বর তেওয়ারী ঐ
,, পং ভাগীরথ চন্দ, আলমোড়া
,, পং মাধব রাও ঐ
,, উদ্ধব সিংহ, দীনানগর।
শ্রীকৈলাস চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কাশী।
,, যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য ঐ
,, রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় ঐ
,, জগতরাম বজাজ, সুলতানপুর।
,, রায় ভগবানদাস বাহাদুর, জম্মু
,, হরিচরণ চট্টোপাধ্যায়, প্রয়াগ
,, মোহান্ত লক্ষ্মণ দাস, দেরাডুন
,, রাম পসাদ, গণেশী লালের
পুত্র, দেরাডুন।
,, রামাধীন দীক্ষিত মাড়য়ারি,
উনাও।
,, বোধানন্দ মহারাজ, শম্ভাপুর।
,, রাজারাম তেওয়ারি, মতিহারী
,, ত্রৈলিঙ্গ স্বামী করারী
জাবু রোড।

,, শ্যামবিহারী লাল, ফতেপুর।
,, গোপী হজ্জাম দ্বারবঙ্গ।
,, শিবলাল ক্ষত্রী রইস, ভরতপুর
,, নাগেশ্বর প্রসাদ ফতেপুর।
,, শেঠ নন্দন মল মাং শিবলাল
বিলাস রায়, জলন্ধর।
,, শেঠ লালা পূরণমল, কলিকাতা
,, রাধাকৃষ্ণ জী, প্রয়াগ।
,, হরিপ্রসাদশঙ্কর প্রসাদ, ছপরা।
,, পং কিশোরীলাল জ্যোতির্বিদ,
মুজঃফরনগর।
,, ভাগীরথ দাস ফুলচাঁদ, ছাপরা
লালা বিচন মল গাজী মল, হিসার।
পং সুরযু প্রসাদ শর্ম্মদীক্ষিত
মাড়োয়ারী, উনাও।
শ্রী কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য বি,
এস, সি, হাই স্কুল, উনাও।
,, পং হরমোহন ভট্টাচার্য্য,কাশী।
,, পং ঈশান চন্দ্র সেন কবিরাজ,
অযোধ্যা।
,, মন্ত্রী ভজনলাল জী,পীলীপত।
,, মন্ত্রী বলদেব সহায়, ধানারা.
মুরাদাবাদ।
,, দেবানন্দজী ওরফে মদন-
গোপাল দীক্ষিত, অজমির।
,, কেদার নাথ ভট্টাচার্য্য, উকীল,
মির্জাপুর।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় উকীল ঐ
শ্রীমুকুন্দলাল মজুমদার ডাক্তার ঐ

শ্রী নারায়ণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ
" রমা প্রসাদ ঘোষ
" তারাপদ মুখোপাধ্যায় ঐ
" কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় ঐ
" হরচন্দ্র ভাদুড়ী ডাক্তার ঐ
" অন্নদা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ
" রামমোহন ঘোষ, টেজরি, ঐ
শ্রীহরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উকীল ঐ
পং কালীকিশোর তন্ত্ররত্ন ভট্টাচার্য্য রাজনগর।
শ্রী যদুনন্দন প্রসাদ মোক্তার গয়া।
" মুকুন্দ লাল বৈশ্য আজমগড়।
" রাজকুমার লাল মোক্তার ঐ
" গণেশ প্রসাদ বৈশ্য ঐ
" দুর্গা প্রসাদ বৈশ্য ঐ
মিশ্র কেশব প্রসাদ শর্ম্মা, জীবনপুর।
শ্রী ইন্দ্রদমন রায়, আজমগড়।
" বৈকুণ্ঠনাথ মজুমদার, কাশী।
হরিদ্বারী লাল বালকৃষ্ণ জী, বিয়াবর।
রামঋষি খুশাল চন্দ্রজী কাগদী ঐ
" শিবনাথ কাগদা নয়ানগর।
" চাম্পা লাল ঐ
লছমন দাস যুগলকিশোর সোনী. ব্যাবর।
মগন লাল দ্বারকা দাস নয়ানগর।
" দত্তাত্রেয় কাশীনাথ করমকর।
" উপেন্দ্রনাথ কৌশিক, ব্যাপক
পং নারায়ণ দাস বধারাম ব্যাবর।
" হরলাল, ঐ
" ভবানী সহায়, নারনোল।
" হরিরাম শর্ম্মা, ব্যাবর রেল ষ্টেশন।
" কানাই রাম উপাধ্যায়, ব্যাবর।
" লালা মিট্ঠন লাল, রঘুনাথ দাসের পুত্র অম্বহাটা।
" বেহুমল সীরোমল, ঐ
" জনার্দ্দনদাস, পরমানন্দের পুত্র ঐ
" গঙ্গামল গণেশীলাল বাহ্মণপুর ঐ
মন্ত্রী লালা জ্যোতি প্রসাদ অগ্রওয়াল, ঐ
শ্রী মুন্সাপিসর জাঘোরাম. ঐ
মুসরাজ আফিসর ভগবান দাস, ঐ
শ্রী বাকুমল মহাজন, ঐ
নরসিংহ দাস হীরালাল মহাজনের পুত্র ঐ
শ্রী ফকির চন্দ্র, ঐ
" সেবক রাম রতন লাল, ঐ
" পুরণ মল বদ্রী মল, ঐ
মুলরাজ, বিহারী লালের পুত্র জড়লানা।
শ্রী মথুরাদাস হীরামল, কুজপুরা, ঐ
" রামচন্দ্রদাস পসারি, গঙ্গোহা, ঐ
" মোলকরাম চেৎরাম, ঐ
" মুন্সী শম্ভুনাথ, ঐ
" রেলুজী ব্রাহ্মণ পাটোয়ারি, ঐ
" মথুরা দাস পাটোয়ারি, ঐ
" বদ্রীদাস মুলরাজ শেঠ, ঐ
" ফকিরচাঁদ বিন্দামল মুকড়, ঐ
" চইলগুজর চায়কী, ঐ
" মুলরাজ, ঐ
জাতোমল, গণেশীলাল মহাজনের পুত্র, ঐ
শ্রী বহালসিংহ ফতেচাঁদ, ঐ
নরসিংহ দাস হীরালাল জঠলোনা, ঐ
শ্রী পং ব্রহ্মানন্দ, ঐ
" আশারাম জঠলানাবাসী, ঐ

শ্রীহরিঃ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

কলের্গতাব্দাঃ ৫০০৭।

২৭শ ভাগ। ৩য় সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ। | সন ১৩১৩ সাল। ইং ১৯০৬ খৃঃ।

বিশ্বনাথাষ্টকম্।

গঙ্গাতরঙ্গরমণীয়জটাকলাপং
গৌরী নিরন্তরবিভূষিতবামভাগম্।
নারায়ণপ্রিয়মনঙ্গমদাপহারং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্॥ ১॥

যাঁহার রমণীয় জটাকলাপে গঙ্গাতরঙ্গ এবং বাম ভাগে নিরন্তর গৌরী বিরাজ করিতেছেন, যিনি নারায়ণের প্রিয় এবং অনঙ্গের মদাপহরণকারী, বারাণসীপুরপতি সেই বিশ্বনাথকে ভজনা কর॥ ১॥

বাচামগোচরমনেকগুণস্বরূপং
বাগীশবিষ্ণুসুরসেবিতপাদপীঠম্।
বামেন বিগ্রহবরেণ কলত্রবন্তং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্॥ ২॥

যিনি বাক্যের অগোচর, অনেক গুণস্বরূপ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতা কর্ত্তৃক যাঁহার পদসেবা হইয়া থাকে, বামাঙ্কে গৌরীকে রাখিয়া যিনি হরগৌরীরূপধারী, বারাণসী পুরপতি সেই বিশ্বনাথকে ভজনা কর॥ ২॥

ভূতাধিপং ভুজগভূষণভূষিতাঙ্গং
ব্যাঘ্রাজিনাম্বরধরং জটিলং ত্রিনেত্রম্।

পাশাঙ্কুশাভয়বরপ্রদশূলপাণিং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৩ ॥

যিনি ভূতসমূহের অধীশ্বর, যাঁহার অঙ্গ ভুজগালঙ্কার দ্বারা ভূষিত, যিনি ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করেন, যাঁহার মস্তকে জটা বিরাজিত, যিনি ত্রিনেত্র, যিনি পাশ, অঙ্কুশ, অভয় এবং বরপ্রদ ও শূলপাণি, বারাণসী পুরপতি সেই বিশ্বনাথকে ভজনা কর ॥ ৩ ॥

শীতাংশুশোভিতকিরীটবিরাজমানং
ভালেক্ষণানলবিশোষিত পঞ্চবাণম্।
নাগাধিপারচিতভাস্বরকর্ণপুরং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৪ ॥

ললাটস্থ চন্দ্ররশ্মির দ্বারা যাঁহার মস্তকের মুকুট শোভা পাইতেছে, যাঁহার ললাটস্থ নেত্রাগ্নির দ্বারা কামদেব ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, সর্পরাজ কুণ্ডল স্বরূপ হইয়া যাঁহার কর্ণে শোভা বিস্তার করিতেছেন, বারাণসী পুরপতি সেই বিশ্বনাথকে ভজনা কর ॥ ৪ ॥

পঞ্চাননং দুরিত-মত্তমাতঙ্গজানাং
নাগান্তকং দনুজপুঙ্গবপন্নগানাম্।
দাবানলং মরণশোকজরাটবীনাং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৫ ॥

যিনি পাপরূপ মত্তহস্তীর দমনকারী সিংহ স্বরূপ, যিনি অসুরশ্রেষ্ঠরূপ সর্প সম্বন্ধে গরুড় স্বরূপ যিনি জরামরণশোকরূপ কাননের দাবাগ্নি স্বরূপ, বারাণসী পুরপতি সেই বিশ্বনাথকে ভজনা কর ॥ ৫ ॥

তেজোময়ং সগুণনির্গুণমদ্বিতীয়-
মানন্দকন্দমপরাজিতমপ্রমেয়ম্।
নাগান্তকং সকল নিষ্কলমাত্মরূপং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৬ ॥

যিনি তেজোময়, সগুণ হইয়াও নির্গুণ, অদ্বিতীয়, যিনি পরমানন্দের মূলস্বরূপ, যিনি অপরাজেয়, যাঁহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, পরিধেয় চর্ম্মার্থ যিনি হস্তিনাশক, যিনি চন্দ্রকলাযুক্ত, যিনি বিশেষ সংজ্ঞারহিত ও আত্মস্বরূপ, বারাণসী পুরপতি সেই বিশ্বনাথকে ভজনা কর ॥ ৬ ॥

আশাং বিহায় পরিহৃত্য পরস্য নিন্দাং
পাপে রতিঞ্চ সুনিবার্য্য মনঃ সমাধৌ।
আদায় হৃৎকমলমধ্যগতং পরেশং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৭ ॥

ভোগাশা পরিত্যাগ এবং পরনিন্দা ও পাপাসক্তি নিবারণ পূর্ব্বক সমাধিতে মনোনিবেশ করিয়া হৃৎকমলমধ্যস্থ পরমেশ্বর, বারাণসী পুরপতি সেই বিশ্বনাথকে ভজনা কর ॥ ৭ ॥

রাগাদি দোষরহিতং স্বজনানুরাগ-
বৈরাগ্যশান্তিনিলয়ং গিরিজাসহায়ম্।
মাধুর্য্যধৈর্য্যসুভগং গরলাভিরামং।
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৮ ॥

যিনি রাগাদি দোষ রহিত, ভক্তাধীন, আত্মীয়দিগের অনুরাগের এবং বৈরাগ্য ও শান্তির আশ্রয়, ভগবতী যাঁহার সহায়, যিনি মধুরতা, ধৈর্য্য ও কীর্ত্তির আকরস্বরূপ এবং বিষকণ্ঠ হওয়াও মনোহরমূর্ত্তি-বিশিষ্ট, বারাণসী পুরপতি সেই বিশ্বনাথকে ভজনা কর ॥ ৮ ॥

বারাণসীপুরপতেঃ স্তবনং শিবস্য
বিখ্যাতমষ্টকমিদং পঠতে মনুষ্যঃ।
বিদ্যাং শ্রিয়ং বিপুলসৌখ্যমনন্ত কীর্ত্তিং
সম্প্রাপ্য দেহবিলয়ে লভতে চ মোক্ষম্ ॥ ৯ ॥

যে ব্যক্তি বারাণসীপুরপতি বিশ্বনাথের বিখ্যাত অষ্টশ্লোক যুক্ত এই স্তব পাঠ করেন, তিনি বিদ্যা, লক্ষ্মী, বিপুল সুখ ও অনন্ত কীর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া দেহাবসানে মুক্তিলাভ করেন।

ব্যাসাষ্টকমিদং পুণ্যং যঃ পঠেচ্ছিবসন্নিধৌ।
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে ॥

যিনি শিব সমীপে এই ব্যাসাষ্টক পাঠ করেন, তিনি শিবলোক প্রাপ্ত হইয়া শিবের সহিত আনন্দ ভোগ করেন।

রামায়ণে শক্তিপূজা.

বা

রামচন্দ্রের বিজয়োৎসব।

(২)

—:০:—

শ্রীরামচন্দ্র প্রকৃত শক্তিপূজা জানিতেন, তাই তাঁহার দ্বারা নররক্ষোবানর-ভল্লুক পরস্পরে খাদ্য খাদক সম্বন্ধযুক্ত এবং অসমধর্ম্মাবলম্বী হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে সকলে এক কেন্দ্রে সমবেত হইয়াছিল; অর্থাৎ রক্ষোরাজ রাবণের সাহোদর বিভীষণ, বানররাজ সুগ্রীব এবং ভল্লুকরাজ জাম্বুবান প্রভৃতির সহিত মিত্রতা

সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাদিগেরই সাহায্যে তিনি প্রবল পরাক্রান্ত রাক্ষোবংশ ধ্বংস সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহার মৈত্রীভাবদর্শনেই দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া বিবিধ প্রকারে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন এবং সেই জন্য তাঁহারই দ্বারা জগতে শারদীয়া পূজার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সপ্তশতী চণ্ডীতে দেখিতে পাই, প্রবল পরাক্রান্ত মহিষাসুর স্বর্গরাজ্য অধিকারপূর্ব্বক ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করিলে দেবতারা স্বর্গভ্রষ্ট ও পরাজিত হইয়া তাহার বধোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অতঃপর তাঁহারা আপনাদিগের দুর্দ্দশার কথা নারায়ণকে জ্ঞাপন করিলে নারায়ণের ক্রোধ উপস্থিত হইল। নারায়ণের ক্রোধাবলোকনে ব্রহ্মা এবং মহাদেবও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তখন নারায়ণ, মহাদেব ও ব্রহ্মার মুখ হইতে এক একটী মহাতেজো উৎপত্তি হইল। অতঃপর ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের শরীর হইতে তেজ নির্গত হইয়া পূর্ব্বোৎপন্ন তেজ ত্রিতয়ের সহিত মিলিত হইল। এই রূপে সমস্ত তেজই এক স্থানে সমবেত হইল। তখন—

"অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥

অর্থাৎ দেবতাদিগের শারীরিক তেজসমূহ এক স্থানে সমবেত হইয়া ত্রিজগৎ পরিব্যাপ্তা একটী নারীর উৎপত্তি হইল। এই নারীই মহাশক্তি। তাহার পর দেবগণ স্ব স্ব অস্ত্র শস্ত্র হইতে সমতেজ ও সমশক্তি-বিশিষ্ট অমোঘ অস্ত্র উৎপাদন পূর্ব্বক সেই নারীকে অর্থাৎ মহাশক্তিকে প্রদান করিলেন। মহাশক্তি দশহস্তে অর্থাৎ দশদিক-ব্যাপী সেই সমস্ত অমোঘ অস্ত্রে সসৈন্য মহিষাসুরকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিলেন এবং দেবতাদিগকে স্বর্গরাজ্য প্রদানপূর্ব্বক জগতে শক্তির অক্ষুণ্ণ প্রতাপ প্রকাশ করিলেন। বলা বাহুল্য, দেবতারাই সত্ত্বগুণাবলম্বী বা স্বর্গরাজ্যের অর্থাৎ সুখের অধিকারী, দানবেরা কখনই তাহা হইতে পারে না। ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রথমে সত্ত্বগুণের আধার ভগবান নারায়ণের উত্তেজনা হইতেই সত্ত্বাধান রজ ও তমোগুণের আধার ভগবান ব্রহ্মা ও রুদ্রদেবের ক্রোধোৎপত্তি হইয়াছিল এবং তাহার পর সত্ত্বগুণাবলম্বী দেবগণের ক্রোধ হইতে যে শক্তির উৎপত্তি হয়, সেই সকলের সমবায়ে উৎপন্ন মহাশক্তি হইতেই মহিষাসুরের ধ্বংস সাধিত হইয়াছিল। অতএব সাত্ত্বিক ব্যক্তির কোন কারণে ক্রোধ উপস্থিত হইলে, তাহার দ্বারা জগতের উপকারই সাধিত হইয়া থাকে, ইহাই সপ্রমাণ হইল। বর্ত্তমান তমোমিশ্রিত রাজসিকতার যুগে যাঁহারা বলেন যে রাজসিক শক্তির বৃদ্ধি ব্যতীত ভারতবর্ষের উন্নতি সুদূর পরাহত, তাঁহারা অভ্রান্ত

ঋষি-মস্তিষ্ক-প্রসূত এই সত্ত্বগুণের প্রকৃত তথ্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের প্রতি লক্ষ্য প্রদান পূর্ব্বক একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, সত্ত্বগুণের প্রভাব বৃদ্ধি ব্যতীত রজঃ অথবা তমোগুণের প্রাবল্য কিছুতেই দমিত করিতে পারা যায় না। এই জন্য যখনই পৃথিবীতে রজঃ ও তমোগুণ অর্থাৎ আসুর শক্তি প্রাবল্য লাভ করিয়াছে, তখনই সত্ত্বগুণের আধার ভগবান নারায়ণকে সেই শক্তিদমন করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে। এই নিমিত্তই ভগবানও বলিয়াছেন,

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যতদিন ভারতবাসীদিগের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, ততদিন রাজসিক শক্তি অবনত মস্তকে তাহার গৌরব রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছে। অর্থাৎ যতদিন ভারতের ব্রাহ্মণ জাতি আপনাদিগের স্বভাবজাত সাত্ত্বিকগুণ রক্ষা করিতে সমর্থ ছিলেন, ততদিন ক্ষত্রিয় রাজগণ অবনত মস্তকে তাঁহাদিগের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। মহারাজা বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের নন্দিনী নাম্নী গাভী বলপূর্ব্বক হরণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে অবশেষে বলিতে হইয়াছিল, "বলং বলং ব্রহ্মবলং ধিক্‌বলং ক্ষত্রিয়বলম্" আর যত দিন ব্রাহ্মণেরা সেই সত্ত্বগুণ রক্ষায় সমর্থ ছিলেন, ততদিন ভারতে সত্যযুগ—এবং ততদিনই ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহার পর রজোগুণ প্রবল হইতে আরম্ভ করিলে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জাতি উপেক্ষা বশতঃ সত্ত্বগুণের মর্য্যাদা রক্ষায় উদাসীন হইতে আরম্ভ করিলে, ক্ষত্রিয় শক্তি প্রবল হইতে আরম্ভ হয়। উদাহরণ স্বরূপ ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয় কর্তৃক ব্রহ্মহত্যাদি সাধিত হইতে থাকে, ব্রাহ্মণেরাও ভ্রমবশতঃ আপনাদিগের স্বধর্ম্ম সত্ত্বগুণে উপেক্ষা পূর্ব্বক রজোগুণের অর্থাৎ ক্ষাত্র শক্তির আদর করিতে থাকেন। তাহারই ফলে সত্ত্বগুণ-প্রধান ব্রাহ্মণ বংশে রজোগুণবিশিষ্ট ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বী পরশুরামের উৎপত্তি হয়। জগতেও ক্রমে দ্বেষভাবের প্রাবল্য বশতঃ অশান্তির সূত্রপাত হয় এবং তাহারই ফলে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি আধিদৈবিক উৎপীড়ন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। জগৎও ক্রমে দ্বেষভাবাপন্ন নরশোণিতে সিক্ত হইতে থাকে। অতঃপর রজোগুণের সম্পূর্ণ প্রাধান্য সংস্থাপিত হইলে বা দ্বাপর যুগে সত্ত্বগুণকে সম্পূর্ণ রূপে রজোগুণের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে দেখা যায়। তাহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ রজোগুণের পক্ষপাতী যুদ্ধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র দ্রোণাচার্য্যকে সম্পূর্ণ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া ক্ষত্রিয় রাজা ও ক্ষত্রিয় সেনাপতি মহাবীর ভীষ্মের অধীনতায় কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল

এবং সেই রাজসিকতাপ্রাবল্যের অবশ্যম্ভাবী শোচনীয় পরিণাম কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ প্রভৃত পরিমাণে নরশোণিতপাতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাহার পর এখন এই ঘোর কলিযুগে রাজসিক শক্তির চিহ্ন পর্য্যন্ত ভারতবাসীর মধ্যে দেখা যায় না। পক্ষান্তরে তামসিকতার প্রাবল্য বশতঃ ভারতবাসী আজ কেবল বৈশ্য ও শূদ্র ধর্ম্মাবলম্বন-পূর্ব্বক অশান্তি ও মনঃপীড়া রূপ আধ্যাত্মিক, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি রূপ আধিদৈবিক, এবং প্রবলের অত্যাচার রূপী আধিভৌতিক এই ত্রিতাপের পীড়নে নিয়ত উৎপীড়িত হইয়া সতত প্রাণভয়ে, অস্থির চিত্তে, কালযাপন করিতেছে। ত্রিকালদর্শী ভগবান মনু লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন,—

যদ্রাষ্ট্রং শূদ্র ভূয়িষ্ঠং নাস্তিকাক্রান্তমদ্বিজং
বিনশ্যত্যাশু তৎ কৃৎস্নং দুর্ভিক্ষং ব্যাধিপীড়িতম্ ॥

অতএব যদি কখনও সত্ত্বগুণের প্রাবল্য প্রতিষ্ঠিত হয়, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা বশতঃ ব্রহ্মণ্য শক্তি প্রাধান্য লাভ করিতে সক্ষম হয়, তবে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দূর হইতে পারে। নতুবা কিছুতেই কিছু হইবে না, ইহা অভ্রান্ত সত্য।

যাহা হউক শক্তির উৎপত্তি প্রণালী এবং কোন্ শক্তির দ্বারা কোন্ শক্তিকে দমন করিতে পারা যায়, মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তাহা অতি সামান্য কয়েকটী কথায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, রক্ষ অথবা দানব শক্তি অর্থাৎ রজোপ্রধান তামসিক শক্তিকে দমন করিতে হইলে, সত্ত্বপ্রধান রাজসিক শক্তির প্রয়োগ করিতে হইবে। তাই সত্ত্বগুণ প্রধান দেবতাদিগের শরীর হইতে যে তেজ নির্গত হইয়াছিল, তাহাই মহাশক্তিরূপে পরিণত হইয়া অসুর-দমনে সক্ষম হইয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এই দৈব ও আসুর বিভূতির (বিশেষ গুণ) মীমাংসা করিয়াছেনঃ—

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবং ॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনং।
দয়াভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥
তেজঃ ক্ষমাধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবামভিজাতস্য ভারত ॥

দম্ভোদর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীং॥

গীতা ১৬ অঃ। ১—৪ শ্লোঃ

অর্থাৎ ভয়হীনতা, সত্ত্বশুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা, জ্ঞান-যোগ-পারদর্শিতা, অর্থাৎ যাহার শাস্ত্রীয় জ্ঞান শিক্ষা কেবল মৌখিক না হইয়া কার্য্যে পরিণত হয়, দানশীলতা, কাম ক্রোধ বা লোভাদি দমনে সক্ষমতা, যজ্ঞ অর্থাৎ নিত্য পঞ্চযজ্ঞ প্রবৃত্তি, স্বাধ্যায় শীলতা, তপস্যা, আর্জ্জব অর্থাৎ সরলতা, অহিংসা, সত্য-পরায়ণতা, লজ্জা, অচাপল্য, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি অর্থাৎ সহিষ্ণুতা, শৌচ (বাহ্য এবং মানসিক) এবং অমানিত্ব অর্থাৎ মান বা নামের নিমিত্ত প্রত্যাশা না করা, এই সকল দৈবী বিভূতি বা দৈবী শক্তি অর্থাৎ সত্ত্বগুণ হইতেই উৎপন্ন হয় এবং দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য অর্থাৎ নিষ্ঠুরতা, অজ্ঞান বা প্রমাদ অর্থাৎ ভ্রম, আলস্য, মোহ প্রভৃতি রজস্তমোজাত গুণাবলম্বীকে আসুরী বা রাক্ষসী প্রকৃতি বলে। অর্থাৎ এই সকল প্রকৃতি যদি অনুরাগ হেতু প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে আসুরী এবং যদি বিদ্বেষ হেতু প্রকাশিত হয় তবে তাহাকে রাক্ষসী প্রকৃতি বলে।

সুতরাং দেবশরীর অর্থাৎ সত্ত্বগুণাবলম্বীদিগের সমবেত শক্তির দ্বারা যে বিরাট শক্তির আবির্ভাব হয়, তাহার দ্বারা জগতের উপকার এবং রজস্তমোগুণা-বলম্বীদিগের সমবেত শক্তির দ্বারা জগতের প্রভূত অনিষ্ট সাধিত হয়। এই নিমিত্ত রজস্তমোগুণাবলম্বী মহিষাসুরের অত্যাচার নিবারণার্থ সত্ত্বগুণাবলম্বী দেব শরীর হইতে মহিষমর্দ্দিনীর আবির্ভাব এবং দৈবী বিভূতি-সম্পন্ন পূর্ণ ব্রহ্মাবতার রামচন্দ্রের মহিমায় পশু এবং রাক্ষস প্রভৃতিও দৈবী প্রকৃতিতে পরিণত হইয়া রক্ষোকুল ধ্বংস-সাধনে সক্ষম হইয়াছিল। সেই নিমিত্তই রামচন্দ্রের পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া আদ্যাশক্তির আবির্ভাব বশতঃ শরৎকাল পবিত্র হইয়াছে। শ্রীরাম চন্দ্র সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, হৃদয়ে দেবভাব পোষণ ব্যতীত শক্তির প্রীতি উৎপাদিত হয় না, পক্ষান্তরে আসুর ভাবোৎপন্ন শক্তির দ্বারা জগতের অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে এবং সেই শক্তি বিধ্বস্ত করিবার নিমিত্ত ভগবান ও মহা-শক্তির আবির্ভাব আবশ্যক হয়। তাই ভগবতীও বলিয়াছেন "ত্রৈলোক্যস্য হিতা-র্থায় বধিষ্যামি মহাসুরম্", তিনি আরও এক স্থানে বলিয়াছেন,—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরি সংক্ষয়ম্॥

ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে গেলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় রজঃ ও তমোগুণোৎপন্ন

শক্তির দ্বারা দানবের উৎপত্তি হইলে সেই শক্তিই জগতের অরি অর্থাৎ শত্রুরূপে পরিণত হয়, এবং সেই শক্তিকে দমন করিবার নিমিত্ত দেব শরীরোৎপন্ন বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণবিশিষ্টা মহৎশক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। তাই রাক্ষসী শক্তির ধ্বংস করিবার জন্য সত্ত্বগুণের আধার রামচন্দ্রের আবির্ভাব এবং আসুরী শক্তি বিধ্বস্ত করিবার নিমিত্ত দৈবী শক্তির সমবায়ে উৎপন্ন মহিষমর্দ্দিনীর উৎসব ব্যাপার সেই রামচন্দ্রের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

রাবণবধের সময় শ্রীরামচন্দ্র বিজয়োৎসব সম্পাদন করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীরাম চন্দ্র বড়ই দুঃখের সময়ে শক্তি উপাসনা করিয়াছিলেন। দুঃখের সময় না হইলে কেহই শক্তির উপাসনা করে না। দেবতারা বড়ই দুঃসময়ে শক্তিপূজা করিয়াছিলেন, সুরথ রাজাও রাজ্যভ্রষ্ট হইবার পর দেবী মাহাত্ম্য অবগত হইয়া শক্তিপূজা করেন, এবং বঙ্গদেশেও বড়ই দুঃসময়ে দুর্গোৎসবের ব্যাপার প্রবর্ত্তিত হয়। মুসলমানদিগের অত্যাচারে বঙ্গদেশ বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম হইলে বঙ্গদেশবাসীদিগকে শক্তিপূজায় দীক্ষিত করিবার নিমিত্ত কৃত্তিবাস রামায়ণ মধ্যে দুর্গোৎসবের ব্যাপার লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গবাসী শক্তিপূজায় অযোগ্যতা এবং শক্তিপূজার মর্ম্মাবধারণে অক্ষমতা প্রযুক্ত দুর্গোৎসবের দ্বারা শক্তি লাভে সক্ষম হইতে পারিতেছে না। আর কেবল বঙ্গদেশ কেন ভারতের কোন্ স্থানেই বা নবরাত্রি কালে সপ্তশতী চণ্ডীপাঠ না হয়? তথাপি ভারতবাসীর দুর্দ্দশা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে কেন? ইহার একমাত্র কারণ বর্ত্তমান রজস্তমোগুণাবলম্বী ভারতবাসী আত্মশক্তিপূজার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তামসিক এবং রাজসিক ভাবে শক্তিপূজা করিলে অর্থাৎ অহঙ্কার, বিদ্বেষ অথবা স্বার্থপরতা প্রভৃতি কার্য্য সাধনার্থ শক্তিপূজা করিতে গেলে রাজসিক ও তামসিক শক্তিরই বৃদ্ধি অর্থাৎ প্রকৃত শক্তির ক্ষয়ই হইয়া থাকে। আমরা বর্ত্তমান ইউরোপ বা আমেরিকার রাজসিক শক্তির বৃদ্ধি দর্শনে বিস্মিত হই, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, ইউরোপ বা আমেরিকা রাজসিক শক্তিবৃদ্ধি করিয়া প্রকৃত শক্তিক্ষয় অর্থাৎ আত্মবিদ্বেষ বৃদ্ধির দ্বারা আত্মধ্বংসের পথই পরিষ্কৃত করিতেছে। ইউরোপ বা আমেরিকা দিন দিন যেরূপ স্বার্থপর এবং দ্বেষভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে যদি অচিরে যিশুখৃষ্টের ন্যায় কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব ইউরোপ বা আমেরিকায় না হয়, তবে অর্দ্ধশতাব্দী মধ্যে উহাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। কারণ আত্মনাশসাধন নিমিত্ত রাজসিক এবং আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত সাত্ত্বিক শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রাবণ প্রভৃতির অতি বৃদ্ধি বা অভ্যুন্নতি এবং পতনই তাহার দৃষ্টান্ত। অতএব যতদিন পর্য্যন্ত আমরা শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার প্রবর্ত্তিত শক্তিপূজার প্রকৃত মর্ম্মাবধারণ এবং তাহার পরিবিজয়া উপলক্ষে শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে পরস্পরের প্রতি প্রীতি-সংস্থাপনে অক্ষম থাকিব, যত দিন আমরা শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় উচ্চ উদারভাব হৃদয়ে পোষণ পূর্ব্বক বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মহারাষ্ট্রী, শিখ, গুজরাটী প্রভৃতি সমস্ত ভারতবাসী একত্র হইয়া রামচন্দ্রের বিজয়োৎসব ব্যাপার প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিব, অর্থাৎ প্রেমভরে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গনবদ্ধ

না পারিব, যতদিন দ্বেষভাবের পরিবর্ত্তে পরস্পরের মধ্যে মৈত্রীভাবের প্রতিষ্ঠা না হইবে, ততদিন কিছুতেই কিছু হইবে না। পক্ষান্তরে রজস্তমোগুণাবলম্বীদিগের সমবায়ে একটী দানব সম্প্রদায়ের শক্তি-বৃদ্ধি-বশতঃ অধঃপতিত ভারতের আরও সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তি-বিদ্যানিধি।

বিচিত্র দর্শন।

(মানব চরিত্রের বৈচিত্র)

৬ষ্ঠ চিত্র।

:০:

ঐই দেখ "সংস্কারক" ধরি নববেশ,
সংসারের রঙ্গভূমে করিল প্রবেশ,
পুরাতন চলনেরে করিয়া হেলন,
নবচা'লে চলিছেন করি আস্ফালন।
আর কি অসভ্য সাজ ভাল লাগে তাঁর?
একেবারে হ'তে চান গোরা অবতার।
কিন্তু এ দুঃখের কথা কহিব কাহায়?
রঙ্গেতে করিয়া ফেলে বেরঙ্ তাঁহায়।
কি ফল হইবে অঙ্গে সাবান মাখিলে?
কয়লা কি হয় সাদা জলেতে ধুইলে?
সুরাতেই হয় যদি বরণ উজ্জ্বল,
"রামপাখী" খাইলেই বাড়ে যদি বল,
তবে কেন গোসাঁই ও গুরু-জনগণ,
ঘৃত দুগ্ধ সহ অন্ন করিয়া ভোজন,
হৃষ্ট পুষ্ট চারু বপু করিয়া ধারণ,
করেন মনের সুখে জীবন যাপন?
পেণ্টুলন পরিধান, সাহেবী ধরণ,
পারে কি করিতে কারে সাহস অর্পণ?
তাহইলে এত দিন ভীরু বঙ্গসুত,
দেখাইত রণস্থলে ক্ষমতা অদ্ভুত,
বাহ্য আড়ম্বরে পূর্ণ যুবা জন যত,
কিসে হয় ইষ্টলাভ নহে অবগত,
লাফ্ দিয়ে হ'তে চায় সাহেবের প্রায়,
আপন অবস্থা পানে ফিরে নাহি চায়,
কিছু মাত্র সংস্থান নাহিক যাহার,
সাহেবী চলন কভু সাজে কি তাহার?
যাদের ভরসা মাত্র পরের চাকুরী,
তাদের কি কোন মতে সাজে জারিজুরি?
পরাইয়া প্রেয়সীরে বিবিয়ানা বেশ,
কেন আর মিছামিছি হাসাইছ দেশ?
রমণীরে বসাইয়া পুতুলের প্রায়,
দেবতার মত সদা পূজিছ তাহায়,
জননী ভগিনী আদি গুরু জন যত,
সারা দিন গৃহ কাজ করে অবিরত,
তাহা হেরে নাহি হয় বোধের উদয়,
এমনি হ'য়েছে তব জঘন্য হৃদয়!
এপ্রকার সমাদর করি রমণীরে,
আপনি হানিছ বজ্র আপনার শিরে
রাখিবারে রমণীর প্রিয় আব্দার,
অকাতরে অর্থ ব্যয় করিছ অপার,

পরিণাম দরশন কিছু মাত্র নাই,
তাই ত বিরূপ ভাব দেখিবারে পাই।
যখন হইবে বৃদ্ধি পুত্রকন্যাগণ,
তখন হইবে তব বোধ উদ্দীপন,
প্রেয়সীর আবদারে ভুলিবে না আর,
দেখিতে না চাবে আর প্রিয়ার বাহার।
অভাব রাক্ষসী করি বদন ব্যাদন,
আসিবে তোমারে, ভাই, গ্রাসিতে যখন,
তাহার প্রবল ক্ষুধা করিবারে দূর
তোমার হইবে, ভাই, ভাবনা প্রচুর,
দূরে যাবে তোমার সে সাহেবী ধরণ,
র'বে না বিবির অঙ্গে সাধের ভূষণ,
পূর্ব্ব কার অপবায় জাগিবে হে মনে,
জ্বালাতন করিবে তোমায় সর্ব্বক্ষণে॥

৭ম চিত্র।

অই দেখ সুচতুর বাগ্মী এক জন,
সভার সমক্ষে অঙ্গ করি প্রসারণ,
সুবিহিত উপদেশে মোহিছে মানস,
কহিতেছে কত মত বচন সরস,
বিবিধ প্রসঙ্গ তথা করি উত্থাপন,
আকর্ষণ করিতেছে সকলের মন,
বিধবার দুখে হ'য়ে অতীব ব্যথিত
করিবারে তাহাদের ক্লেশ বিদূরিত,
আর ব্যভিচার স্রোত নিবারণ তরে,
কহিতেছে কত কথা অনুরাগ ভরে,
কুলীনের মেয়েদের দেখে ঘোর দুখ,
না পাইয়া মনোমাঝে কণামাত্র সুখ,
নিকৃষ্ট কৌলীন্য-প্রথা উঠাবার তরে,
উত্তেজিত করিতেছে মানব নিকরে,
তরল সুরার মধ্যে ভীষণ গরল,
সুধাভ্রমে পিয়ে নর হইয়া বিহ্বল,
আপনি আপন শিরে হানিছে কৃপাণ,
নারীহত্যা করিতেছে হইয়া অজ্ঞান,
সম্বন্ধ সুবাদ কিছু না করি বিচার,
করিতেছে যার তার সনে ব্যভিচার।
এই সব অত্যাচার করি বিলোকন,
দারুণ ব্যথায় যেন পাইয়া বেদন,
কত মত সকরুণ বচন রচনে,
দিতেছেন উপদেশ সভ্যজনগণে।
বিস্ময় হইলে, শুনি বচন কৌশল,
হেরিলে তাঁহার কার্য্য হইবে বিকল।
সভা ভঙ্গ হ'লে পরে, সভ্য জনগণ,
চলিল মনের সুখে স্ব স্ব নিকেতন,
এদিকে চতুর বাগ্মী পাইয়া সময়,
চলিল প্রফুল্ল মনে গণিকা আলয়,
সুরাপান আর আর নানা রঙ্গ রস,
করিল মনের সুখে পূরিয়া মানস,
জ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যা আর যুক্তি ধর্ম্মজ্ঞান,
বেশ্যারূপ দেবতারে করি বলিদান,
সে দেবীর প্রসন্নতা পাইবার তরে,
রহিল সমক্ষে তার যোড় করি করে।
আরো কিছু দেখ যদি আশ্চর্য্য ব্যাপার,
গোপন ভাবেতে লক্ষ গূঢ় তত্ত্ব তার,
কুলীন-কন্যার দুখ করিতে মোচন,
দেখেছো মৌখিক যাঁর এত আকিঞ্চন,
তাঁহার গৃহের মধ্যে কর বিলোকন,
নিকৃষ্ট প্রথার পাবে প্রচুর লক্ষণ।
বিধবার দুখে যিনি সতত ব্যথিত,
তাহাদের ব্যভিচারে যিনি ক্ষুব্ধ চিত,

তিনিই বিধবা নারী, ছলিয়া কৌশলে
প্রণয়ের হার তার প'রেছেন গলে,
ওহে সত্যাশ্রুধীবর এ'কি তব রীত?
মুখেতে যা বল তার কর বিপরীত?
জ্ঞানী ব'লে মনে মনে কর অভিমান,
মূর্খ ব'লে অপরেরে কর হেয় জ্ঞান,
কথার কৌশলে আর নানা যুক্তি বলে,
ত্যজিতে কুরীতি চয় বুঝাও সকলে,
কিন্তু হায়! ভুলেও না ভাব একবার,
নানা পাপে পরিপূর্ণ অন্তর তোমার,
অমল করহ আগে আপনার মন,
তবে অন্যে উপদেশ কর বিতরণ,
নতুবা অগ্রাহ্য হ'বে তোমার বচন,
তোমাকে হইতে হ'বে ঘৃণার ভাজন।
তাই বলি কর স্বীয় চরিত্র-শোধন,
নানা মত কার্য্য কর সাধুর মতন,
হও সকলের কাছে আদর্শের স্থল,
তা হইলে তব বাক্যে ফলিবে সুফল॥

ক্রমশঃ॥

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

বিশ্বাস ও শক্তি।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

বিশ্বাস সৌন্দর্য্যের উদ্‌বোধক। প্রেমে সৌন্দর্য্যের পুণ্য মূর্ত্তি। বিশ্বাস ব্যতীত প্রেমের নিত্যতা অথবা প্রেম পূজায় আত্মার চরিতার্থতা বড় অধিক অসম্ভব। বিশ্বাসের অমৃত প্রবাহে প্রেম এবং প্রেমের মহালীলায় সৌন্দর্য্যের সর্ব্বতোমুখী গতি। সৌন্দর্য্যের আরা-রাধনায় কে কবে শক্তির সুখসন্দর্শনে বঞ্চিত রহিয়াছে? প্রকৃত কবি জগতে কয় জন আছেন? বিশ্বাসের প্রীতি-বিহ্বল, মহাভাবাবেশে জগতে কয়জন উদ্দীপিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া, মহাশক্তির সমর্চ্চনায়, জীবন সার্থক করিয়াছেন? কেহ কেহ বা স্ব স্ব সুখ দুঃখের অসার ও উন্মত্ত প্রলাপে অধঃপাতের পূজা করিয়া অতি ক্লেশে দুর্ব্বহ জীবন-ভার বহন করিয়াছে, কেহ কেহ বা প্রমোদ-মদিরায় বিকল ও বিহ্বল হইয়া উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত কথায় মনুষ্যপ্রাণ যারপর নাই উদ্‌বেজিত করিয়াছে। কিন্তু, মনুষ্য তাহাদের নাম গ্রহণে আপনা-দিগকে কৃতার্থ মনে করে না। যেমন কোটী কোটী প্রাণী জন্মগ্রহণ করিয়া কালধর্ম্মে বসুধাপৃষ্ঠ হইতে অপসৃত হইতেছে, তাহারাও সেই রূপ আপন আপন হাসি কান্নার বিকট ও বিকৃত সঙ্গীত গান করিয়া, বিস্মৃতির বিশ্রাম-মন্দিরে বিরাম লাভ করিয়াছে। সময়াতি-বর্ত্তনে কে তাহাদের নাম গ্রহণ করে? কেহ বা তাহাদের অপুণ্য নামোদ্দেশ্যে কুসুমাঞ্জলি সমর্পণে আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করে? তাই বলিতেছিলাম, বিশ্বাস ব্যতিরেকে শক্তির নামে সৌন্দর্য্যের পূজা হয় না। কবিতা সৌন্দর্য্যের শব্দসহকৃতা বাহ্য অভিব্যক্তি। সৌন্দর্য্যোপাসনা ব্যতীত কবির অস্তিত্ব সর্ব্বতোভাবেই অলীক ও অনর্থক।

বিশ্বাস প্রেমের আশ্রয়-স্থল। বিশ্বাসের দৃঢ়তায় প্রেমের স্থিতি ও প্রতিষ্ঠা। নতুবা, প্রেম উপহাস বা পরিহাসেরই চপলতরল আখ্যায় আখ্যায়িত হইত। প্রেম অবিনাশী। বিশ্বাসে প্রেম সঞ্চার—প্রেম অনন্ত শক্তির অক্ষয় প্রস্রবণ। এই ভূপৃষ্ঠে যখন বিশ্বাসের অলঙ্ঘ্য ফলস্বরূপ প্রেমের মহাপূজা আরম্ভ হইয়াছে, তখনই জগতে অলৌকিক শক্তির অপূর্ব্ব সমুচ্ছ্বাস পরিলোকিত হইয়াছে। তখন নদী সকল প্রতিকূল গতিতে প্রবাহিত হইয়াছে, সমীরণ নিশ্চল হইয়াছে, পশু পক্ষী স্বাভাবিক ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত রহিয়া কি এক অবোধ্য ভাবাভিনিবেশে স্তিমিতবৎ রহিয়াছে। তখন ঘৃণা দূরে পলাইয়াছে; ভয় অদৃশ্য হইয়াছে, সঙ্কোচ অপগত হইয়াছে। তখন শত্রু মিত্র হইয়াছে, দুঃখেও সুখ হইয়াছে; নৈরাশ্যের অন্ধকার রেখায় আশার সুখ-সৌধের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তখন সর্প বৈর পরিত্যাগ করিয়াছে; গরল অমৃত হইয়াছে; অন্ধকারে আলোক সঞ্চার করিয়াছে। প্রেমের প্রধান ও পরম চিহ্ন আত্মবিস্মৃতি। আত্মোৎসর্জ্জনে শক্তি-প্রতিষ্ঠা। বিশ্বাস প্রেমের অমৃতোৎস। যিনি ভাগ্যবলে বিশ্বাসের আনন্দ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তিনিই প্রেম-পূজায় শক্তির অব্যর্থ লাভে ধন্য হইয়াছেন।

বিশ্বাসে মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা। বিশ্বাসের নামে মূর্ত্তি-কল্পনার অনন্ত সার্থকতা। যদি মূর্ত্তি রচনা প্রমোদ-মোহ-কল্পনার অসার ও অলীক বিজৃম্ভণ স্বরূপ উপপন্ন হয়, তাহা হইলে, জানি না, সত্য ও অসত্যের চিরন্তন বিভেদ-রেখা একেবারেই ছিন্ন হইয়াছে কি না;—তাহা হইলে, জানি না, মনুষ্য-জীবন সত্য সত্যই কি নিরবচ্ছিন্ন অলীক ও নিরর্থ স্বপ্ন। বিশ্বাসের প্রবল ও উন্মাদক সমাকর্ষণে মনুষ্য কি কখনও প্রেমারাধনায় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সার্থকতা উপলব্ধি না করিয়া স্থির রহিতে পারিয়াছে? যে স্থানে প্রেম-পূজন সেই স্থানেই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা—বিশ্বাস প্রেমের সন্দীপন মহামন্ত্র; অতএব, বিশ্বাসের সহিত প্রাণময়ী মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য ও অপরিহার্য্য। আবার দেখ! যে স্থানে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা সেই স্থানে শক্তি-লীলার অনন্ত তরঙ্গ। মূর্ত্তি শক্তি-সঞ্জীবনী। প্রেম উহার প্রাণ। বিশ্বাসে উহার উদ্ভব। প্রেমের অর্চ্চনায় মূর্ত্তি-রচনার অনর্থকতা ও অসারতা যারপর নাই শোচনীয় অধঃপাত; অতএব, সর্ব্বপ্রযত্নে বিধিপূর্ব্বক পরিহর্ত্তব্য।

বিশ্বাস মনুষ্য জীবনের এক মাত্র অবলম্বন। মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ভিন্ন জীবন শ্মশানক্ষেত্রের বিষাদ-চিত্র। বিশ্বাসে মূর্ত্তি-রচনা—মূর্ত্তি-রচনায় আত্মার অনন্ত উন্নতি। বিশ্বাস স্বর্গীয়। বিশ্বাস অনন্ত শক্তি। বিশ্বাসের নামে শক্তি-রচনা কর, দেখিবে, প্রেমোন্মাদনায় বিশ্বাস-পূজায় শক্তিসঞ্চারে কত দূর এবং কিরূপ সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

বিশ্বাস আসঙ্গলিপ্সাকে সর্ব্বথা ও সর্ব্বদা দূরে পরিহার করে। ইন্দ্রিয়-ধ্যানে সুখাসক্তি। সুখের নৈসর্গিক ব্যাঘাত মনুষ্যকে উদ্বেজিত করিয়া সন্দেহের আসুরাভিনয়ে বিশ্বাসের স্থির ও দৃঢ় ভূমিকে একবারেই বিচলিত করে। বিশ্বাসের প্রধান ও প্রকৃষ্ট ক্রিয়া সকল আসক্তির সর্ব্বতোমুখ বিসর্জ্জন—সর্ব্বাঙ্গীন আত্মাহুতি—সুখাকাঙ্ক্ষার অতিমাত্র নিবৃত্তি—

আত্মোৎসর্গ—আত্মবিস্মৃতি। যতক্ষণ আত্মপরায়ণতার ক্ষীণতম চিহ্নও বর্ত্তমান রহিবে, ততক্ষণ বিশ্বাসের তন্ময়ী উপাসনা যার পর নাই অসম্ভব; এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসের আরাধনায় মনুষ্যের শক্তির সুপরিশুদ্ধ অমল সাক্ষাৎকার একেবারেই অস্বাভাবিক। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে বিশ্বাসের পূজায় শক্তিলাভে কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহারা মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয়ারাধ্য প্রিয়তমের নিকট আত্মগত ঐন্দ্রিয়িক সুখলাভকে অতি তুচ্ছ বিনিময় স্বরূপ প্রার্থনা করেন নাই; অথবা সহস্র সহস্র রূপে নিগৃহীত ও পার্থিব লৌহশাসনে নিষ্পেষিত হইয়াও ক্ষণতরেও আশাবিভঙ্গে ব্যাকুল হয়েন নাই। বিশ্বাসের অটল ও অচল ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহারা মনুষ্যের অত্যাচার, জাগতিক দশাবিপর্য্যয়, আশার সুদারুণ বিভঙ্গ, সমুদ্রের গর্জ্জন, দুঃখের বিভীষিকা, যাবতীয় অবস্থাতেই নির্ব্বিকার ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় অভ্রভঙ্গ রহিয়াছেন। জগতে তাঁহাদের জীবন অতুল ও অমূল্য; তাঁহাদের অনন্ত অবদান-রাজি মানব জাতির অক্ষয় আশা; এবং তাঁহাদের পুণ্যস্মরণীয় সার্থক নাম অবনীর প্রীতি সহযোগে নিত্য গেয়। কেন না, ইঁহারা সকলেই বিশ্বাসের মাঙ্গলিকী পূজায় সর্ব্বতোমুখ আত্মাহুতির বিনিময়ে শক্তির মধুর ও প্রাণদ সাক্ষাৎকারে ধন্য হইয়াছেন।

বিশ্বাসে ভয়শূন্যতা। কেন না, বিশ্বাসের অমৃত প্রবাহে ইন্দ্রিয়-কলুষের সমূল-বিধ্বংসন। ইন্দ্রিয় পূজায় আতঙ্ক। যে স্থানে ইন্দ্রিয়সেবা, সেই কলুষ-বিদূষিত ভয়াবহ নিরয়ে, সার্ব্বভৌমী মৈত্রীপূজা কেমন করিয়া তিষ্ঠিতে পারে? যে হতভাগ্য মৈত্রী পূজায় অকৃতার্থ, সে কেমন করিয়া নির্ভয় হৃদয়ে বসুধাপৃষ্ঠে পদসঞ্চালন করিতে সমর্থ হইবে? ইন্দ্রিয়-স্বার্থে পর-নিগ্রহ অপরিহার্য্য। বিশ্বাসের মহাভূমিতে ইন্দ্রিয়পূজার অস্বাভাবিকতায় পরপীড়নের সম্ভাবনা কোথায়? এবং, যে স্থানে পরপীড়ন নাই, সেই অমল ক্ষেত্রে, কিরূপে ভয়ের বিকট-বিভীষিকার অস্তিত্ব রহিতে পারে? সুতরাং, মৈত্রীর বিশ্বজনীন আরাধনায়, ভয়ের আমূল অবসানে, শক্তির অনন্ত সুখময়ী অপূর্ব্ব ও বিচিত্র লীলা।

বিশ্বাসে অহঙ্কারাত্মিকা আত্মশক্তির অবস্থিতি অসম্ভব। যতক্ষণ অহঙ্কার থাকে, ততক্ষণ বিশ্বাসের পূর্ণবিকাশ হয় না, সুতরাং কেমন করিয়া, সেই সমল ভূমিতে শক্তির অনন্ত বৈচিত্র্য প্রকটিত হইতে পারে? অখিল তত্ত্বার্থদর্শী কবিগুরু ভগবান্ বেদব্যাস পাঞ্চালীর বিচিত্র চরিত্রচিত্রণে বিশ্বাসের মহনীয় লীলা সম্যক্ প্রকটিত করিয়া হৃদয়-তর্পণ লাভ করিয়াছেন। যখন ভারত-রত্ন ভীষ্মদ্রোণ-প্রমুখ-মহাভাগগণ-বিমণ্ডিত কুরুসভায় ক্ষত্রিয়কুলকলঙ্ক নরাধম দুঃশাসন দ্রৌপদীর বসনাকর্ষণে পাশবাচারের শেষ চিহ্ন প্রদর্শন করিয়াছিল, যখন বিশ্ববিজয়ী বৃকোদর সব্যসাচী প্রভৃতি বীরধুরন্ধরগণ প্রবল ধর্ম্মানুশাসনের বশবর্ত্তী হইয়া তাদৃশ পাপাভিনয়ের প্রতিবিধানে বিমুখ ছিলেন; যখন মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মস্বরূপ স্বয়ং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির তদ্বিধ ভয়াবহ অত্যাচারের প্রতীকার-সংসাধনে সমর্থ হইয়াও, অনন্য ধর্ম্মজ্ঞানের পরতন্ত্র হইয়া, সাক্ষাৎ ধৈর্য্যের ন্যায় নীরবে সমস্ত সহ্য করিয়াছিলেন; মনুষ্য-বিপাতের সেই অতি ভীষণ সঙ্কট সময় সাশ্রুলোচনা, আর্ত্তা, বিপন্না দ্রুপদনন্দিনী, যেন

মুহূর্ত্তকালের জন্য বুদ্ধির অজ্ঞাত বিপাকে নিপতিত হইয়া, কখনও বা অহঙ্কারাত্মিকা আত্ম-শক্তির প্রকাশে, কখনও বা বৃকোদর সব্যসাচীকে সেই বিপদার্ণবের একমাত্র কর্ণধার মনে করিয়া আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন বিশ্বাসের পূর্ণশক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই; সেই জন্যই, সেই ভয়াবহ পরীক্ষায় যেন একেবারেই বিচলিতা হইয়াছিলেন। কিন্তু, যখন অহঙ্কারময়ী আত্মক্ষমতাকে যারপর নাই অকিঞ্চিৎকর ও নগণ্য জ্ঞান করিয়া বিশ্বজনীন ভাগবতী শক্তি-সাগরে আপনাকে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া, "হা কৃষ্ণ! হা দ্বারকানাথ!" প্রভৃতি আহ্বানে ভীতি-বিধুর চিত্তে আপনার দুর্গতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তখনই তিনি বিশ্বাসের পূজায় শক্তির আনন্দ সাক্ষাৎকারে কৃতার্থা হইয়াছিলেন।

এই বিশ্বাসের অমোঘ ও স্বর্গীয় আকর্ষণে লোক-ললামভূত ধ্রুব, ভক্তির অনুপম নির্ঝর জগদ্বন্দ্য প্রহ্লাদ্ প্রভৃতি মহাত্মগণ অনন্তশক্তি লাভ করিয়াছিলেন; এই বিশ্বাসেরই মহীয়সী প্রণোদনায় ভগবান্ চৈতন্য প্রভৃতি লোকগুরুগণ অসীমশক্তির সমাশ্রয় করিয়াছিলেন; এই পরমার্থবিধায়ী বিশ্বাসেরই দুর্দ্দম প্রেরণায় সে দিন এই বঙ্গ ভূমিকে জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্তর্দ্দর্শী ভক্তির অখণ্ড অনন্ত প্রস্রবণ স্বরূপ ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, নূতন সঞ্জীবনী শক্তি সুধায়, বসুন্ধরাকে পরিপ্লাবিত করিয়াছেন। ইঁহারা শক্তির নামে, বিশ্বাসের ঐকান্তিকী পূজায়, মনুষ্যত্বের পূর্ণতম আদর্শ— আমাদের নয়নপ্রান্তে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই ঐশীশক্তি সম্পদ-সম্পন্ন। বিশ্বাস তাঁহাদের দীর্ঘব্যাপিনী সাধনা, ঐশীশক্তি তাঁহাদের অনন্ত সিদ্ধি। তাঁহাদের লক্ষ্য অনন্ত, আশা অসীম, সাধনা কঠোর; তাঁহাদের সিদ্ধি অক্ষুন্ন। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত; শশিদিবাকরের বিচ্যুতি; সমবেত জাগতিক শাসন, কিছুই তাঁহাদের সাধনার বিঘ্ন হয় নাই। তাঁহাদের সাক্ষাৎ পুণ্যনাম মানব জাতির পুঞ্জীভূত শান্তি; তাঁহাদের অভ্রান্ত অমৃতবাণী জগতের অনন্ত আশ্বাস।

হে মোহনিদ্রাভিভূত ভারত সন্তান! একবার নেত্রপাত কর। তোমাদের পবিত্রভূমি বিশ্বাসের প্রসবিত্রী। শক্তি তোমাদের হৃদয়সংযোগে নিত্য আরাধ্যা। অবসাদ পরিত্যাগ কর। বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভূমির উপর দণ্ডায়মান হও; সাধনার পরিণতি কালে অবশ্যই শক্তির মধুর দর্শন লাভ হইবে।। অতীন্দ্রিয় তত্ত্বার্থদর্শী-ভারতীয় মহাপুরুষগণের ইহাই অভয় আশ্বাস বাণী।

শ্রীশশিমোহন বসাক এম, এ,
ঢাকা, জগন্নাথ কলেজ (Bengal).

কোকিল কূজন বা দুখের গাথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত, ধর্ম্মপ্রচারকের ৪৬ পৃষ্ঠা হইতে)

—•—

(২৫)

"বিধাতার দোষ কেহ দিও না কখন,
বিধি তাঁর সদা কাল মঙ্গল কারণ,
বিধাতার কৃপা হেতু
বৃটিশ বিজয়-কেতু
অ'ই দেখ এই দেশে উড়িছে কেমন,
স্বাধীনতা মহামন্ত্র করিয়া ঘোষণ।

(২৬)

"বড়ই দুর্দ্দিন ছিল বড়ই দুর্দ্দিন,
নাহি জান কত কাল আছ পরাধীন।
স্বাধীনতা-হীনতায়
ভীমরতি-গ্রস্ত হায়
বাল যুবা বৃদ্ধ সবে, ব্যাধি কি কঠিন!
জননী তোদের তায় হ'ল সংজ্ঞা হীন।

(২৭)

"অকালে ভারত হায় হারা'ল চেতন,
অলস সন্তান সবে, কে করে যতন?
শব দেখে যথা হায়
শৃগাল কুকুর ধায়
বিদেশী ভারতে আসি করি আক্রমণ,
করিল ভারতে পুন শতেক দলন।

(২৮)

"সে চিত্র স্মরিতে হায় কাঁদেরে হৃদয়,
জলধির জলে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছা হয়,
কুসন্তান তোরা সবে
নরকে বসতি হবে
বিদেশী পদের সবে লইলি আশ্রয়,
না হ'ল ক্ষণেক তরে সরমের ভয়।

(২৯)

"না হয় ভারত নাম হইত বিলয়,
না হয় ভারতবাসী যেত যমালয়,
না হয় সে আর্য্যবংশ
হ'য়ে যেত চিরধ্বংস?
তবুত কলঙ্ক এই ঘুচিত নিশ্চয়?
উদিত গৌরব-ভানু ত্রিভুবনময়।

(৩০)

"ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ ধিক্ শত শত
আর্য্যবংশধর তোরা কুলাঙ্গার যত,
তাই দেখ হাসি হাসি
কহিছে বিদেশবাসী
'ভারতে ভারতবাসী পরপদানত'
কলঙ্কের কথা হায় কহিবরে কত।

(৩১)

"সর্ব্বসহা বসুন্ধরা ভারত-জননী,
সহিল সকল দুখ হায় অভাগিনী,
পুত্রবতী হ'য়ে সতী
সহিল দুর্গতি অতি
হেন পুত্রে শত ধিক, হায়রে অশনি,
কেনরে তোদের মাথে পড়েনি তখনি।

(৩২)

"এমন দুখের দিনে করুণা নিধান,
ভারতমঙ্গল হেতু করিল বিধান,

অই দেখ দূর হ'তে
আসিল অর্ণব পোতে
বৃটিশ ভীষণ সিংহ লইয়া নিশান,
করিল গর্জ্জন ভীম কাঁপিল পরাণ।

(৩৩)

"জীমূত নাদের সম ভীষণ গর্জ্জন,
শৃগাল কুকুর তাহা সহে কত ক্ষণ?
সিংহনাদে ভয় পেয়ে
অই দেখ গেল ধেয়ে
বিদেশী ডাকাতগণ লইয়ে পরাণ
নতুবা সিংহের হাতে হ'ত অকল্যাণ।

(৩৪)

"ভয়ঙ্কর সিংহনাদ ভয়ঙ্কর অতি,
সে শব্দে কাঁপিয়া হায় উঠে বসুমতী,
কেঁপেছিল হিমাচল,
কেঁপেছিল গঙ্গা জল,
কাঁদিয়া উঠিল তায় অভাগী ভারতী
নেত্রেতে বহিল ধারা যেন স্রোতস্বতী।

(৩৫)

"দেখিয়া ভারতে হায় করিতে রোদন
ইংলণ্ড আদর করি বলিল তখন,
'শোন গো ভারত আর
ফে'ল নাক অশ্রুধার
তোমারি দুখের দিন হ'য়েছ মোচন
তব রক্ষা হেতু মম হেথা আগমন।

(৩৬)

'করিব তোমায় রক্ষা; তব পুত্রগণে
শিখাইব নানা বিদ্যা নিজ পুত্রজ্ঞানে,
স্বাধীনতা মহামন্ত্র
আত্মরক্ষা মহাযন্ত্র
সকলি দিব গো আমি আনন্দিত মনে
লভিবে পরম সিদ্ধি সাধিলে যতনে।'

(৩৭)

"আতপ তাপিত যথা চাতকিনী প্রাণে
আশার সঞ্চার হয় ঘন দরশনে
একটী আশার রেখা
সেই রূপ দিল দেখা
ইংলণ্ডের কথা শুনি ভারতের প্রাণে;
শুখাইল নেত্রধারা নয়নের কোণে।

(৩৮)

"আশায় বাঁধিয়া বুক খুলিয়া নয়ন,
দেখিল ইংলণ্ড-মূর্ত্তি চারু দরশন,
শুভ্র বর্ণ শুভ্র কেশ,
পরিধানে শুভ্র বেশ,
শুভ্র ফুলমালা গলে অতি মনোরম,
পদধূলি লইবারে করিল মনন।

(৩৯)

বৃটিশ-জননী তাহা বুঝিয়া বাসনা,
হাতে ধরি ভারতের করিলেন মানা;
কোমল মধুর স্বরে
কহিলেন ধীরে ধীরে
'আমি গো বালিকা অতি তুমি গো প্রাচীনা
যদিও শক্তির মম নাহি কোন সীমা।

(৪০)

'তোমার শক্তির কথা শুনেছি শ্রবণে
অতীতের কথা তাহা, দেখেছি নয়নে।
বিদ্যার কাননে তব
কত শত অভিনব
ফল, ফুল শোভিতেছে, সৌরভ প্রদানে
মাতায়ে রেখেছে বিশ্ব আপনার গুণে।

(৪১)

"স্বভাব সরল,সতী ভারত জননী,
গলিয়া পড়িল শুনি ইংলণ্ডের বাণী।
নিতান্ত বিনয় সনে,
নিতান্ত কাতর প্রাণে,
কহিল 'ইংলণ্ড তুমি হও যশস্বিনী
তব যশজ্যোতি হ'ক দিগন্ত-ব্যাপিনী।'

(৪২)

"আশ্বাসিয়া নানা বাক্যে ভারত-মাতায়
উঠিল নক্ষত্র বেগে বিমানের গায়।
বৃটনের অধিষ্ঠাত্রী,
ঠিক যেন জগদ্ধাত্রী,
ভাতিল চৌদিক আহা রূপের ছটায়,
ভারত হইল মুগ্ধ সে রূপ-শোভায়।

(৪৩)

"আশায় বাঁধিল বুক, অহো আশা দেবি!
কে না মুগ্ধ হেরি তব সুমোহন ছবি?
বাল যুবা বৃদ্ধ সবে
আশাশূন্য কোথা কবে?
মায়াময়ী সদাকাল তুমি মহাদেবি।
মহামায়া তব নাম রাখিয়াছে কবি।

(৪৪)

"মৃত্যুর শয্যায় বৃদ্ধ করিয়া শয়ন,
আশা-মুগ্ধ হ'য়ে দেখে ভবিষ্য-স্বপন।
এই প্রাণ যায় যায়,
আশা ত ছাড়ে না হায়!
এমনি আশার শক্তি বিশ্ববিমোহন!
তুমি গো মা মহাদেবি জগত কারণ।

(৪৫)

"এই যে বুয়র বীর পল কুরূগার
সিংহের বিক্রমে হ'ল অস্থিচর্ম্ম সার,
হারাইয়ে নিজ দেশ,
লয়েছে ভিক্ষুকবেশ,
তথাপি মায়ায় তব ছাড়িছে হুঙ্কার,
"করিব নিশ্চয় মোরা স্বদেশ উদ্ধার।"

(৪৬)

"সঞ্জীবনী-শক্তি তব জগত কারণ,
তুমিগো করাও সবে জীবন ধারণ;
নতুবা মানব বংশ
কবে না হইত ধ্বংস?
নিরাশা আবর্ত্তে সবে হইয়ে পতন,
চূর্ণ চূর্ণ হ'য়ে যেত বালুর মতন।

(৪৭)

"আশায় বাঁধিল বুক, উঠিল ভারতী;
উঠে যথা চিররুগ্না, বিহীনা শকতি,
ধীরে ধীরে অতি ধীরে,
আশা-যষ্টি হাত ধ'রে,
উঠিল দুখিনী আজি, অভাগিনী অতি,
আশায় বাঁধিয়া বুক উঠিল ভারতী।

[৪৮]

"উঠিল ভারতী, কিন্তু নয়নের কোণে,
একটী অশ্রুর কণা অতি সঙ্গোপনে,
শিশির বিন্দুর প্রায়
ঝরিয়া পড়িল হায়!
কেহ না দেখিল তায়, দেখিবে কেমনে,
পরদুখে দুখী কেবা আছে বিশ্বধামে?

ক্রমশঃ

শ্রী......

শ্রীজনকধর্ম্মমণ্ডলসম্বন্ধীয়

প্রথম সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী।

কার্য্যারম্ভ।

—:•:•:—

হিন্দু জাতির ভারতবর্ষ-ব্যাপিনী বিরাট ধর্ম্ম সভা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের ব্যবস্থা নিয়মানুকূল হইয়া রেজিষ্টারি হইয়া যাইবার পর এই বিরাট ধর্ম্ম সভার কার্য্যসমূহের সহায়তা করিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত প্রধান সভাপতি শ্রীমিথিলেশ মহোদয়ের আদেশ ক্রমে দ্বারবঙ্গে প্রধান সভাপতি কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তাহার পর যে সময় সমস্ত ভারতবর্ষে প্রান্তীয় মণ্ডল ও প্রান্তীয় মণ্ডলের কার্য্যালয় স্থাপিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময় তত্রত্য প্রান্তীয় মণ্ডলের কার্য্যালয়ের নিমিত্ত মহামণ্ডল দ্বারবঙ্গকেই উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করেন। তখন মহামণ্ডল ডেপুটেশন দ্বারবঙ্গে গমন করিয়া বিহার, ছোটনাগপুর প্রভৃতি প্রদেশের নিমিত্ত শ্রীজনকধর্ম্ম মণ্ডলের স্থাপন করেন। প্রধান সভাপতি-কার্য্যালয়েই এই মণ্ডলের কার্য্যালয় স্থাপিত হয়।

যদিও উক্ত সময়ে কোন মহাসভার অধিবেশন হয় নাই, কিন্তু পত্র-ব্যবহার দ্বারা এই প্রান্তীয় মণ্ডলের নিমিত্ত ২৪ জন প্রতিনিধি সভ্য এবং সহকারী অধ্যক্ষ প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়া এই প্রান্তীয় মণ্ডলের কার্য্য আরম্ভ করা হয়। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের কার্য্যনীতি এই যে লোকের মধ্যে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রথম প্রথম কোন প্রান্তে আর্থিক সহায়তা প্রেরিত হয় না। মহামণ্ডল আপনার ব্যয়ে ডেপুটেশন প্রেরণ করিয়া এবং অন্য প্রকারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া প্রান্তীয়মণ্ডল স্থাপন করাইয়া থাকেন, এবং মাসিক সহায়তা নিয়মিত রূপে প্রদান করিয়া ধর্ম্মকার্য্য জীবিত রাখেন, উক্ত প্রান্তীয় মণ্ডলেও শ্রীমহামণ্ডলের সহায়তা হইতেই কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। মহামণ্ডলের এই উদারতা এবং সহায়তার নিমিত্ত এই প্রান্তীয় মণ্ডল অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

শাখা সভা।

যে প্রকার অন্যান্য প্রান্তে প্রান্তীয় মণ্ডল স্থাপিত হইবার সময় পূর্ব্ব হইতে স্থাপিত কতিপয় ধর্ম্মসভার সহায়তা তত্তৎ মণ্ডলী প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই প্রকারের সহায়তা এই প্রান্তীয় মণ্ডল প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। কারণ যে সকল প্রদেশের সহিত এই প্রান্তীয় মণ্ডলের সম্বন্ধ রক্ষিত হইয়াছে, সেই সকল প্রদেশে ধর্ম্মসভা স্থাপন করিবার প্রণালী প্রায় প্রচলিত ছিল না। কাজেই এই প্রান্তীয় মণ্ডলের এই প্রান্তে স্থানে স্থানে মহামণ্ডলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত শাখা ধর্ম্মসভাসমূহ স্থাপন করিবার বিষয়ে যত্ন করিতে হইয়াছে। যদিও এই কার্য্য বিভাগে যেরূপ সফলতা হইবার সম্ভাবনা ছিল, সেরূপ সফলতা এখনও হয় নাই, তথাপি ইহার মধ্যে কয়েকটী স্থানে শাখা সভা স্থাপিত হইয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত অধিক সংখ্যক ধর্ম্মোপদেশক নিয়মিত বৃত্তিদান পূর্ব্বক নিযুক্ত করা না হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত ধর্ম্ম

বক্তৃগণ নিয়মিত রূপে নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিতে যত্ন না করিবেন, এবং যতদিন পর্য্যন্ত এই প্রান্তীয় মণ্ডলের যোগ্য পদধারিগণ সময়ে সময়ে ভ্রমণ করিয়া লোকের উৎসাহ দান না করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত এই অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য সম্পূর্ণ রূপে সফল হইবে না। এক্ষণে এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে যে, অতি সত্বরেই কতিপয় ধর্ম্ম বক্তাকে নিয়মিত বৃত্তি প্রদান পূর্ব্বক নিযুক্ত করা হইবে এবং আমিও এরূপ মনে করি যে, সময়ে সময়ে আমি স্বয়ং ধর্ম্ম কার্য্যের নিমিত্ত ভ্রমণ করিব। আশা হয় শ্রীযুক্ত অধ্যক্ষ মহাশয়ও সময়ে সময়ে আমার এই কার্য্যে সহযোগী হইবেন। যে সকল শাখা সভা কিছু কিছু ধর্ম্ম কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদিগের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল; মুজঃফরপুর, পাটনা, মতিহারী, ছাপরা, মুঙ্গের, ভাগলপুর, সীতামারী, আরা, গয়া, দ্বারবঙ্গ, মধুবনী, জজুবাড়, বাঁকীপুর।

সভ্য মহোদয়গণ।

এই প্রান্তীয় মণ্ডলে ২৪ জন প্রতিনিধি সভ্য আছেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু শালিগ্রাম সিংহ মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত মুন্সী দেবনাথ সহায় মহাশয় এই দুই মহাশয়ের স্বর্গবাস হওয়ায় মণ্ডল বিশেষ শোকগ্রস্ত হইয়াছেন। এই মণ্ডলে ৮ জন ব্যবস্থাপক এবং বহুসংখ্যক সহায়ক সভ্য আছেন। সভ্য সংখ্যা এই সময়ে আরও বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব। এই প্রান্তীয় মণ্ডলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত প্রায় ৫০০ সাধারণ সভ্য আছেন। সকল মহাশয়কে মহামণ্ডলের মাসিক পত্র বিনামূল্যে প্রদত্ত হইয়া থাকে। বড়ই আনন্দ এবং উৎসাহের সহিত প্রকাশিত করা যাইতেছে যে, মহামণ্ডলের প্রধান সভাপতি শ্রীযুক্ত মিথিলেশ মহোদয় আদেশ করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রজাবর্গের মধ্য হইতে সাধারণ সভ্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করা হউক এবং এই কার্য্যের সফলতা নিমিত্ত শ্রীমান আপনার রাজকীয় ব্যবস্থানুসারে যথা সম্ভব সহায়তা দান করিবেন। এই শুভ আদেশের নিমিত্ত শ্রীমান্ সর্ব্বথা ধন্যবাদার্হ। এই প্রান্তের অন্যান্য নরপতিদিগেরও শ্রীমানের অনুকরণ করা উচিত। যতদিন পর্য্যন্ত সাধারণ সভ্যের সংখ্যা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত মহামণ্ডলের কার্য্যসমূহের সফলতা হইবে না। এই নিমিত্ত এক্ষণে বিশেষ রীতি অনুসারে সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধির নিমিত্ত যত্নকরা হউক।

ধর্ম্ম প্রচারক।

ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে মহামণ্ডলের মহোপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গণেশ দত্ত বাজপেয়ী বিদ্যানিধি মহাশয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্য করিয়াছেন। তিনি তিন বার উক্ত প্রান্তে নিয়মিত রূপে কয়েক মাস পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন, এবং শাখা সভা স্থাপন, বিদ্যালয় সংস্কার, সভ্য সংগ্রহাদি বিষয়ে সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহোপদেশক বিদ্যানিধি মহাশয় যে সকল স্থানে ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন, ঐ সকল স্থানে তাঁহার অত্যন্ত সারগর্ভ, হৃদয় গ্রাহী বক্তৃতা শ্রবণে ধর্ম্মোৎসাহিগণ বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং ধর্ম্মকার্য্যে উৎসাহ দেখাইয়াছেন। মহামণ্ডলের মহোপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দামোদরজী মহাশয় দুইবার ঐ প্রান্তে

ধর্ম্ম প্রচারার্থ ভ্রমণ করেন। শাখা সভা স্থাপন এবং সভা সংগ্রহ বিষয়ে। হইয়াছেন তাঁহার কার্য্যও প্রশংসনীয়। শ্রীমহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয় দ্বারা প্রেরিত উপরি লিখিত মহাশয়দ্বয় ব্যতীত শ্রীযুক্ত মহোপদেশক পণ্ডিত জ্যোতিঃ প্রসাদ মহাশয়ও উক্ত প্রান্তে গমন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। বড়ই আনন্দের বিষয় যে, মুজঃফর পুরের শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামকিশন দুবে কাব্যতীর্থ মহাশয় আপনার ইচ্ছায় মুজঃফর পুর এবং দ্বারবঙ্গের প্রায় ১০ খানি গ্রামে গমন পূর্ব্বক বক্তৃতা করিয়াছেন, এবং লোকের মধ্যে ধর্ম্মোৎসাহ বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার সহিত মহামণ্ডলের কোনও প্রকার সম্বন্ধ নাই, তথাপি তাঁহার এই ধর্ম্মোৎসাহ বিশেষ প্রশংসনীয়। এই ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে আমি যতদূর সম্ভব সাহায্য করিয়াছি,সময়ে সময়ে এই প্রান্তের নগর ও গ্রামসমূহে ধর্ম্ম প্রচারার্থ ভ্রমণ করিয়া থাকি। মুজঃফরপুর জেলার গণ্ডকী নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গ ভনাথ ঝা ধর্ম্ম প্রচারার্থ ভ্রমণ করিয়া বহুল পরিমাণে সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি বিশেষতঃ মৈথিল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সামাজিক সংস্কারের বিষয়ে বহুল পরিমাণে যত্ন করিয়াছেন। ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে এই প্রান্তীয় মণ্ডলের বাহিরের শ্রীযুক্ত স্বামী হংসস্বরূপ মহোদয়, শ্রীযুক্ত স্বামী কেশবানন্দজী মহোদয় এবং শ্রীযুক্ত স্বামী আত্মারাম সাগর মহোদয় আপনাদিগের ধর্ম্ম বক্তৃতার দ্বারা বহুল পরিমাণে উপকার করিয়াছেন। মুজঃফর পুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বৈদেহী শরণ মহাত্মা হরিহর ক্ষেত্রের মেলায় নিয়মিত রূপে ধর্ম্মসভা করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন। দ্বারবঙ্গ জেলার গঙ্গাপুর নিবাসী রইস শ্রীযুক্ত রামবাহাদুর সিংহ এবং বিভূতিপুর নরহনের রইস শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকা প্রসাদ সিংহ উপদেশক মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক সময়ে সময়ে দ্বারবঙ্গ, মুজঃফর পুর, মুঙ্গের, গয়া, পাটনা, প্রভৃতি জেলার অনেক স্থানে নিয়মিত ভ্রমণ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারা সন্ধ্যা তর্পণের পুস্তক আপনাদিগের ব্যয়ে ছাপাইয়া উহার সহস্র সহস্র পুস্তক বিনামূল্যে যোগ্য পাত্রে বিতরণ পূর্ব্বক একটী অতি উত্তম প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়াছেন, এবং আপনাদিগের ব্যয়ে একটী অতি যোগ্য পণ্ডিত নিয়মিত বৃত্তি প্রদান পূর্ব্বক নিযুক্ত করিয়া অশিক্ষিত দ্বিজ-বালকদিগকে নিত্যকর্ম্ম শিক্ষা দান করিতে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন, ইহা অতিশয় প্রশংসনীয় কার্য্য। উল্লিখিত পুস্তক ব্যতীত তাঁহারা আরও দুইখানি ধর্ম্মপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছেন। পূর্ব্বোল্লিখিত ধর্ম্মোৎসাহীদিগের অনুকরণ করা উক্ত প্রান্তের পণ্ডিত ও সদ্-গৃহস্থ গণের কর্ত্তব্য।

বিদ্যা প্রচার।

যদিও পবিত্র মিথিলা ভূমি অতি প্রাচীন কাল হইতে বিদ্যাপীঠ বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু কতিপয় কারণে সংস্কৃত বিদ্যার প্রচারে বহু শৈথিল্য হইয়াছে। যাহাই হউক এখনও সংস্কৃত বিদ্যা প্রচারে উক্ত বিদ্যাপীঠ অন্য প্রান্তের অপেক্ষা ন্যূন নহে। অল্প যত্ন করিলেই ঐ স্থানে বহুল পরিমাণে সফলতা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। সর্ব্ব প্রথমে প্রশংসা করিবার কার্য্য শ্রীযুক্ত স্বামী সদানন্দজী মহাশয় করিয়াছেন। তিনি দ্বারবঙ্গ জেলার অখুড়ার পুর গ্রামে একটী বৃহৎ পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। উহাতে বেদ, বেদাঙ্গ এ ব

দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা প্রদত্ত হয়। এ কার্য্য ব্যতীত তিনি আরও কয়েকটী স্থানে পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। হরিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মুকুন্দ ঝা মহাশয়, ঠাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর ঝা মহাশয়, উজান নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিনারায়ণ ঝা মহাশয়, ভিত্তি নিবাসী বাবু কামেশ্বরনারায়ণ মহাশয় স্ব স্ব গ্রামে আপন আপন ব্যয়ে সংস্কৃতপাঠশালা স্থাপিত করিয়াছেন। সাধারণের সাহায্যেও কয়েকটী স্থানে সংস্কৃত পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যথাঃ মতিহারী মুজঃফর পুর, গয়া ও পাটনা। এই সকল পাঠশালা ধর্ম্মসভা সমূহের সাক্ষাৎ প্রযত্ন দ্বারা জীবিত আছে। আরও এরূপ কয়েকটী পাঠশালা আছে, যে সকল জনসাধারণের সাহায্যে পরিচালিত হয়। যথাঃ সিমরিয়া ঘাটের পাঠশালা ও মুজঃফর পুরের দারওয়াড়ী পাঠশালা ইত্যাদি। সিমরিয়া ঘাটের পাঠশালালায় জনক ধর্ম্মমণ্ডল হইতে কিছু কিছু মাসিক সাহায্য প্রদত্ত হইতেছে। কারণ শ্রীযুক্ত মিথিলাধিপতি মহাশয় উক্ত প্রান্তের স্বভাব সিদ্ধ নেতা, তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি হইতে ঐ স্থানে সংস্কৃত বিদ্যার পুনরুন্নতি বিষয়ে এবং উক্ত বিদ্যাপীঠের প্রাচীন গৌরবের সংরক্ষণ বিষয়ে বহুল পরিমাণে আশা আছে। মহামণ্ডলের বিদ্যাপ্রচার বিভাগ শ্রীশারদা মণ্ডলের নিয়মসমূহের মধ্যে স্থির হইয়াছে যে, অন্যান্য বিদ্যাপীঠ উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে মিথিলায়ও ইহার জন্য প্রযত্ন করা হউক, এবং তথায় একটী কেন্দ্র মহাবিদ্যালয় স্থাপিত করা হউক—যাহার সহিত উক্ত প্রান্তীয় সমস্ত পাঠশালা এবং বিদ্যালয় সমূহের সম্বন্ধ থাকে। এবং জনক ধর্ম্মমণ্ডল কার্য্যালয়ের অধীনে সংস্কৃতজ্ঞ পরিদর্শক নিয়মিত বৃত্তি দান পূর্ব্বক নিযুক্ত করা হউক, যাঁহারা উক্ত প্রান্তের পাঠশালা ক্রমানুসারে পরিদর্শন পূর্ব্বক ঐ সকলের উন্নতি করিতে তৎপর থাকেন। এই দুইটী পরমাবশ্যক কার্য্যের সফলতার নিমিত্ত শীঘ্র যত্ন করা হইবে।

সম্মান দান।

অযোগ্য ব্যক্তির তিরস্কার এবং যোগ্য ব্যক্তির পুরস্কার করিলে বিদ্যা এবং ধর্ম্মের উন্নতি হইয়া থাকে। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল যোগ্য ব্যক্তিদিগকে উপাধি, পদক, মানপত্র, এবং অন্যান্য মানবস্ত্র আদি প্রদান পূর্ব্বক সম্মানিত করিবার নিয়ম করিয়াছেন। উক্ত প্রান্তীয় মণ্ডলের অধীন যে সকল ব্যক্তিকে সম্মানিত করা হইয়াছে, তাঁহাদিগের নাম নিম্নে প্রকাশিত করা হইতেছে।

বিদ্যোপাধি।

সংখ্যা।	নাম।	সম্মান।
১।	শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চিত্রধর মিশ্র মহাশয়, মৌজে টমকা, দ্বারবঙ্গ।	মীমাংশক শিরোমণি,
২।	শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পরমেশ্বর ঝা মহাশয়, মৌজে তরুবতী, দ্বারবঙ্গ।	বৈয়াকরণকেশরী,
৩।	শ্রীযুক্ত রাজকুমার কমলানন্দ সিংহ মহাশয়, মৌজে শ্রীনগর, পূর্ণিয়া।	কবিকুলচন্দ্র,
৪।	শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্রকবি মহাশয়, মৌজে ঠাটী, দ্বারবঙ্গ।	কবিকুলভূষণ,

সংখ্যা।	নাম।		সম্মান।
৫।	শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চুবে ঝা মহাশয়,	মৌজে পিলখবাড়, দ্বারবঙ্গ।	তর্কবারিধি,
৬।	শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণঠকুর মহাশয়,	মৌজে সর্ব্বসীমা, দ্বারবঙ্গ।	তর্কবারিধি,

ধর্ম্মোপাধি।

নাম।		সম্মান।
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণসিংহ ঠকুর মহাশয়,	মৌজে মৌর, দ্বারবঙ্গ।	ধর্ম্মধুরীণ,
শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন প্রসাদ সিংহ রইস,	সিলৌৎ, জিলা মুজঃফরপুর।	ধর্ম্মভূষণ,

সামাজিক উপাধি।

শ্রীযুক্ত বাবু তুলাপতি সিংহ মহাশয়, প্রাইভেট সেক্রেটারি, শ্রীমান মহারাজ দ্বারবঙ্গ। } মিথিলারাজকুলভূষণ,

শ্রীযুক্ত বাবু লঙ্গট সিংহ মহাশয় রইস, ধবহরা, মুজঃফরপুর। বিহার ভূষণ,

ধর্ম্মোপদেশক উপাধি।

১। পণ্ডিত রামকিশোর চুবে কাব্যতীর্থ মহাশয়, দাতাপুর জেলা মুজঃফরপুর। } মহোপদেশক,

২। পণ্ডিত পরমেশ্বর ঝা বৈয়াকরণ কেশরী মহাশয়, তরুবতী, দ্বারবঙ্গ। } মহোপদেশক,

৩। পং সোনেলাল ঝা মহাশয়, জগরাঁও, মুজঃফরপুর। উপদেশক,

৪। পং শক্তিনাথ ঝা মহাশয়, গংঘটী, মুজঃফরপুর। উপদেশক,

মানপত্র।

১। বাবু রাম বাহাদুর সিংহ মহাশয় রইস, সীতাপুর, দ্বারবঙ্গ।

২। বাবু দ্বারকা প্রসাদ সিংহ মহাশয় রইস, বিভূতপুর, দ্বারবঙ্গ।

সাধারণ সার্টিফিকেট।

১। লেফটেন্ট সিংহ মহাশয়।

সহায়তা প্রাপ্তি।

যদিও এ পর্য্যন্ত উক্ত প্রান্তীয় মণ্ডলের মহানুভাব সমূহের নিকট উক্ত মণ্ডলের ধর্ম্ম কার্য্যের সুসিদ্ধি নিমিত্ত আর্থিক সহায়তাদি প্রার্থনা করা হয় নাই, তথাপি যে সকল মহানুভাব আপনাদিগের উদার বুদ্ধির দ্বারা এ পর্য্যন্ত উক্ত প্রান্তীয় মণ্ডলে আর্থিক সহায়তা করিয়াছেন অথবা দান করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম ধন্যবাদ সহকারে প্রকাশিত করা যাইতেছে:—শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর, গিধোড়। শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর খয়রা। শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর গঙ্গাপ্রসাদ সাহেব, দ্বারবঙ্গ। শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর রাধাকিশন সাহেব, দ্বারবঙ্গ।

দুর্ভিক্ষ।

আমাদিগের শাস্ত্রে এই সিদ্ধান্ত আছে যে, ব্যক্তিগত জীবের দুষ্কর্ম্মের ফলে ধাতুবিকৃতি হইয়া যে প্রকার উহার শরীরে কঠিন রোগ উৎপন্ন হয় সেই প্রকার প্রজাসমূহের দুষ্কর্ম্মের সমষ্টি হইতে ব্রহ্মাণ্ডে ধাতুবিকার হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ডের এই ধাতুবিকার হইতেই তত্তৎ দেশে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি দেব প্রকোপ হইয়া থাকে। এ সময়ে পবিত্র মিথিলা ক্ষেত্রে যে, অতিবৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে তত্রত্য প্রজাসমূহের মধ্যে ধর্ম্ম প্রভৃতির অভাবের অনুমাত্র সন্দেহ করা যায় না। এই নিমিত্ত শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের এক প্রধান কর্ত্তব্য ইহাই হওয়া উচিত যে, এই প্রান্তের প্রজাসমূহের মধ্যে ধর্ম্ম প্রভৃতির উন্নতি করিয়া তাহাদিগকে তাহাদিগের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দেন। দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাদিগের মধ্যে অন্নকষ্ট দূর করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের মধ্যে এই সময়ে ধর্ম্ম প্রচার করাও নিতান্ত আবশ্যক। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রার্থনায় সভাপতি শ্রীযুক্ত মিথিলেশ মহোদয় আপনার প্রজাবর্গের কষ্ট নিবারণ নিমিত্ত বহু পরিমাণে উদারতাযুক্ত আজ্ঞা প্রকাশিত করিয়াছেন। এই নিমিত্ত শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতেছেন। আশা করি শ্রীযুক্ত নৃপবর আপনার প্রজাবর্গের মধ্যে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বৃদ্ধির নিমিত্তও যথোচিত যত্ন হইবার ব্যবস্থা করিবেন, যাহার দ্বারা তাঁহার প্রজাসমূহ স্বাস্থ্য এবং সুখের অধিকারী হইবে।

উপসংহার।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এ সময়ে এরূপ যত্ন হওয়া উচিত, যাহাতে উক্ত প্রান্তের সমস্ত নগর এবং গ্রামে শাখা ধর্ম্মসভা স্থাপিত হয়। শাখাসভাসমূহ উপনিয়মাবলী অনুসারে পুরুষার্থ দ্বারা শক্তি বৃদ্ধি করিতে করিতে সামাজিক শক্তির বৃদ্ধি পূর্ব্বক ধর্ম্ম ও বিদ্যা প্রচারে সমর্থ হউন। মহামণ্ডলের মহান্ উদ্দেশ্যসমূহের পরিচয় সর্ব্বসাধারণ প্রজা বিদিত হউন। প্রজার মধ্যে ধর্ম্মশিক্ষা এবং সদাচারের বৃদ্ধি হউক এবং বিদ্যাপীঠ মিথিলা দেশে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইয়া সংস্কৃত বিদ্যার অধিক রূপ প্রচার হউক। সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা এই যে, শ্রীজনক ধর্ম্মমণ্ডলের চিরস্থায়ী উন্নতি হউক এবং উহার সভ্য মহোদয়দিগের মধ্যে ধর্ম্ম প্রভৃতি এবং পুরুষার্থ শক্তির বৃদ্ধি হউক। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সুপথ্য সেবন।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

স্থূল বিচারে মতভেদ থাকিবার সম্ভাবনা আছে। কারণ বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম-গতি একই হইলেও, যখন উহার স্থূল প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তখন উহার ভাব নির্ণয় সম্বন্ধে মতভেদ হইবার সম্ভাবনা। সূক্ষ্মবিজ্ঞানে যে প্রকার নৈসর্গিক স্থূলভাব সমূহের অভাব হইয়া যায়, সেই রীতি অনুসারে স্থূল বিষয় সমূহের বিচারে সূক্ষ্মবিজ্ঞানের ন্যূনতা হওয়া স্বতঃসিদ্ধ। উদাহরণ স্থলে বলা যায় যে, জন্মপত্রিকা দেখিয়া বিজ্ঞ জ্যোতির্বিদগণ সকলেই একমত হইতে পারেন, কিন্তু করকোষ্ঠি দেখিয়া সূক্ষ্মগণনা সম্বন্ধে অনেকেরই মতভেদ হইবার সম্ভাবনা। এই কারণে ধর্ম্মের আদি বিজ্ঞান নির্ণীত করিবার সময় ধর্ম্মাচার্য্যদিগের মতের মধ্যে কিছুই বিরোধ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও তাঁহাদিগের স্থূল ধর্ম্মা-নুশাসন মধ্যে কখনও কখনও মতের পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। নারীর সাধারণ ধর্ম্মনির্ণয় করিবার সময় সকল আচার্য্য একমত হইয়াছেন। রজঃস্বলা হইবার

---

* ধর্ম্ম-প্রচারক ষড়বিংশ ভাগ ৩য় হইতে ৬ষ্ঠ সংখ্যার ১৯৫ পৃষ্ঠার পর হইতে পঠিতব্য।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল রহস্য নামক একখানি পুস্তক হিন্দী ভাষায় মহামণ্ডল দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে আর্য্য জাতির বর্ত্তমান অধঃপতন এবং কি উপায়ে উহার পুনরভ্যুদয় হইতে পারে, সে সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রদান পুরঃসর বিস্তারিত রূপে বিচার করা হইয়াছে। ঐ গ্রন্থরত্ন ৭ অধ্যায়ে বিভক্ত। (১) আর্য্যজাতির অবস্থার পরিবর্ত্তন, (২) চিন্তার কারণ, (৩) ব্যাধি নির্ণয়, (৪) ঔষধি প্রয়োগ, (৫) সুপথ্য সেবন (৬) বীজ রক্ষা, (৭) মহাযজ্ঞ সাধন। এই সাতটী অধ্যায়ের নাম পাঠ করিলেই ঐ সকল অধ্যায়ে কোন কোন বিষয়ের সমাবেশ আছে, তাহা কতক পরিমাণে অনুমিত হইতে পারিবে। ১ম, ২য় ৩য়, ৪র্থ অধ্যায় সম্পূর্ণরূপে এবং ৫ম অধ্যায়ের কতক অংশ যথাক্রমে ২৬শ ভাগ ধর্ম্ম-প্রচারকে প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া পূর্ব্ব প্রকা-শিত অংশের সহিত ভবিষ্যতে প্রকাশিত অধ্যায়গুলি মিলাইয়া পড়িবেন।

যে অধ্যায়ের যেরূপ নাম আছে, আমরা সেই অধ্যায়টী সেই নামে প্রকাশ করিতেছি। এই গ্রন্থরত্ন কতিপয় দূরদর্শী চিন্তাশীল মহাপুরুষের পরামর্শে তাঁহাদিগেরই মধ্যে একজনের দ্বারা রচিত হইয়াছে। ভারতের সকল ভাষাতেই এবং সংস্কৃত ভাষায় ইহা অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। বঙ্গ দেশের বর্ত্তমান জাগ্রত অবস্থায় উহার চিন্তাশীল এবং স্বদেশ হিতৈষী সুসন্তানগণ ইহার সকল অধ্যায়গুলি পাঠ করিলে তাঁহাদিগের লক্ষ্য নির্ণয় এবং কর্ত্তব্য সাধন সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য পাইবেন।

ধঃ প্রঃ সং।

পূর্ব্বে কন্যাকে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ করা সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত। কিন্তু রজঃস্বলা হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে বিবাহকাল নির্ণয় সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ফলতঃ নারী-বিবাহ কালের বিষয়ে স্মৃতিকারগণ যদি একমত হইতে না পারেন তবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু তাঁহাদিগের মতের পার্থক্য কিছু থাকিলেও অষ্ট বর্ষের ন্যূন-সময়ে বিবাহদিবার জন্য কেহই কোন প্রকার আদেশ করেন নাই। অতএব যদি নারী-শরীরের পূর্ণ শুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করা যায়, তবে সম্পূর্ণ সাবধানতা অবলম্বন করাই যুক্তিযুক্ত। এই নিমিত্ত ধর্ম্মাচার্য্যগণ আপনাদিগের শব্দ দ্বারা সেই রূপই বৈজ্ঞানিক ভাবের প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ কন্যা বিবাহ কালের নিমিত্ত* অষ্ট বর্ষ সর্ব্বোত্তম, নব বর্ষ মধ্যম এবং দশ বর্ষ সাধারণ কাল বিবেচিত হইয়াছে। উহার পরবর্ত্তী কাল ধর্ম্মবিরুদ্ধ বুঝিতে হইবে। যদিও এই রূপ শাস্ত্রীয় আজ্ঞার দ্বারা ৮ম হইতে ১০ম বর্ষ পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহ কাল নির্ণীত হইয়াছে, কিন্তু ইহার দ্বারা যেন কেহ এরূপ সিদ্ধান্ত না করেন যে, পূর্ণ বয়স্কা হইবার পূর্ব্বে পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ স্ত্রী-সঙ্গ করিবার বিধান করিয়াছেন। স্ত্রী-প্রকৃতি স্বভাবতঃ মোহময়ী এবং চঞ্চলা; উহার সম্পূর্ণ রূপে শুদ্ধ থাকা তখনই সম্ভব, যখন তাহার অন্তঃকরণ চঞ্চলতা প্রাপ্তির পূর্ব্বেই বিবাহ সংস্কার দ্বারা পতি-কেন্দ্র-স্থাপনপূর্ব্বক সীমাবদ্ধ হইয়া যায়, ঐ সময় তাহার অন্তঃকরণ পুনরায় চঞ্চল হইলেও তাহাতে অন্য অধর্ম্ম সংস্কার পড়িতে পারে না।

পূর্ব্বকথিত সকল বিচার হইতে ইহা নির্ণীত হইল যে যখন সমষ্টি ব্যষ্টি রূপ হইতে পুরুষ এবং নারীর সম্বন্ধ ঈশ্বর এবং মহামায়া—মূল প্রকৃতির আদর্শে স্থিরীকৃত হয়, তখন এই সিদ্ধান্ত হইল যে, নারীর বিবাহ হইলেই সে সর্ব্বথা স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের সহিত পতির অধীন হইয়া থাকে। সৃষ্টি বিজ্ঞানানুসারে নারী সম্পূর্ণ রূপে পরাধীনা হওয়ায় সতীত্ব রক্ষাই নারীর প্রধান ধর্ম্ম। ধর্ম্ম শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, লোক-অকীর্ত্তিকর এবং পাপজনক বিধবা-বিবাহ সিদ্ধ হওয়া ত পূর্ব্বো-ল্লিখিত বিজ্ঞানানুসারে সম্ভবই নহে, পরন্তু নারী মনে মনেও পরপুরুষের সহিত কলঙ্কিত হইলে দূষিত হইয়া থাকে। আমাদিগের কোন কোন পুরাণাদি

---

* গৌরী দদদ্ বিষ্ণুলোকং দদদ্ ব্রাহ্মস্ত রোহিণীম্।

কন্যা দদদ্ স্বর্গলোকং রৌরবস্থ রজস্বলাম্॥

মহর্ষি বেদব্যাস।

শাস্ত্রে কোন কোন রমণীর পত্যন্তর গ্রহণের উদাহরণ পাওয়া যায়, কিন্তু সেই সকল উদাহরণ নিন্দনীয় পক্ষে বুঝিতে হইবে। উহা আদর্শ ধর্ম্ম নহে। এখনও যে রমণী আদর্শধর্ম্ম পালনকরিতে একেবারেই অক্ষম হন, তিনি অপেক্ষাকৃত অধোগতি হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য অন্য গৌণ ধর্ম্মের আশ্রয় অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু সমাজমধ্যে তিনি অবশ্যই নিন্দনীয় হইবেন। এক নারীর সহিত দুই পতির সম্বন্ধ আর্য্যজাতির মধ্যে হইতেই পারে না। কারণ সনাতন ধর্ম্মানুসারে কন্যাকে দান করাই হইয়া থাকে। দত্তবস্তুর উপর পতিরই পূর্ণ স্বত্ব থাকে। বিধবাবিবাহের নাম মাত্রেই আর্য্যজাতিভাবকে কলঙ্কিত করিয়া থাকে। কারণ নারী-সমাজে সতীত্ব-রক্ষার বিরুদ্ধ যে কোন সংস্কার প্রচারিত হইলে, তাহার দ্বারা স্ত্রী জাতির হৃদয় হইতে পরম পবিত্র মনুষ্য-সমাজ-মঙ্গলকর সতী ধর্ম্মের আদর্শ—সংস্কারের বিলোপ সাধনের সম্ভাবনা আছে। এই সনাতন ধর্ম্মের এরূপ পবিত্র অনুশাসন থাকিবার জন্যই আর্য্য জাতির এরূপ অধঃপতিত দশাতেও আমরা আমাদিগের সমাজ মধ্যে কখনও কখনও আদর্শ সতীগণের দর্শন লাভ করিয়া থাকি। জগত পবিত্রকারী এই পবিত্র দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোন জাতির রমণী মধ্যে দেখা যায় না।

অদূরদর্শী এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা দ্বারা মোহান্ধ ব্যক্তিরা এক্ষণে যে নারীদিগকে স্বাধীনতা প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগকে সতীত্বধর্ম্ম বিচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে অনেক প্রকার ধর্ম্মভ্রষ্টকারী উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বাধা প্রদান পূর্ব্বক আর্য্যনারীদিগের পবিত্রতা রক্ষায় যত্নবান হওয়া এক্ষণে বিশেষ রূপে কর্ত্তব্য। যাহাতে আর্য্যনারীদিগের মধ্য হইতে ত্রিলোক পবিত্রকর সতীত্ব ধর্ম্মের আদর্শ বিলুপ্ত হইতে না পারে, এরূপ উপায় সর্ব্বদা করণীয়। অদূরদর্শীদিগের দ্বারা প্রচারিত সতী-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ সংস্কার সমূহের প্রভাব নারীজাতি মধ্যে যাহাতে বৃদ্ধি না হয়, এরূপ ধর্ম্মানুকূল উত্তম শিক্ষা কন্যাদিগকে প্রথম অবস্থা হইতেই দেওয়া উচিত। কন্যাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত ধর্ম্মভাবপূর্ণ শিক্ষার রীতি প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য। প্রাচীন কালে স্ত্রীলোকদিগকে যে রূপ ভাবে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদত্ত হইত, সেই প্রকার ধর্ম্মভাবপূর্ণ স্ত্রীশিক্ষার পুনঃপ্রচার হইলে অবশ্যই স্ত্রীজাতির দোষ-সমূহ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। নারীগণ সমাজের প্রধান অঙ্গ, তাঁহাদিগের শুদ্ধি হইতে সমাজের রোগ সকল বিনষ্ট হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

প্রাচীন কালে "পর্দ্দার" রীতি ছিল না, কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রদান করা

সর্ব্বথা মহর্ষিগণের সম্মতি-বিরুদ্ধ।* রমণীদিগকে পরাধীন রাখিয়া তাঁহাদের উন্নতি চেষ্টা করাই সনাতন ধর্ম্ম। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই সমাজে সমান অধিকার কখনও থাকিতে পারে না। আপন আপন ধর্ম্মানুসারে স্ত্রী এবং পুরুষের অধিকার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আছে বলিয়াই আধ্যাত্মিকভাবের পুষ্টি হইতে পারে। নারীজাতির পবিত্রতা বৃদ্ধি এবং তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি যতই সংসাধিত হইবে, বর্ত্তমান সামাজিক পীড়াও সেই পরিমাণে প্রশমিত হইবে, সামাজিক ঔষধির ফলও শীঘ্র প্রকাশিত হইবে এবং কামজ সন্ততির পরিবর্ত্তে ধর্ম্মজ সন্ততি উৎপন্ন হইবে; চারি বর্ণ এবং চারি আশ্রমের শুদ্ধি হইতে পারিবে এবং তপস্বী ব্রাহ্মণ এবং তেজস্বী ক্ষত্রিয় বর্ণ পুনরায় ভারতবর্ষে পরিদৃশ্যমান হইয়া আর্য্যজাতির কল্যাণসাধন করিতে পারিবে।

নারীজাতিকে সতীত্বধর্ম্মরক্ষার অনুকূল সৎশিক্ষা দিলে এবং পুরুষদিগকে প্রথমাবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালন করাইতে করাইতে ধর্ম্মানুকূল সৎশিক্ষা দান করিলে, এ সময়ের সামাজিক প্রবল রোগে সুপথ্য প্রয়োগ হইতে পারে। বিদ্যা-প্রচার ব্যতীত এই ঘোর রোগের শান্তি হওয়া অসম্ভব। বিদ্যাই সকল প্রকার প্রকৃত সুখের মূল। যাহার দ্বারা অবিদ্যা দূর হয় তাহাকে বিদ্যা বলা যায়। বিদ্যাই জ্ঞানের জননী। সাধকের মধ্যে জ্ঞানের যতই আধিক্য হইয়া থাকে, তাঁহার জ্ঞান দৃষ্টি ততই বৃদ্ধি হয়। কিন্তু যে পর্য্যন্ত বিদ্যাশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত সাধকের মধ্যে ভ্রম দূর হইয়া নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ব্যক্ত হয় না। পূজ্যপাদ ঋষিগণ বিদ্যার এই স্বরূপ বিশেষ রূপে বিদিত ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান কালে পদার্থ সম্বন্ধীয় বিচার এবং সাধারণ জ্ঞানবৃদ্ধি হওয়াকেই লোকে বিদ্যা নামে অভিহিত করে। এই নিমিত্ত যত প্রকার বিদ্যাশিক্ষা প্রণালী আজ কাল ভারতে প্রচলিত আছে, সেই সকলের মধ্যে বড় বড় ত্রুটীও পরিলক্ষিত হয়। কি সংস্কৃত বিদ্যার্থিগণ, কি অন্য ভাষাবিদ্যার্থিগণ সকলেই যথাবৎ শাস্ত্রীয় জ্ঞান লাভ করিলেও তাঁহাদের মধ্যে যথার্থ বিদ্যার লক্ষণ প্রকাশিত হয় না। এই নিমিত্ত তাঁহাদের

---

* পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রশ্চ স্থবিরে ভাবে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥ (ইতি মহর্ষি মনু)

বর্ত্তমান কালের নব্যশিক্ষিত বিলাসিতাপ্রিয় যুবকগণ বলেন, ঋষিগণ স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা হরণ পূর্ব্বক তাহাদিগের উপর অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন। যুবকদিগের এই বিচার প্রমাদ মূলক। কারণ যে পদার্থ যাহার অধিকপ্রিয় তাহা রক্ষা করিতে সে বিশেষযত্ন করিয়া থাকে।

মধ্যে বিরুদ্ধ লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া তাঁহারা সদাচার এবং ধর্ম্মের বিপরীত মার্গে গমন করিতেছেন দেখা যায়। বর্ত্তমান কালের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ একবাক্যে ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে ভারতবর্ষ মধ্যে যত প্রকার শিক্ষা-প্রণালী আজকাল প্রচলিত আছে, সে সকলই অসম্পূর্ণ, এবং সদোষ। সেই সকল প্রণালীর দ্বারা আর্য্যজাতি পূর্ণরীতি ক্রমে লাভবান হইতে পারিতেছেন না। এসময়ে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্তির তিনটী উপায় দেখা যায়। যথাঃ—প্রথম প্রাচীন রীতি-ক্রমে সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসের রীতি, দ্বিতীয় নবীন ইউনিভার্সিটী সমূহের প্রথানুসারে সংস্কৃত বিদ্যা-ভ্যাসের রীতি এবং তৃতীয় ইংরাজী ভাষা শিক্ষার সহায়তায় জ্ঞানার্জ্জনের রীতি। বলা বাহুল্য, তিনটী শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে কোনটীতেই ধর্ম্মশিক্ষা দিবার রীতি প্রচলিত নাই। ফলতঃ ঋষিদিগের সময়ে যে শিক্ষাপ্রণালী ভারতে প্রচলিত ছিল, তাহার সহিত বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী সমূহের ভেদ পড়িয়া গিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

বিদ্যালাভের নিমিত্ত আমাদিগের এক্ষণে মাতৃভাষাই প্রধানাবলম্বন। কিন্তু উহার সম্পূর্ণ সাহায্য আমরা পাইতেছি না। প্রথমতঃ ভারতবর্ষের সকল প্রদে-শেরই ভাষা আজিও পর্য্যন্ত অসম্পূর্ণ আছে। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজী ভাষারই অনু-করণে মাতৃভাষার অতি সামান্য শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। কাজেই সেই শিক্ষা-দ্বারা এক্ষণে ভারতবাসীদিগের সম্পূর্ণ কল্যাণের আশা নাই। কারণ যখন ঐ সকল মাতৃভাষার দ্বারা উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয় না তখন ফল যে অসম্পূর্ণ হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? ইংরাজী বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা যদিও ভারতবাসীর অনেক লাভ হইয়াছে, এবং লৌকিক শিক্ষা সম্বন্ধে বহুল পরিমাণে লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু কেবল ইংরাজী ভাষার উন্নতির দ্বারা ভারতবাসীর সম্পূর্ণ কল্যাণের আশা নাই। যদিও সকল প্রকার পদার্থ বিদ্যার জ্ঞান এই ভাষার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় তথাপি পাশ্চাত্য বিদ্বানগণের লক্ষ্য একেবারেই আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি না থাকায় এই ভাষার দ্বারা সর্ব্বসাধারণের আধ্যাত্মিক উন্নতির আশা কিছু মাত্র নাই। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজী ভাষা বৈদেশিক হওয়ায় এই ভাষায় পূর্ণাধিকার লাভ করিবার জন্য প্রথমে অনেক সময়ের আবশ্যকতা হইয়া থাকে, এবং তৃতীয়তঃ সর্ব্বসাধারণ ভারতবাসীর ইংরাজী ভাষা অভ্যাস করা কখনই সম্ভবপর নহে। এই কারণে ইংরাজী ভাষার অনেকগুণ থাকিলেও এই ভাষা শিক্ষার দ্বারা আধ্যা-ত্মিক উন্নতির সম্ভাবনাও নাই, এবং সর্ব্বসাধারণ ভারতবাসীর নিমিত্তও এই ভাষা-শিক্ষা উপকারী হইতে পারে না।

প্রাচীন কালে নানা কারণে সংস্কৃত বিদ্যার প্রত্যেক বিভাগের শিক্ষার নিমিত্ত অধিক সময় প্রদত্ত হইত, সেই রূপ নিয়মক্রমে আজিও প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যা চলিয়া আসিতেছে। উদাহরণ স্থলে বুঝিতে পারা যায় যে, কাশী প্রভৃতি স্থলের বিদ্যালয় সমূহে আজিও যে প্রাচীন রীতিক্রমে ব্যাকরণ শাস্ত্রের অভ্যাসের রীতি প্রচলিত আছে, অথবা নবদ্বীপে যে নবীন ন্যায় দর্শন পাঠ করাইবার রীতি প্রচলিত আছে, সেই সকল পঠন প্রণালী মধ্যে যুগযুগান্তর অতিবাহিত হইয়া গেলেও ঐ সকল বিদ্যার্থীর সর্ব্বদেশীয় বিদ্যার যোগ্যতা লাভ হয় না, এবং সেই শিক্ষার দ্বারা তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভও হয় না। আজ কাল যে "ইউনিভার-সিটী"র রীতি অনুসারে সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসের নবীন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, উহার দ্বারা সংস্কৃত বিদ্যার যদিও কিছু সাধারণ জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু সেই শিক্ষা প্রণালীর সাহায্যে কি আবশ্যক বিষয়ের জ্ঞান অথবা কি আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রাপ্তি কিছুই লাভ হয় না। প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষা পূর্ণ, কিন্তু উহা এক দেশীয় হওয়ায় এবং নবীন সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তৃত কিন্তু অসম্পূর্ণ থাকায় বর্ত্তমান উভয় প্রকার শিক্ষা প্রণালীই ভারতবর্ষের সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণরূপে ফলপ্রদ হইতে পারে না। বিশেষতঃ উভয় প্রকার রীত্যনুসারেই সংস্কৃত শিক্ষায় বর্ত্তমান দেশকাল এবং পাত্র সম্বন্ধে জ্ঞান প্রাপ্তির কোন রীতিই রক্ষিত হয় নাই। এই কারণে প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পূর্ণতার অভাবে এবং দ্বিতীয়তঃ আবশ্যকীয় লৌকিক বিদ্যা শিক্ষার অভাবে আধুনিক সংস্কৃত শিক্ষিতগণ প্রায় দেশকাল এবং পাত্রের বিষয়ে এবং ধর্ম্ম রহস্য নির্ণয় সম্বন্ধে ইংরাজী শিক্ষিতদিগের নিকট স্বতঃই নিরুত্তর হইয়া থাকেন।

আর্য্য সন্তানদিগের মধ্যে আজ কাল যেরূপ শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা আর্য্যদিগের মধ্যে দিন দিন স্বার্থপরতা বৃদ্ধি হইতেছে, অর্থাৎ আর্য্য সন্তানদিগের দৃষ্টি শারীরিক ব্যাপারের প্রতিই বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং তাহাতেই ধর্ম্মভাব ও নিষ্কাম কর্ত্তব্য বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। যে পর্য্যন্ত সদাচার এবং ধর্ম্মশিক্ষার প্রচার তাহাদিগের মধ্যে না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কদাপি আর্য্য জাতির উন্নতি হইবার কিছুতেই সম্ভাবনা নাই। যেরূপ পদ্ধতি অনুসারে আজ কাল বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, সে প্রকার অভ্যাস দ্বারা তাহারা কখনও সদাচার এবং ধর্ম্মশিক্ষায় আপনা আপনি উন্নত হইতে পারিবে না। বস্তুতঃ আজ কাল কেবল মুখেই যাহা কিছু "ধর্ম্ম" "ধর্ম্ম" বলিবার রীতি প্রচলিত হইয়া পড়িতেছে। এরূপ মৌখিক ধর্ম্ম হইতে ভারতবর্ষের কল্যাণ হওয়া সর্ব্বথা অসম্ভব। যত দিন পর্য্যন্ত ধর্ম্ম সাধনের প্রতি ভারতবাসীদিগের রুচি বৃদ্ধি না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা কোন ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। যে শিক্ষার দ্বারা ইচ্ছাশক্তির বেগ এবং উহার স্ফুর্ত্তি ধর্ম্মানুকূল হইয়া আপনাকে স্বাধীন এবং সফলকাম করিয়া থাকে, যে শিক্ষা প্রণালী দ্বারা মনুষ্য-সমূহের মধ্যে স্বার্থপরতা-বিনষ্ট হইয়া স্বজাতি-প্রেম এবং জগত কল্যাণ-বুদ্ধির অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই প্রকার-শিক্ষাকেই যথার্থ শিক্ষা বলা যাইতে পারে। পূর্ব্ব কথিত বিচার সমূহের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত হইল যে, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী অসম্পূর্ণ। অতএব প্রকৃত

বিদ্যা প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রাচীন ঋষিকালের আদর্শে কোন নূতন পঠন প্রণালীর আবিষ্কার করিতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানের প্রতি প্রধান লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

মহামণ্ডলের বিদ্যাপ্রচার বিভাগ সম্পূর্ণ রূপে স্বতন্ত্র রাখা কর্ত্তব্য। কারণ এই কার্য্য বিভাগের স্বাতন্ত্র প্রদান ব্যতীত ধর্ম্ম কার্য্যের উন্নতি হইবে না। যে পর্য্যন্ত পূর্ণ রীতি অনুসারে নূতন পঠন প্রণালী যথাযথ রূপে আবিষ্কৃত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত ইহাই লক্ষ্য রাখা হউক যে, দেশকালানুসারে বিদ্যা প্রাপ্তির উপায় নিশ্চয় করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা বিচার থাকে। বিদ্যার্থিগণ কিরূপে যথার্থ বিদ্যা প্রাপ্ত হইতে পারে, কিরূপে তাহারা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অধিকারী হইতে পারে, কিরূপে তাহারা দেশকালজ্ঞ এবং স্বদেশ হিতৈষী হইতে পারে, কিরূপে তাহারা আপনার স্বার্থের সঙ্কোচ করিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উন্নতি করণে সমর্থ হয়, এবং কিরূপে তাহারা আপনাদিগের অভাব সমূহের ন্যূনতা করিতে করিতে জ্ঞানবান হইয়া মনুষ্যত্ব লাভে সক্ষম হইতে পারে, ইহার অনুসন্ধান সতত রক্ষা করা হউক। এতদ্ব্যতীত যে সুগম উপায় স্থির হয়, তদনুসারে সমগ্র ভারতবর্ষের সংস্কৃত বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত করা হউক।

কেবল পাতিব্রত ধর্ম্ম পালন করিলে এবং মন ও শরীর পবিত্র রাখিতে পারিলেই নারীগণ কল্যাণমার্গ প্রাপ্ত হইতে পারেন। কেবল পতিপরায়ণা সতী গৃহিণী প্রস্তুত করাই স্ত্রী-শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কিন্তু পুরুষদিগের শিক্ষা দিবার সময় বহুল চিন্তা এবং অনেক বিস্তৃত প্রণালীর অনুসরণ আবশ্যক। তথাপি সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, প্রথম অবস্থায় তাহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য আশ্রমসমূহের অধিকারী প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত করা উচিত। মন, বায়ু এবং বীর্য্য এই তিনই কার্য্য কারণ সম্বন্ধে একই পদার্থ। যে প্রকার স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীরের মধ্যে একটী অপরের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত, সেই প্রকার বীর্য্য বায়ু এবং মন এই তিনই পরস্পরে একই সম্বন্ধ দ্বারা আবদ্ধ আছে। এই তিনের মধ্যে একটীকে বশীভূত করিতে পারিলে, অন্য দুইটীও বশীভূত হইয়া যায়, তত্ত্বদর্শী যোগিগণের ইহাই সিদ্ধান্ত। কিন্তু স্থূল শরীরের সহিত জীবের প্রথম সম্বন্ধ অবস্থিত থাকায় বীর্য্য রক্ষা বিষয়ে পরম সহায়ক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পুরুষশিক্ষার নিমিত্ত পরম আবশ্যক। অতএব ব্রহ্মচর্য্য, সদাচার, ধর্ম্মশিক্ষা, দেশ কাল জ্ঞান, স্বদেশানুরাগ প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পুরুষশিক্ষার প্রবর্ত্তন হওয়া একান্ত আবশ্যক।

লৌকিক শিক্ষার প্রচার করিতে হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের বিচার কখনই করা উচিত নহে। ধর্ম্মের ক্রিয়া-সিদ্ধাংশের শিক্ষা দিতে হইলে, বর্ণাশ্রম অধিকার সম্বন্ধে বিচার রাখা অবশ্যই উচিত। কিন্তু আর্য্যজাতির পুনরভ্যুদয়ের নিমিত্ত যে পর্য্যন্ত সার্ব্বজনীন শিক্ষার বিস্তার করা না হইবে, সে পর্য্যন্ত সফলতার সম্ভাবনা নাই। ভারত বিজয়ের সময় মুসলমান জেতা কতগুলি সৈন্যবল লইয়া আসিয়াছিলেন? ভারতবর্ষকে আপনাদিগের আয়ত্ত করিবার সময় ইংরাজ জাতির সহিত কত সৈন্য ছিল? মাসিক ছয় অথবা আট টাকা

বেতনের জন্য আপন পিতা এবং ভ্রাতাদিগের কণ্ঠচ্ছেদ করিতে পারে এরূপ লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি এই ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কুত্রাপি বিদ্যমান আছে কি? সাতশত বর্ষব্যাপী মুসলমানসাম্রাজ্য কালে ছয় কোটী মুসলমান এবং খৃষ্টীয় সাম্রাজ্যের একশত বৎসরের মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ ভারতসন্তানের খৃষ্টান হওয়া যাইবার প্রধান কারণ কি? বৈদেশিক বণিকদিগের অল্প যন্ত্রের দ্বারাই ভারতবর্ষের অমূল্য শিল্পরাশি কেন বিনষ্ট হইয়াছে? বিচারবান ব্যক্তিরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষীয় নিম্ন শ্রেণীর প্রজাসমূহের মধ্যে অজ্ঞানতার ঘোর প্রভাবই ইহার প্রধান কারণ। সার্ব্বজনীন শিক্ষার দ্বারাই আর্য্য জাতির এই ঘোরতর অভাব এবং বিপত্তি দূর হইতে পারে।

নামের সহিত বিষয়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। নামের প্রভাবও ভাব শুদ্ধির কারণ হইয়া থাকে। অতএব মহামণ্ডলের বিদ্যা প্রচার বিভাগের নাম বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামানুসারে শ্রীশারদামণ্ডল রাখা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইয়াছে। বিদ্যাপীঠ শ্রীকাশীপুরী মধ্যে এই কার্য্য বিভাগের কেন্দ্র কার্য্যালয় রাখা কর্ত্তব্য। ঐ কার্য্যালয়ের অধীন এক আদর্শ মহাবিদ্যালয় এবং আরও কতিপয় বিদ্যালয় রক্ষা করিয়া এই বিভাগের দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে হইবে। কাশীপুরী ব্যতীত কাশ্মীর (শ্রীনগর), অবন্তিকা (উজ্জৈনী) মথুরা, নবদ্বীপ, পুণ্যপত্তন (পুণা), মিথিলা এবং কাঞ্চী এই সকল যে প্রাচীন বিদ্যাপীঠ আছে, সেই সকল মহাপীঠেও এক একটী মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া প্রাচীন বিদ্যাশক্তির আবির্ভাব করা হউক। এই কার্য্য বিভাগ দ্বারা ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের যে সকল সংস্কৃত বিদ্যালয় আছে, সেই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীর সংস্কার পূর্ব্বক তাহাদিগের উন্নতি সাধন করা হউক। সঙ্গে সঙ্গে সদাচার পালন এবং স্বাস্থ্য রক্ষার সুবিচার সহ ছাত্রাবাসের স্থাপনাও করা হউক। প্রাচীন আচার্য্যকুলবাস করিবার রীতি অনুসারে দ্বিজ বালকদিগকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবার পর সমাবর্ত্তন না করাইয়া এবং ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে রক্ষা করিয়া প্রাচীন রীত্যনুসারে বেদশাস্ত্র শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হউক। এই সকল কার্য্যের নিমিত্ত কাশী এবং অন্যান্য স্থানে নগরের কিছু দূরবর্ত্তী কোন রম্যস্থানে ব্রহ্মচারী আশ্রম স্থাপন করা হউক। পরন্তু ঐ সকল আশ্রমে বিশেষ বিশেষ যোগ্যতা বিশিষ্ট বিদ্যার্থীদিগকে লওয়া হউক। এই রূপেও শিক্ষা কার্য্য সার্ব্বজনীন হইবে না। কাশী আদি স্থানসমূহে এই সকল নিয়ম প্রচলিত হইলে অন্যান্য স্থানেও এই প্রকার ব্যবস্থা অত্যন্ত বিবেচনার সহিত বিধিবদ্ধ করা এবং ধর্ম্মসভা সমূহকে এই কার্য্যে দত্তচিত্ত হইবার জন্য প্রবৃত্তি দান করা কর্ত্তব্য হইবে। যোগ সাধন দ্বারা বীর্য্য রক্ষার সহায়তা, এবং নিত্য সংকল্পমন্ত্রের সংস্কার দ্বারা জ্ঞানবৃদ্ধি এবং স্বদেশানুরাগাদি সদ্‌বৃত্তি সমূহের উন্নতি করাইতে যত্ন করা যুক্তিযুক্ত হইবে। এইরূপ ব্রহ্মচারী আশ্রমের নামও বিশেষ রীতি অনুসারে রাখাও লাভ জনক হইবে। ঐ সকল ব্রহ্মচারী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, নেতা অথবা আচার্য্যদিগের গোত্রানুসারে পূজ্যপাদ মহর্ষিদিগের নামানুসারে রাখিলে তাহা উপকারী হইবে। যথা—শ্রীভরদ্বাজাশ্রম, শ্রীশাণ্ডিল্যাশ্রম ইত্যাদি।

ক্রমশঃ—

আয় ব্যয়ের হিসাব।

ইং জুলাই ১৯০৬।

——:000:——

জমা	
রোকড় বাকী	৫৮॥৵৫
মাসিক সহায়তা খাতে	৬৫২৲
সাধারণ সভা খাতে	১২০২।৵০
বিশেষ সহায়তা খাতে	৬৮।০
বেনারস ব্যাঙ্ক খাতে	৬৪১/৫
বুক ডিপো খাতে	১১৫৲
বাক্সে খাতে	৫৶০
ফেরং টিকিট খাতে	২।০
হিসাব তলব খাতে	১৬৭/১৫
মোট	১৯১১।৵৫

কৈফিয়ৎ।

জমা	১৯১১।৵৫
খরচ	১৮৮৫৲৫
বাকী	২৬।/১০

বাকী ছাব্বিশ টাকা পাঁচ আনা দুই পয়সা মাত্র।

খরচ	
ডাক টিকিট খরচ খাতে	৩৯।/১০
বাক্সে খরচ খাতে	১৫॥৫
ছাপাই বিভাগ খাতে	৩৫৯। ৫
শারদা মণ্ডল খাতে	২১৸৵০
দেব সেবা খাতে	৬৸১০
ষ্টেশনারি খাতে	৯॥০
উপদেশক বৃত্তি খাতে	৭৫৲
উপদেশক ভাতা খাতে	৩৪॥০
উপদেশক ভ্রমণ খাতে	৬২॥০
ডেপুটেশন খাতে	৯৬॥৵০
শাখা সভা খাতে	৪৮৸০
বেনারস ব্যাঙ্ক খাতে	৬৪৫।৶০
শ্রীরাজস্থান ধর্ম্মমণ্ডল প্রান্তীয় কার্য্যালয় খাতে	২৫৲
শ্রীব্রহ্মাবর্ত্ত ধর্ম্মমণ্ডল প্রান্তীয় কার্য্যালয় খাতে	৪৮৲
শ্রীবঙ্গধর্ম্ম মণ্ডল প্রান্তীয় কার্য্যালয় খাতে	১৩৫৲
হিসাব তলব খাতে	৬৭।০
বৃত্তি খাতে	২৩৪॥/১৫
মোট খরচ	১৮৮৫৲৫

শ্রীগিরিশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
সহকারী অধ্যক্ষ।

কাশী প্রসাদ ত্রিপাঠী, মুনীম।

শ্রীহরিঃ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

কলের্গতাব্দাঃ ৫০০৭।

২৭শ ভাগ। | পৌষ। | সন্ ১৩১৩ সাল।
৪ সংখ্যা। | | ইং ১৯০৬ খৃঃ।

রামাষ্টক স্তোত্রম্। *

——§*§——

ভজে বিশেষ সুন্দরং সমস্তপাপখণ্ডনং।
স্বভক্তচিত্তরঞ্জনং সদৈব রামমদ্বয়ম্ ॥ ১ ॥

দশরথাত্মজ রাম পক্ষেঃ—

বাল্মীকি রামচন্দ্রকে নবদূর্ব্বাদল শ্যাম, আজানুলম্বিত-বাহু, পদ্মপলাশ-

---

* অধুনা নব্যশিক্ষিতদিগের মধ্যে পুরাণের সসারতা সম্বন্ধে একটী সন্দেহ উত্থাপিত হইয়াছে। পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্য এবং সাধনাভাবে বেদ শ্রুতি স্মৃতি পুরাণের মধ্যে প্রবেশ করিবার অসামর্থই এই রূপ অমূলক সন্দেহের কারণ। বেদ ও শ্রুতি অপৌরুষেয় হইলেও যে সকল অভ্রান্ত ঋষি তাহা নর সমাজে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সকল ঋষিরাই সেই সকল বেদ ও শ্রুতি হইতেই দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ এবং উপপুরাণ সমূহ উপযুক্ত অধিকারীর অবধারণার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। পুরাণ, বেদ শ্রুতি দর্শন ও সংহিতা-সমূহের সারসংগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যেরূপ সর্ব্বোপনিষদের সার-সংগ্রহ গীতা পুরাণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, পুরাণ ও পুরাণস্থ ধ্যান ও স্তব গুলিও পুরাণ রূপে বেদসমূহের সার-সংগ্রহ-পূর্ব্বক প্রকাশিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত বেদপাঠ ব্রহ্মযজ্ঞ এবং পুরাণপাঠ ঋষিযজ্ঞের মধ্যে অবধারিত হইয়া ব্রাহ্মণের পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যহ পুরাণ পাঠ অর্থাৎ ঋষিযজ্ঞ করিলে ঋষিদিগের আশীর্ব্বাদ লাভে জ্ঞানবৃদ্ধি দ্বারা ভ্রম দূর হয় এবং ভ্রম দূর হইলে কি সাংসারিক, কি দৈহিক, কি মানসিক, সকল বিষয়েই উন্নতি লাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু তাৎপর্য্য গ্রহণ ব্যতীত পুরাণ পাঠে বিশেষ ফলোদয় হয় না। এই নিমিত্ত পুরাণোক্ত অভ্রান্ত ঋষি মস্তিষ্ক প্রসূত স্তব গুলির বেদ ও শ্রুতি সম্মত ব্যাখ্যা প্রদান বর্ত্তমান কালে বিশেষ আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। দশরথাত্মজ রামচন্দ্র পূর্ণব্রহ্মাবতার ছিলেন। বেদে আছে পূর্ণের অংশও পূর্ণ। এই নিমিত্ত উভয় পক্ষেই ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল।

লোচন, দীর্ঘসুদৃঢ়দেহ ও সুঠাম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সীতার বিবাহ কালে ভারতের যাবতীয় রাজা ও রাজপুত্র বিবাহ ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু সীতা দেবী রামচন্দ্রের মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাতেই প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছিলেন, এমন কি রাবণ-ভগিনী ক্রুর-হৃদয়া রাক্ষসী শূর্পণখার মনও রামচন্দ্রের ভুবন-মোহন সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং রামচন্দ্রের সৌন্দর্য্যে যে বিশেষত্ব ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত তাঁহাকে বিশেষ সুন্দর বলা হইয়াছে। রামচন্দ্রের ন্যায় প্রজাপালক ও ধার্ম্মিক রাজা জগতে আর কেহ জন্ম গ্রহণ করেন নাই, এই নিমিত্ত তিনি শাস্ত্রে রাজেন্দ্র নামে অভিহিত। বিশেষতঃ পুণ্যবান্ ধার্ম্মিক্ ব্যক্তি পক্ষান্তরে বিষ্ণুর অবতার প্রজাবৎসল রাজাকে দেখিলে সর্ব্ব পাপ ধ্বংস হয়। অতএব তিনি সমস্ত পাপ খণ্ডনকারী। কারণ ধার্ম্মিক প্রজাবৎসল রাজাকে দর্শন মাত্রেই হিংসা, দ্বেষাদি পাপবৃত্তি বিনষ্ট হইয়া থাকে। তিনি স্বকীয় ভক্তদিগেরই চিত্ত রঞ্জনকারী। এই নিমিত্ত তাঁহার ভ্রাতৃ চতুষ্টয় এবং বানর হনুমান, রাক্ষস বিভীষণ, বানর সুগ্রীব, এমন কি হৃদয়-হীন ক্রুরকর্ম্মা চণ্ডালজাতীয় গুহক পর্য্যন্ত তাঁহার ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে দেখিয়া মোহিত হইতেন, কিন্তু রাবণ কুম্ভকর্ণাদি রাক্ষস ও তাঁহার অভক্তগণ তাঁহার রূপ অথবা গুণে মোহিত না হইয়া বিরক্তই হইতেন। সুতরাং যাঁহারা তাঁহার ভক্ত ছিলেন, তিনি তাঁহাদিগেরই চিত্ত রঞ্জনকারী। তিনি অদ্বিতীয়। কারণ ত্রেতা-যুগে রাবণের ন্যায় অলৌকিক প্রতাপশালী এবং দুর্দ্দান্ত নরপতি ত্রিভুবনেও ছিল না, এমন কি দেবতাগণও তৎকর্ত্তৃক নিয়ত উৎপীড়িত এবং সন্ত্রাসিত হইতেন। কিন্তু "শমনদমন রাবণ রাজা রাবণ-দমন রাম" রামচন্দ্র সেই রাবণকেও দমন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার সমান আর কে থাকিতে পারে? অতএব সকল গুণবিশিষ্ট পূর্ণব্রহ্মাবতার অদ্বিতীয় রামচন্দ্রকে ভজনা কর।

তারক ব্রহ্ম রাম পক্ষে:—

প্রণব তারক ব্রহ্ম মন্ত্র ও মূর্ত্তি বলিয়া বেদে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং রাম প্রণব বা ব্রহ্মের একটী নাম। যিনি প্রকৃতির সহিত নিরন্তর রমণ করিতেছেন, তিনিই রাম নামে অভিহিত। সুতরাং রামে ও ব্রহ্মে কোনই পার্থক্য নাই ইহা শাস্ত্রেও দেখা যায়। সেই ব্রহ্ম বা রামের রূপ বড়ই সুন্দর এবং সে সৌন্দর্য্যে বিশেষত্বও আছে। কারণ প্রণবের রূপ অথবা ভগবানের বিশ্বরূপ এরূপ মনোহর যে, স্বর্গবাসী দেবতারাও তাহা দেখিবার জন্য নিত্য অভিলাষ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ

ইন্দ্র সহস্র নয়নে যে রূপ দেখিতে পান না, এবং সংসার-বিরাগী, দুঃখে অনুদ্বিগ্ন চিত্ত, সুখে বিগতস্পৃহ, বীতরাগভয়ক্রোধ, স্থিতধী মুনিগণেরও চিত্ত যে সুন্দর রূপ সন্দর্শনে নিয়ত মোহিত হয় এবং যে সুন্দর রূপ সন্দর্শনে পরিতৃপ্ত হয় না, সে সৌন্দর্য্যের বিশেষত্ব বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। এই নিমিত্ত তারক ব্রহ্ম রামের মূর্ত্তিকে বিশেষ সুন্দর বলা হইয়াছে। পরব্রহ্ম সমস্ত পাপ খণ্ডনকারী। কারণ অনন্যমনা হইয়া ভগবানের তত্ত্ব অবগত হইলে অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও সাধু, এমন কি পাপযোনিজাত স্ত্রীবৈশ্য এবং শূদ্রও পরাগতি প্রাপ্ত হইতে অর্থাৎ মুক্তি লাভে সমর্থ হয়। সুতরাং রাম বা ব্রহ্ম উপাসনায় যে সমস্ত পাপ খণ্ডন হয় তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পরব্রহ্ম স্বভক্তদিগেরই চিত্ত রঞ্জনকারী অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন তাঁহাদিগের ব্রহ্মোপসনায় আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা সর্ব্বজীবের প্রতি দ্বেষভাব-বর্জ্জিত, মিত্র ও করুণ-ভাব-সম্পন্ন অথচ মমতা হীন, যাঁহারা অহংকার পরিত্যাগী ও সুখ দুঃখে সমজ্ঞান-সম্পন্ন, ক্ষমা (ক্ষমতা থাকিতেও দোষ-মার্জ্জনা-পরায়ণ), সতত সন্তুষ্ট, ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় নিশ্চয়, তাঁহারাই ভগবানের প্রিয় ভক্ত। (এতদ্ব্যতীত তাঁহার প্রিয়ভক্তদিগের আরও কতক গুলি লক্ষণ আছে)। এই সকল ভক্তই তাঁহার প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি পুরঃসর, প্রজ্ঞানানন্দব্রহ্ম বিচার এবং তাঁহার বিশ্বরূপ ধ্যান করিয়া নিয়ত আত্মানন্দে অবস্থান করেন। কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান-বিহীন অর্থাৎ যাঁহারা প্রকৃত রাম-তত্ত্ব অবগত না হওয়ায় অর্থাদি পার্থিব সুখ-সম্পত্তি-লাভ অথবা স্বর্গাদি ভোগ-লালসা পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত অন্য দেবতার বা মনুষ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন, ব্রহ্মচিন্তায় তাঁহাদিগের অধিক তৃপ্তি বোধ হয় না; পক্ষান্তরে কোন কোন সংসার-বিমূঢ় হতভাগ্য উহাতে অবজ্ঞাও করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত পরব্রহ্ম কেবল স্বভক্তদিগেরই চিত্তরঞ্জনকারী। ব্রহ্ম অদ্বিতীয় কারণ বেদ, "একমেবাদ্বিতীয়ং" শ্রুতিতে তাঁহাকে বৃহত্তম ব্রহ্ম, স্মৃতি ও পুরাণে তাঁহাকে অদ্বিতীয়, তন্ত্রে তাঁহাকে ভয়ের ও ভয় এবং ভীষণদিগেরও ভীষণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যাঁহার পরমাপ্রকৃতি মায়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর হইতে ক্ষুদ্র কীট পর্য্যন্ত শাসন করিতেছেন, যাঁহার ভয়ে সূর্য্য তাপ প্রদান করেন, বায়ু প্রবাহিত হন, সেই সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্ববিভূতিসম্পন্ন পুরুষের সমান আর কে থাকিতে পারে? সুতরাং সর্ব্বভীষ্ট-প্রদাতা পরব্রহ্মব্যতীত অন্য কাহারও ভজনা করা অপেক্ষাকৃত নির্ব্বোধেরই কার্য্য। অতএব যাহারা প্রকৃত বুদ্ধিমান্ তাহারাই তারকব্রহ্ম ভজনা কর।

জটাকলাপশোভিতং সমস্তপাপনাশকম্।
স্বভক্তভীতিভঞ্জনং ভজেহ রামমদ্বয়ম্ ॥ ২ ॥

দশরথাত্মজ রামপক্ষেঃ—

পিত্রাজ্ঞার গুরুত্ব-প্রতিষ্ঠা-পূর্ব্বক সুপুত্রের কর্ত্তব্য পালনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত জগতে প্রদান করিবার নিমিত্ত একমাত্র রামচন্দ্রই জটাধারণ পুরঃসর ব্রহ্মচারী বেশে চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনগমন করিয়াছিলেন, তাই তিনি জটাকলাপ দ্বারা শোভিত। রাম নাম জপ করিয়া মহাপাপী রত্নাকরও মহর্ষি বাল্মীকি রূপে পরিণত হইয়া ছিলেন, তাঁহার পাদস্পর্শে পাপিনী অহল্যার মুক্তি হইয়াছিল, তাঁহার স্পর্শমাত্রেই মহাদাম্ভিক ব্রাহ্মণ তনয় পরশুরামের মহাপাপ অর্থাৎ দর্প চূর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং তিনি যে সমস্ত পাপনাশকারী তাহার সন্দেহ নাই। দশরথাত্মজ রামচন্দ্র স্বভক্তদিগের ভীতি ভঞ্জন। কারণ তাড়কার অত্যাচারে তাঁহার ভক্ত ঋষিগণ সন্ত্রাস্ত হইলে তিনি সেই রাক্ষসীকে বধ করিয়া তাঁহার ভক্ত ঋষিদিগের ভয় নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, বালী বধ পূর্ব্বক অপহৃতা তারা ও বালীর রাজত্ব তাঁহার ভক্ত সুগ্রীবকে প্রদান, রাবণ-সহোদর তাঁহার নিতান্ত ভক্ত বিভীষণকে অভয় প্রদান, তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন এবং রাবণ বধের পর লঙ্কার রাজ্য প্রদান, এবং জগতের ত্রাসোৎপাদক রাক্ষস রাবণ-বিনাশ-পূর্ব্বক তৎ কর্ত্তৃক নিতান্ত উৎপীড়িত ইন্দ্রাদি দেবতা, দেবনারী বৃন্দ এবং পৃথিবীর সকলেরই ভয় দূর করিয়াছিলেন। এমন কি যাঁহারা তাঁহার মর্ম্মাবধারণে অক্ষম ছিলেন, তাঁহারাও তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া পরে সকলেই তাঁহার ভক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। তাই রাজভক্ত প্রজার গুণে রামরাজ্যে অকালমৃত্যুভয়ও নিবৃত্ত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি স্বভক্তভীতিভঞ্জন। তিনি অদ্বিতীয়। কারণ তাঁহারই প্রভাবে সমুদ্রের বন্ধন, সূর্য্যের গতিরোধ এবং নিরস্ত্র ও যুদ্ধ বিদ্যায় অনভিজ্ঞ বানর সৈন্য সশস্ত্র ও যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত রাক্ষসদিগের ধ্বংস সাধিত হইয়াছিল। তিনি আদর্শ পিতৃভক্ত, আদর্শ মাতৃভক্ত, আদর্শ পত্নী ও ভ্রাতৃপ্রেমিক, আদর্শ সেবক-বৎসল, আদর্শ জ্ঞানী, আদর্শ যোদ্ধা, আদর্শ রাজনীতিজ্ঞ, আদর্শ ক্ষমাশীল এবং আদর্শ ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, এমন কি প্রজার মনস্তুষ্টি এবং সমাজ মধ্যে বিসদৃশ দৃষ্টান্ত নিবারণার্থ তিনি তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা সীতাকে পূর্ণগর্ভাবস্থায় প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ এবং নিতান্ত অনুগত, রামেকপ্রাণ লক্ষ্মণকেও কর্ত্তব্যের অনুরোধে অবলীলা ক্রমে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। সুতরাং জগতে তাঁহার ন্যায় দ্বিতীয় পুরুষ

আর কে জন্মগ্রহণ করিয়াছে? অতএব যদি কোন মনুষ্যকে ভক্তি ও ভজনা করিতে হয়, তবে অশেষগুণসম্পন্ন, ধার্ম্মিকপ্রবর, কর্ত্তব্য পরায়ণ, অলৌকিক ক্ষমতাশালী, রাজরাজেশ্বর, দশরথাত্মজ রমচন্দ্রকে ভজনা করিয়া অর্থাৎ তাঁহার দৃষ্টান্তে আপনার জীবন গঠন করিয়া জগতের মঙ্গল সাধনের উপযুক্ত হও।

তারক ব্রহ্ম রামপক্ষেঃ—

জট অর্থাৎ সংহতি বা ঘনসন্নিবেশ এবং আ শব্দে পরমাপ্রকৃতি। অর্থাৎ তিনি পরমাপ্রকৃতির (ভূমি, অাপ, বহ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহংকার) অস্টমূর্ত্তির সহিত একাত্মভাবে অবস্থিত হইয়া হরগৌরী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সর্ব্ব, জল, অগ্নি প্রভৃতি অস্ট মূর্ত্তিতে জগতের সৃজন, পালন এবং লয়কার্য্য সাধন করিতেছেন; তাই তিনি জটাকলাপশোভিত। বহ্নি যে রূপ অবলীলা ক্রমে তৃণাদি ভস্ম করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে অর্থাৎ তারক ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হইতে পারিলে, জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হইয়া যায়। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান লাভে যে সমস্ত পাপধ্বংস হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। অত-এব তিনি সর্ব্বপাপনাশকারী। তিনি স্বভক্তদিগেরই ভয় বিনষ্ট করিয়া থাকেন। কারণ যে ব্যক্তি অনন্য মনে তাঁহার আশ্রয় অবলম্বন করেন, তিনি তাঁহারই যোগ ক্ষেম বহন করেন এবং পরিশেষে তাঁহাকে বুদ্ধিযোগ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার হৃদয় হইতে শত্রু মিত্র, মানাপমান, নিন্দা স্তুতি প্রভৃতি অপবিত্র ভাব দূর করিয়া তাহার ভয় দূর করেন। বিশেষতঃ স্বয়ং ভগবান অধিদৈবিক শক্তির দ্বারা যাহার যোগক্ষেম বহন করেন, তাহার কোন ভয়ই থাকিতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে তাঁহাতে নির্ভর করিতে না পারে, তাহারা নিয়ত অর্থ, আত্মীয় ও শরীর নাশের ভয়েই অস্থির চিত্তে কাল যাপন করে। সুতরাং তিনি স্বভক্ত-দিগেরই ভীতিভঞ্জনকারী। ব্রহ্ম অদ্বিতীয় কারণ শ্রুতিতে দেখা যায় "সর্ব্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্ব্বত্রই তাঁহার পদ, সর্ব্বত্রই তাঁহার চক্ষু, সর্ব্বত্রই তাঁহার মস্তক, সর্ব্বত্রই তাঁহার মুখ, সর্ব্বত্রই তাঁহার কর্ণ বিদ্যমান, তিনি জন্ম মৃত্যু রহিত, অনাদি এবং শাশ্বত অর্থাৎ পরিবর্ত্তন ক্ষয়, বৃদ্ধি প্রভৃতি ষড়ভাব রহিত, তাঁহার একাংশে এই বৃহৎ জগৎ অবস্থিত রহিয়াছে" সুতরাং তিনি অদ্বিতীয়। অতএব সেই অদ্বিতীয় পুরুষ তারকব্রহ্ম রামকে ভজনা করিয়া তদ্ভাব প্রাপ্ত হও অর্থাৎ অদ্বিতীয় হও।

ক্রমশঃ—

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তি-বিদ্যানিধি।

তত্ত্ব কথা। *

—:*:*:—

সনাতন ধর্ম্ম লক্ষণ।—সনাতন ধর্ম্মের লক্ষণ বিষয়ে পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ যে কয়েক প্রকার লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইলঃ—

বেদপ্রণিহিতং ধর্ম্মঃ কর্ম্ম তন্মঙ্গলং পরম্।
প্রতিষিদ্ধক্রিয়াসাধ্যঃ সগুণোহধর্ম্ম উচ্যতে॥

অর্থাৎ বেদ যাহা আদেশ করেন তাহাই ধর্ম্ম এবং বেদের আদেশ বিরুদ্ধ কার্য্যকে অধর্ম্ম বলা যায়।

প্রাপ্নুবন্তি যতঃ স্বর্গমোক্ষৌ ধর্ম্মপরায়ণে।
মানবা মুনিভির্ন্যূনং স ধর্ম্ম ইতি কথ্যতে॥

অর্থাৎ যে শারীরিক এবং মানসিক কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গ অথবা মোক্ষ প্রাপ্তি হয় তাহাকে ধর্ম্ম বলে।

সত্ত্ববৃদ্ধিকরো যোহত্র পুরুষার্থোহস্তি কেবলঃ।
ধর্ম্মশীলে তমেবাহু ধর্ম্মং কেচিন্মহর্ষয়ঃ॥

অর্থাৎ যে কার্য্য দ্বারা সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয়, তাহাকে ধর্ম্ম বলে এবং যাহাতে তমোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহাকে অধর্ম্ম বলে।

যা বিভর্ত্তি জগৎ সর্ব্বমীশ্বরেচ্ছা হ্যলৌকিকী।
সৈব ধর্ম্মো হি সুভগে নেহ কশ্চন সংশয়ঃ॥
উন্নতি নিখিলা জীবা ধর্ম্মেণৈব ক্রমাদিহ।
বিদধানাঃ সাবধানা লভন্তেহন্তে পরং পদম্॥

অর্থাৎ শ্রীভগবানের যে শক্তি ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া আছে এবং যাহার দ্বারা দ্বারা জীব ক্রমশঃ উন্নত হইয়া মুক্ত হইয়া যায় তাহাকে ধর্ম্ম বলে। এই চারিটী লক্ষণ একই ভাব প্রকাশক। কেবল চারি প্রকারে কথিত হইয়াছে।

* * *

---

* পাঠকবর্গের ধর্ম্মোন্নতির নিমিত্ত আমরা প্রতি মাসে "ধর্ম্মপ্রচারকে" সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গোপাঙ্গের তত্ত্ব সমূহ সরল ভাবে প্রকাশিত করিব।

ধঃ প্রঃ সং।

সদাচার।—সনাতন ধর্ম্মবৃদ্ধিকারী সকল প্রকার শারীরিক চেষ্টা এবং সাধনাকে সদাচার বলা যায়। স্থূল জগতের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, এই নিমিত্ত স্থূল শরীর সম্বন্ধীয় চেষ্টারূপী সদাচারকে পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ প্রথম ধর্ম্ম এবং পরম ধর্ম্ম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ধর্ম্মোন্নতির মূল কারণ সদাচার বুঝিতে হইবে। পিতা ও পুত্রের পারস্পরিক ব্যবহার, মাতা ও পুত্রের পারস্পরিক ব্যবহার, স্ত্রী এবং স্বামিস্ত্রীর পারস্পরিক ব্যবহার, বর্ণ ও বর্ণের পারস্পরিক ব্যবহার, আশ্রম ও আশ্রমের পারস্পরিক ব্যবহার, মিত্র ও মিত্রের পারস্পরিক ব্যবহার, স্বদেশবাসী এবং স্বজাতীয়দিগের সহিত পারস্পরিক ব্যবহার প্রভৃতি ধর্ম্ম ব্যবহার এবং সত্বগুণ বৃদ্ধিকারী দিনচর্য্যাও শারীরিক চেষ্টা সদাচারের অন্তর্গত বুঝিতে হইবে।

* * *

ভগবদ্ভক্তি।—জীব প্রীতির নিমিত্ত লালায়িত। যখন তাহার প্রীতি মাতা, পিতা এবং গুরুজনসমূহের মধ্যে অবস্থিত থাকে, তখন তাহাকে প্রেম বলে, যখন সে পুত্র কন্যা প্রভৃতির মধ্যে অবস্থিতি করে অর্থাৎ ঐ স্রোত নিম্নগামী হয়, তখন তাহা স্নেহ নামে অভিহিত হয়। কিন্তু জীব যখন এই সাংসারিক সুখে অতৃপ্তি বোধ করিয়া আপন হৃদয়ের প্রীতিপ্রবাহ সেই একমাত্র হৃদয়নাথ, জগৎ কর্ত্তা পরমেশ্বরের প্রতি প্রেরণ করে, তখনই সেই প্রীতি ভক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তির অধিকার ভূমির বিচারে পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ উহা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথাঃ—বৈধীভক্তি এবং পরাভক্তি। শাস্ত্র সমূহের মধ্যে যে গৌণী ভক্তির বহু প্রকারে বর্ণন দেখা যায়, উহা বৈধী এবং রাগাত্মিকা এই দুই ভাগে বিভক্ত। বৈধীকে নবধা ভক্তি এবং রাগাত্মিকাকে প্রেম লক্ষণাও বলে।

* * *

ধর্ম্মবৃত্তি।—নিম্ন লিখিত দশ প্রকার সত্বগুণ বৃদ্ধিকারিণী বৃত্তিসকলকে স্মৃতিসমূহে ধর্ম্মচিহ্ন অর্থাৎ ধর্ম্মবৃত্তি বলিয়া বর্ণিত আছে। (১) ধৃতি অর্থাৎ মনে সকল অবস্থাতেই ধৈর্য্য রক্ষা করা। (২) ক্ষমা অর্থাৎ অপরাধী ব্যক্তির অপকার করিবার শক্তি থাকিলেও তাহার উপকার করা। (৩) দম অর্থাৎ মন বিষয় ভোগের প্রতি ধাবিত হইলে তাহাকে প্রত্যাবৃত্ত করা। (৪) অস্তেয় অর্থাৎ চুরি না করা এবং অন্যায় রূপে ধন সংগ্রহ না করা। (৫) শৌচ অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি অনুসারে জলাদির দ্বারা শরীরের শুদ্ধ করা। (৬) ইন্দ্রিয় নিগ্রহ অর্থাৎ আপনার ইন্দ্রিয়

সমূহকে বশ রাখা। (৭) ধী অর্থাৎ শাস্ত্র সমূহের অর্থ এবং ভাব উপলব্ধি করিবার প্রবৃত্তি রক্ষা করা। (৮) বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান উৎপন্নকারিণী শক্তি প্রাপ্ত হওয়া। (৯) সত্য অর্থাৎ জীবহিতকারী অথচ সত্যবাক্য বলা এবং ঐ রূপ আচরণ করা। (১০) অক্রোধ অর্থাৎ ক্রোধ হইবার যোগ্য বাক্য উপস্থিত হইলেও ক্রোধ না করা। এই দশটী ধর্ম্মের প্রধান বৃত্তি। ইহাদিগের মধ্যে ধৃতিই প্রথম। এই সকল বৃত্তি ব্যতীত সত্বগুণ বৃদ্ধিকারিণী যে সকল বৃত্তি আছে সে সকলও ধর্ম্ম বৃত্তি।

* * *

তপ।—আপনার শারীরিক এবং মানসিক সুখ সমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরীর, বচন, এবং মনের বেগ রক্ষা করিতে করিতে শরীর এবং মনকে দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু করাকে তপ বলে। যে প্রকার অশ্ব কুকুর প্রভৃতি পশুদিগকে বাঁধিয়া রাখিলে উহাদের স্বাভাবিক বেগ এবং কার্য্য করিবার শক্তি অধিক বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেই প্রকার মন, বাক্য এবং শরীরকে সুখভোগে নিবৃত্ত করিয়া তপঃ কার্য্যে নিয়োগ করিলে উহাদিগের শক্তি অসাধারণ রূপে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তপের মহিমা অপার। নানা প্রকারের সিদ্ধি সমস্ত তপের দ্বারাই সাধকের মধ্যে উৎপন্ন হয়। তপ তিন ভাগে বিভক্ত শারীরিক তপ, বাচনিক তপ এবং মানসিক তপ।

সুপথ্য সেবন।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

মাতৃভাষার উন্নতি ব্যতীত কোন জাতিরই সম্পূর্ণ উন্নতি হইতে পারে না, মাতৃভাষার উন্নতি করিতে না পারিলে স্বধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ সাধিত হইতে পারে না, মাতৃভাষার উন্নতি সাধন ব্যতীত দেশে জ্ঞানের পূর্ণরূপে বিস্তার হওয়া অসম্ভব, মাতৃভাষার উন্নতি সাধন ব্যতীত দেশের গৌরব কখনও বৃদ্ধি হইতে পারে না, মাতৃভাষার উন্নতি সাধন করিতে না পারিলে কোন জাতিই আপনার স্বজাতীয় ভাবের রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না এবং মাতৃভাষার রক্ষায় সফলকাম না হইলে কোন মনুষ্য কখনও সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না। এই সময় ভারতবাসী-দিগের মাতৃভাষার স্থানে বিশুদ্ধ হিন্দী ভাষাই বুঝিতে হইবে। তজ্জন্য যত্ন করিলেই এই মাতৃভাষা সর্ব্বসাধারণ ভারতবাসীদিগের নিমিত্ত কেন্দ্ররূপে স্থাপিত হইতে

পারে। ফলতঃ এক্ষণে দৃঢ়ব্রত হইয়া বিদ্যানুরাগীদিগের এরূপ যত্ন করা উচিত, যাহাতে একখানি বৃহৎ শব্দকোষ সংগ্রহ এবং ব্যাকরণ, দর্শন, কাব্যাদি নানা আবশ্যকীয় গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা এই মাতৃভাষা আপনার পূর্ণ স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারে। তাহার পর পরম বিশুদ্ধ স্বর্গীয় সংস্কৃত ভাষাকে পিতৃস্থানীয় এবং হিন্দী ভাষাকে মাতৃস্থানীয়া করিয়া জ্ঞানরাজ্যে লালিত পালিত হইলে ভারতবাসিগণের সকল অভাব ক্রমে ক্রমে দূর হইতে পারিবে। অপিচ প্রথমেই হিন্দী ভাষার পূর্ণতা সম্পাদনের নিমিত্ত প্রবল পুরুষার্থ প্রয়োগের প্রয়োজন। তাহার পর উচ্চ কক্ষাসমূহে সংস্কৃত ভাষার শিক্ষা সুগম রীতি অনুসারে প্রদত্ত হইতে হইতে সঙ্গে সঙ্গেই মাতৃভাষার দ্বারা দেশ কাল সম্বন্ধীয় অন্যান্য শাস্ত্রসমূহের অধ্যয়ন করান যুক্তি যুক্ত হইবে। যদি এরূপ সুঅবসর প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, ভারতবর্ষের সকল প্রান্তের মধ্যে একমাত্র হিন্দী ভাষাই মাতৃভাষা হইয়া যায়, তবে বিস্তর লাভেরই সম্ভাবনা আছে। যদি এরূপ কার্য্য এক্ষণে সম্পূর্ণ রূপে সাধিত করিতে পারা না যায়, তবে এক্ষণে এরূপ যত্ন করা উচিত যে, বঙ্গদেশ, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, পঞ্জাব আদি প্রান্তসমূহে এবং দেশীয় রাজ্যসমূহ মধ্যে যথায় বিভিন্ন মাতৃভাষাসমূহ তত্তদ্দেশীয় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে, তথায় প্রবৃত্তি প্রদান পূর্ব্বক একমাত্র দেবনাগরী অক্ষরের প্রচার করা হউক। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে সার্ব্বজনীন ক্রমোন্নতি, বিদ্যার বিস্তার এবং জাতীয় ভাবের দৃঢ়তা সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ মানবজাতির মঙ্গলের নিমিত্ত বিদ্যার অনন্ত ভাণ্ডাররূপী অগণিত সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই কল্পে উপযোগী সমস্ত বিষয় ঐ সকল ত্রিকালদর্শী আচার্য্যগণ সূত্ররূপে অথবা সংক্ষেপতঃ সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কাল প্রভাবে এক্ষণে সেই সকল গ্রন্থের সহস্রাংশও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তথাপি সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের ধ্বংসাবশেষ যে সকল অংশ আজিও প্রাপ্ত হওয়া যায়, বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক এখনও সেই সকল অংশ রক্ষার ব্যবস্থা করা আর্য্যসন্তান মাত্রেরই উচিত। যদি কখনও আর্য্যজাতির পুনরুন্নতির সম্ভাবনা থাকে, তবে অধ্যাত্ম তত্ত্বপূর্ণ সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ অবলম্বন দ্বারাই তাহা হইতে পারিবে। পুরুষ-শিক্ষোপযোগী ধর্ম্মগ্রন্থসমূহের অত্যন্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছে। বৈদিক গ্রন্থসমূহের তো সহস্রাংশও পাওয়া যায় না। দার্শনিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে অনেক সিদ্ধান্ত গ্রন্থই নষ্ট হইয়াছে, এবং কোন কোন দার্শনিক মতের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে বুঝিতে পারা যায় যে, বেদের কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান এই তিন কাণ্ড অনুসারে যে, কর্ম্ম মীমাংসা, দৈবী মীমাংসা এবং ব্রহ্ম মীমাংসার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বহু সিদ্ধান্ত গ্রন্থ ছিল, সেই সকলের মধ্যে দৈবী মীমাংসার এক খানি গ্রন্থও এ সময় উপলব্ধ হয় না। এই প্রকারে সপ্ত দর্শন সিদ্ধান্তের অনেক গ্রন্থ বিলুপ্ত হওয়ায় দার্শনিক শিক্ষার সম্বন্ধে বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। বিশেষতঃ কোন কোন দর্শনের মধ্যে অনেক নবীন লৌকিক গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়া লৌকিক সুবিধার নিমিত্ত সেই সকল গ্রন্থের

২

অধিক প্রচার হইয়া যাওয়ায় দার্শনিক শিক্ষা প্রাপ্তির মধ্যেও অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমাবস্থা হইতে বিদ্যার্থিগণকে আধ্যাত্মিক রহস্য পূর্ণ আর্ষ ভাষা অধ্যাপনা না করাইয়া নবীন কাব্যসমূহের শিক্ষা দেওয়ায় তাহাদিগের দার্শনিক বুদ্ধির হ্রাস হইয়া যাইতেছে। এই সকল কথার বিচার করিয়া ঋষি প্রণীত গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ গ্রন্থের প্রণয়ন করা উচিত হইবে। গ্রন্থ প্রকাশিত করিবার সময় ইহাও অবশ্য বিচার করা উচিত যে, আমাদিগের যে সকল শাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের বিষয়ে এ সময় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কিছু নূতন আবিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন, সেই সকলের সংগ্রহ সংস্কৃত টিপ্পনি রূপে, সেই সকল শাস্ত্রীয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হওয়া সর্ব্বথা কল্যাণকারী হইবে। উদাহরণ স্থলে বুঝিতে হইবে যে জ্যোতিষ শাস্ত্র, রসায়ন শাস্ত্র, বৈদিক শাস্ত্র আদি শাস্ত্রের কতগুলি গ্রন্থ আমাদিগের ছিল, তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। ফলতঃ এই সময়ে উক্ত শাস্ত্রসমূহের সম্বন্ধে যে সকল নূতন আবিষ্কার পাশ্চাত্য জগতে পরিদৃষ্ট হইতেছে, সেই সকলের সংগ্রহ আমাদিগের গ্রন্থসমূহের টিপ্পনী মধ্যে সন্নিবেশপূর্ব্বক সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করাইলে অনেক লাভজনক হইবে।

অযোগ্য ব্যক্তির তিরস্কার এবং যোগ্য ব্যক্তির পুরস্কার ব্যতীত কোন নিয়মের সুরক্ষা হইতে পারে না। অতএব বিদ্যার বিস্তার এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তির পুনরভ্যুদয় সাধন করিবার নিমিত্ত সমাজ মধ্যে অযোগ্য পুরুষসমূহের অনুশাসন এবং উপযুক্ত পণ্ডিতদিগের পুরস্কার দান করিবার অনেক সুকৌশল পূর্ণ যুক্তির আবিষ্কার করিতে হইবে। সর্ব্ব প্রথমে পুরস্কৃত করিবার পক্ষে অধিক মনোযোগ করিতে হইবে। যাহাতে তীর্থসমূহে, ধর্ম্মস্থানসমূহে বিদ্বান ব্রাহ্মণদিগের সংকার বৃদ্ধি হয়, যাহাতে সমাজ এবং সামাজিক নেতৃবৃন্দের দ্বারা বিদ্বানদিগের অধিক সেবা হইতে পারে, যাহাতে দেশীয় রাজ্যসমূহে রাজা, মহারাজা, জমিদার এবং শেঠ সাহুকারদিগের দ্বারা বিদ্বান ব্রাহ্মণদিগের জীবিকার বৃদ্ধি হয়, সর্ব্বদা এ বিষয়ে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। গৃহস্থ আশ্রম সকল আশ্রমের মূল-স্বরূপ। অতএব সদাচার-সম্পন্ন গৃহস্থগণ যাহাতে সমাজ মধ্যে অধিক রূপে সম্মানিত হইতে পারেন, তাহার উপায় করা উচিত। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পুনঃ প্রবর্ত্তন করিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, যাহাতে বিদ্যার্থীরা সদাচারী, স্বদেশ-হিতৈষী এবং নিঃস্বার্থ ব্রতধারী, কর্ত্তব্য-পরায়ণ সদ্‌গৃহস্থের উপযোগী হইতে পারে। যদিও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারিবর্ণের ক্রমোন্নতি হইলেই আর্য্যজাতির পুনরভ্যুদয় হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এ সময়ে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের উন্নতি এবং বৈশ্য ধর্ম্মের উন্নতি হইলেই আর্য্যজাতির পুনরভ্যুদয় প্রারম্ভ হইতে পারিবে। অতএব ব্রাহ্মণ ধর্ম্মোন্নতিকারী শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প, বাণিজ্য এবং কৃষির উন্নতির উপযোগী শিক্ষারও বিস্তার হওয়া উচিত।

ইহাতে ত সন্দেহই নাই যে যতদিন পর্য্যন্ত সন্ন্যাস আশ্রমের পুনঃ প্রতিষ্ঠা না হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত সন্ন্যাসিগণ নিষ্কাম ব্রতের পরাকাষ্ঠায় উপস্থিত হইয়া সর্ব্বদা লোকহিতকর

কার্য্যসমূহে রত না হইবেন, ততদিন পর্য্যন্ত আর্য্যজাতির উন্নতি হওয়া অসম্ভব। কিন্তু এই রূপ লক্ষ্য-সাধনার্থে সন্ন্যাস এবং গৃহস্থাশ্রমের মধ্যাবস্থায় সুকৌশলপূর্ণ শিক্ষার আবশ্যকতা আছে। এই সময় বানপ্রস্থাশ্রম ধর্ম্ম সম্যক্ প্রকারে নির্ব্বাহ হওয়া সর্ব্বথা অসম্ভব। এই নিমিত্ত এই প্রকার যুক্তি পুরুষার্থানুকূল হইতে পারে যে, গৃহস্থ আশ্রমের অন্তর্গত একটী নিবৃত্তি মার্গ শ্রেণীর আবিষ্কার করা হউক, এবং ঐরূপ সন্ন্যাসের পরমহংস দশা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে হংসদশা, বহূদকদশা, কুটীচর দশায় এরূপ সাধন ক্রম শাস্ত্রানুকূল রূপে রক্ষিত হউক যে, যাহাতে সন্ন্যাসীদিগের পতন না হইয়া তাঁহারা ক্রমোন্নতি করিতে পারেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতি এবং দেশের সেবায় সকলকাম হইতে পারেন। গৃহস্থদিগের মধ্যে যে শ্রেণী নিবৃত্তিমার্গগামী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদিগের সহধর্ম্মিণীদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া এরূপ সংস্কারের অধীন করিয়া পরিচালিত করা হউক, যাহাতে তাঁহারা আপনাদিগের বিলাসবৃদ্ধি একেবারেই পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাদিগের অভাবসমূহের সংকোচ করিতে করিতে নিবৃত্তি মার্গ দ্বারা কর্ম্মযোগের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইতে পারেন। ঐ প্রকার উপায়ের দ্বারা সন্ন্যাসাশ্রমের প্রথমাবস্থায় শিখাসূত্র রক্ষা করাইয়া তাঁহাদিগকে এ প্রকার সাধন করান হউক, যাহা হইতে তাঁহাদিগের ক্রমোন্নতি অবশ্যম্ভাবী হইতে পারে। কুল-কামিনীদিগের মধ্যেও এই প্রকার নিবৃত্তি মার্গের শিক্ষা পুনঃ প্রচার হইয়া গেলে তাঁহারা পতির সহিত অবস্থান করিবার সময় সহধর্ম্মিণী রূপে সংসারের কল্যাণ ব্রতে ব্রতী থাকিতে পারিবেন, এবং পতি বিয়োগ হইলে আপনার পাতিব্রতত্যপের রক্ষা করিতে করিতে সমাজ এবং জাতির সেবায় কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। এরূপ হইলে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের সহায়তায় আর্য্যস্ত্রী এবং পুরুষগণ চারি আশ্রমের পুনঃ প্রতিষ্ঠার হেতু হইয়া যাইবেন।

কেবল সুপথ্য সেবন করিলেই প্রবল পীড়ারও শান্তি হইতে পারে। ঔষধি প্রয়োগ ব্যতীত সুপথ্য দ্বারাই রোগের শান্তি হওয়া সম্ভব। আর ইহাও নিশ্চয় যে, উত্তম ঔষধ হই-লেও যদি সুপথ্য সেবন করা না হয়, তবে রোগ বিনষ্ট হয় না। ফলতঃ এ সময় আর্য্য-জাতিকে সুপথ্য সেবন করাইবার বিশেষ উদ্যোগ হওয়া উচিত। সুতরাং উত্তম বিজ্ঞান এবং সুকৌশল যুক্ত স্ত্রীশিক্ষা এবং পুরুষশিক্ষার দ্বারা বর্ত্তমান সামাজিক ঘোর ব্যাধির আপনা আপনিই শান্তি হইতে পারিবে।

মহামণ্ডল তত্ত্ব।

চারিযুগে-দেবতুল্য সর্ব্বত্র পূজিত,
বিপ্রের চরণ পদ্মে প্রণাম করিয়া
স্বভাবের বশে আজি হ'য়ে বিচলিত,
যথার্থ প্রাণের কথা কহিব খুলিয়া ॥ ১ ।
ধরণীর ধর্ম্ম ভাব বিলুপ্ত হইয়ে,
যখনই অধর্ম্মের হয় অধিকার ।
অমনি জগতপতি অবতীর্ণ হ'য়ে
প্রসঙ্গে করেন পুনঃ ধর্ম্মের উদ্ধার॥ ২॥
যাঁহার আদেশে এই বিশ্ব অভিনয়ে
প্রতিদিন হইতেছে বিবিধ উৎসব,
তাঁহার আদেশ মত সকল সময়ে,
কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ বিশ্ববাসী সব ॥ ৩ ॥
দিন রাত্তি শীত গ্রীষ্ম বরষার জল
এসব তাঁহার মায়া, তাঁহার চরিত্র,
সকল কর্ম্মের কর্ত্তা তিনিই কেবল,
আমরা সকলে শুধু উপলক্ষ মাত্র ॥ ৪ ॥
সাধিতে মহান্ কার্য্য অবনী মণ্ডলে,
প্রতিকূল বিপ্লবের করিতে বিনাশ।
জগত মঙ্গল কার্য্য উপস্থিত হ'ল
মহতের হৃদি পদ্মে অমনি বিকাশ ॥ ৫ ॥
আর্য্যভূমি, ভারতের সমগ্র প্রদেশে,
সনাতন আর্য ধর্ম্ম করিতে স্থাপন
সম্প্রতি একাশীপুরে তাঁহার আদেশে,
বিশাল ধর্ম্মের বৃক্ষ হ'য়েছে রোপণ॥৬॥
দেশীয় প্রবল শক্তি হ'য়ে সমবেত,
এ মহাতরুর পুষ্টি করিছে সাধন,
তাঁহার আদেশ বিনা কেমনে এমত
জগত মঙ্গল কার্য্য হয় সম্পাদন ॥৭॥
তাঁহার আদেশ মত তাঁহার কৃপায়,
কলির মধ্যাহ্নকালে, প্রচণ্ড কিরণে,
তাপিত জনের তরে শান্তির উপায়
হ'য়েছে এ মহাদ্রুম প্রতিষ্ঠা এখানে ।৮॥
এমহা তরুর মূলে লইলে আশ্রয়,
রক্ষা হবে জাতিধর্ম্ম হিন্দুত্ব সবার
লোকে ধর্ম্মে খ্যাতি লাভ হইবে নিশ্চয়
সমাজে সম্মান লাভ হইবে অপার ॥৯॥
বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে যদি থাকে অনুরাগ,
ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের যত হিন্দুগণ,
পাশ্চত্য আচার করি সবে পরিত্যাগ,
এ মহাতরুর মূলে কর আগমন ॥১০॥
ধাতার ইচ্ছায় শুধু এই বৃক্ষবর,
অল্প কালে হইয়াছে বৃহৎ আকার,
শাখা ও পল্লব তার দেশ দেশান্তর
সমাজের হিত হেতু হয়েছে বিস্তার ॥১১॥
পাশ্চাত্য প্রবল ঝড় বহি অনুক্ষণ,
করিয়াছে ছিন্ন ভিন্ন হিন্দুর সমাজ,
ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুদের আকাঙ্ক্ষা মতন,
স্থাপিত হ'য়েছে এবে এই বৃক্ষরাজ ॥১২॥

শ্রী—

সৎসঙ্গ।

সত্ত্বগুণ ফুটে যাতে সৎ বলি তারে,
সতের সঙ্গেতে থাকি অসতেও তরে।
মলিন কয়লা, যথা মিলি হুতাশনে,
নিজ দোষ করে ত্যাগ সৎসঙ্গ গুণে;
মলিনতা ঘুচে গিয়ে তেজের উদয়,
অনলের মত রূপ অনলেতে হয়।
রক্তবর্ণ তাম্র যদি মিশে স্বর্ণ সনে,
সুবর্ণের বর্ণ ধরে উচ্চ সঙ্গ গুণে।
চুম্বকেতে যথাবিধি করিলে ঘর্ষণ,
ইস্পাত চুম্বক-গুণ করয়ে ধারণ।
শুনেছি পরশমণি লৌহ স্পর্শে যদি,
কাঞ্চন করিয়া তারে রাখে নিরবধি,
সৎসঙ্গে থাকে যদি পাপী নরগণে,
পুণ্যশীল হয় তারা পাপ বিমোচনে।
অতএব সৎসঙ্গে থাক সদা সবে,
সৎ না হইলে বৃথা জন্মলাভ ভবে॥

শ্রীসঞ্জীবনগুড়্যা।

শ্রীকৃষ্ণলীলা।

ব্রহ্মের দুই অবস্থা, সগুণ ও নির্গুণ। নির্গুণ ব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত এবং সগুণ ব্রহ্ম লীলা ময়। শক্তি ব্রহ্মেরই একটী অবস্থা। নির্গুণ ব্রহ্ম সকল গুণের অতীত এবং সগুণ ব্রহ্ম শক্তিমান্। তিনি কখন স্ত্রী এবং কখন পুরুষ বেশে ধরাধামে লীলা করিয়া থাকেন। পরব্রহ্ম শক্তিমান্ না হইলে তাঁহার লীলা হয় না; সুতরাং তাঁহার শক্তিরই প্রাধান্য অধিক। শক্তি না পাইলে ভগবানও কার্য্য করিতে অক্ষম। ব্রহ্মা শক্তি না পাইলে জগৎ রচনা করিতে পারিতেন না। এই জগৎ সংসারে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সকলই সেই এক অদ্যাশক্তির দ্বারা শক্তিমান্। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহগণ পরস্পরে মহাশক্তির দ্বারা আবদ্ধ। শক্তি বলেই বৃক্ষ বৃদ্ধি পায়, শক্তির বলে নদীর তরঙ্গ তালে তালে নৃত্য করে, শক্তির বলেই বাগানে ফুল ফোটে, শক্তির বলেই শিশু মধুর হাসে, শক্তির বলেই বায়ু, মন্দ মন্দ চলে, শক্তির বলেই পাখী ডাকে, ইত্যাদি ইত্যাদি। যাহা দেখা ও শুনা যায় সকলই সেই এক শক্তির খেলা। এই শক্তির রাজ্যে শক্তির খেলাই দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ জগৎ সংসারে ব্রহ্মের সগুণ অবস্থাই দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মের নির্গুণ অবস্থা যে কি প্রকার তাহা কেহ বলিতে পারে না। আমি তুমি

ও জগৎ যতক্ষণ, ততক্ষণ ব্রহ্ম সগুণ, অর্থাৎ পরব্রহ্মই সেই আদ্যাশক্তি। জগতে শক্তির মহিমা অধিক না হইলে কার্য্য হইতে পারে না। জগতের সকল সামগ্রীই সেই এক শক্তির অংশ। সেই আদ্যাশক্তিই নানা অংশে বিভক্ত হইয়া পরম পুরুষের সাহায্যে জগতে লীলা করিতেছেন। ব্রহ্মাই বল, বিষ্ণুই বল, আর মহেশ্বরই বল, সকলই সেই এক মহাশক্তির দ্বারাই বলীয়ান্। ব্রহ্মা শক্তি শূন্য হইলে জগত হইত না, বিষ্ণু, শক্তি না থাকিলে পালন করিতে পারতেন না এবং মহেশ্বর শক্তি না পাইলে সংহার করিতে অক্ষম হইতেন। সেই আদ্যাশক্তিই ঐ তিন মূর্ত্তি হইয়া সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করিতেছেন। শক্তির অনন্ত লীলা। সেই লীলাময়ী আদ্যাশক্তি নানা রূপে জগতে খেলা করিতেছেন। খেলা শেষ হইলে আবার মায়া জাল গুড়াইয়া আপন উদরে পুরিবেন, আবার সৃষ্টির সময় হইলে বাহির করিবেন। ঐ অবিনাশী আদ্যাশক্তিকেই বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু বলেন এবং শাক্তেরা কালী, দুর্গা ইত্যাদি বলিয়া থাকেন। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। উহা হইতে কিছু বাদ দিবার যো নাই। যেরূপ সূর্য্যের কিরণ বাদ দিলে আর সূর্য্য থাকে না, সেই প্রকার ব্রহ্ম হইতে শক্তি বাদ দিবার যো নাই। পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছিলেন "বেল বলিলে, উহার শাঁশ, বিচি ও খোলা ধরিতে হইবে"। সেই প্রকার ব্রহ্ম বলিলে, ব্রহ্ম ও শক্তি ধরিতে হইবে অর্থাৎ নির্গুণ ও সগুণ চাই।

যখন যেমন আবশ্যক হয়, তখন সেই লীলাময়ী আদ্যাশক্তিই সংসারে আবির্ভূতা হইয়া লীলা করিয়া থাকেন। তিনি রামরূপে আবির্ভূতা হইয়া জগৎবাসিগণকে কর্ত্তব্য শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনিই আবার শ্রীকৃষ্ণরূপে ধরাধামে আসিয়া প্রেম ও ভক্তি স্রোত খুলিয়া দিয়াছিলেন। জগতে আসিয়া কার্য্য করিতে হইলে ব্রহ্মের সগুণ অবস্থা চাই, অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তির অবস্থা চাই। নির্গুণ অবস্থায় কার্য্য হয় না। ব্রহ্মের নির্গুণ অবস্থা সকল বিষয়ে পূর্ণ। ঐ পূর্ণত্ব হেতু তাঁহার কোন কার্য্য হইতে পারে না। কলসী পূর্ণ হইলে আর শব্দ হয় না, যতক্ষণ না পূর্ণ হয়, ততক্ষণ জলে ডুবাইলে বুড়্ বুড়্ শব্দ হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্মের সগুণ অবস্থাই সেই আদ্যাশক্তি। সেই জগজ্জননী আদ্যাশক্তিই দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণরূপে শ্রীবৃন্দাবন ধামে যে লীলা করিয়াছিলেন, সে প্রকার সরস লীলা আর কখন হয় নাই। এই মধুর লীলাতেই তিনি জগতবাসীকে প্রেম ও ভক্তিতে মাতাইয়াছিলেন। ঐ প্রেমরূপ মহাসাগরের তুফানে মৃত্যু ভয় নাই। ঐ প্রেম সাগরে যতই ডুবিবে ততই আনন্দ।

প্রকৃত ভালবাসাকে প্রেম বলে। কামুকের প্রেমকে প্রকৃত প্রেম বলে

না। কামুকের ভালবাসা কামনা চরিতার্থের জন্য। যতক্ষণ স্বার্থের প্রত্যাশা থাকে, ততক্ষণ ভালবাসা, স্বার্থ ফুরাইলে আর ভালবাসা থাকিবে না। যতক্ষণ কিছু দিতে পারিবেন; ততক্ষণ ধনীর বাটীতে যাতায়াত, কিছু দিতে না পারিলে আলাপ পর্য্যন্ত বন্ধ। ঐ প্রকার ভালবাসাকে প্রেম বলে না, উহা সয়তানের প্রেম। বাহ্যিক তোমাকে ভালবাসা দেখাইতেছি, কিন্তু অন্তরে স্বার্থ পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তাহা হইলে প্রকৃত ভালবাসা হইবে না। সম্পদের সময় অনেক বন্ধু জোটে, কিন্তু বিপদ আসিলে সকলে ফেলিয়া পালায়। এরূপ বন্ধু প্রকৃত বন্ধু নহে, সে ভালবাসাকে খাঁটী প্রেম বলা যাইতে পারে না। বিপদে প্রেমের পরীক্ষা হয়। তুমি আমায় ভালবাসা কি না, তাহা বিপদ আসিলে বুঝিতে পারা যায়। বিপদের সময় যে প্রেমাস্পদকে ভুলিয়া না যায়, সেই প্রকৃত প্রেমিক। যাহার অন্তরে ও বাহিরে ভালবাসা আছে, তাহাকেই প্রকৃত প্রেমিক বলা যাইতে পারে। নিঃস্বার্থ ভালবাসার নাম প্রেম। প্রেমিক নিজের ভাল চায় না, প্রেমাস্পদ ভাল থাকিলেই তাহার আনন্দ। প্রেমাস্পদের যদি কেহ সুখ্যাতি করে, তাহা হইলে প্রেমিক আনন্দে নৃত্য করিয়া থাকেন। প্রেমিক কষ্ট সহ্য করিতে কাতর হন না, কিন্তু প্রেমাস্পদ কোন কষ্ট পাইলে তাঁহার সহ্য হইবে না। সময়ে সময়ে প্রেমিক তাঁহার প্রেমাস্পদকে তাড়না করিয়া থাকেন। মাতা ও পিতা সন্তানকে তাড়না করেন—সংশোধনের জন্য; উহা, বাহিরে কটু কিন্তু অন্তরে মধুর। সময়ে সময়ে প্রেম বড়ই কটু বোধ হয়, কিন্তু তাহার পরিণাম বড়ই মধুর। প্রেম বলিয়া মাঝে মাঝে যাহা বিক্রেয় হয়, তাহা প্রেম নয়। সে প্রেম বড়ই কটু, সে প্রেমে বড়ই জ্বালা। সেই জন্য প্রেম কিনিবার সময় পরীক্ষা আবশ্যক। পাছে আসল কিনিতে গিয়া নকল হইয়া পড়ে, সেই জন্য সাবধান হওয়া দরকার। খাঁটী প্রেম বড়ই পবিত্র, তাহাতে পরিণামে কোন জ্বালা যন্ত্রণা নাই। সে প্রেমে বড়ই শান্তি পাওয়া যায়। এই খাঁটী প্রেমে জগৎ চলিতেছে। জগৎ কাহারও কাছে কোন প্রকার প্রত্যাশা রাখে না। প্রেমে চন্দ্র কিরণ দিতেছেন। চন্দ্রের কিরণ, গরিব পূর্ণ কুটীরে থাকিয়া যে প্রকার ভোগ করিতেছে, রাজা তাঁহার প্রাসাদে থাকিয়াও সেই প্রকার ভোগ করিতেছেন। চন্দ্রের ভালবাসা পক্ষপাতশূন্য এবং নিঃস্বার্থ। প্রেমিক তাহার প্রেমাস্পদকে নিত্য নূতন দেখেন। প্রেমিকের কাছে প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য্য মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ফুটিয়া উঠে। প্রেমিকের কাছে প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য্য পুরাতন হয় না, নিত্য নিত্য নব নব ভাব ধারণ করিয়া থাকে। যাহা মধুর তাহা চিরকালই মধুর, তাহা কখনও কটু হয় না। মায়ের

কাছে সন্তানের মুখ কখন কি পুরাতন হইয়া থাকে? পতিব্রতার কাছে পতির মুখ পদ্ম কখন পুরাতন হয় না। পতি কুৎসিত হইলেও পতিব্রতার কাছে সুন্দর, বৃন্দাবনের নর নারীর কাছে শ্রীকৃষ্ণ মুখ পদ্ম কখন ও পুরাতন হয় নাই। ব্রজের নর নারী শ্রীকৃষ্ণকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন। শ্রীকৃষ্ণ সুখে থাকিলে তাঁহারা সুখ বোধ করিতেন। সংসারে নানা প্রকার তাড়না পাইলেও তাঁহারা তাঁহাদের মনোচোরাকে ভুলেন নাই। তাঁহাদের মনোচোরার জন্যই সতত তাঁহাদের প্রাণ কাঁদিত। কখন প্রেমাস্পদের দর্শন পাইবেন এই চিন্তাই তাঁহাদের বলবতী ছিল। ধন বল, জীবন বল, যৌবন বল, সকলই তাঁহারা তাঁহাদের মনোচোরা শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ জগৎবাসীকে ভক্তিশিক্ষা দিয়াছিলেন, কি প্রকার হইলে লোকের ভক্তির পাত্র হইতে পারা যায়,তাহা তিনি আপনি হইয়া লোককে শিখাইয়াছিলেন। ভক্তি স্বর্গ হইতে আমদানি হয়, সুতরাং অতি পবিত্র। ধরাধামে অল্পমূল্যে কেবল "মান্য" পাওয়ায়া যায়, কিন্তু ভক্তি পাইতে হইলে সেই প্রকার গুণ চাই। উহা সকলের ভাগ্যে জুটে না। ভক্তির দাম অধিক। অধিকাংশ লোক অপেক্ষাকৃত সস্তাদরে "মান" কিনিয়া থাকেন। নিঃস্বার্থের বিনিময়ে ভক্তি পাওয়া যায়, আর স্বার্থের বিনিময়ে মান পাওয়া যায়। নিঃস্বার্থ রূপ অর্থ ব্যয় করিয়া ভক্তি কিনিতে হয়। স্বার্থের বিনিময়ে ভক্তি পাওয়া যায় না। যিনি স্বার্থ শূন্য হইয়া সংসারের জন্য আপনার জীবন চালিয়া দিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত ভক্তির অধিকারী হইতে পারেন। যিনি আপদ বিপদে সকল সময়ে জীবের কল্যাণে রত থাকেন, তিনিই যথার্থ ভক্তির পাত্র। শ্রীকৃষ্ণ কতবার ব্রজের নরনারীগণকে ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার অলৌকিক কার্য্যে এবং অসামান্য গুণে তাঁহারা তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তথাকার নরনারীগণ তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসিতেন। কেবল বাহ্যিক ভালবাসা নয়, সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে ভালবাসা। ঐ প্রকার ভালবাসাকে ভক্তি কহে। ঐ প্রকার আন্তরিক শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে ভাল না বাসিতে পারিলে ভক্তি সরস হয় না। উনি প্রভু আমি তাঁহার দাস। প্রভু যদি মরিতে বলেন, ভক্ত মরিতে কাতর হয়েন না। পিতৃ সত্য পালনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র বনে গিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র বনে গিয়া পিতৃ ভক্তি দেখাইয়াছিলেন। যাঁহার চরিত্রে একটু দাগ নাই, খাঁটী, তিনিই প্রকৃত ভক্তির পাত্র। সুখ্যাতি লাভের জন্য যিনি পরোপকার করিয়া থাকেন, তিনিই মাননীয়, তাঁহার চরিত্রে সামান্য একটু দাগ থাকে। মধুর টুকটুকে আমটী পাকিয়া একটু দাগি

হইয়াছে, সেই প্রকার ভক্তিতে একটু কালিমার দাগ আছে। ভক্তি টুকু রজোগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির সহবাসে একটু কলঙ্কিত হইয়াছে। ব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঠিক ঐ প্রকার ভক্তি ছিল। ভক্তি না থাকিলে কি কেহ ভগবানকে লাভ করিতে পারেন?

ব্রজবাসী ও ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁহাদের মনোচোরার অশেষ গুণ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। দিন দিন শ্রীহরির প্রতি তাঁহাদের প্রেম ও ভক্তি বাড়িতে লাগিল। তাঁহারই গুণগান, তাঁহারই রূপ ধ্যান করিতে তাঁহারা ভাল বাসিতেন। কখন তাঁহাদের প্রাণের মনোচোরার সহিত দুটো মনের কথা কহিবেন, কখন তাঁহার সেবা করিবেন, কখন তাঁহাকে মনসাধে সাজাইবেন, এই প্রকার ভাবনায় তাঁহারা সর্ব্বদা ব্যাকুল হইতেন। তাঁহাদের মনোচোরার চিন্তায় কখন কখন তাঁহারা আপন আপন গৃহকার্য্য পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেন, এমন কি শিশু সন্তানকে স্তনপান করাইতে সময়ে সময়ে বিরত হইতেন। সমস্ত ব্রজাঙ্গনাগণ সেই এক শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহারও প্রেম জানিতেন না। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে ঈর্ষা নাই। তাঁহাদের পরস্পরের উপর কাহারও কোন প্রকার ঈর্ষা ছিল না ঈর্ষা থাকিবেই বা কেন? এত আর পশুর প্রেম নয়! এ যে ভগবানের প্রতি প্রেম। এত পাপের তৃপ্তি চরিতার্থ নয়, যে সপত্নীর ঈর্ষা হইবে? এ যে প্রকৃত ভগবানের সেবা! ব্যাকুলতা হইলেই প্রেম গাঢ় হইতে থাকে, প্রিয় দর্শনের জন্য তাঁহাদের প্রেম ক্রমে ক্রমে গাঢ় হইতে লাগিল। তরল প্রেমে ভগবানের শক্তি দেখা যায় না, প্রেম গাঢ় হইলে চারিদিকে ভগবৎ শক্তি ফুটিয়া উঠে। প্রেম গাঢ় হইয়াছিল বলিয়া গোপ গোপীগণ এক কৃষ্ণ বহু দেখিয়াছিলেন। একজন স্বামীর বহু পত্নী হইলে পত্নীদিগের মধ্যে স্বভাবতঃ ঈর্ষা হইতে পারে; কিন্তু ভগবান ইচ্ছাময়, তিনি ইচ্ছা করিলে বহু হইতে পারেন। তিনি বহু হইয়া প্রত্যেক প্রণয়িনীর মনোসাধ মিটাইতে পারেন।

যোগেশ্বরেন কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
প্রবিষ্টেন গৃহিতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ॥

রাস পঞ্চাধ্যায়।

অর্থাৎ গোপীগণ বেষ্টিত হইয়া ভগবান হরি রাসোৎসব আরম্ভ করিলেন। যোগেশ্বর শ্রীহরি দুই দুই গোপিকার মধ্যস্থলে অবস্থিত হইয়া উভয় হস্তে তাঁহাদের কণ্ঠদেশ ধারণ করিলেন। এই প্রকার প্রত্যেক গোপীই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আপন আপন সমীপবর্ত্তী অনুভব করিতে লাগিলেন।

একদা গোপীগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণ গান করিতে করিতে সেই নন্দদুলালকে পতিরূপে পাইবার জন্য অভিলাষ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার নিমিত্ত তাঁহারা হরপ্রিয়া কাত্যায়নীর পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন। যমুনার জলে স্নান করিবার পর তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া ভক্ত বৎসলা কাত্যায়নীর পূজায় মনোনিবেশ করিলেন। কেবল নন্দনন্দনকে পতিরূপে পাইবার নিমিত্তই তাঁহারা সকলে ব্যাকুল হইয়া তাঁহার পাদপদ্মে কুসুমাঞ্জলী দিয়াছিলেন। গোপীদের পূজায় ও স্তবে প্রীত হইয়া আনন্দময়ী আর থাকিতে পারিলেন না,

"অচিরে তোমাদের মনোসাধ পূর্ণ হইবে" বলিয়া আনন্দময়ী তাঁহাদিগকে বর দিলেন। বর লাভ করিয়া আনন্দিত মনে তাঁহারা অপর এক দিন আপন আপন বস্ত্র অলঙ্কার যমুনার তীরে রাখিয়া যমুনার জলে জলকেলি করিতে লাগিলেন। গোপীগণ জলকেলির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের বস্ত্র সকল হরণ করিয়া লইলেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ কথা কহিতে কহিতে এমন অন্যমনা হইয়াছিলেন যে, বস্ত্র চোরকে দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে নদী তীরে বস্ত্র সকল দেখিতে না পাইয়া অতিশয় চিন্তিত হইয়া এদিক ও দিক চাহিয়া যাহা দেখিতে পাইলেন, তাহাতে তাঁহারা অতিশয় লজ্জিতা হইলেন। যাঁহার নিমিত্ত তাঁহারা কাত্যায়নীর ব্রত করিয়াছিলেন, সেই মনচোরাই তাঁহাদের বস্ত্র সকল লইয়াছেন দেখিয়া অধোমুখী হইলেন। বস্ত্র সকল প্রত্যর্পণ করিবার জন্য তাঁহারা সকলে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সুন্দরীগণকে বিনীত ভাবে স্তব করিতে দেখিয়া বলিলেন "সুন্দরীগণ তোমরা অজ্ঞানের ন্যায় কাণ্ড করিতেছ কেন? এক্ষণে উঠিয়া আপন বস্ত্র লও।" শ্রীহরির এই মধুর বাক্যে সুন্দরীগণের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইল। তাঁহারা যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, সেই দিকেই শ্যামসুন্দরকে দেখিতে পাইলেন। জলে শ্যাম, আকাশে শ্যাম, যমুনার প্রতি তরঙ্গে তরঙ্গে শ্যাম, এমন কি দেহের সকল অংশে সেই শ্যাম। তবে এই শ্যাম সুন্দরের কাছে লজ্জা কি? যিনি সর্ব্বস্থানে বিরাজিত রহিয়াছেন, তাঁহাকে আবার লজ্জা!! আমরা অবোধের ন্যায় লজ্জা করিতেছি। অন্যে বস্ত্র চুরি করিয়া লইলে পাপ হইতে পারিত, কিন্তু ভগবানে পাপ নাই। তিনি সর্ব্বব্যাপী অর্থাৎ পাপও তিনি এবং পুণ্যও তিনি। ভগবানে পাপস্পর্শে না, কারণ তিনি নির্লিপ্ত। গঙ্গায় মল মূত্র পড়িলে কি গঙ্গা অপবিত্র হয়? অগ্নি সর্ব্বভুক, তাই বলিয়া কি অগ্নি অপবিত্র? গোপীগণ এই প্রকারে আপনাদিগকে ধিক্কার দিতে দিতে কৃতাঞ্জলি পুটে নদী তীরে উঠিয়া আপন আপন বস্ত্র লইলেন, এবং বিবিধ প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন।

সময়ান্তরে গোপীগণ সকলেই একদা পূর্ণিমা রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার মানসে নানা প্রকার বেশ ভূষার দ্বারা আপনাদিগের দেহ সাজাইলেন। কেহ বা সুন্দর পুষ্পের দ্বারা আপন কবরী বন্ধন করিলেন। কেহ বা আপন পদদ্বয় অলক্ত দ্বারা শোভিত করিলেন। কেহ বা আপন চক্ষুর্দ্বয়ে অঞ্জন দিলেন, কেহ বা নূপুরের দ্বারা আপন পদদ্বয়ের শোভা বৃদ্ধি করিলেন, কেহ বা বনপুষ্পে আপন শ্রীঅঙ্গ সাজাইলেন এবং কেহ বা তাম্বুল দ্বারা আপনার বদনমণ্ডলের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিলেন। এই প্রকার নানা সাজে সাজিয়া গোপীগণ তাঁহাদের প্রেমাস্পদের নিকট আসিতে লাগিলেন। পরস্পর প্রেমালাপ করিতে করিতে তাঁহাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ লাভ হইল। শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাগণে বেষ্টিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। পূর্ণিমার রজনী বিমল চন্দ্র কিরণে হাসিতেছিল বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মধুময় সৌন্দর্য্যের দ্বারা তাহা মলিন হইয়া গেল। সুন্দরী গোপিকাগণ তাঁহাদের মনোচোরাকে

নিকটে পাইয়া যথা বিধানে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। কেহ বা আপনার শ্রীকণ্ঠ হইতে পুষ্পমালা উন্মোচন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের গলদেশে পরাইয়া দিলেন, কেহ বা তাঁহার চূড়ায় সুন্দর শিখীপুচ্ছ পরাইয়া দিলেন, কেহ বা তাঁহার ললাট দেশ সুন্দর চন্দন দ্বারা শোভিত করিলেন। এই প্রকারে সেই সকল সুন্দরী গোপিকাগণ তাঁহাদের প্রেমাস্পদকে আপন আপন রুচি অনুসারে সাজাইলেন। তারকাগণে বেষ্টিত হইয়া পূর্ণচন্দ্র যেমন শোভা পাইয়া থাকে, সেই প্রকার সুন্দর গোপীগণে বেষ্টিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মধুর রাসলীলা দেখিবার নিমিত্ত সূর্য্যদেব ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার উদয় হইবার আয়োজন হইতে লাগিল। বিহঙ্গমগণ চারিদিকে শ্রীকৃষ্ণ লীলা গান করিতে লাগিল, স্নিগ্ধ বায়ুসঞ্চালনে কুসুম গন্ধ বিস্তার হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণের মধুর রাসলীলায় সমস্ত বৃন্দাবন ধাম মধুময় হইয়াছিল। তাঁহার মধুর লীলারসে যে ব্যক্তি ডুবিয়াছে, সে মজিয়াছে, আমার ন্যায় মূঢ় জনের এ লীলা রহস্য ভেদ করা বড় কঠিন। যাঁহার চরিত্রে পশুভাব আদৌ নাই, তিনিই এই লীলা রসের প্রকৃত অধিকারী। এই লীলা মহর্ষি বেদব্যাস কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্গত। ভাগবতের অপর একটী নাম পরমহংস সংহিতা।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়।

কোকিল কূজন বা দুখের গাথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত—ধর্ম্ম প্রচারকের ৮১ পৃষ্ঠা হইতে)
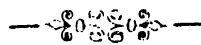
(৪৯)

"কাঁদিল ভারত স্মরি পূরবের কথা,
পারে কি ভুলিতে হায় মরমের গাথা?
রুদ্ধ কণ্ঠে অতি ধীরে
কহিল বিনয় ক'রে
কেন গো এ চিত্র-স্মৃতি পাই বড় ব্যথা,
চলি যাও সখী তুমি, রাখ মোর কথা।"

(৫০)

"সম্বরি নয়নাসার, পারে কি দুখিনী,
সম্বরিতে নেত্র জল—জীবন সঙ্গিনী।
সম্বরিয়া কোন মতে
দেখিল বিমান পথে
উজলি গগন, তেজে চলিয়াছে রাণী
মনেতে হইল তাঁর আশা মাখা বাণী।

(৫১)

'করিব তোমায় রক্ষা, তব পুত্রগণে
শিখাইব নানা বিদ্যা নিজ পুত্র জ্ঞানে,
স্বাধীনতা মহামন্ত্র
আত্ম রক্ষা মহাযন্ত্র
সকলি দিব গো আমি আনন্দিত মনে
লভিবে পরম সিদ্ধি সাধিলে যতনে

(৫২)

"ঝটিকা-বিধ্বস্ত পান্থ নিশার আঁধারে
দিশাহারা হ'য়ে ডুবি নিরাশা সাগরে,
দীপের কিরণ হায়
যদি সে দেখিতে পায়
আশালোক ফোটে তার হৃদয় মাঝারে,
বুঝি বা বাঁচিব প্রাণে এই মনে করে।

(৫৩)

"সেরূপ ভারতী সতী, অতি অভাগিনী,
আশায় বাঁধিয়া বুক ভাবিল তখনি,
ইংলণ্ড করুণা ক'রে,
আশ্রয় দিয়াছে মোরে,
নিশ্চয় ঘুচিবে মম দুখের রজনী,
উদিবে সৌভাগ্য রবি দেখিবে অবনী।

(৫৪)

"'আশার ছলনা ইহা প্রলোভন ময়,'
যে বলে এমন কথা, নহে সদাশয়।
নিতান্ত কুটিল যেই
সেই ত বলিবে এই
নতুবা ইংলণ্ড কভু পরাঙ্মুখ নয়,
পালিতে প্রতিজ্ঞা তাঁর জানিও নিশ্চয়।

(৫৫)

"ইংরাজের মহাতন্ত্র ইতিহাস ধন
স্বাধীনতা বীজ তার অমূল্য রতন
উদ্যম তাহাতে মন্ত্র
একতা তাহাতে যন্ত্র
শিক্ষা দীক্ষা এক মাত্র বেদের বচন
"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

(৫৬)

"ইংরাজের স্তব স্তোত্র কবচ অক্ষয়,
বিজ্ঞান অমূল্যনিধি মহাশক্তি ময়,
ভীষণ "ম্যাক্‌সিম্ গান"
অব্যর্থ আগ্নেয় বাণ,
সুদৃঢ় সঙ্কল্প বর্ম্ম ভেদ নাহি হয়
স্বদেশ বৎসল তারা তাই ত নির্ভয়!

(৫৭)

"অঙ্ক শাস্ত্র তাহাদের যদিও নবীন
হ'য়েছে তাহাতে তারা বিশেষ প্রবীণ,
বিজ্ঞান উন্নতি তরে,
এখনো যতন করে,
ইংরেজ গণিতে সদা হ'য়ে আছে লীন;
বিজ্ঞান, সাধনে সিদ্ধি অন্যথা কঠিন।

(৫৮)

বিজ্ঞান প্রসূত শিল্প মঙ্গল কারণ,
ইংলণ্ড মহত্ব তায় হ'য়েছে স্থাপন,
সে শিল্প বাণিজ্যাকারে,
প'শি দেশদেশান্তরে,
দিবা নিশি করি যত্নে সুবর্ণ অর্জ্জন,
ইংলণ্ড জাতীয় কোষ করিছে পুরণ।

(৫৯)

"সাহিত্য আনন্দময় মধুময় আর,
স্বাধীনতা মহামন্ত্র করিছে প্রচার,
সুছন্দে মার্জ্জিত ভাবে
কোমল, কঠোর রবে,
ইতিহাস হয় মাত্র সাহিত্য আকার
উভয়ের এক মন্ত্র মহামন্ত্র সার।

(৬০)

"দর্শনে দ্রষ্টব্য তারা করেনি দর্শন,
তথাপি তাঁদের তাতে চিন্তা বিলক্ষণ,
চিন্তা করি অবিরাম,
হইবে সফল কাম,
চেষ্টায় সকল সিদ্ধি পণ্ডিত বচন,
সাধিলে হইবে সিদ্ধি করিয়া যতন।

(৬১)

"এইত সকল শাস্ত্র ইংরেজের ধন
ক'রেছে তোদের করে সকলি অর্পণ
কিছুত গোপন ক'রে
রাখেনি আপন ঘরে
আপন সন্তান তরে, ভাবিয়া আপন
সকলি তোদের করে করেছে অর্পণ।

(৬২)

"এই শাস্ত্র পড়ি সবে ইংলণ্ড সন্তান,
লভিল জগতে দেখ কত উচ্চ স্থান,
কত শক্তি কত শৌর্য্য
কত বল কত বীর্য্য
সিংহের বিক্রমে ধরা সদা ম্রিয়মান।
কে আছে ধরায় বল সিংহের সমান?

(৬৩)

"সে শাস্ত্র পড়িয়া তোরা লভিলি কি ধন;
ইংলণ্ড প্রতিজ্ঞা কিন্তু করিছে পালন,
ধন্য সে ইংলণ্ড রাণী
ধন্য তাঁর আশা বাণী
কিন্তু এ আশ্চর্য্য বড় হায় বিড়ম্বন,
এক বৃক্ষে দুই ফল দুই আস্বাদন।

(৬৪)

"যে শাস্ত্র প'ড়িয়া তারা লভিছে উন্নতি।
তোদের প'ড়িয়া তাহা অধোদিকে গতি!
জাতীয় গৌরব স্মরি
অই শির উচ্চ করি,
দেখ্‌রে রয়েছে তারা তোরারে দুর্ম্মতি!
জাতীয় গৌরব ভুলি এত অবনতি!

(৬৫)

"তাঁহাদের ইতিহাস করিছে প্রকাশ,
ছিল তারা কোন দিন অপরের দাস।
তাদের জাতীয় ভিত্তি
সেইত দাসত্ব বৃত্তি
কত নীচে ছিল এবে কোথায় বিকাশ,
মহত্ব বাড়িছে সদা সৌভাগ্য প্রকাশ।

(৬৬)

"তখন তাহারা ছিল বড়ই দুর্ব্বল,
ছিল না ক কিছু মাত্র সভ্যতা সম্বল
জলে জলচর প্রায়
ডাকাতি ক'রিত হায়!
করিত বারণ লজ্জা পরিয়া বল্‌কল্‌
ছিল না তখন কিছু সভ্যতা সম্বল।

(৬৭)

"তোদের জাতীয় ভিত্তি অতি উচ্চতর
ভুলিয়া হইলি সবে নিতান্ত বর্ব্বর!
জাতীয় গৌরব কথা,
নাইরে হৃদয়ে গাথা,
তাইত হয়েছ সবে অসভ্য পামর!
তোদের জাতীয় ভিত্তি অতি উচ্চতর।

(৬৮)

"যে বংশে তোদের জন্ম কি বলিব আমি?
কতশত জন্মেছিল বীর-চূড়ামণি!
কত কবি কত কাব্য,
সুযোগ্য পণ্ডিত-সেব্য,
সাহিত্য-কাননে হায় সবার অগ্রণী,
ছিল না ভারত কভু এত অভাগিনী।

(৬৯)

"চিন্তার কাননে পশি দেখ একবার
ছিল যা তোদের বংশে কোথা আছে আর?
সে চিন্তা-প্রসূত ফল,
ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল,
জগত গাইছে যাঁর কীর্ত্তি অনিবার,
এমন অমূল্য রত্ন কোথা আছে আর?

(৭০)

"বাল্মীকিব্যাসের কথা নাহি প্রয়োজন,
চাই না বলিতে কিছু বসিষ্ট বচন,
মনু পরাশর কথা
চাই না বলিতে হেথা,
চরক সুশ্রুত অহে অমূল্য রতন,
আয়ুর্ব্বেদ ভারতের মহামূল্য ধন।

(৭১)

"কে না জানে ভৃগু গর্গ কোথায় জন্মিল?
কে না জানে আর্য্য ভট্ট কোন্ দেশী ছিল?
নৈষধ ভারবী মাঘ,
কালিদাস মহাভাগ,
বরাহ মিহির সবে কোন্ দেশে ছিল?
কে না জানে বররুচি কোথায় জন্মিল?

(৭২)

"বিক্রমে বিক্রমাদিত্য কে না জানে তাঁরে?
পারে কি প্রতাপে কেহ ভুলিতে সংসারে?
টডের সে রাজস্থান
এখনো করিছে গান;
এখনো শিবাজী নাম প্রদীপ্ত অক্ষরে,
ইতিহাসে শীর্ষস্থান অধিকার করে।

(৭৩)

"সীতাও এদেশে ছিল সাবিত্রী হেথায়,
কে না জানে লীলাখনা জন্মিল কোথায়?
লক্ষ্মীবাই কোথাকার?
সে রাণী ভবানী আর?
স্বর্গীয়া অহল্যা দেবী কে না জানে তাঁয়?
এখনো যাঁদের যশ জগজ্জন গায়?

(৭৪)

"শঙ্কর শঙ্কর সম ছিল এ ভারতে,
দশ নাম যোগী সৃষ্টি হ'ল যাঁর মতে,
এদেশে গৌরাঙ্গ ছিল,
হরিনাম প্রচারিল,
ভাসিয়া চলিছে বঙ্গ হরিনাম স্রোতে,
কি আছে কোথায় যাহা না আছে ভারতে?

(৭৫)

"কত আর নিব নাম? শোনরে সবায়,
তোদের বংশের মত নাহিক ধরায়, ;
হায়রে দুখের কথা,
ভুলিয়ে গৌরব-গাথা,
কলঙ্ক-কালিমা-ক্লিষ্ট তুচ্ছ মালিকায়,
যতনে পরিছ সবে গরবে গলায়!

ক্রমশঃ—

শ্রী—

জাতি সমাজাদির ন্যায় কল্পিত কি নিত্যসিদ্ধ?

প্রকৃতিজ দ্রব্য গুণ ক্রিয়ার সমবায়ে এক ধর্ম্মাবলম্বী সমুদয়ের প্রকাশককে জাতি বলে। উক্ত মীমাংসায় প্রথমে প্রকৃতি লক্ষণ নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। বেদান্তবাদীরা বলেন, "চিদানন্দময়ব্রহ্মপ্রতিবিম্বসমন্বিতা তমোরজঃ সত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা।" চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সমন্বিতা অর্থাৎ প্রতিচ্ছায়া বিশিষ্টা তম রজ ও সত্ত্বগুণের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলে। মনু বলেন "আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥" অপ্রত্যক্ষ অবিজ্ঞেয়, সর্ব্বপ্রকার লক্ষণ বিহীন প্রসুপ্তের ন্যায় অপ্রজ্ঞাত এই জগত যাহাতে লীন ছিল তাহাকে প্রকৃতি বলে। কূর্ম্মপুরাণে বলে "মহদাদ্যাং সংপ্রসূতেঽখিলং জগৎ যা সা প্রকৃতিরুদ্দিষ্টা মোহিনী সর্ব্বদেহিনাং" মহদাদি বিশেষ অর্থাৎ পরমাণু পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎকে যিনি প্রসব করেন তিনি প্রকৃতি। উক্ত প্রমাণত্রয়ে প্রকৃতি যে রূপাদির সৃষ্টি স্থিতি সংহারের হেতু ইহা নিশ্চয় হইতেছে।

সৃষ্টবস্তু প্রকাশে প্রকৃতি দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছেন, "সত্ত্বশুদ্ধ বিশুদ্ধ্যাভ্যাং মায়া বিদ্যে চতে মতে। মায়া বিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ" "অবিদ্যা বশগস্ত্বন্য স্তদ্ বৈচিত্র্যাদনেকধা সা কারণ শরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞ স্তত্রাভিমানবান্" পঞ্চদশী তত্ত্ব বিবেকে মায়া ও অবিদ্যা সত্ত্বগুণের নির্ম্মলতা হেতু মায়াতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য মায়াকে বশীভূত করিয়া সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তাহা হইতে অপর গুণের মলিনতা প্রযুক্ত উক্ত অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য সেই অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া জীব শব্দে কথিত হন। সেই অবিদ্যার নৈর্ম্মল্য বা মলিনতার তারতম্য বিশেষে দেব, মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি জীব অনেক প্রকার হইয়া থাকে। অবিদ্যার নামান্তর কারণ শরীর। সেই কারণ শরীরের অভিমানী জীব সকলকে প্রাজ্ঞ বলা যায়। "দ্রষ্টদৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্ব্বার্থকং" পাতঞ্জল দর্শন কৈবল্য পাদের উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যা "অনুলোম প্রতিলোম লক্ষণ পরিণাম দ্বারে সহজং শক্তিদ্বয়মস্তি। তদেব পুরুষার্থ কর্ত্তব্যতোচ্যতে সা চ শক্তি চেতনয়া অপি প্রকৃতেঃ সহজৈবঃ তত্র মহদাদি মহাভূত পর্য্যন্তোহস্যা বহির্ম্মুখতয়া অনুলোমঃ পরিণামঃ পুনঃ স্বকারণানুপ্রবেশেন দ্বারেণাস্মি তান্তঃ পরিণামঃ প্রতিলোমঃ ইত্থং পুরুষস্য ভোগপরিসমাপ্তে সহজ শক্তিদ্বয় ক্ষয়াৎ কৃতার্থা প্রকৃতির্ন পুনঃ পরিণামমারভতে প্রকৃতিপুরুষয়োরনাদি ভোগ ভোক্তৃত্বলক্ষণঃ সম্বন্ধস্তস্মিন্ সতি ব্যক্ত চেতনায়াপ্রকৃতেঃ কর্ত্তৃত্বাভিমানাৎ সুখদুঃখানুভবে।

পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ প্রকৃতির যে অনুলোম ও বিলোম এই দুইটী শক্তি আছে, প্রকৃতি স্বয়ং মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি মহাভূত ও তাহার বিকারাদি নানা পদার্থ রূপে জগতে পরিণত হয়, প্রকৃতির এই পরিণামকে অনুলোম শক্তি বলা যায়। আর প্রকৃতি জগতের সমুদয় পদার্থকে স্ব স্ব কারণে বিলীন করিয়া আপনিও স্বকারণে লয়প্রাপ্ত হওয়ায় তাহাকে প্রতি-

লোম শক্তি বলা যায়। বাস্তবিক পুরুষের ভোগ সমাপ্ত হইলে তখন আর প্রকৃতির পরিণাম হয় না। প্রকৃতি পুরুষ-সংযোগ হইলে চেতনাশক্তি প্রাপ্ত হয়। তখন স্বীয় কর্তৃত্বাভিমানিনী হইয়া নানা প্রকার কর্ম্ম করে। সেই সকল কর্ম্মের দ্বারাই জীবের সুখ দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে

ঈশ্বরোপাধি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার শরীর আর সূক্ষ্ম বিশেষ অর্থাৎ পরমাণু পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম স্থূল সমুদয় জড় জগৎ প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কারণ-শরীরের নৈর্ম্মল্য ও মালিন্যের তারতম্যানুসারে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ জন্মিয়াছে। জাত বস্তুর অনুরূপ স্থানীয় পরমাণুর ধর্ম্মানুসারে জল, বায়ু ও তদ্গুণ বিশিষ্ট পরমাণু প্রকৃতি হইতে নিয়মিত হয়। তাহা হইতে সূক্ষ্ম, স্থূল শরীরের উদ্ভব হইয়া থাকে। উদ্ভব-স্থানের গুণে আকৃষ্ট হইয়া ঐ চতুর্বিধ জন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন অবয়বে প্রকাশ পায়। তাহাতেই প্রাণিগত কি আকার, কি বর্ণ, কি ভাষা, কি ধর্ম্ম কিছুতেই সাদৃশ্য নাই। যথা গ্রীষ্ম-প্রধান আফ্রিকায় কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্য তাহাদিগের আকার পৃথক্, স্বজাতীয় ধর্ম্ম পৃথক্, ভাষা পৃথক্ এবং শরীরের গঠন পৃথক্। আবার ইংলাণ্ড প্রভৃতি শীত-প্রধান স্থানে মনুষ্য তদ্বিপরীত শ্বেতবর্ণ, তাহাদিগের ভাষা পৃথক্, ধর্ম্ম পৃথক্। কেবল স্থানীয় পরমাণুর গুণের পার্থক্য বশতই ঐরূপ পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। ইহাই প্রকৃতির অনুলোম শক্তির পরিণাম। ঐ পরমাণুগত স্বধর্ম্মের ফলে ম্লেচ্ছ যবন হিন্দু প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জন্ম গ্রহণ করায় স্থানীয় স্বভাবানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রূপ ভাষা, বর্ণ ও দৈহিক গঠন হওয়ায় এবং শৌচাচার ও ধর্ম্ম স্বভাবানুযায়ী হওয়ায় জাতির মধ্যে সমবেদনা হইয়া থাকে। সকল জাতি স্ব স্ব ধর্ম্মবিধি ঈশ্বরকৃত বিধান বলিয়া প্রকাশ করেন। যথা, ম্লেচ্ছ বাইবেল, যবন কোরাণ, হিন্দু বেদ পুরাণাদি ঈশ্বর হইতে প্রকাশ হইয়াছে স্বীকার করিতেছেন, অথচ পরস্পরের বিধান, শৌচাচারাদি উপাসনা ও ভোজ্য পান পেয়াদি সম্পূর্ণ পৃথক্। চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, শীত প্রধান স্থানের স্বভাব ও স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত যেরূপ বিধান আবশ্যক, গ্রীষ্ম প্রধান স্থানে যেরূপ বিধানের প্রয়োজন এবং সমতল ক্ষেত্রের স্বভাবানুযায়ী যেরূপ বিধান আয়ুষ্কর হইতে পারে, তদনুসারে আয়ুষ্কর বিধান বিধিবদ্ধ হওয়ায় ধর্ম্মও পৃথক্ হইয়াছে। প্রকৃতির অবস্থার উপযোগী নিজ নিজ ধর্ম্মের বিধান হওয়ায় শৌচাচার প্রভৃতি এবং পেয় ভোজ্য ও উপাসনা প্রণালী বিপরীত দেখা যায়। ধর্ম্ম বিধান একরূপ হইলে স্বভাবের অনুপযোগিতার নিমিত্ত তাহা কখনই আয়ুষ্কর হইত না, এবং প্রকৃতির সহিত ধর্ম্ম বিধানের ঐক্য না থাকিলে উহা ঈশ্বরকৃত বিধান বলিয়া কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারিত না। অতএব ধর্ম্মানুশাসনের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মই জাতির পরিচায়ক, তাহা কখনই মানবীয় নহে, উহা প্রকৃতির সহিত ক্লিপ্ত থাকায় নিত্য বলিতে আপত্তি হইতে পারে না।

পরমাণুর গুণের বৈষম্য হেতু এই পার্থক্যের নিমিত্ত ধর্ম্ম প্রাকৃতিক। সুতরাং উহা ঈশ্বরানুমোদিত, তাহাতে সংশয় নাই। ভারতবর্ষে যে আদিম বর্ণ-চতুষ্টয়ের উদ্ভব হয়, তাহাদিগের উৎপত্তি স্থান এক কি পৃথক্, তাহার নির্ণয়ের নিমিত্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণের আলোচনা আবশ্যক। "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যকৃতঃ উরূতোঽজায়তে বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়তঃ।

"(শ্রুতি)।" "সসর্জ্জ ব্রাহ্মণান্ বক্ত্রাৎ ক্ষত্রিয়াংশ্চ ভুজাদ্বিভুঃ। বৈশ্যানূরুদ্বয়াদ্দেবঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রান্ পিতামহঃ॥" (কূর্ম্মপুরাণে) "আদৌ প্রজাপতেজাতা মুখাদ্বিপ্রাঃ সদারকাঃ। বাহুভ্যাশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা উরোর্বৈশ্যা বিজজ্ঞিরে। পাদাচ্ছূদ্রাশ্চ সম্ভূতা দ্বিজবর্ণ্যস্য সেবকাঃ॥" সৃষ্টি ঘটিত আক্ষেপ, "তদৈক্ষত একোহহং বহুস্যাম প্রজায়েয়েতি ততোহসৃজতেতি শ্রুতি মায়য়া সহ স্বাত্মারামোপ্যরীরমৎ।" (শ্রুতি)। "দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোহভবৎ। অর্দ্ধেন নারী পুরুষো বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥ নারীঞ্চ শতরূপাখ্যাং যোগিনীং সসৃজে শুভাং। সা দিবং পৃথিবীঞ্চৈব মহিম্না ব্যাপ্য সংস্থিতা॥ যো ভবেৎ পুরুষাৎ পুত্রো ব্যক্তাৎ অব্যক্ত জন্মনঃ। স্বায়ম্ভুব মনুর্দ্দেবঃ সোহভবৎ পুরুষো মুনিঃ॥ (কূর্ম্মপুরাণ)। ঈশ্বরের রূপ ঐ পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যথা;— সর্ব্বতঃ পাণিপাদঞ্চ সর্ব্বতোহক্ষিশিরোমুখং। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥"

পূর্ব্বাপর প্রমাণের অনুবাদ আবশ্যক। নতুবা প্রমাণের একবাক্যতার স্থির করা দুর্ব্বোধ হইয়া পড়ে। প্রথমোক্ত শ্রুতিতে একবচন দ্বারা উদ্ভব নির্দেশ করিয়াছেন অগ্নিপুরাণে দারার সহিত বহু বচনে বর্ণ চতুষ্টয়ের উদ্ভব নির্ণীত হইয়াছে। স্থানের প্রতি ঐক্য মত অর্থাৎ মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র জন্মিয়াছে। ইহাতে আবরোধ উদ্ভবের অনুক্রমে যে যে শ্রুতি দেখা যায়, তাহাতে ঈশ্বর প্রকৃতিকে দর্শন করিয়া আলোচনা করিলেন, "আমি এক বহু হইব ও জন্মিব এবং বিবিধ রূপে ব্যক্ত হইব।" অতঃপর সেই আত্মারাম মায়ার সহিত রমণ করিয়াছিলেন। কূর্ম্মপুরাণোক্ত প্রমাণে সেই বিরাট পুরুষ স্বদেহ দ্বিধা করিলেন, অর্দ্ধাংশে পুরুষ এবং অর্দ্ধাংশে নারীর সৃষ্টি করিলেন। উক্ত নারীর অংশে শতরূপা নাম্নী রমণী সৃষ্ট হইলেন। সেই যোগিনী শুভা নারী মহিমার দ্বারা স্বর্গ ও আকাশ ব্যাপিয়া রহিলেন। সেই অব্যক্ত জন্মার যে বিরাট পুরুষ জন্মে, সেই পুরাণ মুনি স্বায়ম্ভুব মনু শেষ প্রমাণে বিরাট পুরুষের অবয়ব বর্ণিত হইল, যাঁহার পাণি পাদাগ্র সর্ব্বত প্রসৃত, যাঁহার অক্ষি শিরোমুখ সর্ব্বত্র ব্যবস্থিত, যিনি সর্ব্বত্র শ্রুতিমান্ এবং লোক মধ্যে যিনি সমস্ত আবৃত করিয়া অবস্থিত, তিনি হিরণ্যগর্ভ বিরাট পুরুষ পিতামহ। ঈশ্বরের ইচ্ছায় (সত্তায়) প্রকৃতির চৈতন্য হয়। ঈশ্বর সংকল্প করিলেন, আমি এক বহু হইব। আলোচনা হইবামাত্র মায়ার সহিত মিথুনাসক্ত হওয়ায় প্রকৃতি বহুনাম-যুক্ত রূপ সৃষ্টি করিলেন। প্রকৃতির অর্দ্ধাংশ আবৃত হওয়ায় তাহা নারীরূপে বিকাশ হয়। ঐ প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সংযোগে বিরাট পুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সূক্ষ্ম অমালিন্য হীনতার নিমিত্ত এবং সত্ত্বগুণের প্রতিবিম্ব উদ্ভব হওয়ায় মায়া তাঁহার বশীভূত। এই নিমিত্ত বিরাট পুরুষ ইচ্ছানুরূপ বিগ্রহ গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতরূপ বিশ্বাকার তাহা প্রমাণে সুব্যক্ত হইতেছে। "অব্যক্তাদ ভবৎ কালঃ প্রধানঃ পুরুষঃ পরঃ। তেভ্যঃ সর্ব্বমিদং জাতস্তস্মাদ্‌ব্রহ্মময়ং জগৎ॥" (কূর্ম্মপুরাণে)॥ অব্যক্ত হইতে কাল প্রধান ও পরমপুরুষ উৎপন্ন হইয়াছে। কাল ও পরমপুরুষ হইতেই আবার সমস্ত জন্মিয়াছে। সুতরাং সমস্ত জগতই ব্রহ্ম ময়, অর্থাৎ ব্রহ্ম কলেবর বলিয়া মুখাদিতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সূচনা করিতেছে। বিবিধ

সৃষ্টির নিমিত্ত ইচ্ছানুরূপ কলেবর যাহা ধারণ করিতেছেন, তাহা তাঁহার বিভূতি মাত্র। তাহাই শেষে বিশ্বাকারে পরিণত হয়। বিশ্বাকারে মানব সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। এই নিমিত্ত সত্ত্বগুণের আধিক্যে মানব সৃষ্টি করিবার জন্য মানবাকারে স্বশরীর দ্বিধা বিভক্ত করিয়া মনু নামে পুত্র এবং শতরূপা নাম্নী কন্যার সৃষ্টি করেন, এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উৎপন্ন করেন। প্রকৃতিসম্ভূত গুণ পৃথক থাকায় স্রষ্টার শরীরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের নির্দ্দেশ হইয়াছে। কাজেই তাহাদের উৎপত্তি স্থান উদ্ভব কালে পৃথক ছিল নতুবা উৎপত্তি হেতু পৃথক, দ্বিধা শরীর হইবার প্রসঙ্গ বৃথা কল্পনা হয়, এবং প্রকৃতপক্ষে যুক্তি বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, অর্থাৎ ব্রহ্মার শরীর হইতে উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা স্থির করিলে প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে উদ্ভব হওয়ার প্রসঙ্গ স্থির থাকে না। কারণ উৎপত্তির কারণ দুই প্রকার, ইহা কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। মিথুনাশক্ত জন্মের হেতু স্থির রাখিয়া স্থান জন্মের কারণ স্থির করিলে প্রমাণাদির বিরোধ থাকে না। বিশ্বাকার যাহার শরীর, তাহার হস্ত ও মুখ মানবাকারে দেখিতে গেলে তাহা যুক্তি বিরুদ্ধ। সুতরাং বিশ্বের অংশ দিয়াই মুখ হস্ত পদাদি স্থির করাই সাধু কল্পনা। প্রমাণের মধ্যে বচনাদির যে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়, ব্যক্তি ভেদে বহু বচনে যাহা বুঝায়, জাতিত্বে একবচনে তাহাই লক্ষ্য। সুতরাং পরস্পরে একার্থ প্রযুক্ত অবিরোধ। সুতরাং বর্ণ চতুষ্টয়ের উদ্ভব কালে জন্মস্থান যে পৃথক পৃথক ছিল তাহা শ্রুতি ও পুরাণাদির প্রমাণ দ্বারা সুদৃঢ় হইল।

ক্রমশঃ—

শ্রীবিনোদ লাল শর্ম্মা পাকড়াশী।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রবন্ধকারিণী কমিটির অধিবেশন।

—:•:×:•:—

প্রধান কার্য্যালয় (কাশ্মীর ভবন) কাশী। কার্ত্তিক শুক্লা ৮মী। সংবৎ ১৯৬৩ তারিখ ১৫ই সেপ্টেম্বর সন ১৯০৬ ইং। বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা।

নিম্ন লিখিত মহাশয়গণ উপস্থিত ছিলেন :—

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী।

„ রায় বাহাদুর পং মহারাজনারায়ণ শিবপুরী।

„ বাবু রাধাকৃষ্ণদাস রইস, বারাণসী।

„ বাবু কপালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, বারাণসী।

„ রাম প্রসাদ চৌধুরী মেনেজার, বেনারস ব্যাঙ্ক।

„ পং গোপীনাথ শর্ম্মা।

শ্রীযুক্ত রায় বরদাকান্ত লাহিড়ী মহাশয়ের পত্র পঠিত হইল। তিনি শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর পণ্ডিত মহারাজনারায়ণ শিবপুরী শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয়কে আপনার প্রতিনিধি (প্রক্সি) নিযুক্ত করিয়া আপনার পক্ষ হইতে অনুমতি প্রদান করিবার অধিকার দিয়াছিলেন।

১। সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে স্বীকৃত হইল যে শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় অদ্যকার সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করুন।

২। পূর্ব্ববর্ত্তী কমিটির কার্য্যাবলি পঠিত হইল এবং উহা স্বীকৃত হইয়া সভাপতির স্বাক্ষর হইল।

৩। শ্রীযুক্ত রায় বরদাকান্ত লাহিড়ী মহাশয়ের ২০শে সেপ্টেম্বরের পত্র, শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের ১৬ই সেপ্টেম্বরের পত্র এবং শ্রীযুক্ত রাজা বলবন্ত সিংহ কে, সি আই, ই. আওয়াগড়াধিপতি মহাশয়ের পত্র পঠিত হইল যে, তাঁহারা অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না।

৪। হিজ হাইনেস্ শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর দ্বার বঙ্গ মহোদয়ের ইং ১৯০৬ সনের ৬ জুলাই তারিখের পত্র যাহাতে শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের কার্য্যকরিণী সভার মন্তব্য (তারিখ ৪ মে, সন ইং ১৯০৬) এর নিমিত্ত ধন্যবাদ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা পঠিত হইল এবং আনন্দ প্রকাশ করা হইল।

৫। হিজ হাইনেস্ শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর শৈলানা কে, সি, আই, ই, মহাশয়ের অসুস্থতার নিমিত্ত কিছু দিনের নিমিত্ত কোনও মহানুভাবকে কার্য্যকারিণী সভার একটিং প্রেসিডেণ্ট নিয়োগ করিবার বিষয়ে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে স্থির হইল যে শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয়কে শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রবন্ধকারিণী সভার একটীং প্রেসিডেণ্ট নিয়োগ করা হউক।

৬। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, টাকীর জমীদার মহাশয়ের ইং সন ১৯০৬, ২০ জুন তারিখের পত্র যাহাতে তিনি বঙ্গ ধর্ম্ম মণ্ডলকে মাসিক ১০, দশ টাকা সহায়তা প্রদান করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা পঠিত হইল এবং স্থির হইল যে এই সহায়তার নিমিত্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ করা হইবে।

৭। শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সি, এস, আই, ভারত রত্ন মহোদয়ের ইং সন ১৯০৬, ১০ই জুলাই তারিখের পত্র, যাহাতে তিনি বঙ্গ ধর্ম্ম মণ্ডলে ১০০৲ টাকা দান করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা পঠিত হইল এবং স্থির হইল যে এই সহায়তার নিমিত্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ করা হউক।

৮। শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর ময়ুরভঞ্জের ইং সন ১৯০৬, ১৭ই জুলাই তারিখের পত্র যাহাতে তিনি ২০০৲ টাকা এক কালীন দানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা পঠিত হইল এবং স্থির হইল যে এই সহায়তার নিমিত্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ করা হউক।

৯। শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর গিধোড় কে, সি, আই, ই, মহোদয়ের নিকট হইতে ১০০০৲ এক সহস্র টাকা দান প্রাপ্তি এবং তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটরির সন ১৯০৬, ৩ই সেপ্টেম্বর তারিখের পত্র যাহাতে রাজা বাহাদুর আপনার রাজধানীতে একটী সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপনের ঘোষণা করিয়াছেন উহা পঠিত হইল এবং স্থির হইল যে এই নিমিত্ত রাজা সাহেবকে ধন্যবাদ করা হউক।

১০। শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর কৈঁওথল মহাশয়ের ইং সন ১৯০৬, ১২ই আগষ্ট তারিখের পত্র পঠিত হইল। উহাতে তিনি শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলে মাসিক ২৫৲ টাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ইহা স্থির হইল যে এই নিমিত্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ করা হউক।

১১। শ্রীযুক্ত প্রধান সভাপতির স্বাক্ষর যুক্ত মেমোরিয়াল (আবেদন পত্র) যাহা শ্রীযুক্ত লেপ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর বেঙ্গল মহোদয়ের নিকট প্রেরিত হইয়াছে যে বাঁশবেড়িয়া রেলওয়ে ষ্টেশন শ্রীহংসেশ্বরী দেবীর মন্দিরের সমীপে স্থাপিত হউক, উহা পঠিত হইল এবং তাহা প্রকাশ করা হইল।

১২। শ্রীযুক্ত প্রধান সভাপতির দ্বারা প্রেরিত আবেদন, যাহা শ্রীযুক্ত লেপ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণর বেঙ্গলের নিকট সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষার বিষয়ে প্রেরিত হইয়াছে, তাহা পঠিত হইল এবং তাহা প্রকাশ করা হইল।

১৩। শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের অধিবেশন প্রান্তীয় কার্য্যালয়ের মুখ্য স্থান সমূহে করা হউক অথবা এরূপ তীর্থ স্থান সমূহে করা হউক, যে সকল তীর্থে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রধান উৎসব অথবা মেলা হইয়া থাকে। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে স্থির হইল যে, প্রত্যেক বর্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তের প্রসিদ্ধ মেলার অবসরে মহামণ্ডলের পক্ষ হইতে মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য প্রচারার্থ মহাধিবেশন করা হউক এবং উহার সূচনা সমস্ত সভা এবং ট্রষ্টি মহাশয়দিগকে প্রদত্ত হউক, এবং যদি সম্ভব হয় তবে প্রত্যেক মেলায় প্রচারার্থ যোগ্য উপদেশক প্রেরিত হউক।

১৪। নিশ্চিত হইল তৃতীয় বর্ষে অথবা যদি সম্ভব হয়, তবে প্রতি বর্ষে একটী করিয়া প্রতিনিধি সভার বিশেষ অধিবেশন হউক, যাহার দ্বারা মহামণ্ডলের রিপোর্ট এবং আগত প্রস্তাবের উপর এবং সম্পূর্ণ কার্য্যের উপর বিচার করা হইবে, এই মন্তব্যের প্রতিলিপি সম্মতি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সকল ট্রষ্টি এবং প্রধান সভাপতি মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হউক।

(১৫) শ্রীপঞ্জাব ধর্ম্মমণ্ডলের প্রবন্ধকারিণী কমিটীর ১৬-৩-০৬ ও ৩১-৫-০৬ তারিখের এবং বঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের ৩১-৫-০৬ তারিখের কার্য্য বিবরণীর রিপোর্ট দেখা হইয়াছে, এবং উহা স্বীকৃত হইয়াছে।

(১৬) শ্রীরাজস্থান ধর্ম্মমণ্ডলের প্রবন্ধকারিণী কমিটী নিয়োগ করিবার নিমিত্ত নিশ্চয় হইল যে, শ্রীমান্ স্বামীজী মহারাজের নিকট প্রার্থনা করা হউক যে, তিনি স্বয়ং রাজস্থান ভ্রমণ কালে কমিটীর ব্যবস্থা করিয়া প্রধান কার্য্যালয়ে সংবাদ জ্ঞাপন করেন।

(১৭) সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, যে সকল প্রান্তে ধর্ম্ম প্রচারার্থ দুই জন করিয়া উপদেশক নিযুক্ত করা হইবে, এবং তাঁহাদিগের বেতনার্থ মাসিক ৩৫০৲ টাকা স্বীকার করা হইবে।

(১৮) শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকৃষ্ণ দাস প্রস্তাব করিলেন যে, ট্রষ্টীদিগের নিকট হইতে অন্যূন ১২৲ টাকা করিয়া বার্ষিক, যাহা তাঁহাদিগের নিয়মানুসারে গ্রহণ করা উচিত, তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত পত্র প্রেরিত হউক।

(১৯) শ্রীযুক্ত জোশী বাবা মাধব লালজী মথুরা, শ্রীযুক্ত বাবু বাহাদুর মহাবীর প্রসাদ নারায়ণ সিংহ রইস বরাঁও এবং শ্রীপঞ্জাব মণ্ডলের প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রায় রামশরণ দাসজীর ভ্রাতা রায় হরিকৃষ্ণ দাসের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হইল এবং স্থির হইল যে, ঐ সকল স্থানে সহানুভূতি পত্র প্রেরিত হইবে।

(২০) সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, কাশী প্রধান কার্য্যালয়ের প্রবন্ধকারিণী কমিটীর অধিবেশন প্রতি মাসে হইবে। উক্ত কার্য্যের বিজ্ঞাপন একদিন পূর্ব্বে প্রদত্ত হইবে, এবং কমিটীর সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হউক। এক্ষণে দুই জন সভ্যের নাম উক্ত কমিটীতে নিয়োগ করিবার সম্মতি হইল। প্রথম শ্রীযুক্ত চৌধুরী রাম প্রসাদ রইস বারাণসী, দ্বিতীয় শ্রীযুক্ত বাবু কপালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, কাশী।

(২১) সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীসুধাকর দ্বিবেদী
সভাপতি।

মহামণ্ডল সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

কখনও কখনও কোন কোন সহযোগী অথবা মহামণ্ডলের কোন কোন সভ্য মহোদয় বলিয়া থাকেন যে মহামণ্ডল এ পর্য্যন্ত কোন বিশেষ কার্য্য করিয়া দেখান নাই। এরূপ ভ্রম পূর্ণ বিচারের সংশোধনার্থ আমাদিগের কিছু লিখিতে হইতেছে। প্রথমে যাঁহারা এরূপ বিচার করিবেন, তাঁহাদিগকে আপনাদিগের

সিদ্ধান্ত স্থির করিবার পূর্ব্বে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল রহস্য এবং শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল কার্য্যবিবরণী (রিপোর্ট) পাঠ করিতে হইবে। বস্তুতঃ অর্গানিজেশন অর্থাৎ নিয়ম বদ্ধ ব্যবস্থা-প্রণালীর রহস্য কি, একথা আজিও পর্য্যন্ত ভারতবাসী পূর্ণ রীতিক্রমে বুঝিতে পারেন নাই। যদিও কোন কোন নব্যশিক্ষিত বিদ্যানুরাগী ইহার রহস্য বুঝিতে পারিতেছেন, কিন্তু এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা বড়ই অল্প। এই কারণে শ্রীমহামণ্ডলের ফল ও উদ্দেশ্য কি, এবিষয়ে বহু অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। বড় বিদ্যালয় স্থাপন, বড় অনাথালয়ের প্রতিষ্ঠা, বড় বড় সভা করা ইত্যাদি কার্য্য যদিও মহামণ্ডলের উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্গত, কিন্তু মহামণ্ডলের মূল উদ্দেশ্য এতদ্ব্যতীত আর কি কিছুই নহে? যে রূপ বাটী প্রস্তুত করিবার সময় গৃহ নির্ম্মাণ, রং প্রদান, চিত্র কার্য্য সাধন, সাজ সজ্জাকরণ, প্রভৃতি করিতে হয়, কিন্তু ভিত্তি দৃঢ় না করিয়া বাটী প্রস্তুত করিলে শেষে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া থাকে, সেই প্রকার অর্গানিজেশন দৃঢ় না করিয়া কোন রূপ সামাজিক শক্তি উৎপন্নকারী মহাসভার কার্য্য সমূহের প্রতি মনোযোগ করিলে পরিশেষে তাহা বৃথা হইয়া যাইবে। আক্ষেপকারী মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, কংগ্রেস বহু দিন পূর্ব্ব হইতে স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু উহা কোন স্থায়ী কার্য্য করিয়া দেখাইয়াছেন কি? কলিকাতার বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন—যাহা রাজা মহারাজাদিগের সর্ব্বমান্য সভা, এবং যাহার লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি এবং সহস্র সহস্র টাকা আয় আছে, সেই সভা রিজোলিউশন পাশ এবং মেমোরিয়াল প্রেরণ ব্যতীত আর কোন্ কার্য্য করিয়া থাকেন? ইহাতে কি বুঝিতে হইবে যে কংগ্রেস এবং উক্ত এসোসিয়েশন এপর্য্যন্ত কিছুই করেন নাই? এরূপ বিবেচনা করা কখনই উচিত নহে। ঐ সকল সভা আপন আপন সমাজে যে যে সামাজিক শক্তির উৎপত্তি করিয়াছেন, সেই শক্তির বলে অনেক বড় বড় কার্য্য হইতেছে এবং আরও হইবে। যাহা হউক সমগ্র ভারতবর্ষে নিয়মবদ্ধ প্রণালী স্থাপন পূর্ব্বক সকল প্রান্তের, সর্ব্ব সম্প্রদায়ের এবং সমস্ত দেশের সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে একসূত্রে বন্ধন করিতে সক্ষম হইয়া সার্ব্বজনীন সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মহাশক্তির উৎপাদন করাই মহামণ্ডলের মূল উদ্দেশ্য। মহামণ্ডলের কেন্দ্র কার্য্যালয়ের দৃঢ়তা সম্পাদন করিবার পর ভারতবর্ষকে দশ ভাগে বিভক্ত করিয়া দশটী প্রান্তীয় কার্য্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক উঁহাদিগের কার্য্যালয় এবং ব্যবস্থা নিয়মবদ্ধ করিয়া দিলে এবং সভাগণ, শাখা সভা সমূহ এবং পদধারীদিগকে নিয়মবদ্ধ ব্যবস্থা অর্থাৎ অর্গানিজেশন শিক্ষা দিলেই মহামণ্ডলের মূল উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে। যদি এত গুলি

কার্য্য হইয়া যায় তবে, মহামণ্ডলের পরিচালকগণ আপনাদিগকে কৃত কৃতার্থ মনে করিবেন, এবং এই সকল কার্য্য সম্পাদিত হইবার পর সংস্কৃত ইউনিভার্সিটি, মহাবিদ্যালয়, অনাথালয়, ছাত্রালয় প্রভৃতি যে প্রান্তে যে কোন ব্যক্তি হৃদয়ের সহিত যে কার্য্য করিবেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যে, অল্প প্রযত্নেই তাহা সুসিদ্ধ করিতে পারিবেন। আমাদিগের এই বাক্যে যেন কেহ এরূপ বিবেচনা না করেন যে, মহামণ্ডলের পরিচালকগণ আপনাদিগের ধর্ম্মপ্রচার বিভাগ, ধর্ম্মালয় সংস্কার বিভাগ এবং বিদ্যাপ্রচার বিভাগ প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ কার্য্য করিবার বিষয়ে তৎপর নহেন। দেশকালানুসারে সকল প্রকার কার্য্যই হইতেছে। কিন্তু পরিচালকগণের লক্ষ্য মূল উদ্দেশ্য সুসিদ্ধির প্রতি অধিক আছে। বিচারশীল ব্যক্তিগণ সামান্য বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, যতদিন হইতে মহামণ্ডল রেজিষ্টারি হইয়াছে, এই অল্প সময়ের মধ্যেই মহামণ্ডল কি রূপ শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং রাজা মহারাজা হইতে সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত ইহার সহিত কি রূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। রেজিষ্টারি হইবার পূর্ব্বে যে সকল ব্যাপার লোক অসম্ভব বিবেচনা করিত, তাহাও সুসিদ্ধ হইয়াছে এবং তদতিরিক্ত অনেক কঠিন বিষয়ও সুসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

মহামণ্ডল সংবাদ।

:o:

এ বৎসর বঙ্গদেশের ন্যায় দ্বারবঙ্গেও ভীষণ দুর্ভিক্ষ পাত হইয়াছিল। সুখের বিষয় দ্বারবঙ্গের জমীদার শ্রীযুক্ত রায় গঙ্গা প্রসাদ সিংহ বাহাদুর বহু সংখ্যক দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিকে অন্নদান করিয়া আপনার উচ্চ উদার হৃদয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বিগত ২৬শে আগষ্ট হইতে ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত দুই মাসে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৭৫১৩ জন দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিকে পরিতুষ্ট রূপে ভোজন করান হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১৮৯০৭ জন মুসলমান। জমিদার বাহাদুর শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের এক জন প্রতিনিধি সভ্য এবং বিশেষ হিতৈষী পৃষ্ঠপোষক। তাঁহার এইরূপ বদান্যতায় আমরা তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ করিতেছি। আমাদিগের বিশ্বাস, মহামণ্ডলের পৃষ্ঠপোষক মহাশয়দিগের মধ্যে এরূপ বদান্য মহাত্মার সংখ্যাই অধিক। সুতরাং ইহা মহামণ্ডলের এবং সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পক্ষে বড়ই উৎসাহ এবং আশার বিষয়, সন্দেহ নাই। আশা করি সময়ে সময়ে মহামণ্ডলের পৃষ্ঠপোষকদিগের মধ্য হইতে এরূপ বদান্যতার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মহামণ্ডলের হিতৈষী মাত্রেই উৎসাহিত এবং সুখী হইবেন।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের অনেক সাধারণ সভ্য মহাশয় অনেক সময় পত্র দ্বারা অবগত করেন যে, তাঁহারা কেহ বা ছয় মাস হইতে কেহ বা ১ বৎসর হইতে ধর্ম্ম প্রচারক প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু পত্রিকা নিয়মিত সময়েই তাঁহাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, ছয় মাস বা এক বৎসরের পত্রিকার মধ্যে অনেক গুলি সংখ্যাই না থাকায় সভ্য মহাশয়দিগের নিকট আমরা পাঠাইতে পারি না। অতএব সভ্য মহাশয়দিগের নিকট নিবেদন এই যে, তাঁহারা যে মাসের পত্র না পাইবেন, তাহার পরের মাসে যেন আমাদিগকে তাহা অবগত করেন। তাহা হইলে আমরা সেই সংখ্যা তাঁহাদিগের নিকট পাঠাইতে পারিব। অন্যথা প্রথিত সংখ্যা ফুরাইয়া গেলে আমাদিগের পক্ষে তাহা প্রেরণ করা অসম্ভব।

দান প্রাপ্তি।

সেপ্টেম্বর ১৯০৬ ইং।

মাসিক সহায়তা।

—:০:—

হিজ হাইনেস শ্রীযুক্ত মান্যবর মহারাজা অনারেবল সার রমেশ্বর সিংহ বহাদুর কে০ সি০ আই০ ই০, মিথিলাধিপতি — ১০০৲

বার্ষিক সহায়তা

শ্রী ১০৮ গোস্বামী গোবর্দ্ধন লাল জী মহারাজ শ্রীনাথদ্বারা মেওয়াড় — ২০০৲

বিশেষ সহায়তা।

দং পণ্ডিত বাবুরামজী মহোপদেশক ভ্রমণ হইতে প্রাপ্ত — ৩১৲

নজফগড়ের গৌড় ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা প্রাপ্ত মাং রামরক্ষপালজী গৌড় — ১০৲

সনাতন ধর্ম্ম সভা খুর্জা দং ভেট — ২১৲

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অমূলালজী মহাশয় নাগপুর — ৭৲

সাধারণ মেম্বরী খাতে — ১৩০৷০

এক কালীন দান খাতে।

হিজ হাইনেস শ্রীযুক্ত মান্যবর মহারাজা সর রাবুনেশ্বর সিংজী বাহাদুর কে০ সি০ আই০ ই০ গিধোড়াধিপতি — ১০০৲

শ্রীহরিঃ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

কলের্গতাব্দাঃ ৫০০৭।

২৭শ ভাগ। ৫ম সংখ্যা। | মাঘ। | সন্ ১৩১৩ সাল। ইং ১৯০৭ খৃঃ।

রামাষ্টক স্তোত্রম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্)

——§*§——

নিজস্বরূপবোধকং কৃপাকরং ভবাপহম্।
সমং শিবং নিরঞ্জনং ভজেহ রামমদ্বয়ম্॥ ৩॥

যিনি সকলকেই (কি ভক্ত কি অভক্ত) আপনার স্বরূপ অবগত করাইয়া দেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি যত্ন ও ভক্তি সহকারে রামচরিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করে, সেই ব্যক্তিই রামচরিত্রের মহানুভাবতা অবগত হইতে পারে, তখন তাঁহার প্রতি আলোচনাকারীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা না আসিয়া থাকিতে পারে না। বলা বাহুল্য ইহাই রামচরিত্রের মাহাত্ম্য। কারণ রামচন্দ্রের আদর্শ চরিত্রের কোনও অংশে কোনও রূপ ত্রুটী প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পক্ষান্তরে স্থূল দৃষ্টিতে রামচরিতের মধ্যে যে অংশ ত্রুটী বলিয়া মনে হয়, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহাই অনুকরণীয় বলিয়া সপ্রমাণ হইয়া থাকে। তিনি দয়াময়। কারণ রাবণ বধের পর ভীষণ অগ্নিপরীক্ষার দ্বারা সীতাচরিতের নির্ম্মলতা নিঃসংশয়িতরূপে ত্রিভুবন সমক্ষে প্রতিপাদন পূর্ব্বক তিনি যে সীতা দেবীকে পুনর্গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রজাবর্গ সেই সীতাদেবীর নির্ম্মল চরিত্রেও বৃথা কলঙ্ক কালিমা অর্পণ করিলে মহারাণীর ন্যায় অকারণ মিথ্যাপবাদ ঘোষণা নিমিত্ত (বর্ত্তমান কালের ন্যায়) নির্ব্বোধ প্রজাদিগকে দয়া বশতঃ দণ্ড না দিয়া তিনি পতিপ্রাণা পরমপবিত্রা সীতা দেবীকেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সমুদ্র বন্ধনের ন্যায় বৃহৎ

ব্যাপারে অতি ক্ষুদ্র কাষ্ঠ বিড়ালের ক্ষুদ্র পরিশ্রমের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করা রামচন্দ্রের ন্যায় মহাবীরের পক্ষে বিশেষ কৃপালুভাবেরই পরিচায়ক। এতদ্ব্যতীত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কার্য্যে সমর্থ মুনি, ঋষি ও দেবতাগণ যাঁহাকে ভক্তি ও সম্মান করিতেন, যাঁহার প্রতাপে সমুদ্র পর্য্যন্ত বন্ধন গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন, তিনি নিতান্ত নীচ এবং অস্পৃশ্য চণ্ডাল জাতীয় মনুষ্য, বানর, ভল্লুক এবং রাক্ষস এমন কি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কাষ্ঠ বিড়ালের প্রতি সমকক্ষ ভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক, তাহাদিগের সহিত সখ্য সূত্রে আবদ্ধ হইয়া জগতে ঐক্য এবং সখ্য-সাধনের মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার নিতান্ত দয়া ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? ইহা হইতেই সপ্রমাণ হইতে পারিবে যে, রামচন্দ্র ব্যতীত এরূপ কৃপার আকর আর কোন পুরুষই জগতে জন্ম গ্রহণ করেন নাই এবং ইহাই রাম চরিত্রের বিশেষত্ব। তিনি ভবাপহ অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম নাশক। কারণ যে ব্যক্তি রামচরিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার বিচিত্র চরিত্রের অনুসরণে সক্ষম হয়, তাহার শমদমাদি গুণ অভ্যস্ত হয় এবং বর্ণোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হওয়ায় সেই ব্যক্তি আশ্রমোচিত শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসাধন দ্বারা ক্রমে পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারে। কারণ কর্ম্মই জ্ঞানের জননী, কর্ম্মসাধন ব্যতীত কোন ক্রমেই জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে না; শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসাধন করিতে করিতে যে জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান, নতুবা কাহারও মুখে শুনিয়া বা গ্রন্থাদি পাঠের দ্বারা স্বকপোলকল্পিত যে জ্ঞানের উদয় হয়, উহা জ্ঞানের আভাস বা অভিমান মাত্র। এই নিমিত্ত পূর্ণ জ্ঞান লাভ অর্থাৎ শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বর্ণোচিত অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিতে করিতে সম্পূর্ণরূপে আত্মজ্ঞান লাভ হইলে পুনর্জ্জন্ম হয় না, ইহাই বেদ শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্র দর্শন পুরাণেতিহাসাদির আদেশ। বলা বাহুল্য, রামচন্দ্রের ন্যায় কর্ম্মবীর এপর্য্যন্ত জগতে কেহই জন্ম গ্রহণ করেন নাই। তিনিই আপনার দৃষ্টান্তে জগৎবাসীদিগকে দেখাইয়াছেন যে পিত্রাদেশপালন, দুর্ব্বৃত্ত দমন, রাজ্যশাসন, প্রজারঞ্জন, পক্ষান্তরে সমুদ্র বন্ধনাদি অসাধ্য সাধন করিতে হইলে কি রূপ সহিষ্ণুতা, কি রূপ স্বার্থত্যাগ, এবং সর্ব্বজীবের প্রতি হৃদয়ে কি রূপ সদয় ভাব পোষণ করিতে হয়। আর সম্পূর্ণ রূপে (কোন অংশ বাদ না দিয়া) রামচরিত্রের অনুকরণ ও অনুসরণ করিতে না পারিলে, পূর্ণ জ্ঞানার্জ্জন পূর্ব্বক মুক্তিলাভের কথা দূরে থাকুক, আরও মোহবন্ধন অবশ্যম্ভাবী। এই নিমিত্ত রামচন্দ্রকেই ভবাপহ বলা হইয়াছে। তিনি শিবের সমান। কারণ মহাযোগী শিব যেরূপ মহাশক্তি পার্ব্বতীর সহিত সতত একত্র

অবস্থান করিয়াও কাম ভস্ম পূর্ব্বক যুগপৎ ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা ও আদর্শ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালনে সক্ষম হন, রামচন্দ্র ও সেই রূপ সীতা দেবীর সহিত একত্র অবস্থান পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য রক্ষাপূর্ব্বক গার্হস্থ্যাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালনে অবলীলাক্রমে সক্ষম হইয়াছিলেন। সুতরাং আত্মদমন পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যরক্ষার সহিত গার্হস্থ্যাশ্রম প্রতিপালন বিষয়ে তিনি শিবেরই সমান। তিনি নিরঞ্জন; কারণ তাঁহার আদর্শ চরিত্রের কোনও অংশে বিন্দুমাত্র অঞ্জন অর্থাৎ কলঙ্ক-কালিমা দেখা যায় না। অতএব সর্ব্ববিষয়ে অদ্বিতীয় দশরথাত্মজ মহারাজ রামচন্দ্রকে ভজনা করিয়া তদ্ভাব প্রাপ্ত হও।

তারক ব্রহ্ম রামপক্ষেঃ—

তারক ব্রহ্ম রাম (ভক্তদিগকে) আপনার স্বরূপ বোধ করাইয়া দেন অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তিই "অহং ব্রহ্মোঽস্মি" আমিই ব্রহ্ম এই রূপ আত্মস্বরূপ অবগত হইতে সক্ষম হন। তিনি (রাম বা ব্রহ্ম) দয়ার আকর। কারণ তিনিই পৃথ্বী-রূপ ধারণ করিয়া অন্ন ও ভোক্তা উভয় রূপে জগত পরিপোষণ, বারিরূপে অন্নাদি উৎপাদনে সহায়তা এবং ওজোরক্তাদি রূপে প্রত্যেক শরীরে সঞ্চরণ পূর্ব্বক সমস্ত জগৎ রক্ষা করিতেছেন, তেজ বা সূর্য্যরূপে ত্রিভুবনে তেজ ও আলোক প্রদান এবং সেই তেজেরই সাহায্যে পৃথিবী হইতে রসাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহা মেঘ রূপে পরিণত করিয়া বারিবর্ষণে শস্যোৎপাদন করিতেছেন, আবার সেই তেজ জঠরাগ্নিরূপে প্রত্যেক জীবের জঠরে প্রবেশ করিয়া তাহার সাহায্যে ভুক্তান্ন পরিপাক পূর্ব্বক জীবশরীর পোষণ করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি পঞ্চ প্রাণাদি বায়ুরূপে জগতের প্রাণ রক্ষা করিতেছেন এবং আকাশরূপে ত্রিভুবন ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; তথাপি ভ্রান্তজীব তাঁহার স্বরূপ অবগত না হইয়া তাঁহাকেই অবজ্ঞা করিতেছে। কিন্তু তিনি (ব্রহ্ম) তাহাতে বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট না হইয়া কি ভক্ত কি অভক্ত সকলকেই সমভাবে (পঞ্চভূতরূপে) পোষণ করিতেছেন। (বরং তাঁহার অভক্তগণ অর্থাৎ নাস্তিকেরাই সাংসারিক সুখে অধিক পরিমাণে সুখী হইতেছে।) বলা বাহুল্য দয়ার আধার না হইলে শত্রু মিত্রে সমজ্ঞান হইতে পারে না। এই নিমিত্ত একমাত্র ব্রহ্মকেই দয়ার আধার বলা যাইতে পারে। একমাত্র তারক ব্রহ্মের আরাধনায় ভব যন্ত্রণা নিবৃত্তি হইতে পারে অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনার দ্বারা আত্মতত্ত্ব অবগতি হইতেই জীবাত্মার আপনার জীব-ভ্রম বা মায়ারূপ আবরণ উন্মুক্ত হয়। তখন জীব কেবল অর্থাৎ একাকী হন। এই অবস্থাকেই কৈবল্য মুক্তি বলে এবং কৈবল্য মুক্তি ব্যতীত নির্ব্বাণমুক্তি

লাভ অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম বিনষ্ট হয় না। এই নিমিত্ত কেবল তিনিই (ব্রহ্ম) পুনর্জ্জন্ম নাশক। তিনি শিব অর্থাৎ মঙ্গলস্বরূপ। কারণ লক্ষ্মী (অর্থ বা ধনবল) সরস্বতী (চতুষষ্ঠী কলা বিদ্যা) দুর্গা (সর্ব্বশক্তির সমবায়), কার্ত্তিকেয় (বাহুবল) গণপতি (সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি) তাঁহারই বিভূতি অর্থাৎ এই সকল শক্তি পরব্রহ্মকেই অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে। উপাসনার দ্বারা পরব্রহ্মকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইতে পারিলে উল্লিখিত সমস্ত বিভূতিই সাধকের নিজস্ব হইয়া যায়। সুতরাং তখন আর সাধকের কোন রূপ অমঙ্গলের আশঙ্কাই থাকে না। এই নিমিত্ত তারক ব্রহ্মকে মঙ্গলস্বরূপ বলা হইয়াছে। পরব্রহ্ম নিরঞ্জন কারণ অঞ্জন বা অন্ধকার অর্থাৎ মায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। * এই নিমিত্ত তিনি (ব্রহ্ম) নিরঞ্জন। অতএব সেই অদ্বিতীয় (পরব্রহ্ম) রামকে ভজনা কর। কারণ তাঁহাকে ভজনা করিলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির দ্বারা মায়া রহিত হইতে পারা যায়।

স্বপ্রপঞ্চকল্পিতং হ্যনামরূপবাস্তবম্।
নিরাকৃতিং নিরাময়ং ভজেহ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৪ ॥

দশরথাত্মজ রাম পক্ষে:—

তিনি আপনারই মায়া দ্বারা কল্পিত দেহ। ব্রহ্মার বরে নিতান্ত গর্ব্বিত দুর্দ্দান্ত রাবণের অত্যাচারে ত্রিভুবন নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলে, দেব ও ঋষিগণ গোলকপতি ভগবান বিষ্ণুদেবের শরণাপন্ন হন। প্রজাপতি ব্রহ্মার বর প্রভাবে রাবণ দেবাসুর যক্ষ রক্ষদিগের অবধ্য ছিল, এই নিমিত্ত ভগবান বিষ্ণু দেবগণকে অভয় প্রদান করিয়া বলেন যে, আমি আপনাকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া অযোধ্যাপতি দশরথের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক রাবণ বধ করিব। সুতরাং দশরথাত্মজ মহারাজ রামচন্দ্রের দেহই যে, ভগবান বিষ্ণুর পূর্ব্ব কল্পিত দেহ তাহা রামায়ণেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে "রাম" এই শব্দের কোন নাম অথবা রূপ নাই, উহা ব্রহ্মমন্ত্র মাত্র। এতদ্ব্যতীত রামচন্দ্র নিরাকৃতি অর্থাৎ (জগতের

* চক্ষুই বর্ণ গ্রহণ করে। নীল পীত লোহিতাদি বর্ণ-বৈষম্য চক্ষুর দ্বারাই অবধারিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত চক্ষু যাহা গ্রহণ করিতে অক্ষম, তাহাই অন্ধকার বা সমস্ত বর্ণেরই অভাব হইতে অন্ধকারের উৎপত্তি অর্থাৎ অন্ধকারের মধ্যে চক্ষু থাকিতেও অন্ধের (অন্ধ+কৃ+ভাবে ঘঞ্) ন্যায় অবস্থান করিতে হয়। অন্ধকার কৃষ্ণাকার। এতদনুসারেই শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের বিভেদ। চক্ষুর সাহায্যে মায়া পরিদৃষ্ট হয় না, এই নিমিত্ত মায়াও কৃষ্ণাকার বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত। তাই মায়ার সহিত অঞ্জনের তুলনা হইয়াছে। কারণ অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণাকার পদার্থ আর নাই।

সুখে চির) প্রত্যাখ্যাত ছিলেন। কারণ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবার প্রাক্কালেই তাঁহাকে প্রত্যাখ্যাত হইতে হইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, যে সীতা দেবীর উদ্ধারের নিমিত্ত তাঁহাকে সবংশে রাবণ বধ করিতে হইয়াছিল, বনবাসান্তে পিতৃ সিংহাসন লাভ করিবার পর সেই পতিপ্রাণা পরমাসাধ্বী সীতাদেবীকে এবং যে মহাবীর ও পরমভক্ত লক্ষ্মণের সাহায্যে তিনি লঙ্কার মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, সেই প্রাণোপম ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণকে পরিত্যাগে বাধ্য হওয়া তিনি সংসার সুখে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে মহারাজ রামচন্দ্রের ন্যায় সংসার সুখে প্রত্যাখ্যাত কোন রাজাই জগতে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তথাপি তিনি নিরাময় ছিলেন, অর্থাৎ কোন প্রকার মানসপীড়াই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, কারণ তিনি মহাজ্ঞানী ছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহাকে নিরাকৃত অর্থাৎ সংসারসুখে বঞ্চিত অথচ নিরাময় বলা হইয়াছে। সংসারে যাহা হইবার তাহা হইয়াই থাকে, নিয়তির আক্রমণে বাধা প্রদান করিতে কাহারও সামর্থ নাই। রাবণাদি রাক্ষস ধ্বংস করিয়া যিনি ইন্দ্রাদি দেবগণ ও যোগসিদ্ধ ঋষিদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, হরধনু ভঙ্গ ও সপ্ততালাদি ভেদ করিয়া যিনি আপনার ঐশ্বরিক্ শক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাকেও সাংসারিক সমস্ত সুখেই বঞ্চিত অর্থাৎ প্রত্যাখ্যাত হইতে হইয়াছিল। পরন্তু সাংসারিক সুখে প্রত্যাখ্যাত হইলেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হইতে নাই এবং বিচলিত হইলেও তাহাতে কোন ফলোদয় হয় না, এমন কি দৈবশক্তি এবং আর্ষশক্তিও তাহা নিবারণ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে মুক্তাত্মা ব্যক্তি সুখদুঃখে নির্লিপ্ত থাকেন, তাহারই জলন্ত দৃষ্টান্ত একমাত্র রামচন্দ্রই প্রদান করিয়াছেন। অতএব সেই মহানুভাব মহাপুরুষ রামচন্দ্রের ভজনা করিয়া তাঁহার ন্যায় মুক্তাত্মা হইয়া সাংসারিক সুখ ভোগে প্রত্যাখ্যাত হইলেও কর্ত্তব্য কার্য্য অর্থাৎ যে কার্য্য সংসাধন করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাই সাধন কর।

তারক ব্রহ্ম রাম পক্ষে !

এই পরিদৃশ্যমান্ চরাচর জগৎ সমস্তই তাঁহার বিশ্বরূপ, অর্থাৎ তাঁহারা মায়াকল্পিত দেহ। অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র সমর প্রাঙ্গণে ভগবানের এই রূপই দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তারক ব্রহ্মের অর্থাৎ পরমাত্মার কোন দেহই নাই। কারণ মায়া বা প্রকৃতির সহিত সংযোগ হইলেই বিদেহ পরমাত্মা দেহহীন হইয়াও কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ ধারণ করেন। বিশ্বরূপ অর্থাৎ স্বর্গ, তারকা, আকাশ, বায়ু, তেজ, বারি, পৃথিবী সমন্বিত তাঁহার বিরাট শরীরই তাঁহার কারণ দেহ, দ্বাদশাঙ্গুল হইতে পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্ম ভাবে জীবাত্মারূপে তাঁহার যে দেহ প্রত্যেক জীবের হৃদয়াভ্যন্তরে বাস করে, তাহাই তাঁহার সূক্ষ্ম দেহ এবং রস রক্তাস্থি সমন্বিত প্রত্যেক জীবদেহই তাঁহার স্থূল দেহ। প্রত্যেক দেহের অভ্যন্তরে তিনি অব্যক্ত অচিন্ত্য রূপে অবস্থান করেন। সুতরাং পরব্রহ্ম এই চারি অংশে বিভক্ত। ব্রহ্মের কল্পনার নামই মায়া। এই মায়া অব্যক্ত ভাবে সৃষ্টির বীজ সহ পরব্রহ্মের হৃদয়েই অবস্থিতি করেন। সৃষ্টি কালে পরব্রহ্মের ইচ্ছা মাত্রেই সেই মায়াই ব্রহ্ম সহযোগে কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল

রূপ ধারণ পূর্ব্বক নাম ও রূপের সহিত জগত বিস্তার এবং প্রলয় কালে সমগ্র নামরূপ সম্বলিত ত্রিবিধ শরীর বিশিষ্ট সৃষ্টির সহিত তাঁহাতেই প্রবেশ করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে পরব্রহ্মের নাম রূপ কিছুই নাই। পরব্রহ্ম নিরাকৃতি অর্থাৎ তাঁহার আকার নাই। কারণ যতক্ষণ মায়ার সহিত তাঁহার সংযোগ থাকে, তৎক্ষণ তিনি ঈশ্বর দেহ এবং সেই মায়া অবিদ্যারূপে পরিণত হইবার পর যখন তিনি সেই অবিদ্যার সহিত অবস্থান করেন ততক্ষণই তিনি জীব দেহ ধারণ করেন। কিন্তু অবিদ্যা অথবা মায়া পরিমুক্ত হইলেই তিনি কেবল অর্থাৎ আকৃতি হীন। সুতরাং পরব্রহ্মের কোন প্রকার আকৃতি নাই। পরব্রহ্ম নিরাময় অর্থাৎ আময় শূন্য বা রোগাদি বিহীন। কারণ রোগ শোকাদি ভোগকরা স্থূল দেহ অর্থাৎ রক্ত মাংস গঠিত শরীর এবং সূক্ষ্মদেহ অর্থাৎ মনেরই সাধারণ ধর্ম্ম কিন্তু পরমাত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় দেহ বর্জ্জিত সুতরাং রোগ শোকাদি তাঁহাকে স্পর্শ করিতেই পারে না। অতএব সেই অদ্বিতীয় অর্থাৎ বিদেহ হইয়াও কেবল, কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল এই চারি প্রকার কল্পিত দেহধারী, দেহধারী হইয়াও আকৃতি বিহীন এবং রোগশোকাদি বর্জ্জিত, সুতরাং অদ্বিতীয় পরব্রহ্মকে উপাসনা করিয়া তদ্ভাব প্রাপ্ত হও। তাহা হইলে সংসারের সুখ ভোগে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাঘাত হইয়াও অবিচলিত চিত্তে অখণ্ডানন্দ ভোগ করিতে পারিবে।

ক্রমশঃ—

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী-বিদ্যানিধি।

বীজ রক্ষা।

—:*:×:*:—

ধর্ম্ম-নির্ণয়কারী শাস্ত্র সমূহ ধর্ম্মের স্বরূপ বর্ণন প্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন যে, যাহা হইতে অভ্যুদয় অর্থাৎ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ এবং নিঃশ্রেয়স্ অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই ধর্ম্ম বলে। ধর্ম্মের এরূপ লক্ষণসমূহের বিষয়ে স্বয়ং বেদই প্রমাণ।† যে প্রকার ত্রিগুণাত্মিকা সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়রূপিণী ক্রিয়াই সংসার ধারণ করিয়া আছে, এবং বৃহৎ গ্রহসমূহ হইতে একটী মাত্র অণু পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থই এই ত্রিগুণাত্মক নিয়মের অধীন হইয়া অবস্থান করিতেছে, ঐ রূপে জীবগণও এই নিয়মের অধীন আছে। কিন্তু ইহার মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ আছে যে, জড় পদার্থসমূহের নাশ তমোগুণ দ্বারা এবং চেতনময় জীবসমূহের লয় সত্ত্বগুণের সহায়তায় হইয়া থাকে। জড় পদার্থসমূহ রজোগুণের সহায়তায় ক্রমশঃ পরিণামী

* মহামণ্ডল রহস্যের ষষ্ঠ অধ্যায়।

† যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি স্বধর্ম্মঃ, তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্।

ইহা বৈশেষিক দর্শন কথিত লক্ষণ। সনাতন ধর্ম্মের বিস্তারিত লক্ষণের প্রমাণ প্রথম অধ্যায়ের, অর্থাৎ আর্য্যজাতির দশা পরিবর্ত্তন নামক অধ্যায়ের ১ম টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য।

হইয়া পূর্ণ তমোগুণ ধারণ করিতে করিতে বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু চেতন রাজ্যের অধিকারী জীবগণ রজোগুণের সহায়তায় ক্রমশঃ সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করিতে করিতে পূর্ণ সত্ত্বগুণের পরিণাম প্রাপ্তি পুরঃসর মুক্ত হইয়া থাকেন। আপনার মধ্যে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করা অর্থাৎ ক্রমশঃ পূর্ণ চৈতন্যময় সাত্ত্বিক ভূমির অভিমুখে অগ্রসর হওয়াই জীবগণের পক্ষে ধর্ম্ম। এই অভ্রান্ত সৃষ্টিনিয়মের অনুসারে সৃষ্টি প্রবাহ মধ্যে প্রবাহিত হইয়া জীবগণ ক্রমশঃ জন্ম মরণরূপী পরিণাম প্রাপ্ত হইতে হইতে উন্নত হইয়া পরিশেষে জ্ঞানপূর্ণ মনুষ্যযোনি লাভ করিয়া থাকে এবং তৎপশ্চাৎ ক্রমশঃ সত্ত্বগুণের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির দ্বারা জন্মান্তরে পূর্ণ জ্ঞানী হইয়া মুক্তিরূপী পরমপদ প্রাপ্ত হয়।

ধর্ম্মভূমির প্রতি অগ্রসর মনুষ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম রজো মিশ্রিত সাত্ত্বিক, এবং দ্বিতীয় পূর্ণ সাত্ত্বিক অধিকারী। রজোমিশ্রিত সাত্ত্বিক অধিকারীদিগের মধ্যে বিষয় বাসনা অবস্থিতি করায় তাঁহারা ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া উন্নত স্বর্গ দিলোক সমুদয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু পূর্ণ সাত্ত্বিক অধিকারীদিগের মধ্যে বিষয় বাসনার লেশমাত্রও অবস্থিতি করে না বলিয়া তাঁহারা সত্ত্বগুণের পূর্ণতার পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হইয়া থাকেন। এই উপরি উক্ত দুই প্রকার অধিকারের মধ্যে দুইটীতেই শ্রেয়ের অভিমুখে ক্রমোন্নতির গতি বিদ্যমান থাকায় উভয়ের মধ্যে ধর্ম্মভাব অবস্থান করে। এই নিমিত্ত অবস্থাভেদে ঐ উভয় অধিকারীকেই ধার্ম্মিক বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ সনাতন ধর্ম্মের মূলভিত্তিরূপ বেদের প্রমাণ দ্বারা ধর্ম্মের এই দুই অধিকারের সিদ্ধি স্বতঃই হইতে পারে। অপৌরুষেয় অর্থাৎ ঈশ্বরাজ্ঞারূপ বেদসমূহ যখন সম্পূর্ণরূপে স্বর্গ এবং মোক্ষ এই উভয় প্রকার লক্ষ্য সাধনোদ্দেশে প্রকরণ ভেদে আজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন, বেদসমূহ মধ্যে অবস্থা এবং অধিকার ভেদে যখন উভয় লক্ষ্যের বর্ণন দেখা যায়, শ্রুতিসমূহে যখন কৈবল্য পদ প্রদানকারী আত্মজ্ঞান এবং স্বর্গসুখপ্রদ সকাম যজ্ঞসমূহের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়; তখন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বেদ দ্বারা এই দুই ধর্ম্মমার্গেরই সিদ্ধান্ত হইয়াছে। বেদসমূহে স্বর্গপ্রদ কর্ম্মকাণ্ড এবং মুক্তিপ্রদ জ্ঞানকাণ্ড উভয়েরই বিস্তৃত বিবরণ পরিদৃষ্ট হয়। যদিও বেদসমূহে জ্ঞান, উপাসনা এবং কর্ম্ম এই তিন কাণ্ডই স্বতন্ত্র রূপে আছে, কিন্তু ভগবৎ ভক্তিপ্রদ উপাসনা কাণ্ডকে পূর্ব্বোক্ত উভয় কাণ্ডেরই সহায়ক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ ভগবৎ ভক্তি ব্যতীত কর্ম্মকাণ্ড অথবা জ্ঞানকাণ্ড উভয়েরই সিদ্ধি হইতে পারে না। সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা যখন বিচার করা যায়, তখন যদিও বেদসমূহের লক্ষ্য মোক্ষ সাধনের উপরেই দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ বেদ মোক্ষ সাধনার্থই প্রকৃত প্রস্তাবে আদেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু স্বর্গাদি আভ্যুদয়িক ফলপ্রদ সকাম কর্ম্মের বিস্তৃত বর্ণনও শ্রুতিসমূহে আছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

বেদ যাহাকিছু উপদেশ প্রদান করেন, সে সমস্ত সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত, এই নিমিত্ত এরূপ আশঙ্কাও হইতে পারে যে, বেদের লক্ষ্য একমাত্র সত্যরূপ কৈবল্য পদের প্রতি কেন

রহিল না? স্বর্গ এবং মোক্ষ এই দ্বিবিধ লক্ষ্য থাকিলে লক্ষ্যভ্রষ্টতার দোষ কেন না স্বীকার করা যায়? এইরূপ বিবিধ পূর্ব্বপক্ষের এই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে, যদিও মুক্তিরূপ কৈবল্য পদই বেদের লক্ষ্য এবং যদিও মুক্তি প্রাপ্তির কারণরূপ আত্মজ্ঞানের উন্নতি করাই জীবগণের পরমধর্ম্ম ইহা বুঝিতে পারা যায়, তথাপি সকল মনুষ্যই কিছু মুক্তির অধিকারী হইতে পারে না। কারণ অনাদি বাসনা সমূহের নাশ একেবারে সকল অধিকারীর অন্তঃ করণে হইতে পারে না। এই নিমিত্ত যদি জীবগণের মধ্য হইতে অসৎ বাসনাসমূহের নাশ করাইয়া সৎ বাসনাসমূহের বৃদ্ধি দ্বারা তাঁহাদিগকে সত্ত্বগুণের রাজ্য মধ্যে অগ্রসর করিয়া দেওয়া যায়, তবে তাঁহারা ঐ যে পূর্ব্বোক্ত পরমধর্ম্মরূপী মুক্তিপদের অনুগামী হইতেছেন ইহা কি বুঝিতে হইবে না? সৎ বাসনাযুক্ত হইয়া যদি সাধকগণ সাত্ত্বিক সকাম কর্ম্মসমূহ সাধন করেন, তবে ঐ মধ্যমাধিকারীরা পুনরায় অধোগতি প্রাপ্ত হইতেই পারে না, এবং এই প্রকারে সৎ বাসনাযুক্ত হইয়া জন্মান্তরে ক্রমশঃ স্বর্গাদি উন্নত লোক প্রাপ্তি পুরঃসর জ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্নত কক্ষসমূহ লাভ করিতে করিতে শেষে জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্তি পুরঃসর মুক্তি পদের অধিকারী হইতে সক্ষম হইবেন। সাত্ত্বিক স্বর্গাদি লোক প্রাপ্তি হইতে জ্ঞানাধিকারের বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব। এই নিমিত্ত স্বর্গপ্রদ সকাম কর্ম্মাধিকারও ধর্ম্মশব্দ বাচ্য। এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপর অবস্থিতি পূর্ব্বক সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তিরূপ বেদসমূহ স্বর্গ এবং মোক্ষ উভয়ের অধিকারের কর্ম্মসমূহকে ধর্ম্ম নামেই অভিহিত করিয়াছেন। এই কারণেই সনাতনধর্ম্ম পরমোদার এবং সর্ব্বজীব হিতকর।

যে প্রকার সর্ব্বব্যাপক সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বদেশেই বিদ্যমান আছেন, সেই প্রকার পূর্ণ বিজ্ঞানযুক্ত নিত্যসিদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের সত্তা সকল ধর্ম্মেই বিদ্যমান আছে। সমস্ত পৃথিবীর অন্যান্য সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই সনাতন ধর্ম্মের নানা অঙ্গ হইতে কোন না কোন অঙ্গের জ্যোতিঃ গ্রহণ করিতে করিতে ধর্ম্মালোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সনাতন ধর্ম্মের প্রধানতঃ তিনটী অঙ্গ আছে। যথা—যজ্ঞ, তপ এবং দান।* যজ্ঞের প্রধানতঃ তিনটী অঙ্গের নাম কর্ম্মযজ্ঞ, উপাসনাযজ্ঞ এবং জ্ঞানযজ্ঞ। কর্ম্মযজ্ঞের নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এবং আধ্যাত্ম, আধিদৈব এবং আধিভূত রূপে কয়েকটী ভেদ আছে। উপাসনার মধ্যে সগুণ, নির্গুণ, বহির ও অন্তর রূপে কয়েকটী প্রকার ভেদ দেখা যায়। আবার মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ এবং রাজযোগ ভেদে অনেক রূপ আছে। এতদ্ব্যতীত স্তুতি, জপ, এবং ধ্যান আদি সাধন ভেদেও বহু প্রকার পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞান যজ্ঞের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন এবং পরোক্ষ, অপরোক্ষ ভেদে অনেক রূপ আছে। তপ সাধনের শারীরিক বাচনিক এবং মানসিক ভেদে কয়েক প্রকার ভেদ আছে। দান ধর্ম্মের মধ্যে অভয় দান, বিদ্যা দান এবং অর্থ দানরূপ অনেক অঙ্গ আছে এবং পূর্ব্ব কথিত অঙ্গসমূহের আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভেদে তিন তিন রূপ আছে। ফলতঃ সনাতন ধর্ম্ম বহু অঙ্গ এবং উপাঙ্গে বিভক্ত।

---

* যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্।

ইত্যাদি গীতোপনিষদ্।

সনাতন ধর্ম্মের এই সকল অঙ্গের কোন এক প্রকারেরও পূর্ণরূপে সাত্ত্বিক রীতি অনুসারে সাধন করিলে মুক্তিপদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। অগ্নির একটী মাত্র স্ফুলিঙ্গও সম্পূর্ণ রূপে দহন কার্য্যে সমর্থ হইতে পারে। এই কারণে অহিংসা এবং জ্ঞানযোগ প্রভৃতি অবলম্বন করিয়াই বৌদ্ধ ধর্ম্ম জগতে মান্য হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান ইউরোপ এবং আমেরিকা কেবল সত্য প্রিয়তা, স্বার্থত্যাগ, গুণপূজা, জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা এবং নিয়ম পালনাদি সামান্য ধর্ম্ম বৃত্তসমূহের সাধন হইতে এক্ষণে জগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। জাপানে এই সকল গুণ ব্যতীত বৃদ্ধসেবা, পিতৃপূজা, রাজভক্তি, ধৈর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য এবং ক্ষাত্র ধর্ম্ম প্রভৃতি কতিপয় ধর্ম্ম বৃত্তির আরও অধিক উন্নতি হওয়ায় সেই ক্ষুদ্রদেশ আজ ইউরোপ এবং আমেরিকার দাম্ভিক অধিবাসিদিগের দ্বারা সম্মানিত হইতেছে। যে যে বৃত্তির নাম উল্লেখ করা গেল, সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গসমূহের সহিত মিলাইলে ইহাই প্রতীত হইবে যে, ঐ সকল বৃত্তি সেই সমস্ত অঙ্গের উপাঙ্গ মাত্র। সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গসমূহের বিস্তার বিষয়ে বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তিগণ মনোযোগ করিলেই সপ্রমাণ হইতে পারিবে যে, সনাতন ধর্ম্মের কোন না কোন অঙ্গের সহায়তায় সমস্ত পৃথিবীর সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্ম্মসাধন বিষয়ে সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ধৃতি, ক্ষমা দম, অস্তেয় শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, সত্য অক্রোধ আদি ধর্ম্মবৃত্তি সমূহের অধিকার সকল জাতি সকল ধর্ম্ম এবং সকল সমাজের মনুষ্যগণকে সমানরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ সনাতন ধর্ম্মের পিতৃভাব সম্বন্ধে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির কিছু মাত্র সন্দেহই থাকিতে পারে না।

ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন যে, সনাতন ধর্ম্মই পরম্পরা সম্বন্ধে অপর সমস্ত ধর্ম্মমার্গের আদি গুরু। সনাতন ধর্ম্মই বহু পুত্রবান পিতার ন্যায় পৃথিবীর বৈদিক অথবা অবৈদিক সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়েরই প্রতিপালক। বৈদিকাচার, স্মার্ত্তাচার, পৌরাণিকাচার, এবং তান্ত্রিকাচারের মধ্যে সনাতন ধর্ম্মের পূর্ণ বিজ্ঞান বিদ্যমান আছে; বেদ এবং বেদসম্মত সকল শাস্ত্রই যে, সনাতন ধর্ম্মের সকল অঙ্গের দ্বারা পরিপূর্ণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বেদ এবং বেদ সম্মত সমস্ত শাস্ত্রে যদিও অধিকার ভেদে মতপার্থক্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিবর্গের বিচারে বেদ এবং বেদ সম্মত শাস্ত্রসমূহের সিদ্ধান্ত মধ্যে কোনও পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, পূর্ব্ব কথিত ধর্ম্ম লক্ষণের পূর্ণ স্বরূপ বেদ সম্মত সকল শাস্ত্রেই পূর্ণরূপে প্রকাশিত আছে। এতদ্ব্যতীত ন্যায় বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, কর্ম্ম মীমাংসা, দৈবী মীমাংসা, এবং ব্রহ্ম মীমাংসা, এই সাতটি বৈদিক দার্শনিক মত অথবা উপাসক সম্প্রদায়ের শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত এবং দ্বৈত প্রভৃতির যে সকল সিদ্ধান্ত আছে, সেই সকলের মধ্যে সামান্য রূপ বিচার তারতম্য থাকিলেও স্বর্গ এবং মোক্ষরূপী লক্ষ্য বিষয়ের নির্ণয় সম্বন্ধে সকলেই একমতাবলম্বী। মোক্ষের স্বরূপ বিচার পক্ষে এই সকলের সিদ্ধান্তের মধ্যে যে মতভেদ দেখা যায় তাহাতে সন্দেহ নাই এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহা সকলেই স্বীকার করেন যে, অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত-যুক্ত বেদান্ত বিজ্ঞানই মুক্তির নির্ণয় সম্বন্ধে

সিদ্ধান্ত মত। পরন্তু এই সকল দার্শনিক মত ভেদের কারণ জ্ঞানভূমির তারতম্য অথবা অধিকারভেদ স্বীকার করিলে, সমস্ত দর্শনই যে সনাতনধর্ম্মপ্রতিপাদক, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

এই সকল সম্প্রদায় ব্যতীত ভারতবর্ষে এক্ষণে নানকপন্থ, রামসনেহীপন্থ, রামানন্দী পন্থ প্রভৃতি অনেক ধর্ম্মপন্থ প্রচলিত আছে। যদিও এই সকল পন্থের মধ্যে নিম্নাধিকারেরই পন্থ অধিক, কিন্তু এই সকল পন্থের মধ্যে কোন কোন পন্থ এরূপ উন্নত যে তাহারা পূর্ব্ব কথিত সম্প্রদায় সমূহের নিকটবর্ত্তী অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে পারা যায় যে মহাত্মা গুরু নানক জী স্থাপিত নানক পন্থ বহুল পরিমাণে উন্নতি সাধন করিয়াছে। শিখ জাতির শৌর্য্য, দেশানুরাগ, এবং উদাসী সাধুদিগের ত্যাগ এবং জ্ঞাননিষ্ঠা এখনও পর্য্যন্ত এই পন্থের মহত্বের কারণ হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্ব কথিত সম্প্রদায়-সমূহ এবং এই সকল পন্থ-সমূহের সহিত এই পর্য্যন্ত পার্থক্য আছে যে, বেদ এবং বেদ সম্মত শাস্ত্রই উক্ত সম্প্রদায় সমূহের আধার, কিন্তু এই সকল পন্থগুলির আচার্য্য-গণ আর্ষশাস্ত্রানুশাসন ব্যতীত কিছু নূতনত্বও করিয়া লইয়াছেন। এই সকল পন্থের মধ্যে একটী বিশেষত্ব এই আছে যে, প্রকৃত পক্ষে চারিবর্ণ এবং চারি আশ্রমের স্থানে ইঁহারা কেবল দুইটী আশ্রম এবং দুইটী বর্ণই* রাখিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদিগের মতানুসারে যদিও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির কোন বিচার নাই, কিন্তু তাঁহারা এরূপ স্বীকার করেন যে, যে ব্যক্তি ঐ সকল সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন, তিনি শূদ্রবৎ এবং যে ব্যক্তি ঐ সকল পন্থের দীক্ষা গ্রহণ করেন সেই ব্যক্তি তাঁহাদিগের দৃষ্টিতে উন্নত কক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণবৎ প্রতীত হয়েন। এই রীতি অনুসারে যদিও তাঁহাদিগের পন্থের মধ্যে চতুরাশ্রমের কোন বিধিই প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদিগের দীক্ষাক্রমের দ্বারা তাঁহাদিগের মধ্যে কেবল গৃহস্থ এবং সন্ন্যাস এই দুইটী আশ্রমের বিচার প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহাদিগের মতে দীক্ষিত হইয়া যে ব্যক্তি স্ত্রীপুত্রাদির সহিত বাস করে, সেই ব্যক্তিই গৃহস্থ এবং যে ব্যক্তি বৈরাগ্যাবলম্বন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তিই বৈরাগী অর্থাৎ সন্ন্যাসীবৎ ইহাই বুঝিতে হয়।

ইহাতে সন্দেহ নাই যে, বর্ত্তমান কালে চতুর্থাশ্রম নামের দ্বারা যে সকল আড়ম্বর দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে, তাহা বিস্ময়কর। প্রাচীন কালে চতুর্থাশ্রমের

* তন্ত্র এবং পুরাণসমূহে ভবিষ্যৎ নির্ণয় করিবার সময় উক্ত হইয়াছে যে, কলিযুগে দুই বর্ণ এবং দুই আশ্রমই জীবিত থাকিবে।

মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণই উপস্থিত হইতে পারিতেন, কিন্তু এক্ষণে নীচ হইতেও নীচ জাতি পর্য্যন্ত এই আশ্রমের বেশ এবং নাম গ্রহণ করিয়া বর্ণ এবং আশ্রম ধর্ম্মের নাশ করিয়া থাকে।* এই প্রকার পন্থাই অনাচার হইতে সনাতন ধর্ম্মের বহুল পরিমাণে অনিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সনাতন-ধর্ম্ম-বিজ্ঞানানুসারে ধর্ম্মাঙ্গসমূহকে যথাসম্ভব প্রতিপালন করিতে করিতে ঐ সকল সম্প্রদায় স্বর্গ এবং মুক্তি উভয়েরই অনুগমন করিতেছে এবং এই শেষ লক্ষ্য সম্বন্ধে পূর্ব্বকথিত সম্প্রদায় গুলি এবং পন্থ গুলি সকলেই বেদানুরাগী ইহা বলিতে হইবে। এই পন্থ সমূহের মধ্যে কোন কোন পন্থ এরূপ উন্নত আছে যে, তাহাদিগের চরম লক্ষ্য বেদান্ত বিজ্ঞানের উপরই রক্ষিত হইয়াছে। ঐ সকল পন্থের দ্বারা এই জাতির বর্ত্তমান অধঃপতিত অবস্থার মধ্যেও বহুল পরিমাণে সহায়তা হইয়াছে।

এই সময়ে ভারত ভূমিতে প্রধানতঃ আরও এরূপ দুইটী মত প্রচলিত আছে যে, তাঁহাদিগের আচার সনাতন ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইলেও তাঁহাদিগকে বেদানুগামী বলা যাইতে পারে। ব্রাহ্ম সমাজ এবং আর্য্য সমাজ এই দুই মত ধর্ম্ম পুরুষার্থ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত নিয়মিত কার্য্য করিতেছে দেখা যায়। আর্য্যসমাজের প্রধান লক্ষ্য বেদের অঙ্গ বিশেষের উপর পরিলক্ষিত বলা যাইতে পারে। কেবল তাহারা জন্মের সম্বন্ধ বর্ণধর্ম্মের সহিত স্বীকার করে না। নিয়োগ, বিধবাবিবাহপ্রচার, সগুণউপাসনাত্যাগ, পিতৃপূজারূপী শ্রাদ্ধাদির খণ্ডন ইত্যাদি নিন্দনীয় কার্য্যসমূহের প্রচার করায় সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত উহাদের সম্বন্ধের ন্যূনতা হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের সহিত আর্য্য সমাজের প্রায় একই সম্বন্ধ আছে, উভয় সমাজের আচারের মধ্যে অধিক প্রভেদ নাই, কেবল ব্রাহ্মসমাজে এই মাত্র অধিক্য আছে যে, তাহারা বেদ সমূহের প্রামাণ্য স্বীকার করে না, পরন্তু সনাতন ধর্ম্মের মুক্তি বিজ্ঞানের সহিত উভয় সমাজের বিরোধ আছে, উভয় সমাজই স্বর্গসুখের ন্যায় অধিক কাল স্থায়ী অলৌকিক সুখভোগকেই মুক্তি বলিয়া বিবেচনা করে। তথাপি সাধারণতঃ বেদানুগমন, স্থূল রীতি অনুসারে বর্ণাশ্রম মর্য্যাদার পালন, স্বর্গেরই রূপান্তর মুক্তিপদ এবং স্বর্গ পদের

* শাস্ত্রসমূহে কেবল ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সন্ন্যাসাশ্রম বিহিত আছে। কিন্তু এক্ষণে কলির প্রভাবে অন্ত্যজ পর্য্যন্ত সন্ন্যাসী রূপে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান সাধুদিগের সংখ্যা গবর্ণমেণ্ট সেন্সস অর্থাৎ মরদুম শুমারীর রিপোর্ট অনুসারে ৫২ লক্ষ। এই সংখ্যার মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের সাধু আছে বুঝিতে হইবে। ইহা কলিকালের ঘোর পরিণাম।

পার্থক্য স্বীকার এবং ইত্যাদি কারণে ইহারা যে কিয়ৎ পরিমাণে বেদানুগামী তাহা বলা যাইতে পারে। দূরদর্শী ব্যক্তিগণ ইহা বিচার করিয়া থাকেন যে, উহারা নিজকুলদ্রোহী হইলেও কালান্তরে সনাতন ধর্ম্মের সহিত বিরোধের ন্যূনতা করিয়া তাহারা কেটি পন্থ রূপে পরিণত হইতে পারিবে।*

সমস্ত পৃথিবী মধ্যে অন্যান্য বড় বড় ধর্ম্মমতের সহিত নৈকট্য সম্বন্ধ বিচার করিলে বৌদ্ধধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম এবং অগ্নিপূজক পার্শী ধর্ম্মের নাম প্রথমেই লওয়া উচিত। এই সকলের মধ্যে প্রথম দুই মতের সকল ধর্ম্মাচার্য্যই আর্য্য সন্তান ভারতবাসী ছিলেন এবং ভারতবর্ষ হইতেই উক্ত দুইটী মত নিসৃত হইয়াছে। তৃতীয় ধর্ম্ম-মতের আচার্য্যগণও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সনাতন ধর্ম্মের সহায়তা লইয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগের প্রধান আচার্য্য ভারতবাসী ছিলেন ইহা প্রাচীন গ্রন্থ সমূহ হইতে সপ্রমাণ হয়।

বৈজ্ঞানিক ভাবের উন্নতির বিচার দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্মকে উত্তম বলা যাইতে পারে। বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে বর্ণাশ্রম মর্য্যাদা না থাকিলেও উহার অধিকারীদিগের মধ্যে প্রকারান্তরে যে, সময়ে সময়ে ব্রহ্মতেজ এবং ক্ষাত্রতেজের উৎপত্তি হইয়াছিল, ইহা ইতিহাস সিদ্ধ। বৌদ্ধ ধর্ম্মে বেদোক্ত দর্শনসমূহের সহিত এরূপ সাদৃশ্য রক্ষিত হইয়াছে যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রধান জ্ঞান কাণ্ড, বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের সহিত প্রায়ই মিলিতে মিলিতে অগ্রসর হইয়া থাকে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং জৈন ধর্ম্মের চরম মুক্তিলক্ষ্য, কর্ম্মবিজ্ঞান, জন্মান্তরবাদ, স্বর্গ এবং মোক্ষের পার্থক্য আদি কতকগুলি প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত সনাতন ধর্ম্মের অনুযায়ী। কেবল মুক্তির পক্ষে সচ্চিদানন্দ ভাবের অভাব, ঈশ্বর বিজ্ঞানের উপর অবিশ্বাস, বর্ণাশ্রম মর্য্যাদা ত্যাগ, এবং সদাচারের বৈলক্ষণ্য প্রভৃতি এরূপ কতকগুলি বিষয় আছে যে, তাহার নিমিত্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মকে অবৈদিক মত বলা যায়। পরম আস্তিক এবং ভগবৎ প্রেমাসক্ত অনাদি সনাতন ধর্ম্মের যদিও এই দুই ধর্ম্মমতের সহিত অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ আছে, কিন্তু ঐ দুই ধর্ম্মে ভগবদ্ ভক্তির অভাব দেখিয়া পিতৃরূপী সনাতন ধর্ম্ম, এই দুই ধর্ম্মমতকে উদ্ধত এবং কুলাচার ত্যাগী পুত্রের ন্যায় শাসন করিয়া আসিতেছেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মে যে সকল দোষ আছে, সে সকল আধিদৈব সম্বন্ধ দ্বারা দূর হইতে পারিত সেই জন্য সনাতন ধর্ম্মরূপী পিতার তাড়না; নতুবা সনাতন ধর্ম্ম অপর ধর্ম্ম মতের সহিত বিরুদ্ধাচরণ করিতে জানে না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সমস্ত পৃথিবীর সকল বৈদিক এবং অবৈদিক ধর্ম্মমতসমূহই সমদর্শী সনাতন ধর্ম্মের নিকট পুষ্টি এবং তুষ্টির যোগ্য, কেবল আচারের তারতম্যানুসারেই ধর্ম্মমতসমূহকে বৈদিক এবং অবৈদিক সংজ্ঞায় বিভক্ত করা হইয়া থাকে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, সনাতন ধর্ম্মের সহিত সাক্ষাৎ

* বিচারের সুগমতার জন্য ধর্ম্মের স্থূল এবং সূক্ষ্ম লক্ষ্য অনুসারে সম্প্রদায়, পন্থ এবং মত এই তিন নাম দেওয়া হইয়াছে।

সম্বন্ধ রক্ষাকারী সম্প্রদায় এবং পন্থসমূহের মধ্যেও লঘু হইতেও লঘু বিচার প্রচলিত আছে, এবং পক্ষান্তরে অবৈদিক ধর্ম্মমতসমূহের মধ্যেও কোন কোন মতের মধ্যে অতি উন্নত বিচার সকল দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সদাচারপক্ষপাতী পূর্ণজ্ঞান যুক্ত সনাতন ধর্ম্ম তাহাদিগকে সদাচার বিহীন দেখিয়া অগত্যা অবৈদিক নামে অভিহিত করে।

ক্রমশঃ—

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের কলিকাতা অধিবেশন।

(সংক্ষিপ্ত কার্য্য বিবরণী)

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয়ের বিজ্ঞাপন পত্র এবং শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভারতরত্ন রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম, এ, বি, এল, সি, এস আই মহাশয়ের নিমন্ত্রণ পত্রানুসারে কলিকাতা রাজধানীর সুবিশাল টাউনহলে বিগত ২৩শে ও ২৪শে ডিসেম্বর শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের অধিবেশন বড়ই সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। যদিও বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব প্রভৃতি সমস্ত প্রান্তের প্রতিনিধিগণ উক্ত অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন, পরন্তু বঙ্গ প্রান্তের প্রতিনিধিই অধিক সংখ্যক উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনেক শাখা সভার সভ্যমহোদয়গণও এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশীয় বহু সংখ্যক সংস্কৃত অধ্যাপকও আগমন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর আলোয়ার এবং ত্রিপুরার শ্রীযুক্ত যুবরাজ বাহাদুরের ন্যায় স্বাধীন নরপতি, শ্রীযুক্ত মিথিলেশ মহারাজা বাহাদুর দ্বারবঙ্গ, শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর কাশীম বাজার, শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর হাথুয়া, প্রভৃতি বহু নৃপতি এবং বঙ্গদেশের হিন্দুসমাজের প্রধান প্রধান গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। যদিও ঐ সময়ে কলিকাতায় অনেক রাজনীতিক আন্দোলনের নিমিত্ত সকলেই ব্যস্ত ছিলেন, তথাপি ধর্ম্মের এরূপ মহিমা যে, কলিকাতায় মহামণ্ডলের অধিবেশন একটা নূতন কথা হইলেও বহু মনুষ্যের সমাগম হইয়াছিল, এবং উভয় দিনের অধিবেশনই পূর্ণ সফলতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল।

মহামণ্ডলের প্রধান সভাপতি শ্রীযুক্ত মিথিলেশ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নরপতিবৃন্দ, অধ্যাপক পণ্ডিতমণ্ডলী, রইস, জমিদার, শেঠ সাহুকার এবং ধর্ম্মবক্তৃগণ দ্বারা সভা বিশেষ রূপে সম্মানিত হইয়াছিল। সভাপতি মহোদয়ের স্বাগত, বিদ্বান পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা মঙ্গলাচরণ, প্রভৃতি কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনের পর উভয় দিবসই অধিবেশন কার্য্যের প্রারম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত ভারতরত্ন রাজা প্যারী মোহন বাহাদুরের প্রস্তাবানুসারে শ্রীযুক্ত মিথিলেশ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার পর, মহারাজা বাহাদুর ইংরাজী ভাষায় অতি সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। উহা বাঙ্গালা অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইল;—

MAHARAJAS, RAJAS AND GENTLEMEN :-

We have met here today for a purpose which yields to none in importance among the numerous objects for which meetings are being held in this season not only in this town, but in various other chief cities of this Empire. Our purpose is to popularise in Bengal an institution which is already fairly well established, which has numerous branches and is very well known in several other parts of India, and which is doing good work. That institution is the "*Sri Bharat-Dharma-Mahamandal.*" I shall presently state the objects and the constitution of that body. I shall only say by way of preface that an All-India organisation has become necessary for the preservation, the propagation and the development of ancient eastern learning and our venerated *Sanatan-Dharma.* If it is generally true that national life is impossible without a national religion, it is especially so in this country. Religion is the most vital fact in the East. It influences the life of the people in every detail. It is the basis of Hindu society. The Hindu religion and Hindu society have had many ramifications in modern times but there is an essential unity underlying them all. What is wanted is an organisation to bring that unity into prominence, to promote understanding and sympathy among the several divisions, and so to help in building up a Hindu National life. Whatever may be the case in other countries, no bond is stronger than that of religion in this country and among the Hindus. Religion is here not only the most powerful of ties, but it is the chief inspiration. Nothing else can take its place. No real friend of the people can therefore look with unconcern upon the symptoms of a grow-

ing religious indifference among some classes. At the same time it is impossible not to rejoice at signs of a deepening religious feeling among the people generally and a growing desire to revive national ideas, institutions and modes of life. A taste for indigenous arts and industries has been awakened; and this only one aspect of the growing national feeling. The time seems to be favourable for rescuing the weak and co-operating with the zealous in restoring to religion its proper place in the mental and social life of the people. The *Mahamandal* claims to be precisely such an organisation as that which I have just described as necessary for effecting a national regeneration through religion.

2. The work of the "*Mahamandal*" has been divided under five departments :—

I. The "*Dharma Prachar Vibhaga*"—*i. e.* The Department for the propagation of the *Sanatana Dharma.* It is intended to send religious preachers to all parts of the country and to publish and distribute religious tracts through its branch *Dharma-Sabhas* in the principal towns and villages of the country. Nearly 500 branch *Sabhas* have already been established in Northern India, Rajputana, &c., and five Provincial *Mandals* have been established in Upper India and these are doing much good work in their respective spheres. We hope to see similar Provincial Offices established in Madras, Bombay and Central India.

The "*Mahamandal*" has three orders of religious preachers and instructors—[1] *Upadeshakas*, [2] *Mahopadeshakas* [3] *Maha-mahopadeshakas.* They are about one hundred and

fifty in number and are rendering most useful service to the cause.

II. The "*Dharmalaya-Sanskar-Vibhaga*"—*i. e.* The Department for the control and better management of the existing Hindu religious endowments, Charitable institutions, *Tirthas* (sacred places), Shrines, &c. The work of this department is divided under three classes; the inspection of religious endowments, institutions, and Shrines, &c., the auditing of their accounts as well as the supervision of their management. For this purpose the *Mahamandal* hopes, whenever called upon, to assist and whenever funds permit it to do so, to engage Inspectors for Shrines, religious and charitable institutions, employ religious preachers and publish books and pamphlets containing full details and instructions on the subject. The work of the Department has been taken in hand and a commencement made by the Head Office of the *Mahamandal.*

III. The *Vidya-Prachar-Vibhaga* (*Sri Sarada Mandala*) *i. e.*—The Department of Education, which aims at restoring the *Prachin-Vidya-Pithas* (ancient seats of Sanskrit Learning) and also better controlling and managing the affiliated Sanskrit Schools existing in different parts of India. Under this department is being prepared a new and revised scheme of education which will combine with learning of the ancient Sanskrit all that is the best and the most useful to us of the Western knowledge. The *Sarada-Mandal*, in short, will be both a teaching as well as an examining body, providing for physical, intellecutal and above all the religious training. Of the eight great ancient *Vidya-Pithas* in India which the *Mahamandal* has undertaken to restore and revive, one has already

been taken in hand, namely the *Vidya-Pitha* of Mithila, formerly the most distinguished seat of Vedic learning.

IV. The *Pustaka-Sangrah-Anusandhan-Vibhaga*; *i. e.* The Department for the collection of Sanskrit books and old manuscripts and comparative research in old and new literature, philosophy and science. Under this department is now being prepared a complete and systematic Biblography of Sanskrit literature, philosophy and science and it is also intended to write and edit books on various subjects, such as *Vaidic* and *Jyotish Shastras*, &c., incorporating the researches into ancient works with the most recent and modern developments. Our grateful thanks are due to Sri Swami Brahmanath Ashram Ji for the eminent services he has been rendering in this connection.

V. The *Shastra-Prakash-Vibhaga*: *i. e.* The department for the printing and publishing of eight monthly journals in different languages of India, of religious tracts, and authoritative books on Hindu Science, Philosophy, &c.

3. The *Mahamandal* includes in its organization five classes of members.

(*a*) The *Sanrakshakas* or Patrons: This order consists of the Hindu Ruling Chiefs and the *Dharmacharyas* (Heads of different Religious Schools). Within this short period nearly all the *Dharmacharyas* of India have joined this Institution and have sent messages of kindly encouragement to us; and about twenty Ruling Chiefs have

generously come forward to support the movement. To the great *Acharyas* I beg to offer, as President of this Association, our most respectful salutations and to the Chiefs our grateful thanks.

(b) The *Pratinidhis*: Composed of the prominent members of the aristocracy, raises, and of the leaders of our communities. These number at present over one hundred.

(c) The *Dharma-Vyavasthapakas*: The class consists distinguished Sanskrit Pandits (*Adhyapakas*) of all parts of the country from whom decisions on religious questions may be obtained whenever necessary.

(d) The *Sahayaka-Sabhyas*: or special member consisting of supporters of the *Sanatan Dharma* from whom help in the work of the *Mahamandal* has been received in the past and expected in the futur

(e) The *Sadharana Sabhyas*: or ordinary members. Every Hindu by signing a declaration promising his support to the Hindu religion and making a small contribution towards the *Mahamandal* fund is enrolled as a member of this Association. The last two classess are open to both sexes.

4. I am anxious that our purposes should not be misunderstood. The *Mahamandal* seeks to encourage National education and to build up National life through National religion. I use these phrases in no political sense, nor do they imply any political aim. The *Bharat*-

Dharma-Mahamandal, as its name implies, is a body whose functions are confined to religion. It seeks to reorganise religion, to strengthen the religious foundations of society and to extend and popularise religious education. We have no politics, or if we have any, they are all summed up in one word: Loyalty. With the Hindus loyalty or *Raj-Bhakti* is an element of religion. The Hindu almanacs mention the days astrologically fit for *raja-darshan* (*i. e.* the day on which a subject should be presented to his sovereign). The Hindus are tied to the soil of India in such a way as people of no other race or religion can be. By reason of their religion and the constitution of their society, they could not leave this country, under any circumstances whatsoever. There is no country in the world other than India that the Hindu can ever call his own. A people such as this cannot but feel as inseparably attached to their rulers as they are tied to their country. They have no interest outside India, they cannot marry or form any ties or connection in other countries, and all the traditions of their religion are connected with loyalty to the Sovereign Power. *A Hindu Nihilist is a contradiction in terms.* I cannot conceive that any one who calls himself a Hindu, be he a ruling Chief, or a member of the aristocracy, or a representative of the people, can be anything but loyal to the British connection. Government must be aware of these circumstances and I am therefore unable to agree with any person who may think that Government will be disposed to unduly favour the followers of other religions at our expense. We Hindus, however, have one thing to learn from Mahomedans. With them religion is still a living principle and acts as a strong bond of union. There is discipline in their society; and there is recognition of social leadership. It is the object of the *Mahamandal* to make Hindu society all over India a compact body united by a religion, which, however divergent in details in its various branches, is essentially one; and it seeks to restore discipline in Hindu society by the recognition of local *Samajpatis* or social leaders.

5. The programme here sketched is undoubtedly an ambitious one, but it is one which with due help from the representatives of the Hindu

community and with countenance and encouragement of our English rulers is certainly not impossible of accomplishment. I earnestly hope that the co-operation we seek will not be wanting and that the institution will not be allowed to suffer for want of resources. As on previous occasions I appeal for help both in regards to funds and active workers for the cause. In the words of the ancient sloka of Sri Vyasa:—

त्रेतायां मन्त्रशक्तिश्च ज्ञानशक्तिः कृतेयुगे ।
द्वापरे युद्धशक्तिश्च सङ्घशक्तिः कलौयुगे ॥

The power of *jnana* is useful in the *Satya yuga*, that of *mantras* in the *Treta-yuga*, that of arms in the *Dwapara-yuga* and that of united and peaceful action in the *Kali yuga*.

6 I hope, I shall not be understood to imply that we value religion only as an instrument for secular purposes, only as a means, for instance, of social regeneration, even the building up of a nationality. Religion is essentially an affair of the inner and not of external life. Its aims are fixed on high. And I would not say one word which would tend to lower that ideal. But it so happens in God's economy that the external is ruled and determined by the internal, that social and political life is then only fit and abiding when it grows out of the character, and that character must always be founded on religion. The educational, social, and national progress that I have foreshadowed as the likely result of a re-awakened and re-organised religion, is not the end. Religion stands on its own merits and is its own end. Its importance does not arise from the results but without it the results would not be.

And now I have done. I feel sure that a movement with purposes like those I have just mentioned must commend itself to you, and heartily invite your assistance in advancing it by every means at your command.

7. I cannot more fittingly conclude this address than by recalling the command given by Sri Krishna in the following slokas of the Gita—

A man also being engaged in every work, if he put his trust in Me alone, shall, by My Divine pleasure, obtain the eternal and incorruptible mansions of My abode. With thy heart place all thy works on Me: prefer Me to all things else; depend upon the use of thy understanding and constantly of Me. For by doing so thou shalt by My devine favour surmount every difficulty which surroundeth thee.

सर्व्वकर्म्माण्यपि सदा कुर्व्वाणो मद्व्यपाश्रयः ।
मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥
चेतसा सर्व्वकर्म्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः ।
बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥
मच्चित्तः सर्व्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि ।

(বঙ্গানুবাদ)

মহারাজগণ, নৃপতিবৃন্দ এবং ভদ্রমহোদয়গণ,

বর্ত্তমান ঋতুতে কেবল এই নগরে নহে, ভারতের বহু প্রধান প্রধান নগরে অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধনার্থ সভাধিবেশন হইয়া থাকে, আমরাও অদ্য তাহা অপেক্ষা কোনও অংশে অল্প প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধনার্থ এখানে সম্মিলিত হই নাই। অদ্য বঙ্গদেশে একটী এরূপ সমিতির খ্যাতি প্রচার করা আমাদিগের প্রয়োজন, যে সমিতি প্রায় উত্তমরূপে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, যাহার বহু সংখ্যক শাখা সভা স্থাপিত হইয়াছে, যাহার বিষয়ে আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত অন্যান্য প্রান্তের বহুসংখ্যক ব্যক্তি উত্তমরূপে অবগত হইয়াছে, এবং যাহাতে উত্তম উত্তম কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। এই সমিতির নাম শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল। আমি এক্ষণে এই সমিতির উদ্দেশ্যসমূহ এবং উহার গঠন প্রণালী বর্ণন করিতেছি। ভূমিকা স্বরূপ আমি কেবল এই কথা বলিতে চাই যে, প্রাচীন প্রাচ্য শিক্ষা এবং আমাদিগের মহামান্য সনাতন ধর্ম্মের সংরক্ষণ, বিস্তার এবং পরিপোষণের নিমিত্ত সমগ্র ভারত-ব্যাপিনী একটী বিরাট সভার আবশ্যক। জাতীয় ধর্ম্ম ব্যতীত জাতীয় জীবন অবস্থিতি করিতে পারে না, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের পক্ষে যে উহা অসম্ভব, ইহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচ্য প্রদেশে ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে জীবনীশক্তি প্রদান করিয়া থাকে। প্রাচ্য প্রদেশে মনুষ্যের সর্ব্ব প্রকার কার্য্য কলাপের উপর ধর্ম্মের প্রভাব নিপতিত

হয়। ধর্ম্মই হিন্দু সমাজের আধার সূত্র। অধুনা হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দু সমাজ বহু শাখায় বিভক্ত হইলেও উহার সারভূত একতা সকলের মধ্যে অবস্থিত। এক্ষণে আবশ্যক এই যে, একটী মণ্ডলের দ্বারা ঐ একতাকে উচ্চ স্থানীয় লক্ষ্য প্রস্তুত করিতে হইবে, যাহার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে প্রীতি ভাবের বৃদ্ধি এবং হিন্দু জাতীয় জীবন গঠনে সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্য দেশ সম্বন্ধে যাহাই হউক না কেন, এই দেশে হিন্দুদিগের মধ্যে ধর্ম্মের অপেক্ষা দৃঢ়তর বন্ধন আর নাই। ধর্ম্ম যে কেবল দৃঢ়বন্ধন তাহা নহে, পরন্তু ইহা সর্ব্ব প্রধান দিব্যাদেশ। অন্য কোন পদার্থ ইহার স্থান অধিকার করিতে পারে না। সুতরাং জন সমাজের প্রকৃত হিতৈষী এরূপ কেহই নাই যিনি কোন কোন শ্রেণীর ন্যায় ধর্ম্মোন্নতির প্রতি উপেক্ষা করিতে পারেন। এই সঙ্গে এক্ষণে জনসমূহের মধ্যে যে গম্ভীর ধর্ম্মভাব এবং জাতীয় সিদ্ধান্ত, সমিতি ও জীবন পুনঃ প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ঔৎসুক্য বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাতে আনন্দ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। দেশীয় শিল্প ও কারু কার্য্যের প্রতি লোকের অনুরাগ পুনরুদ্দীপনা জাতীয় ভাবসমূহের বৃদ্ধির একটী বিকাশ। দুর্ব্বল ব্যক্তির রক্ষা এবং উদ্যমশীল বলবান ব্যক্তিদিগের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের সানুকূল সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহা করিলে মনুষ্যদিগের সামাজিক এবং মানসিক জীবনের মধ্যে যথা যোগ্য স্থানে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইবে। ধর্ম্মান্দোলনের সাহায্যে জাতীয় জীবন পুনর্গঠনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমি যে সকল কথা বলিলাম, মহামণ্ডল প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারই নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(ক) ধর্ম্ম প্রচার বিভাগ অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে সনাতনধর্ম্মবিস্তার এই বিভাগের দ্বারা সংসাধিত হয়। ভারতের চতুর্দ্দিকে প্রধান প্রধান নগরে এবং গ্রামে শাখা ধর্ম্মসভা স্থাপন পূর্ব্বক সেই সকল সভায় ধর্ম্মবক্তা প্রেরণ এবং ধর্ম্ম পুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ করিবার অভিপ্রায়ে এই বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। উত্তর ভারতে রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে প্রায় ৫ শত শাখা সভা ইহার মধ্যে স্থাপিত হইয়া গিয়াছে, এবং উত্তর ভারতে যে পাচটী প্রাদেশিক মণ্ডল স্থাপিত হইয়াছে ঐ সকল মণ্ডল আপনাপন প্রদেশে সুচারুরূপে কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। আশা করি মান্দ্রাজ, বোম্বাই এবং মধ্য ভারতে ঐরূপ মণ্ডল স্থাপিত হইতে দেখিব।

মহামণ্ডলের ধর্ম্মবক্তৃগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) উপদেশক (২) মহোপদেশক এবং (৩) মহামহোপদেশক। তাঁহাদিগের সংখ্যা প্রায় ১৫০। তাঁহারা সকলেই মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য প্রচার সম্বন্ধে যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিতেছেন।

(খ) ধর্ম্মালয় সংস্কার বিভাগ। হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ক বৃত্তি বা দান, দাতব্য সমিতি (চ্যারিটেবল ইনিষ্টিটিউসন) তীর্থসমূহ এবং দেবালয়, মহামণ্ডলের অন্তর্গত করিয়া সেই সকলের উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এই বিভাগের দ্বারা সাধিত হয়। এই বিভাগ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথাঃ— ধর্ম্মবৃত্তি প্রভৃতির পরিদর্শন, ঐ সকল স্থানের হিসাব দর্শন, এবং উহার ব্যবস্থাদির ভার গ্রহণ। এই সকল উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত মহামণ্ডল আশা করেন যে,

আবশ্যকতানুসারে, সংবাদ প্রাপ্ত হইলে, যথাসাধ্য অর্থ দ্বারা সাহায্য দান, দেবালয় প্রভৃতির নিমিত্ত পরিদর্শক নিয়োগ, ধর্ম্মবক্তা নিয়োগ পূর্ব্বক ঐ সকল বিষয়ের ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে উপদেশ দান ও সমস্ত ব্যাপার মুদ্রিত করিয়া পুস্তিকার প্রকাশ করিবেন। এই বিভাগের কার্য্যে মহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

(গ) বিদ্যাপ্রচার বিভাগ। (শ্রীশারদামণ্ডল) প্রাচীন বিদ্যাপীঠসমূহের পুনরুদ্ধার এবং শ্রীশারদা মণ্ডলের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত (affiliated) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশস্থ বর্ত্তমান সংস্কৃত বিদ্যালয়সমূহকে বশে আনয়ন ও সেই সকলের কার্য্য উৎকৃষ্টতর রূপে সম্পাদন এই বিভাগের কার্য্য। এই বিভাগে শিক্ষা বিষয়ে একটা নূতন এবং পরিবর্ত্তিত প্রণালী প্রস্তুত হইতেছে, ইহার দ্বারা এতদ্দেশীয় প্রাচীন সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংস্কৃত শিক্ষাসমূহ পাশ্চাত্য বিদ্যার সহিত সম্মিলিত হইবে। সংক্ষেপতঃ শারদা মণ্ডলের দ্বারা শারীরিক, মানসিক এবং সর্ব্বোপরি ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষা এবং পরীক্ষা উভয় কার্য্যই সম্পাদিত হইবে। প্রাচীন ভারতের ৮টী বিদ্যা-পীঠ যে সকলের পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং পুনর্জ্জীবিত করিবার মনস্থ মহামণ্ডল করিয়াছেন, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বৈদিক শিক্ষার নিমিত্ত বিখ্যাত মিথিলার বিদ্যাপীঠের কার্য্য ইতি মধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে।

(ঘ) পুস্তক সংগ্রহ ও অনুসন্ধান বিভাগ। সংস্কৃত পুস্তক, প্রাচীন হস্ত লিখিত পুঁথি, এবং প্রাচীন এবং নূতন সাহিত্য, দর্শন এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রত্ন তত্ত্ব সংগ্রহ এই বিভাগের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই বিভাগে সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন এবং বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে এবং বৈদিক জ্যোতিষ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়নের ইচ্ছা আছে। এই সকল গ্রন্থে নবীন ও প্রাচীন প্রত্ন তত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাও সন্নিবেশিত হইবে। আমরা শ্রীযুক্ত স্বামী ব্রহ্মনাথ আশ্রম মহারাজকে এই কার্য্য সাধন সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা করিবার নিমিত্ত কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ধন্যবাদ করিতেছি।

(ঙ) শাস্ত্র প্রকাশ বিভাগ। ভারতবর্ষীয় ৮টী বিভিন্ন ভাষায় ৮ খানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ, ধর্ম্ম পুস্তক এবং হিন্দু বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি সম্বন্ধী পুস্তক মুদ্রণ কার্য্য সংসাধন নিমিত্ত এই বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৩। মহামণ্ডলের সভাগণ ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত।

(ক) সংরক্ষক। হিন্দু স্বাধীন নৃপতি, ধর্ম্মাচার্য্য (বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রধান) গণ এই শ্রেণীর সভ্য হইতে পারেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতের প্রায় সমস্ত ধর্ম্মাচার্য্যই মহামণ্ডলের সহিত যোগদান করিয়াছেন, এবং অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহপূর্ণ পত্র (message) প্রেরণ করিয়াছেন। এবং প্রায় ২০ জন স্বাধীন নৃপতি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সভা পরিচালিত করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইয়াছেন। ঐ সকল ধর্ম্মাধ্যক্ষ যাঁহারা আমাদিগের এই সভায় অনুগ্রহ করিয়া যোগ দিয়াছেন, সভাপতি রূপে, তাঁহাদিগকে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে আমাদের নমস্কার জ্ঞাপন করিতেছি, এবং ঐ সকল রাজন্যকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ করিতেছি।

(খ) প্রতিনিধি। সমৃদ্ধিশালীব্যক্তি, জমিদার, এবং আমাদিগের সামাজিক নেতৃবৃন্দ এ শ্রেণীর সভ্য হইতে পারেন। এক্ষণে এই শ্রেণীর সভ্য সংখ্যা এক শতেরও অধিক।

(গ) ধর্ম্ম ব্যবস্থাপক। ভারতবর্ষের সমস্ত স্থানের সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিতগণ যাঁহাদিগের নিকট হইতে প্রয়োজন হইলেই কোন ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে, এই রূপ পণ্ডিতগণ এই শ্রেণীর সভ্য হইতে পারেন।

(ঘ) সহায়ক সভ্য। যে সকল ব্যক্তি সনাতন ধর্ম্মের বিশেষ সহায়ক এবং যাঁহাদিগের সাহায্য প্রাপ্তি বশতঃ মহামণ্ডলের কার্য্য চলিয়া আসিয়াছে, এবং ভবিষ্যতে চলিবার আশা আছে।

(ঙ) সাধারণ সভ্য। প্রত্যেক হিন্দু হিন্দুধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিয়া মহামণ্ডলে সামান্য কিছু সাহায্য করিলেই এই শ্রেণীর সভ্য হইতে পারেন। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিই এই শ্রেণীর সভ্য হইতে পারেন।

৪। আমাদিগের উদ্দেশ্যসমূহ বিপরীত ভাবে গৃহীত না হয়, ইহাই আমার চিন্তার কারণ। মহামণ্ডল জাতীয় ধর্ম্মের দ্বারা জাতীয় শিক্ষা এবং জাতীয় জীবন গঠন করিতে ইচ্ছা করেন। আমি কোন রাজনৈতিক ভাবে এই জাতীয় কথাটী ব্যবহার করিতেছি না, অথবা এই সকল বিষয় কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নহে। ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল স্বীয় নামানুসারে কেবল ধর্ম্মান্দোলনের নিমিত্তই স্থাপিত হইয়াছে। সমাজের ধর্ম্মভিত্তি সুদৃঢ়, এবং ধর্ম্ম শিক্ষার বিস্তার ও তাহা লোকপ্রিয় করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মের পুনরান্দোলন করাই মহামণ্ডলের ইচ্ছা। আমাদিগের কোন রাজনীতি নাই—যদি আমাদিগের রাজনীতি বলিয়া কিছু থাকে তবে তাহা এক কথায় রাজভক্তি। হিন্দুর পক্ষে রাজভক্তি ধর্ম্মের একটী অঙ্গ বিশেষ। হিন্দু পঞ্জিকায় রাজদর্শনের দিন অবধারিত আছে। হিন্দুগণ ভারতবর্ষীয় মৃত্তিকার সহিত যেরূপ ভাবে আবদ্ধ, অপর কোনও জাতি বা ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি সেরূপ ভাবে আবদ্ধ হইতে পারে না। ধর্ম্ম এবং সামাজানুশাসন প্রভাবে তাহারা কখনই এই দেশ পরিত্যাগ করিতে পারে না। ভারত ব্যতীত পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন স্থান নাই যাহাকে হিন্দু কখনও আপনার দেশ বলিতে পারে। মাতৃভূমি যে তাহার শাসন কর্ত্তার সহিত এক সূত্রে আবদ্ধ ভারতবাসী তাহা বিবেচনা না করিয়া থাকিতে পারে না। ভারতের বহির্দ্দেশস্থ অন্য কোন স্থানের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ নাই, তাহারা ভারতের বহির্দ্দেশে বিবাহ অথবা অপর কোনও রূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে পারে না। তাহাদিগের ধর্ম্ম বিষয়ক আখ্যায়িকাসমূহ ভগবৎ শক্তির প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের সহিত সম্বন্ধ। সুতরাং হিন্দু রাজদ্রোহী এই শব্দই থাকিতে পারে না। স্বাধীন রাজাই হউন, সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিই হউন অথবা প্রজাসাধারণের প্রতিনিধিই হউন, যাঁহারা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, আমার বিবেচনায়, তাঁহারা ইংরাজ রাজের প্রতি ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারেন না। গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই এ সকলই অবগত আছেন, এবং এই নিমিত্ত যে ব্যক্তি মনে করেন যে, গবর্ণমেণ্ট

অনপথ: কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের অনিষ্ট করিয়া অন্য ধর্ম্ম সমূহ পোষণ করিবেন, তাঁহাদের সহিত আমি ঐকমত হইতে পারিলাম না। মুসলমানদিগের নিকট আমাদিগের অর্থাৎ হিন্দুদিগের একটা বিষয় শিক্ষা করিবার আছে। মুসলমান-দিগের মধ্যে এখনও ধর্ম্ম সজীব ভাবে অবস্থান করিতেছে। সেই ধর্ম্মভাবই তাহাদিগকে সুদৃঢ় একতাবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে সামাজিক শাসন প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তাহাদের সমাজপতি চিনিবার উপায় আছে। সেইরূপ ধর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ সমগ্র ভারতব্যাপী একটী হিন্দুসমাজ গঠন করা মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য। হিন্দু সমাজের বিভিন্ন শাখার মধ্যে যতই মতভেদ প্রতীয়মান হউক না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে উহাদিগের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই এবং হিন্দু সমাজে সমাজপতি অথবা সামাজিক নেতা নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা হিন্দুসামাজিক শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে মহামণ্ডল ইচ্ছা করেন।

৫। যে কার্য্য প্রণালীর কথা জ্ঞাপন করা হইল অবশ্য তাহা অত্যন্ত উচ্চ হইলেও হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিদিগের এবং ইংরাজ শাসনকর্ত্তাদিগের যথোচিত সহায়তা প্রাপ্ত হইলে উহা অবশ্যই সুসিদ্ধ হইবে। আশা করি, আমাদিগের অভিলষিত হিন্দু সাধারণের সহিত সম্মিলন বিষয়ে আমাদিগকে কখনই হতাশ হইতে হইবে না এবং অর্থ কৃচ্ছ্রতা বশতঃ এই মহাসভা কখনই বিনষ্ট হইবে না। কারণ ইতঃপূর্ব্বে আমি অনেকবার অর্থ ও কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি। আমি ভগবান্ বেদব্যাসের কথায় বলিতেছি:—

> ত্রেতায়াং মন্ত্রশক্তিশ্চ জ্ঞানশক্তিঃ কৃতে যুগে।
> দ্বাপরে যুদ্ধশক্তিশ্চ সংঘশক্তিঃ কলৌ যুগে॥

ত্রেতাযুগে মন্ত্রশক্তি, সত্যযুগে জ্ঞানশক্তি, দ্বাপরে যুদ্ধশক্তি এবং কলিযুগে সংঘ শক্তি কার্য্যকরী।

৬। আমার কথায় যেন কেহ এরূপ মনে না করেন যে কেবল সমাজ সংশোধন, অধিভৌতিক উদ্দেশ্য সমূহের উন্নতি, জাতীয়তার সংগঠন প্রভৃতির নিমিত্তই ধর্ম্মের উপযোগিতা আছে বলিয়া আমি বিবেচনা করি। প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্ম অন্তর্জ্জগতের বস্তু, ইহা বহির্জ্জগতের বিষয় নহে। ইহার উদ্দেশ্য অত্যন্ত উচ্চে অবস্থিত, যাহাতে ঐ উচ্চ উদ্দেশ্য অধঃপতিত হয় এরূপ একটী বাক্যও আমি প্রয়োগ করি নাই। কিন্তু ভগবানের ন্যায়বিচারানুসারে বহিপ্র্রবৃত্তি অন্তপ্র্রবৃত্তির দ্বারা শাসিত এবং সংযমিত হইয়া থাকে। সুতরাং সধৃত্তি

হইতে সামাজিক এবং নৈতিক জীবনের উৎপত্তি হইলে কেবল তাহাই উপযোগী এবং চিরস্থায়ী হইতে পারে। এই সম্বৃত্তির মূলভিত্তি সর্ব্বপ্রকারেই ধর্ম্মের উপর সংস্থাপিত হওয়া উচিত। পুনর্নির্দ্ধারিত এবং পুনরাবৃত্ত ধর্ম্মের দ্বারা বিদ্যা, সমাজ, এবং জাতীয় উন্নতি সাধনের সম্ভাবনা, ইহা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নহে। ধর্ম্ম স্বয়ং আপনার উপর আপনি নির্ভর করে এবং ধর্ম্মই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। পরিণাম ফলের দ্বারা ইহার মাহাত্ম্য উৎপাদিত হয় না, বরং ধর্ম্মের অভাবে পরিণাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়।

এক্ষণে আমার আর বলিবার কিছু নাই। আমার সম্পূর্ণরূপ আশা আছে, যে সকল উদ্দেশ্যের বিষয় আমি বর্ণনা করিলাম, সেই সকল উদ্দেশ্যযুক্ত এই সমিতি স্বয়ংই আপনাদিগের রুচিকর হইবে এবং ইহার উন্নতির নিমিত্ত আমি হৃদয়ের সহিত আপনাদিগের যথাশক্তি সহায়তা প্রার্থনা করিতেছি।

এক্ষণে আমার বলিবার বিষয় শেষ হইয়াছে। আমার নিশ্চিত ধারণা যে আমার পূর্ব্বকথিত উদ্দেশ্য-সমূহ-সংযুক্ত এরূপ সভা আপনা আপনি আপনাদিগের নিকট পরিচিত হইবে এবং আমি অন্তরের সহিত আপনাদিগের যথাশক্তি মহামণ্ডলের কার্য্যে সাহায্যার্থ অগ্রবর্ত্তী হইবার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছি।

উপসংহারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে উপদেশ দিয়াছেন সেই কয়েকটী শ্লোক নির্দ্দেশ না করিয়া আমার বক্তৃতা শেষ করিতে পরিলাম না—

সর্ব্ব কর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥
চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎ পরঃ।
বুদ্ধিয়োগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥
মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।

সর্ব্বদা কেবল আমাকেই অবলম্বন পূর্ব্বক সমস্ত কর্ম্ম করিলে আমারই অনুগ্রহে অব্যয় শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনে মনে আমাতে সর্ব্ব কর্ম্ম অর্পণ করিয়া হৃদয়ের সহিত আমাতে চিত্ত নিয়োগ কর এবং বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা আমাতে চিত্ত অর্পণ কর। তাহ হইলে আমারই অনুগ্রহে সমস্ত দুর্গতি হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।

সভাপতিমহাশয়ের বক্তৃতার পর সভাপতির প্রতিনিধিস্বরূপ শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে "সনাতন ধর্ম্ম

ও আর্য্যজাতীয় ভাব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতার সারমর্ম্ম এই,—

"আমি এই সভায় ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য ও শিখিবার জন্য আসিয়াছি—বলিবার জন্য আসি নাই। এখন অনুরোধে পড়িয়া আমায় বক্তৃতা করিতে হইতেছে। অন্য ধর্ম্ম বা জাতির প্রতি কোন কটাক্ষ বা বিদ্বেষ ভাব আমার নাই। আমাদের সনাতন ধর্ম্মের সহিত অন্য ধর্ম্মের তুলনাও আমি করিব না। যে ভাবে আমি আমাদের সনাতন ধর্ম্মকে দেখি—তাহাতে অন্য ধর্ম্মের সহিত আমাদের বিরোধও নাই। কারণ, নানাদেশে নানা ধর্ম্ম থাকিলেও সকল ধর্ম্মেই ঈশ্বর আছেন—নিরীশ্বর ধর্ম্ম কোথাও নাই। মানুষের এমন গুণ থাকা আবশ্যক, যাহাতে পশু অপেক্ষা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। একমাত্র ধর্ম্মই মানুষকে সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান জীব করিয়াছে। যেখানে আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রাম, সেই খানেই জাতীয় ভাবের অভাব। কিন্তু আমাদের আর্য্যভূমি এরূপ ভাবে সৃষ্ট যে, এখানে বহির্জ্জগতের সঙ্গে আমাদিগকে কোন সংগ্রাম করিতে হয় না, তবে আমাদের আর্য্য জাতীয় ভাবের অভাব হইবে কেন? আমাদের সনাতন ধর্ম্ম আমাদিগকে যে শিক্ষা দেয়, সেই শিক্ষার গুণে আমাদের আত্মোন্নতি—আমরা আপনারাই করিতে পারি। কেহ কেহ বলেন—আমাদের অবনতি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার ফলেই ঘটিয়াছে। আমার মতে এটা সম্পূর্ণ ভুল—আমাদের অবনতির কারণ আমরা নিজেরাই—আমরা এখন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছি—সে পূজ্য আর্য্যজাতির প্রতি আর আমাদের দৃষ্টি নাই। ধর্ম্মেই প্রকৃত সুখের আস্বাদন পাওয়া যায়, এ পার্থিব সুখ কয় দিনের জন্য। আমাদের একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, আর্য্যেরা বহির্জ্জগৎ লইয়া কালহরণ করেন নাই, তাঁহারা অন্তর্জ্জগৎ লইয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন।"

তাহার পর পুনরায় সভাপতির প্রতিনিধিস্বরূপ শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীকে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেন। মহারাজ অনুরুদ্ধ হইয়া যে কয়েকটী কথা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই:—

"ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন উপদেশ দিবার অধিকার আমার নাই, কারণ আমি শূদ্র। পূজনীয় শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা অতি সারগর্ভ। আমাদের সনাতন ধর্ম্মের যে অবনতি হইতেছে—এ কথা আমিও স্বীকার করি। সেই কারণ, এই সময় শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠায় আমি আনন্দিত হইয়াছি। আর মহামণ্ডলের যেরূপ যত্ন ও

চেষ্টা দেখিতেছি, তাহাতে আমি আশান্বিত হইয়াছি। এ সভার উদ্দেশ্য যখন ধর্ম্মোন্নতি, আর ইহাতে যখন কোন রাজনৈতিক সংস্রব নাই, তখন হিন্দু-মাত্রেই অবাধে ইহাতে যোগদান করিতে পারেন।"

পণ্ডিত গোবিন্দরাম হিন্দী ভাষায় অতি সুললিত কণ্ঠে সেই "সনাতন ধর্ম্ম ও আর্য্যজাতীয় ভাব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলে পর, সে দিনকার সভা ভঙ্গ হয়।

সোমবারের অধিবেশন।

এদিনকার সভায় নূতন লোকের মধ্যে—ত্রিপুরার শ্রীযুক্ত মহারাজ-কুমার, বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন, নেপালের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকিশোর ইত্যাদি উপস্থিত ছিলেন।

প্রথমেই পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ, হিন্দী ভাষায় "সনাতনধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার সময় "জয় সনাতন ধর্ম্মের জয়" রবে মধ্যে মধ্যে উত্তানমণ্ডপ কম্পিত হইতে লাগিল। বোম্বাই হইতে আগত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় "ধর্ম্মের আবশ্যকতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পণ্ডিত জোয়ালা প্রসাদ ও গণেশ লাল হিন্দী ভাষায় ঐ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, এমন সুন্দর বক্তৃতা বহুকাল শ্রুতিগোচর হয় নাই। বাস্তবিক আজিকার অধিবেশনে, এই সকল দূরদেশ হইতে আগত বক্তৃবর্গের বক্তৃতায় আজিকার সভা যেন অধিকতর সজীবতা লাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালী বক্তার মধ্যে কেবল মান্যবর শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র, আর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন। আর সাবিত্রী লাইব্রেরীর শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত মহাশয় "সতীত্ব ও স্ত্রীশিক্ষা" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রের বক্তৃতার বিষয় ছিল—স্ত্রীশিক্ষা। তিনি এ সম্বন্ধে ইংরাজীতে যে বক্তৃতা করেন তাহার মর্ম্ম এই,—

"আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অনেকেই উদাসীন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বেথুন সাহেব প্রথমে এদেশে স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত করেন। তাঁহারই দ্বারা বেথুন স্কুল স্থাপিত হয়। কিন্তু আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি কিছুই হয় নাই, কারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল লিখিতে ও পড়িতে জানা নয়, জ্ঞানোপার্জ্জন। পুস্তক পাঠে জ্ঞান জন্মায় সত্য; কিন্তু পুস্তক নির্ব্বাচনের দোষে আমাদের দেশে স্ত্রীলোকের মধ্যে সে জ্ঞানের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আমার মতে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্ত্রীশিক্ষার পুস্তক। কেবল পুস্তক পাঠ কেন, কথকতায় স্ত্রীলোকের অনেক শিক্ষা হয়। সে শিক্ষা-প্রণালী এখন আর নাই—বাঙ্গালা উপন্যাস তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষা প্রদান করা হয়—শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হয় না। আমি তাহা অনুমোদন করি না। আমাদের স্ত্রীশিক্ষায় আরো অনেক দোষ

আছে—বিজ্ঞান শিখিয়া স্ত্রীলোকের লাভ কি? সুতরাং বর্তমান স্ত্রীশিক্ষার আমূল সংস্কার আবশ্যক। আমি মিসনারী ও ব্রাহ্মিকা শিক্ষায়িত্রীর আমি সম্পূর্ণ বিরোধী। স্ত্রীশিক্ষার জন্য হিন্দু জেনানা-শিক্ষায়িত্রীর বিশেষ আবশ্যক। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ করুন।”

উপাধি বিতরণ।

এই সভায় এই দিন কয়েকজন বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী অধ্যাপক ও গুণী ব্যক্তিকে উপাধি প্রদান করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন “পণ্ডিতকুলচক্রবর্ত্তী,” শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন “বিদ্যাতিলক,” শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি “মহামহোপদেশক।” শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন “মহোপদেশক” ইত্যাদি। চূড়ামণি মহাশয়কে স্বর্ণ পদক দেওয়া হয়।

সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভার জ্ঞাতব্য বিষয় অনুগ্রাহক ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিলে, প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয়ের বক্তৃতার পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধানাধ্যক্ষ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহারাজ নারায়ন শিবপুরী মহাশয় হিন্দী ভাষায় যে বক্তৃতা করেন, তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করা যাইতেছে:—

শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়, রাজন্যবর্গ এবং সভ্য মহোদয়গণ,

আমি স্বীয় হৃদয়স্থ আনন্দভাব প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছি। ইতঃ-পূর্ব্বে মহামণ্ডলের অন্তর্গত কোনও প্রান্তীয় মণ্ডল স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া আপন প্রান্তে অধিবেশনার্থ মহামণ্ডলকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। বর্ত্তমান দেশকাল ও পাত্র সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিলে, এই অধিবেশনে যে অত্যন্ত সফলতা হইয়াছে, ইহা দেখিয়া আমি বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছি। আমি কৃতজ্ঞতা সহকারে বলিতেছি যে, প্রধান সভাপতি শ্রীযুক্ত মিথিলেশ বাহাদুর, ধর্ম্মোৎসাহী শ্রীযুক্ত আলোয়ারাধিপতি, ত্রিপুরা রাজ্যের শ্রীযুক্ত যুবরাজ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত হাথুয়ার মহারাজ, শ্রীযুক্ত মহারাজা কাশিম বাজার প্রভৃতি নরপতিবৃন্দ, মাননীয় ভারতভূষণ সার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় জষ্টিস শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র প্রভৃতি ভারতের সুবিজ্ঞরত্ন, অধ্যাপকমণ্ডলী, ধর্ম্মোপদেশকগণ এবং মহামণ্ডলের ও শাখা সভার সভ্য মহোদয়গণ আপনাদিগের শুভাগমনে এই সভাকে সুশোভিত না করিলে এবং ভারতরত্ন রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সি এস আই বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী, শেঠ শ্রীযুক্ত ফুলচাঁদ ঝুনঝুনওয়ালা, শেঠ শ্রীযুক্ত গোপাল রায় পোদ্দার, কুমার শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রদেব রায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সভ্য মহোদয়দিগের সহায়তা এই অধিবেশনে প্রাপ্ত না হইলে ইহার এরূপ সফলতা হইতে পারিত না। এই নিমিত্ত আমি মহামণ্ডলের প্রধানাধ্যক্ষ রূপে উক্ত মহোদয়দিগকে এবং সভায় উপস্থিত সভাসদসমূহকে ধন্যবাদ করিতেছি

এরূপ সার্ব্বজনীন অধিবেশনসমূহে প্রায় মন্তব্য অর্থাৎ রিজোলিউশন নিশ্চিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই অধিবেশনে কোনও মন্তব্য নিশ্চিত হইতে না দেখিয়া আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইতে পারে। অতএব আমার নিবেদন এই যে, মহামণ্ডল সম্বন্ধীয় সমস্ত নিয়মবদ্ধ কার্য্য করিবার নিমিত্ত আমাদিগের প্রতিনিধি সভা এবং প্রবন্ধকারিণী সভা প্রস্তুত আছেন এবং বেদপুরাণাদি প্রতিপাদ্য সনাতন ধর্ম্মের উন্নতি, আর্য্যজাতিভাবের সুরক্ষা, হিন্দুনারীদিগের মধ্যে আদর্শ সতীত্ব ধর্ম্মের সুরক্ষা, সংস্কৃত পঠন প্রণালীর সংস্কার, বিদ্যা-পীঠোদ্ধার, হিন্দু সমাজের দৃঢ়তা সম্পাদন, সকল সমাজের মধ্যে সমাজপতিসমূহের প্রতিষ্ঠা, হিন্দু প্রজাসমূহের মধ্যে ধর্ম্মশিক্ষার বিস্তার হিন্দু ধর্ম্মালয়সমূহের সুরক্ষা এবং পরিদর্শন, আয়ুর্ব্বেদের পুনঃ প্রচার, জ্যোতিষের সংস্কার, তীর্থসমূহের উন্নতি এই সকল বিষয়ের উপর মহামণ্ডলের রিজোলিউশন অর্থাৎ মন্তব্য প্রথমেই নিশ্চিত হইয়া গিয়াছে। যে কয়েকটী বিষয় লইয়া কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে সেই সকল বিষয়ের মধ্যে কয়েকটী এরূপ বিষয় আছে, যাহারা মহামণ্ডলেরই মূল উদ্দেশ্যভূত। পূর্ব্বোক্ত ঐ সকল বিচারানুসারে এই অধি-বেশনে ইহা উচিত বিবেচিত হইয়াছে যে, কেবল যোগ্য বক্তাসকলের বক্তৃতার দ্বারা আবশ্যকীয় বিষয়সমূহের দৃঢ়তা সম্পাদন করা হইবে।

আশাকরি শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের ন্যায় আমাদিগের অন্যান্য প্রান্তীয় মণ্ডলও ক্রমে ধর্ম্মোৎ-সাহ দেখাইবেন। পরিশেষে সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের নিকট এই প্রার্থনা যে, তিনি আপনার করুণ দৃষ্টির দ্বারা সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে ধর্ম্মবুদ্ধি, বিদ্যানুরাগ এবং পুরুষার্থ শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

সগণপায় সাম্ব সদাশিবায় নমঃ।

বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ-সভার অধিবেশনে

দারভাঙ্গাধিপতি মিথিলেশ

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ রমেশ্বর সিংহ বাহাদুরের

সংস্কৃত বক্তৃতার সারাংশ

—:※:—

সম্প্রতি ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয়সম্বন্ধীয় ধর্ম্মের মূল কারণ অসীম শক্তি-সম্পন্ন "সনাতন ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়" নিখিল সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের হৃদয়ে পরমানন্দ বিধানপূর্ব্বক দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হইয়া, বিকাশ প্রাপ্ত হই-

তেছে; কিন্তু ব্রাহ্মণধর্ম্মের উন্নতি ব্যতিরেকে উক্ত সনাতন ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হইতেই পারে না, ইহা সমালোচনা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, কারণ সনাতন-ধর্ম্মাচাররূপ দেহের উত্তমাঙ্গই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম। যেহেতু সর্ব্বশক্তিমান্ নিখিল জগতের অধিপতি শ্রীভগবানের মুখারবিন্দ হইতে সমুদ্ভূত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জাতিরই যাজন, অধ্যাপন ও ধর্ম্মোপদেশ বিষয়ে অধিকার থাকায় ব্রাহ্মণজাতি সকল ধর্ম্মের উন্নতির নিদানস্বরূপ হইয়াছেন। অতএব ব্রাহ্মণজাতির উন্নতিকল্পে তাঁহাদিগের সদাচারাদির অনুষ্ঠান বিষয়ে শিক্ষা-প্রচারের জন্য আপনাদিগের দ্বারা স্থাপিত এই ব্রাহ্মণ-সভা সকল পুরুষার্থসাধিনী পরমানন্দবিধায়িনী ও চির-স্থায়িনী হউক ইহাই প্রার্থনীয়। সম্প্রতি পরিদৃশ্যমান সনাতন ধর্ম্মের উন্নতি-স্রোতস্বিনীসমূহের প্রবাহপুঞ্জে ব্রাহ্মণজাতির অভীষ্ট উন্নতি-স্রোতস্বতী নিরন্তর সম্যক্‌রূপে যাহাতে প্রবাহিত হয় তাহার অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান পাপপূর্ণ এই কলিকালে যে সময়ে মহামোহরূপী মহীপতির অনু-গামী কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুগণ বিবেকবুদ্ধি নষ্ট করিয়াছে, সে সময়—তপস্যা, বেদপাঠ, সদাচার, বিবেকমূলক, সত্যযুগাদিতে সম্ভবপর "ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম" কি প্রকারে উন্নতি লাভ করিতে পারে? এই আশঙ্কা যদ্যপি মনে উদিত হয় তাহার উত্তরে আমি এই বলিতে পারি যে, একমাত্র কালই আদ্যন্ত রহিত অখণ্ড নির্লিপ্ত পরব্রহ্মস্বরূপ। এই কালই যুগচতুষ্টয়ে একভাবে নিরন্তর বিরাজমান রহিয়াছেন তথাপি কেবল প্রাণিসমূহের আচরিত সদসৎ কর্ম্মকলাপে রক্তজবা-সন্নিহিত স্ফটিক-মণির রক্তবর্ণ ধারণের ন্যায় সেই শাশ্বতকালেই যুগলক্ষণ প্রতি-ভাত হয় মাত্র, এই রূপ ধারণা করিয়া এই পরম মঙ্গলকর সদনুষ্ঠানে কাহারও কখনও কোন প্রকারেই নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নহে, বরং সর্ব্বদাই স্বধর্ম্মের উন্নতিসাধনে তৎপর থাকাই বিধেয়। আপনারা উদ্যমশীল হইলেই সর্ব্বশক্তি-মান্ ভগবান্ আপনাদিগের এই উদ্যম অবশ্যই সফল করিবেন। ধন ব্রাহ্মণ-দিগের মহত্বের কারণ নহে, কিন্তু বিদ্যাভ্যাসপূর্ব্বক তপোনুষ্ঠানই মহত্বের নিদান, যে হেতু স্মার্ত্তকার বলেন, "ব্রাহ্মণের এই দেহ-ধারণ ক্ষুদ্র কামনার নিমিত্ত অর্থাৎ ঐহিক কামনার নিমিত্ত নহে, ক্লেশ-সাধ্য তপস্যায় দেহপাত করিয়া নিত্য সুখলাভই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। স্মার্ত্তকার ইহাও বলিয়াছেন যে, জ্ঞানের দ্বারাই ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। এইরূপ অবস্থায় নিজ নিজ বৈদিক শাখানুসারে যথাশাস্ত্র গর্ভাধানাদি সংস্কারানুষ্ঠানশীল ব্রাহ্মণগণ যথাবিধ সংস্কারসম্পন্ন, নিজ নিজ সন্তান সন্ততিগণকে বাল্যকাল হইতেই ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী, ধর্ম্ম বিষয়ে দৃঢ় অনুরাগী,

সাঙ্গবেদানুশীলন-তৎপর এবং সৎস্বভাবসম্পন্ন বিনয়ী করিবেন। শিখা তিলকাদি চিহ্নধারণ যে হিন্দু মাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্য ইহা বলাই বাহুল্য। বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্বোক্তচিহ্নাদির অভাবে হিন্দুগণকে নির্ব্বাচিত করা দুর্ঘট হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বদাই শিখা তিলকাদি ধারণ প্রবর্ত্তিত হওয়াই একান্ত কর্ত্তব্য।

সম্প্রতি আমি, এই রাজধানীতে ব্রাহ্মণধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। আশা করি, যদি বঙ্গদেশীয় "ব্রাহ্মণ-সভা" বঙ্গধর্ম্ম-মণ্ডল এবং ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সহিত প্রীতিপূর্ব্বক সহানুভূতি অঙ্গীকার করিয়া আন্তরিকতার সহিত উদ্যোগী হয়েন তাহা হইলে শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল হইতে প্রভূত সাহায্য সম্পৎ লাভ করিতে পারিবেন। ইতি।

দানপ্রাপ্তি।

ইং অক্টোবর ১৯০৬।

মাসিক সহায়তা খাতে।

হিজ হাইনেস শ্রীযুক্ত মহারাজা ইন্দ্রমহেন্দ্র মেজর জেনারেল সার প্রতাপ সিংহজী বাহাদুর জি. সি. এস আই, ভারতমার্ত্তণ্ড, কাশ্মীরাধিপতি, ৫০০৲

হিজ হাইনেস শ্রীযুক্ত মান্যবর মহারাজা অনারেবল সার রমেশ্বর সিংহ জী বাহাদুর কে, সি, আই, ই, মিথিলাধিপতি ১০০৲

শ্রীযুক্ত পার্ব্বতী চরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উকীল হাইকোর্ট, এলাহাবাদ ৩৲

বিশেষ সহায়তা খাতে।

শ্রীযুক্ত কীর্ত্তি নারায়ণ সিংহ মহাশয় চন্দনপট্টি, মুজঃফরপুর ২৲

ভেট মাঃ পণ্ডিত গোপীনাথ শর্ম্মা সহকারী অধ্যক্ষ মহাশয়ের ভ্রমণউপলক্ষে ১০৲

সাধারণ সভা খাতে ৬২৷৷০

শ্রীহরিঃ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

কলের্গতাব্দাঃ ৫০০৭।

২৭শ ভাগ।	ফাল্গুন।	সন্ ১৩১৩ সাল।
৬ষ্ঠ সংখ্যা।		ইং ১৯০৭ খৃঃ।

রামাষ্টক স্তোত্রম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্)

——§*§——

নিষ্প্রপঞ্চনির্ব্বিকল্পনির্ম্মলং নিরাময়ম্।
চিদেকরূপসন্ততং ভজেহরামমদ্বয়ম্ ॥

দশরথাত্মজ রাম পক্ষেঃ—

দশরথাত্মজ রামচন্দ্র নিষ্প্রপঞ্চ অর্থাৎ মায়ার অতীত ছিলেন। কারণ দুর্ভেদ্য রাক্ষসী-মায়াও তাঁহার নিকট চূর্ণীকৃত হইয়াছিল, অর্থাৎ ইন্দ্র সহস্র নয়নে যে রাবণাদি রাক্ষসের মায়া ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, অভ্রান্ত দেব ও ঋষিগণও যে রাক্ষসীমায়ার পতিত হইয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন, রামচন্দ্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে কিন্তু সে মায়া অধিকক্ষণ স্থিতিতে পারে নাই। তাই তাঁহার দ্বারাই লঙ্কাবিজয় কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে কর্ত্তব্যের অনুরোধে রাজ্য সুখ, নিতান্ত অনুগত ভ্রাতা ও পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়াও তিনি অবলীলা ক্রমে সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছিলেন। যদি তিনি মায়ার বশীভূত হইতেন অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি তাঁহার বিন্দু মাত্র মমতা থাকিত, তবে তাঁহার দ্বারা এত-গুলি কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারিত না। বিশেষ স্বয়ং মায়াতীত না হইলে কিছুতেই আসুরী অথবা রাক্ষসী মায়া অতিক্রম করিতে পারা যায় না, ইহারই

এবং নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ হইলে আর কাহাকেও ভবসাগরে পতিত হইতে হয় না কারণ রামচন্দ্র কর্ম্মবীর ছিলেন, তিনি কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞানের উৎকর্ষ সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার আশ্রয় অবলম্বন করিলে যে সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়, ইহা নিশ্চয়। রামচন্দ্র অশেষ-দেহ-কল্পিত অর্থাৎ তাঁহার দ্বারা বহুবিধ দেহ সম্পাদিত হইয়াছিল। রাবণ বধের নিমিত্ত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদিগকেও অংশরূপে বানর দেহ ধারণ করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত জগতে অধর্ম্মের প্রভাব বৃদ্ধি এবং তজ্জনিত সাধুদিগের নিগ্রহ হইলেই ভগবানের আবির্ভাব হইয়া থাকে। সুতরাং সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে এপর্য্যন্ত কতবার রামচন্দ্রের পূর্ণ অথবা অংশাবতার রূপে যে আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। রামচন্দ্র সমস্ত গুণের আকর স্বরূপ। কারণ শ্রেষ্ঠ মনুষ্যের যে গুণ থাকিলে তদনুকরণে জগতের কল্যাণ সাধিত হয়, রামচন্দ্র সেই সকল গুণেরই আধার ছিলেন; তাঁহার চরিত্রের কোন অংশেই কোনও দোষ ছিল না এবং কি ক্ষুদ্র, বৃহৎ, কি গুণবান, কি নির্গুণ, রামচন্দ্র সকলেরই প্রতি সমান দয়া বিতরণ করিতেন। এই নিমিত্ত তাঁহাকে গুণ এবং কৃপার আধার অর্থাৎ উৎপত্তি স্থান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব রামচন্দ্রকে ভজনা কর, তাহা হইলে তাঁহার চরিত্রের অনুসরণে তুমিও নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হইবে এবং তোমার গুণে জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধিত এবং তোমার কৃপায় বহু সংখ্যক দুস্থ ব্যক্তির দুঃখ দূর হইবে।

তারকব্রহ্ম রাম পক্ষে;—

যে ব্যক্তি ব্রহ্মোপাসনা করে তাহার আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না, অর্থাৎ যে ব্যক্তি জগতের ভোগ বাসনায় উপেক্ষা করিয়া এক মাত্র পরব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ করে অর্থাৎ সর্ব্বদা প্রণবের ধ্যান, জপ, গুণানুকীর্ত্তন করিতে থাকে, তাহার বুদ্ধিও ক্রমে বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি অগ্রসর হয়। ক্রমে সাধক আপনার বিষয়ভ্রম বুঝিতে পারেন। তখন সাংসারিক ব্যাপার তাঁহার নিকট বলক্রীড়াবৎ প্রতীয়মান হয় এবং আর তাঁহার বিষয়ের প্রতি অগ্রসর হইতে প্রবৃত্তি হয় না, বরং যাহারা ঘোর বিষয়ী, তাহাদিগের দুর্দ্দশা দর্শনে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত কেবল পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মক্ষয় করিবার নিমিত্ত একমাত্র পরমাত্মাকে চিন্তা করিতে করিতে জগতের কাহারও সহিত সম্বন্ধ না রাখিয়া নিতান্ত নির্লিপ্ত ভাবে বিষয়ের মধ্যে বিচরণ করিতে সক্ষম হন। এই রূপ সাধকেরই জীবন-মুক্তি ঘটিয়া থাকে। সুতরাং পরমাত্মা যে ভবসাগরের নৌকা

স্বরূপ তাহার আর সন্দেহ নাই। পরমাত্মা অশেষ-দেহ-কল্পিত অর্থাৎ জগতে যে সমস্ত ভৌতিক দেহ চক্ষুর সাহায্যে দর্শন, চিত্তের সাহায্যে অনুভব এবং কল্পনার সাহায্যে গঠন করা যায়, সকলই তাঁহার অর্থাৎ পরব্রহ্মেরই কল্পিত দেহ এবং কি কারণ, কি সূক্ষ্ম, কি স্থূল সমস্ত দেহই তাঁহাতে অবশেষে বিলীন হইয়া যায়। কারণ দেহের দৈনিক প্রলয় অর্থাৎ নিদ্রাকালে জীব মাত্রেরই একবার করিয়া দেহের সহিত সম্বন্ধচ্যুতি এবং পরমাত্মার সহিত সংযোগ ঘটে এবং মহাপ্রলয় কালে পরব্রহ্মের বিশ্বরূপ তাঁহারই মধ্যে প্রবেশ করে। এতদ্ব্যতীত যাহা পূর্ব্বে ছিল না পরেও থাকিবে না, সেই সকল দেহকে কল্পনা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? এই নিমিত্ত পরব্রহ্মকে অশেষ দেহকল্পিত বলা হইয়াছে। তিনি গুণাকর অর্থাৎ সত্বাদি গুণত্রিতয় তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হয়। কারণ তাঁহারই আত্মশক্তি আদ্য-প্রকৃতি সত্বাদি গুণরূপে জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করিয়া থাকেন। সুতরাং কারণ-স্বরূপ পরব্রহ্ম যে কার্য্যরূপা প্রকৃতির সমস্ত গুণের আকর তাহাতে আর সন্দেহ নাই। দয়া প্রকৃতিরই সত্বগুণের কার্য্য। সুতরাং এই কার্য্যের কারণও পরব্রহ্ম। এই নিমিত্ত তাঁহাকে দয়ার আধার বলা হইয়াছে। অতএব জীবন্মুক্তি প্রদাতা, অশেষ কল্পিত দেহধারী হইয়াও প্রকৃত প্রস্তাবে দেহ হীন, গুণ এবং কৃপার আধার, অদ্বিতীয় তারকব্রহ্ম রামকে ভজনা কর। তাহা হইলে তোমাকে আর জগতে জন্ম গ্রহণ ও মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না, তোমারও কল্পিত দেহ স্বীয় কারণ ব্রহ্মেই বিলীন হইবে এবং তুমিও গুণ এবং কৃপার আধার হইতে পারিবে অর্থাৎ তোমারও ইচ্ছা মাত্রেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইবে, তোমার অনুগ্রহে বা কৃপায় জগতের সমস্ত অমঙ্গল দূর হইবে এবং তুমিও অদ্বিতীয় হইতে পারিবে।

ক্রমশঃ—

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তি-বিদ্যানিধি।

বীজ রক্ষা।*

—:০:×:০:—

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

সনাতন ধর্ম্মের মধ্যে কিরূপ নিরপেক্ষ এবং সদংশো দৃষ্ট আছে তাহা বিচারবান ব্যক্তি মাত্রেই সাধারণ বিচার দ্বারা বুঝিতে পারেন যে বেদ-বিরুদ্ধ মার্গ হইলেও তাহারা

* মহামণ্ডল রহস্যের ষষ্ঠাধ্যায়।

বৌদ্ধধর্ম্ম এবং জৈন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীভগবান বুদ্ধ দেব ও শ্রীভগবান ঋষভ দেবের প্রশংসা করিতে ন্যূনতা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহাদিগের দ্বারা আপনাদিগের ধর্ম্ম মার্গের বিশেষ কোন লাভ না হইলেও ঐ দুই মহাপুরুষের যোগ্যতা অনুসারে তাঁহাদিগের এ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন যে, আপনাদিগের গ্রন্থের মধ্যে তাঁহাদিগকে শ্রীভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; সর্ব্বজীব হিতকারী এবং অপৌরুষের সনাতন ধর্ম্মের মহিমা অপার।

যদিও সমস্ত পৃথিবী মধ্যে ভারতবর্ষকেই ধর্ম্মভূমি বলিয়া স্বীকার করা যায়, কারণ ধর্ম্মের পূর্ণতার বিকাশ এই ভূমি হইতেই হইয়াছে। কিন্তু এই ভূমির ধর্ম্মজ্যোতি * প্রাপ্ত হইয়া আরব আদি দেশেও অনেকগুলি নূতন ধর্ম্মমত প্রকাশিত হইয়াছে, যাহাদিগের বিস্তার এখনও জগতে বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। যথা—ইহুদীধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম এবং মুসলমানধর্ম্ম। এই সকল ধর্ম্মমতের গ্রন্থ পাঠ করিলে, অতি অল্প বিচারের দ্বারাই পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায় যে, অভ্রান্ত যুক্তিপূর্ণ, বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পূর্ণ জ্ঞানযুক্ত অনাদি সনাতন ধর্ম্মের স্থূল বিচারের ছায়া মাত্র গ্রহণ করিয়া ঐ সকল নবীন ধর্ম্মমত প্রচলিত হইয়াছে। ঐ সকল ধর্ম্মের আচার্য্যদিগের সনাতন ধর্ম্মের গম্ভীর সিদ্ধান্তসমূহ অবধারণ করিবার যোগ্যতা ছিল কি না এ বিষয়ে বিচার করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই, কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহাদিগের পশুবৎ দেশবাসিগণের সে সময় সনাতন ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত বুঝিবার যোগ্যতা ছিল না। ঐ সকল ধর্ম্মমতের আচার্য্যগণও কিছু সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না; দেশ, কাল এবং পাত্র বিচার দ্বারা ধর্ম্ম নির্ণয় করিবার শক্তি যে তাঁহাদের মধ্যে অবস্থিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে, ধর্ম্ম লক্ষণ বর্ণন করিবার সময় পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ একমত হইয়া বলিয়াছেন যে, যাহার দ্বারা অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স্ সিদ্ধি হয় তাহাকে ধর্ম্ম বলে। যদিও শাস্ত্রে অভ্যুদয়ের অর্থ স্বর্গ এবং নিশ্রেয়সের অর্থ মোক্ষ বলা হইয়াছে, কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, যাহার দ্বারা জীবসমূহের ক্রমোন্নতি হয়, তাহাকে অভ্যুদয় বলা যায়। এবং কোন না কোন প্রকারে যে ক্রিয়া জীবকে ত্রিতাপ হইতে উদ্ধার করে, তাহাকে নিঃশ্রেয়স্ শব্দার্থের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। নিঃশ্রেয়সের যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে না পারিলেও বালকের চন্দ্র প্রাপ্তির ইচ্ছার ন্যায়, অপর সকল ধর্ম্মমার্গের যথা প্রকার লক্ষ্য নিঃশ্রেয়সের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ইহাতে সন্দেহ নাই। এবং ইহাও স্বতঃই সপ্রমাণ হয় যে, অভ্যুদয়ের লক্ষ্য সকল ধর্ম্মমার্গে যথাধিকার আছে।

বাইবেল আদি গ্রন্থপাঠ করিলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের নিকট ইহাই সপ্রমাণ হইবে যে, ঐ সকল গ্রন্থের অনেক অংশ, বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক ভাবসমূহ সনাতন

* ইতিহাসজ্ঞ বিদ্বানদিগের দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, ধর্ম্ম প্রচার জীবন প্রারম্ভ হইবার পূর্ব্বে মহাত্মা যিশুখৃষ্ট এবং মহাত্মা মহম্মদ ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। এবং পূর্ব্বকালে পারস্য, মিশর এবং গ্রীসদেশে ধর্ম্মজ্যোতি ভারতবর্ষ হইতেই বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার প্রমাণ ঐ সকল স্থানের ইতিহাস হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ধর্ম্মের শাস্ত্রীয় গ্রন্থসমূহের ছায়া হইতে অনুবাদিত হইয়াছে, অথবা আমাদিগের আচার্য্যগণের উপদেশসমূহের ভাবান্তর করিয়া ঐ সকল গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। বৈলক্ষণ্য ইহাই আছে যে, সেই সকল বৈজ্ঞানিক অংশের ভাবার্থ আজিও পর্য্যন্ত সেই সেই ধর্ম্মমতসমূহের আচার্য্য অথবা পণ্ডিতগণ বলিতে পারেন না; কিন্তু ভারতবর্ষের শাস্ত্রজ্ঞ সামান্য পণ্ডিতেও তাঁহাদিগের শাস্ত্রীয় উক্ত বচন সকল পাঠ করিবামাত্রই ঐ সকল বাক্যের গম্ভীরতা বুঝিতে পারেন। ইহার কারণ এই যে, কোন না কোন প্রকারে ঐ সকল বৈজ্ঞানিক ভাব তাঁহাদিগের গ্রন্থসমূহে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদিগের বিস্তার বৈদিক অধ্যাত্ম, আধিদৈব এবং আধিভূত ভাবত্রয়ের বৈজ্ঞানিক রহস্যসমূহের প্রকাশ কিছুমাত্র না থাকায় তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই উক্ত শাস্ত্রীয় বচনসমূহের ভাবার্থ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন না।

যদিও সনাতন ধর্ম্মোক্ত গম্ভীর মুক্তি-বিজ্ঞান অধ্যাত্ম-ভাবপূর্ণ বর্ণাশ্রমাচারাদি বড় বড় বিষয়ের নামমাত্রও এই সকল নবীন ধর্ম্মমতসমূহের মধ্যে নাই, যদিও সনাতন ধর্ম্মের অভ্রান্ত সিদ্ধান্তযুক্ত, দার্শনিক বিচারের লেশ মাত্রও এই সকল ধর্ম্মমতের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তথাপি ইহাও বিচারানুকূলই বলিতে হইবে যে, ঐ সকল ধর্ম্মমতের ঈশ্বর ভক্তি, দান, তপস্যাদি ধর্ম্মাদিসমূহের স্থূল অবলম্বন, তাঁহাদিগের স্বর্গসুখভোগের সদিচ্ছা তাঁহাদিগের উপাসনাদির মধ্যবর্ত্তী স্তুতি এবং জপ সাধনের অস্তিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মাঙ্গ এবং উপাঙ্গ সনাতন ধর্ম্মমূলক তাঁহাদিগের অল্পদর্শী সিদ্ধান্তসমূহ বহুদর্শী সনাতন ধর্ম্মের নিকট বালকবৎ প্রতীয়মান হয়, তথাপি সমদর্শী ব্যক্তিগণের বিচারে ইহাই স্থির হইবে যে বহু পুত্রবান, স্নেহময় পিতার ন্যায় সনাতন ধর্ম্মই জ্ঞানজ্যোতির সহায়তা প্রদানপূর্ব্বক পুত্ররূপে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী সাধক যখন আপনার হৃদয়কে এইরূপ সর্ব্বজীবহিতকারী উদার ভাবে পরিপূর্ণ করিয়া সর্ব্বমঙ্গলময় রূপ প্রাপ্ত হইবেন, তখনও তিনি কর্ম্মযোগী নামে অভিহিত হইবেন, তখন তিনি পরাভক্তির অধিকারী হইতে পারিবেন, এবং তখন তিনি বেদান্তবেদ্য ব্রহ্মসদ্ভাব (অদ্বৈত ভাব) লাভ করিতে সক্ষম হইবেন।

সনাতন ধর্ম্মের আচার্য্য পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ বলেন যে, যে ধর্ম্ম অপর ধর্ম্মের বাধা প্রদান করে তাহা সদ্ধর্ম্ম নহে, পরন্তু উহা কুধর্ম্ম। পক্ষান্তরে যে ধর্ম্ম সর্ব্বদা অবিরোধী থাকিতে পারে, এবং সর্ব্বজীব হিতকারী হইতে পারে, তাহাকেই সদ্ধর্ম্ম নামে অভিহিত করিতে পারা যায়।* এইরূপ জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা বর্ণন করিবার সময় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের লক্ষণ বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন যে, যাহার দ্বারা বিভক্তরূপী সর্ব্বভূতের মধ্যে অবিভক্ত বিকার-

---

* ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মো ন স ধর্ম্মঃ কুধর্ম্ম তৎ।
অবিরোধী তু যো ধর্ম্মঃ স ধর্ম্মো মুনিপুঙ্গব॥

ইতি পূজ্যপাদ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য।

হীন একমাত্র ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, উহাকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বিবেচনা করা উচিত।* ফলতঃ সার্ব্বভৌম বিজ্ঞান যুক্ত সমদৃষ্টিকেই আর্য্যশাস্ত্রে সর্ব্বোত্তম জ্ঞান বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। ঈশ্বরের ন্যায় অনাদি এবং অনন্তরূপী বৈদিক ধর্ম্ম পরম কারুণিক শ্রীভগবানেরই সদৃশ সমদৃষ্টিযুক্ত এবং সর্ব্বজীবহিতকারী। পিতার যোগ্য এবং অযোগ্য, অধিক গুণবান এবং অল্পগুণবান, শিশু এবং যুবক, জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী, ভক্ত এবং অভক্ত, কর্ম্মঠ এবং অলস সকল প্রকার পুত্রই হইতে পারে, কিন্তু বহু পুত্রবান এবং স্নেহময় পিতা যেরূপ ঐ সকল পুত্রের যথাযোগ্য অধিকারানুসারে তাহাদিগের সহিত ব্যবহার করিয়াও আপনার স্নেহদৃষ্টি দ্বারা পুত্ররূপে সকলকে একই প্রকার দেখেন, সেইরূপ অবিরোধী, অভ্রান্ত, সর্ব্বজীব হিতকারী সনাতন ধর্ম্মের কৃপাদৃষ্টি সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়, এবং মতসমূহের উপরই রহিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

কাল দুরত্যয়। কালের যে বিভাগে, যে প্রকার গুণের পরিণাম হইয়া থাকে, তাহা অবশ্যই হইবে। তথাপি কালানুরূপ পুরুষার্থ সাধিত হইলে সৎকর্ম্মের ফলও অবশ্যম্ভাবী হয়। সত্যযুগে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, ত্রেতাযুগে রজোগুণ মিশ্রিত সত্ত্বগুণের আধিক্য, দ্বাপর যুগে তমোমিশ্রিত রজোগুণের বিশেষত্ব এবং কলিযুগে তমোগুণের প্রভাব তত্তৎ যুগের জীবসমূহের উপর নিপতিত হয়। যদিও জীবক্রমোন্নতিকারী ধর্ম্মের ধর্ম্মস্বরূপ প্রবাহ সকল কালেই সমান রূপে প্রবাহিত হয়, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত গুণ পরিণামের নিমিত্ত ধর্ম্ম প্রবাহের গম্ভীরতা মধ্যে তারতম্য পড়িয়া যায়। নদীতে জলপ্রবাহ সকল স্থানের উপর দিয়া সমান রূপে প্রবাহিত হইলেও যে প্রকার জলের গভীরতা নদীগর্ভের সকল স্থানে সমান রূপে না থাকায়, মনুষ্য ঐ প্রবাহের সকল স্থানে অবগাহনস্নানের সুখানুভব করিতে পারে না, সেই প্রকার সকল যুগে এবং সকল কালে সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বজীব হিতকারী ধর্ম্ম সমানরূপে বিদ্যমান থাকিলেও কাল প্রভাবের নিমিত্ত জীবসমূহের অন্তঃকরণে উহার গম্ভীরতার তারতম্য হইয়া থাকে। এই কারণে শাস্ত্রসমূহে আদেশ আছে যে, সত্যযুগে ধর্ম্মের চারিপাদ, ত্রেতাযুগে ধর্ম্মের তিনপাদ, দ্বাপরযুগে ধর্ম্মের দুইপাদ এবং কলিযুগে ধর্ম্মের কেবল একমাত্র পাদ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

যাহা হউক, যে যুগে মনুষ্যদিগের যেরূপ উৎপত্তি এবং তাহাদিগের যে যে প্রকার গুণ, কর্ম্ম, স্বভাব প্রাপ্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, তাহা অবশ্যই হইবে। বর্ত্তমান কালে আর্য্যজাতিভাবের যে কিছু পরিবর্ত্তন দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহার মূলেও কালধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। ফলতঃ তত্ত্বদর্শী এবং কালজ্ঞানসম্পন্ন সৎপুরুষদিগের ইহাই সম্মতি যে, দুরত্যয় কালধর্ম্মের কারণেই এ সময়ে আর্য্যজাতির পূর্ণ রীতি ক্রমে উন্নতি, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পূর্ণ মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং

* সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥
ইতি গীতোপনিষদ্।

সনাতনধর্ম্মের অধ্যাত্মবিজ্ঞানের পূর্ণবিকাশ হওয়া অসম্ভব। তবে বীজরক্ষা রূপে প্রবল-পুরুষার্থ দ্বারা কিছু উন্নতি অবশ্যই হইতে পারিবে।

যে প্রকার চারি যুগের আবির্ভাব হইয়া থাকে, সেই প্রকারে আবার প্রত্যেক যুগের অন্তর্গত চারি যুগের অবস্থান হয়। যে প্রকার জ্যোতিষ বিজ্ঞানানুসারে দশা এবং অন্তর্দ্দশা স্বীকৃত হয়, সেই প্রকার কলি যুগেও [illegible] পূর্ণ পরিমাণের অন্তর্গত অন্য যুগসমূহের অন্তর্ভাবও স্বীকৃত হয়। যে প্রকার কৃষককর্ম্মী এক ঋতুতে উৎপন্ন শস্য বীজের রক্ষা অতি সাবধানতাপূর্ব্বক অন্যান্য ঋতুতে [illegible] ধারণ করিয়া থাকে যে, ভবিষ্যতে যখন উক্ত শস্যের পুনরুৎপত্তি উপযোগী ঋতুর আবির্ভাব হইবে, তখন সেই সুরক্ষিত বীজ হইতে পুনর্ব্বার ঐ শস্যের উৎপত্তি হইতে পারে, সেই প্রকার এই ঘোর তমঃপ্রধান কলিযুগে অন্যযুগ-সমূহের অন্তর্ভাব হইবার সময় ধর্ম্ম ও সদ্‌জ্ঞান বীজরক্ষা হওয়া বিজ্ঞানসিদ্ধ। বস্তুতঃ ভবিষ্যৎ কালের নিমিত্ত সকল সদ্ভাবসমূহের বীজরক্ষা করাই এক্ষণে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

যদিও সর্ব্বজীবহিতকারী, অনাদিসিদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের মহত্ত্বভাব এই সময়ের অন্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়, ধর্ম্মপন্থা এবং ধর্ম্মমতসমূহ অনুভব করিতে পারে না, যদিও পূর্ণ বিজ্ঞানযুক্ত-সনাতন ধর্ম্মের সকল অঙ্গ এবং উপাঙ্গের বিকাশ এই কলি কালে যথাযথরূপে সর্ব্বত্র হওয়া অসম্ভব, যদ্যপি কতকগুলি অবিবেকী কালবশতঃ সনাতন ধর্ম্মের আচার্য্য এবং বিদ্বদ্‌বর্গের মধ্যে এরূপ ভাবের উদয় হইয়াছে যে, যাহার দ্বারা তাঁহারা অন্য ধর্ম্মের মতসমূহকে প্রায় দ্বেষভাবে দর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং যদিও এসময় জগতের মধ্য হইতে এরূপ অজ্ঞানের দূর হওয়া সর্ব্বথা সম্ভব বলিয়া প্রতীত হয় না, তথাপি সনাতন ধর্ম্মের সর্ব্বলোকহিতকর মহান্ ভাব এবং উহার যাবৎ অঙ্গ এবং উপাঙ্গসমূহের প্রকাশ এবং উহার সর্ব্বজীবোপ-কারিতা জ্ঞান বর্ত্তমান দেশ, কাল, পাত্রোপযোগী পুস্তকাদির দ্বারা বীজরক্ষারূপে স্থায়ী করা কর্ত্তব্য।

ইহা সম্ভব বলিয়া প্রতীত হয় না যে, এসময়ে যে চাতুর্ব্বর্ণ্য এবং চতুরাশ্রমে বিকার উৎপন্ন হইয়া অগণিত বর্ণ এবং অগণিত আশ্রমসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদিগের যথারীতি সংস্কার হইয়া বেদোক্ত চাতুর্ব্বর্ণ্য এবং চতুরাশ্রমের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইবে, ইহা সম্ভব নহে যে, সাত্ত্বিক প্রেমের উৎপত্তি হইয়া সকল প্রকারের ব্রাহ্মণগণ ঐক্য সংস্থাপন পূর্ব্বক সমষ্টিরূপে ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত যত্নবান হইবেন, ইহা সর্ব্বথা অসম্ভব যে, বেদোক্ত সর্ব্ব-মান্য সন্ন্যাসাশ্রমের পূর্ণ মর্য্যাদা স্থাপিত হইয়া বর্ণাশ্রমরক্ষাকারী কৌপীনধারী সাধুসমাজের সংস্কার হইতে পারিবে. ইহাও অসম্ভব বলিয়া প্রতীত হইতেছে যে, যখন বহু সংখ্যক হীনবর্ণ অনুশাসনাভাব বশতঃ প্রমাদগ্রস্ত হইয়া উচ্চবর্ণে পরিণত হইতেছে, এবং যখন সকল বর্ণ এবং তাহাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাসমূহ স্ব স্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে উন্মত্ত হইয়া অন্যবর্ণসমূহকে উপেক্ষা পূর্ব্বক আপন আপন মহত্ত্ব স্থাপন করিবার নিমিত্ত যত্নবান হইয়াছে, এইরূপ সময়ে

বর্ণ এবং আশ্রমসমূহ পুনরায় নিয়মবদ্ধ হইতে পারে তথাপি বীজরক্ষারূপে সকলের মধ্যে অংশ, পালিত রক্ষা হইতে পারে।

যখন দেখা যাইতেছে যে সকল মহর্ষি দ্বারা সমভাবে সুরক্ষিত হইয়াও বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য এবং সৌর রূপী সগুণ উপাসক সম্প্রদায়দিগের মধ্যে এবং সগুণ উপাসনার পক্ষপাতী ও ব্রহ্মোপাসনার পক্ষপাতী আচার্য্যদিগের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ করাই সাধনাঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়, যখন লক্ষ্য বস্তু একই হইলেও এবং সকল সম্প্রদায় বেদানুকূল হইলেও সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণের মধ্যে পারস্পরিক প্রেম না হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মহানিকর দ্বেষবুদ্ধির উৎপত্তি হইতেছে, যখন বৈদিক অধিকারস্বীকারকারী এবং বেদপ্রমাণ ও ঋষিবাক্য-শিরোধার্য্যকারী বর্ণাশ্রমী এবং সাম্প্রদায়িক মনুষ্যদিগের মধ্যেই আপনাদিগের স্বরূপ জ্ঞান নাই, তখন কি রূপে আশা করা যাইতে পারে যে সনাতন ধর্ম্মের সার্ব্বভৌম এবং সর্ব্বকল্যাণপ্রদ রূপের পূর্ণ বিকাশ এ সময়ে আর্য্যসন্তানদিগের মধ্যে হইতে পারিবে? সদাচারী বৈদিক সম্প্রদায় এবং [illegible] মধ্যে যখন প্রেমের অভাব সর্ব্বথা বিদ্যমান আছে, তখন তাঁহাদিগের প্রেম অবৈদিক, আচারহীন অন্যধর্ম্মমতসমূহের সহিত স্থাপিত হওয়া সর্ব্বথা অসম্ভব। তথাপি পূর্ব্বকথিত সনাতনধর্ম্মের মহান্ স্বরূপ যখন শিক্ষিতব্যক্তিসমূহের মধ্যে প্রকাশিত করা যাইবে, তখন পবিত্র ভাবসমূহের বীজরক্ষারূপে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে সনাতনধর্ম্মের সর্ব্বলোকহিতকর যথার্থ স্বরূপের কিয়ৎ পরিমাণে মহত্ত্বজ্ঞান অবশ্যই আবির্ভাব হইবে।

অন্য ধর্ম্মপন্থসমূহ অথবা মতসমূহের ন্যায় সনাতন ধর্ম্ম কৃত্রিম নহে; ইহা স্বভাবসিদ্ধ, পূর্ণ এবং অকৃত্রিম। অতএব বর্ত্তমান সময়ে যে সনাতন ধর্ম্মের সহিত রাগদ্বেষের বিস্তার দেখিতে পাওয়া যায়, সনাতন ধর্ম্মের নামের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মবিরুদ্ধ স্তুতি, নিন্দা, ঈর্ষা, প্রমাদ, খণ্ডন, নিগ্রহ, বাচালতা, দম্ভ, দোষদৃষ্টি, প্রেমরাহিত্য, বিতণ্ডা এবং জল্প আদির প্রবৃত্তিসমূহ তাহাদিগের আচার্য্য, উপদেশক এবং সাধকদিগের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সর্ব্বলোকহিতকর সনাতন ধর্ম্মের বৃত্তি নহে। যথাধিকার উপদেশ প্রদান করা, কর্ম্মসঙ্গীদিগের বুদ্ধিভেদ না করা, জ্ঞান, উপাসনা এবং কর্ম্মের যথাযোগ্য অধিকারীদিগকে তত্তৎ অধিকারানুসারে সাধন বিষয়ে তৎপর করা, ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র অধিকারেরও ধর্ম্ম মত হইলেও তাহাদিগকেও তাহাদিগেরই রীতি অনুসারে আত্মোন্নতি করিতে বাধা না দেওয়া, সদাচারের পূর্ণবিচার থাকিলেও সকল ধর্ম্ম

সম্প্রদায়, ধর্ম্মপন্থ এবং ধর্ম্মমতসমূহের সহিত প্রেম স্থাপন করিতে পরাঙ্মুখ না হওয়া এবং অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূত ত্রিবিধ বিজ্ঞান যুক্ত ধর্ম্মরহস্যজ্ঞাতা হইলেও ধর্ম্মাধিকারে অতি বালক অধিকারীকেও তুচ্ছ দৃষ্টিতে দর্শন না করা ইত্যাদি সনাতন ধর্ম্মের মহত্ত্ব প্রতিপাদক যুক্তি।

বর্ত্তমান সময়ের বহির্দৃষ্টির জন্যই বিদ্যার যথার্থ স্বরূপ সংসার হইতে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে; পদার্থ সম্বন্ধীয় বিচার এবং সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধিকেও লোকে বিদ্যা বলিয়া মনে করে। অতএব বিদ্যার যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান বীজরূপে প্রকাশিত করা উচিত। অবিদ্যানাশকারিণী, জ্ঞানজননীকে বিদ্যা বলা যায়। শিক্ষার প্রণালীর সহিত বিদ্যার এই লক্ষণের সংস্কার হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দিবার যত্ন সর্ব্বদা করা উচিত। বীজকে জীবিত রাখিলে কালান্তরে অবশ্যই অঙ্কুরোৎপত্তি হইবে, এবং যে পর্য্যন্ত উপলব্ধ হইতে পারে, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের সংগ্রহ করিয়া উহার সুরক্ষা করা কর্ত্তব্য এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত, অপ্রকাশিত এবং লুপ্ত গ্রন্থসমূহের সূচী নির্ম্মাণ করিয়া পুস্তক সুরক্ষার যথাসম্ভব চেষ্টা করা পরম কর্ত্তব্য। পূর্ণজ্ঞানযুক্ত বৈদিক বিজ্ঞানের ভিত্তি অধ্যাত্ম অধিদৈব এবং অধিভূত ভাবত্রয়ের উপর অবস্থিত; পরমপিতা, অনন্তশায়ী, অনন্তদেবের ভাব অনন্ত এবং সেই পরমাত্মা অনন্ত লীলাময়; এই জন্য অনন্ত শক্তিশালিনী মাতাকেও অনন্ত বৈচিত্র্য দ্বারা পরিপূর্ণ রূপসমূহ ধারণ করিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছে। পিতা প্রধানতঃ অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূত রূপী ভাবত্রয়ে নিমগ্ন আছেন, ফলতঃ মাতৃদেবীকেও সাধারণতঃ সত্ত্ব, রজ, তমোরূপী গুণত্রয়ের বিকাশ দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি, লয়কার্য্য করিতে করিতে পিতৃদেবকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার সেবায় সদাই উপস্থিত থাকিতে হয়। এই বৈজ্ঞানিক রহস্যানুসারে পরমাত্মার ব্রহ্ম, ঈশ্বর এবং বিরাট স্বরূপের বর্ণন শাস্ত্রসমূহে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাক্য এবং মনের অগোচর, সর্ব্বকারণ, আদি এবং অন্তরহিত, সৃষ্টির অতীত যে সচ্চিদানন্দ ভাব আছে, তাহাই ব্রহ্মশব্দে অভিহিত হইয়াছে। তাহাই অধ্যাত্ম ভাব। জগৎ জন্মাদির কারণ, সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের কর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্য্যামী, কৃপাময়, জগদ্গুরু এবং গুণত্রয়ের আধাররূপী যে ভাব তাহাই ঈশ্বর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাই অধিদৈব ভাব, এবং কার্য্যব্রহ্মরূপী এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের সহিত সংযুক্ত যে স্থূল ভাব তাহাই বিরাট পুরুষ নামে কথিত হয়। ইহাই ভগবানের অধিভূত ভাব।* বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্রে সর্ব্বোৎকৃষ্ট

* যত্তদ্ব্রহ্ম মনোবাচামগোচরমিতীরিতম্।

রূপে কথিত "ওঁ তৎ সৎ" মন্ত্রের রহস্য সম্বন্ধ, শ্রীভগবানের এই ভাবত্রয়ের সহিত রহিয়াছে; এই মন্ত্রের তিন পদের সহিত যথাক্রমে এই তিন স্বরূপের সম্বন্ধ আছে, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ এইরূপ অনুভব করেন।† এই নিমিত্ত উপনিষদাদি শাস্ত্রে এই মন্ত্রের এরূপ মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

সৃষ্টির আদি কারণ শ্রীভগবান যখন ভাবত্রয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত আছেন, তখন সৃষ্টির প্রত্যেক অঙ্গ কেন ঐ তিন ভাবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবে না? যাহা হউক বৈদিক বিজ্ঞানানুসারে এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অঙ্গ এবং এই সব সকল পদার্থ যে এই ভাবত্রয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। উদা-

---

তৎ সর্ব্বকারণং বিদ্ধি সর্ব্বাধ্যাত্মিকমিত্যপি ॥
অনাদ্যং তমজং দিব্যমজরং ধ্রুবমব্যয়ম্ ।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মাগ্রে সংপ্রবর্ত্ততে ॥
স্বেচ্ছামায়াখ্যয়া সত্ত্বজগজ্জন্মাদি কারণম্ ।
ঈশ্বরাখ্যন্তু তত্ত্বমধিদৈবমিতি স্মৃতম্ ॥
সর্ব্বজ্ঞঃ সদ্গুরুর্নিত্যোঽন্তর্যামী কৃপানিধিঃ ।
সর্ব্ব সদ্গুণসারাত্মা দোষশূন্যঃ পরঃপুমান্ ॥
যৎ কার্য্যব্রহ্ম বিশ্বস্থ বিধানং প্রাকৃতাত্মকম্ ।
বিরাড়াখ্যং স্থূলতরমধিভূতং তদুচ্যতে ॥
যস্যেহাবয়বৈর্লোকান্ কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ ।
কট্যাদিভিরধঃ সপ্ত সপ্তোর্দ্ধং জঘনাদিভিঃ

(ইতি পূজ্যপাদ মহর্ষি বশিষ্ঠঃ ।)

† ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপক্রিয়াঃ ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্ম বাদিনাম্ ॥
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃ ক্রিয়াঃ ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে ।
প্রশস্তে কর্ম্মণি সদা সচ্ছব্দ পার্থ যুজ্যতে ॥
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতি সদিতি চোচ্যতে ।
কর্ম্মচৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ইত্যাদি ।

(শ্রীগীতোপনিষৎ ।)

হরণস্থলে দর্শনেন্দ্রিয়ের বিচার করিলে ইহা বুঝিতে পারা যাইবে যে, অধ্যাত্ম নেত্ররূপ তন্মাত্রা আধিদৈব নেত্র সূর্য্যদেব এবং আধিভূত নেত্র এই স্থূল নেত্রের গোলক।* এই প্রকার সকল পদার্থ এবং সকল বিষয় সনাতন ধর্ম্মোক্ত বিজ্ঞানানুসারে ত্রিভাবাত্মক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বেদের মহত্ত্বও এই কারণে প্রতিপন্ন হইয়াছে। উহার অপৌরুষেয় হইবার কারণ এই যে, উহার প্রত্যেক শ্রুতিই ত্রিভাবাত্মক।† এবং কাণ্ডত্রয়ের অনুসারে সমষ্টিরূপী বেদও ত্রিভাবাত্মক। সাধকের মধ্যে যতই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বৃদ্ধি হইবে, তিনি ততই সকল অবস্থা এবং সকল বস্তুর মধ্যে এই ভাবত্রয়ের অনুভব অধিক রূপে করিতে সমর্থ হইবেন। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পূর্ণতা, দার্শনিক শিক্ষা ও অন্তঃকরণের পবিত্রতা হইতে হইয়া থাকে। আত্মসাক্ষাৎকার লাভ এই দৃষ্টির চরম সীমা। প্রত্যেক শারীরিক এবং মানসিক কার্য্যের মধ্যে ভাবশুদ্ধি রক্ষা করা আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রধান হেতু। ভাবশুদ্ধির দ্বারা অসৎ কার্য্যও ধর্ম্ম কার্য্যে পরিণত হইতে পারে; ভাব শুদ্ধির দ্বারা সামান্য কর্ম্ম হইতে অসামান্য ফল লাভ হইতে পারে, এবং ভাবশুদ্ধি করিতে এবং করাইতে হইলে, পূর্ব্বকথিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সর্ব্বোপরি আবশ্যকতা আছে। সুতরাং শিক্ষা প্রণালীর দ্বারা উক্ত ভাবত্রয়ের সংস্কারের বীজরক্ষা হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য।

বিশ্বজননী মহামায়ার রূপ ত্রিগুণময়। তাঁহার সৃষ্টিলীলার কোন অংশই গুণত্রয় রহিত নহে। তিন গুণের বিষয়ে শাস্ত্রসমূহে বর্ণনা আছে ‡ যে, নির্ম্মল

---

* ঈশস্য মায়া গুণময্যনেকধা, বিকল্পবুদ্ধিশ্চ গুণৈর্বিধত্তে।
বৈকারিকাস্ত্রিবিধোঽধ্যাত্মমেক, মথাধিদৈবমধিভূতমন্যৎ ॥
দৃগ্রূপমার্কং বপুরত্ররন্ধ্রে, পরস্পরং সিধ্যতি যঃ স্বতঃ খে।
আত্মায়দেষামপরোয় আদ্যঃ স্বয়ানুভূত্যাঽখিল সিদ্ধসিদ্ধিঃ ॥
(ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে।)

† যথা দুগ্ধং চ তক্রঞ্চ শর্করা চ সুমিশ্রিতম্।
কল্পিতং দেবভোগায় পরমান্নং সুধোপমম্ ॥
তথা ত্রৈবিধ্যমাপন্নঃ শ্রুতিভেদঃ সুখাত্মকঃ।
নয়তে ব্রাহ্মণ ন্নিত্যং ব্রহ্মানন্দং পরাৎপরং ॥
(ইতি বিজ্ঞান ভাষ্যে।)

‡ তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ! ॥

হওয়ায় প্রকাশক এবং অনাময় (শান্ত) সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখ সঙ্গ দ্বারা এবং জ্ঞান সঙ্গ দ্বারা বদ্ধ করিয়া থাকে। রজোগুণ রাগাত্মক এবং তৃষ্ণা (অভিলাষ) এবং সঙ্গ (আশক্তি) হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রজোগুণ দেহধারীকে কর্ম্মসমূহের অনুরাগের দ্বারা বন্ধন করিয়া দেয়। তমোগুণ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় এবং উহা অসাবধানতা, উদ্যম হীনতা এবং চিত্তের খিন্নতার দ্বারা দেহীদিগকে বন্ধনযুক্ত করিয়া থাকে। প্রধানতঃ সত্ত্বগুণ জ্ঞানাধিকতা, রজোগুণ ইচ্ছা এবং ক্রিয়ার অধিকতা এবং তমোগুণ অজ্ঞান এবং প্রমাদের অধিকতা হইতে জানিতে পারা যায়। সৃষ্টির সমস্ত পদার্থের সহিত গুণত্রয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকায় এই সংসারের সমস্ত পদার্থকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই কারণে বৈদিক বিজ্ঞানানুসারে মনুষ্যের মধ্যে তিন প্রকার অধিকারী নির্ণীত হইয়াছে এবং এই কারণে ধর্ম্মের সকল অঙ্গ, উপাঙ্গ এবং অধিকার ত্রিবিধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীগীতাদি অধ্যাত্ম শাস্ত্রসমূহের মধ্যে ত্রিবিধ বুদ্ধি, ত্রিবিধ সুখ, ত্রিবিধ কর্ত্তা, ত্রিবিধ কর্ম্ম, ত্রিবিধ উপাসক, ত্রিবিধ উপাসনা, ত্রিবিধ শ্রদ্ধা, ত্রিবিধ জ্ঞান, ত্রিবিধ ত্যাগ, ত্রিবিধ যজ্ঞ, ত্রিবিধ ধৃতি, ত্রিবিধ তপ, ত্রিবিধ দান, ত্রিবিধ আহার, ত্রিবিধ শ্রোতা, ত্রিবিধ মনন কর্ত্তা, ত্রিবিধ নিদিধ্যাসক প্রভৃতির বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কারণে বেদসমূহের মধ্যে বিজ্ঞানাংশ, গাথাংশ এবং অনুশাসনাংশের পার্থক্য প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই কারণে পুরাণাদি শাস্ত্রসমূহের মধ্যে সমাধিভাষা, লৌকিক ভাষা এবং পরকীয় ভাষার বৈচিত্র্য রক্ষা করিয়া ত্রিবিধ অধিকারীর কল্যাণ সাধন করা হইয়াছে।* এই পূর্ব্ব কথিত ভাবত্রয় এবং গুণত্রয়বিজ্ঞান বৈদিক সিদ্ধান্তের মূলভিত্তি। যাহা হউক আর্য্য সদাচার এবং আর্য্যশিক্ষার মধ্যে ইহার বীজ রক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য।

রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয়! কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনাম্॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্য নিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত!॥

(ইতি গীতোপনিষৎ।)

সমাধিভাষা প্রথমা লৌকিকীতি তথা পরা।
তৃতীয়া পরকীয়েতি শাস্ত্রভাষা ত্রিধা স্মৃতা॥

কর্ম্মই সৃষ্টির আদি কারণ। এই নিমিত্ত বেদসমূহের মধ্যে কর্ম্ম বিজ্ঞানের আধিক্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদিও সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা বুঝিতে পারা যায় না যে, কোন বৈদিক কর্ম্মের কি তাৎপর্য্য আছে, তথাপি ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, প্রত্যেক বেদোক্ত কর্ম্ম বিজ্ঞানমূলক এবং নিত্যসত্যফলপ্রদ। যদিও সংহিতা এবং ব্রাহ্মণাদি বৈদিক বিভাগসমূহের সহস্রাংশও এক্ষণে উপলব্ধ হয় না, যদিও স্মার্ত্ত কর্ম্মকাণ্ড, পৌরাণিক কর্ম্মকাণ্ড এবং তান্ত্রিক কর্ম্মকাণ্ডই ভারতভূমিতে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের স্থান প্রায় অধিকার করিয়া লইয়াছে, তথাপি উক্ত ত্রিবিধ কর্ম্মকাণ্ডই বেদমূলক হওয়ায় এবং অপৌরুষেয় বেদের অধিকার সর্ব্বোপরি থাকায় এবং দেশকালপাত্রানুসারে, ভারতবর্ষের সকল প্রান্তে বীজরক্ষা রূপে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের সকল অঙ্গের ক্রিয়াসিদ্ধাংশের রক্ষা করা সর্ব্বথা হিতকারী। বৈদিক শিক্ষার বিস্তার, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের ক্রিয়াসিদ্ধাংশের প্রণালীর প্রচার এবং সকল প্রান্তের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডসমূহের সম্মান বৃদ্ধি করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারিবে। জগদীশ্বরের নিত্যশক্তিসমূহের বিভাগানুসারে ঋষি, দেবতা এবং পিতর্ তাঁহার সাক্ষাৎ বিভূতি। বেদসমূহে প্রকারান্তরে ইঁহাদিগের পূজার বর্ণন বহু প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তত্ত্বদর্শী মুনিগণের ইহাই সিদ্ধান্ত যে, এই তিন ঈশ্বরাংশের পূজা যে জাতির মধ্যে যত অধিক আছে, সেই জাতি ততই উন্নত হইয়া থাকে, এবং ইঁহাদিগের পূজা লোপ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জাতিসমূহ নষ্ট এবং ভ্রষ্ট হইয়া যায়।

এক্ষণে এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, আজকাল পৃথিবীর অন্যান্য বিভাগে যে অন্যান্য উন্নত জাতি বর্ত্তমান আছে, তাহাদিগের মধ্যে কি ঋষি, দেবতা এবং পিতৃপূজা প্রচলিত আছে? ইহার সিদ্ধান্ত করিবার জন্য চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ

গুপ্তমেতদ্ রহস্যং বৈ ভাষিতং তব সুব্রতে।
সম্যক্ জ্ঞাত্বা পরতত্ত্বং শাস্ত্রার্থৈর্যত্নতঃ॥
সমাধিভাষা জীবানাং যোগসিদ্ধিপ্রদায়িকা।
নশ্যতে নিত্যমেবাত্র পরমং ব্রহ্মনির্ণয়ম্॥
স্বধর্ম্মা লৌকিকী ভাষা লোকবৃদ্ধিপ্রদায়িকা।
পরমানন্দ ভোগান্ স প্রদত্তে নাত্র সংশয়ঃ॥
পরকীয়া তথা ভাষা শাস্ত্রোক্তা পাপনাশিনী।
জীবান্ সা পুণ্যলোকানাং কুরুতে হ্যধিকারিণঃ॥

[illegible]

বিবেচনা করিতে পারেন যে, যদিও ঐ সকল জাতি মধ্যে বৈদিক বিজ্ঞান এবং আচারের প্রচার নাই, তথাপি কার্য্যতঃ ঐ সকল জাতি অবশ্যই বৈদিক সিদ্ধান্তানুসারে বহু পরিমাণে এরূপ ধৰ্ম্মকার্য্য করেন যে, তাহার দ্বারা তাঁহাদিগের জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ধৰ্ম্মশক্তি ব্যাপক। অতএব তাহার কোন অঙ্গমাত্র পালন করিলেও ফলোৎপত্তি বিষয়ে বিফলতা হয় না। ধৰ্ম্ম সত্যরূপ। অতএব রহস্য জ্ঞান হউক অথবা নাই হউক, তাহার সাধন দ্বারা অবশ্য পূর্ণ ফলের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ—

কোকিল কূজন বা দুঃখের গাথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত, ধৰ্ম্ম প্রচারকের ১১৮ পৃষ্ঠা হইতে)
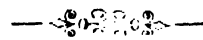
"যে শাস্ত্র পড়িয়া তারা যদিও নবীন,
আপন জাতীয় তত্ত্বে হ'য়েছে প্রবীণ।
হায়রে দুঃখের কথা,
বলিতে পাই যে ব্যথা,
সেশাস্ত্র পড়িয়া তোরা হ'লি জাতিহীন,
জাতীয় গৌরব ভুলি হ'লি অর্ব্বাচীন ॥ ৭৬

"জাতীয় গৌরব ভুলি হ'লি অর্ব্বাচীন,
নাহি জান হিন্দুজাতি কতই প্রাচীন?
নাহি ছিল ব্যবিলান,
না ছিল রোমের নাম,
না ছিল গ্রিক জাতি পরেতে প্রবীণ,
ভারতের জ্যোতি নিয়েতোরা জ্যোতিহীন ॥

"জাতীয় গৌরব গাথা ভুলিবার নয়,
ভুলিলে পতন ধ্রুব জানিও নিশ্চয়।
উঠিবারে যদি চাও,
জাতীয় গৌরব গাও,
জাতীয় গৌরব গানে নাচিবে হৃদয়,
উৎসাহ বাড়িবে প্রাণে নাহিক সংশয় ॥ ৭৮

"জাতীয় গৌরব গান গায় সভ্য দেশ,
যদিও তাদের গানে নাহিক বিশেষ।
তথাপি আদর করি,
তাই শির উচ্চ করি,
তাই দেখ গায় সবে সরস আবেশ,
জাতীয় গৌরব গান গায় সভ্য দেশ ॥ ৭৯

"এমনি হয়েছে হায় তোদের পতন,
নাপারে চিনিতে কেহ তোরা কোন জন।
কোন্ জাতি হও সবে,
কোন্ দেশবাসী কবে,
দেখিলে তোদের নব অপূর্ব্ব লক্ষণ,
ছিল কি ভারতে হিন্দু এরূপ কখন? ৮০

"আকৃতি প্রকৃতি রুচি গিয়েছে ফিরিয়া,
তাইতো পারে না কেহ লইতে চিনিয়া!
নাহি সে দেবের ভাষা,
নাহি সে দেবের ভূষা,
দেবসম রূপ হায় গিয়াছে পুড়িয়া,
দেবতা ভারতবাসী গিয়েছে মজিয়া॥ ৮১
"কোথা সেই হিন্দুধর্ম্ম অতি সনাতন,
স্বর্গের দেবতা যার করিত অর্চ্চন?
সেই হিন্দু ধর্ম্ম হায়,
দলিত তোদের পায়!
স্বধর্ম্ম ত্যজিয়া এবে পরধর্ম্মে মন,
অমৃতে অরুচি হায় বিষে আকিঞ্চন। ৮২
"কি দোষ হিন্দুর ধর্ম্মে পার কি বলিতে,
স্বধর্ম্ম ত্যজিয়া তাই চল অন্য পথে?
ইংরেজী পড়িয়া এবে,
এই কি লভিলি সবে?
হারাইলি নিজ ধর্ম্ম ডুবিলি পাপেতে?
ভারতে ভারতবাসী চলিল বিপথে॥ ৮৩
"ডুবালি পৈতৃক নাম ওরে কুলাঙ্গার!
এই কি পুত্রের কার্য্য? ওরে দুরাচার!
যে শাস্ত্র পড়িয়া তোরা,
হ'য়ে গেলি দিশাহারা,
সে শাস্ত্র পড়িয়া তারা করিছে প্রচার,
জগতে পৈতৃক ধর্ম্ম অশেষ প্রকার॥ ৮৪
"খৃষ্টান জগতে চেয়ে দেখ নরাধম,
কিরূপে করিছে তারা স্বধর্ম্ম পালন।
উৎসর্গি আপন প্রাণ,
রাখিছে ধর্ম্মের মান,
(কিন্তু) স্বধর্ম্ম নাশিতে তোরা হ'লি প্রাণপণ
কে আছে অধম বল তোদের মতন? ৮৫

"পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্ম তাতে লজ্জা হয়!
হিন্দু ধর্ম্ম পৌত্তলিক কখনোত নয়।
হিন্দুরা পুতুল পূজে,
কে কহিবে ধরা মাঝে?
পুতুলের পূজা করে যত নীচাশয়,
হিন্দু ধর্ম্ম পৌত্তলিক কখনোত নয়॥৮৬॥
"লক্ষ্মী সরস্বতী তারা পূজে ভগবতী,
তাই কি লজ্জিত সবে? আহা কি দুর্ম্মতি!
সে নহে পুতুল পূজা,
শোন রে দেশের রাজা!
জগত করিছে সদা তাদের আরতি;
দেখালে দেখিবি যদি আছে কত শক্তি॥৮৭॥
"সেক্ষপীর তরে কেন রত্ন সিংহাসন?
কি হেতু মিল্টনে সবে করিছে পূজন?
গ্লাড্‌ষ্টোন মহামতি,
রথস্‌ চাইল্ড ধনপতি,
কেনরে লোকের প্রীতি করে আকর্ষণ?
কেনরে পূজিছে সবে পাদ্রির চরণ? ৮৮
"তারাও মানুষ বটে তোদের মতন,
দুটী হাত দুটী চোক দুখানি চরণ,
তবে কেন বল দেখি,
প্রেমপূর্ণ ভক্তি মাখি,
তাদের চরণ সবে পূজিছে এখন?
তারাও মানুষ বটে তোদের মতন! ৮৯
"মানুষের পূজা নহে গুণের আদর,
গুণের পূজায় ব্যস্ত যত চরাচর।
গুণাংশ পূজিয়া সবে,
নানা রূপ সুখ লভে,
গুণের সমষ্টি হিন্দু পূজে নিরন্তর,
পুতুল পূজে না তারা; হিন্দু কি বর্ব্বর? ৯০

"গুণময় সদা প্রভু করুণা-নিধান,
সর্ব্ব শাস্ত্রে আছে তার অনন্ত প্রমাণ।
"সেই হেতু হিন্দুগণ,
গুণ পূজে সর্ব্বক্ষণ,
ভগবানে সর্ব্ব গুণ আছে বিদ্যমান,
গুণের পূজায় পূজা হয় ভগবান্॥ ৯১

"খাদ্যের বিচার বড় হিন্দুর সমাজে,
তাই কি সকলে তোরা নতশির লাজে?
কোন দেশে কোন খানে,
খাদ্যাখাদ্য নাহি মানে,
সর্ব্বভুক কোথা আছে জগতের মাঝে,
খাদ্যের বিচার আছে সভ্যের সমাজে॥ ৯২

"সংসারে সকল দেশ না হয় সমান,
কোথাও অগ্নির মত সদা অংশুমান।
কোথাও রবির কর,
নহে তত খরতর,
কোথাও কেবল মাত্র শীতময় স্থান,
কোথা এক অহর্নিশি বৎসর প্রমাণ॥ ৯৩

"দেশের প্রকৃতি ভেদে মানব প্রকৃতি,
তোরা ত বিজ্ঞানি-বিজ্ঞ চাই কি যুকতি?
যেরূপ প্রকৃতি যার,
তার খাদ্য সে প্রকার,
প্রকৃতি-বিরোধ দ্রব্যে হবে অবনতি,
পাথুর খাইতে নরে আছে কি শকতি?৯৪

"নাহি হয় সব দ্রব্য একই প্রকার,
উগ্রবীর্য্য কোন কোন শীতবীর্য্য আর।
কফ আর বায়ু পিত্ত,
এই ত ভৌতিক বিত্ত,
এই ত মানব দেহে একমাত্র সার,
অতএব খাদ্যাখাদ্য করিবে বিচার॥ ৯৫

"ইহা ভিন্ন আধ্যাত্মিক আছে গুণত্রয়,
সত্ত্ব রজঃ তম এই তিন নাম হয়।
ভৌতিক পদার্থ সবে,
সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক-ভাবে,
করিছে বিরাজ সদা নাহিক সংশয়,
সমাসম খাদ্য তাই যুক্তিসিদ্ধ নয়॥৯৬॥

"তাইত হিন্দুর দেশে খাদ্যের বিচার,
তাতে কি হিন্দুর হ'ল কলঙ্ক অপার?
তোদের জগৎ গুরু,
বিচারি বিজ্ঞান চারু,
এই বাক্য অকপটে করিছে প্রচার,
তবে কেন এত লজ্জা ওরে কুলাঙ্গার॥৯৭॥

"জাতিভেদ ভারতের কলঙ্ক প্রধান,
তাই ভাবি হয়ে আছ সদা ম্রিয়মান?
ছিছি রে দুখের কথা,
এই কি তোদের মাথা?
এই কি বিচার শক্তি? এই সূক্ষ্ম জ্ঞান?
এর জন্য অহঙ্কার পর্ব্বত প্রমাণ? ৯৮

"যাও সবে দেখে এস দিগদিগন্তর,
জাতিভেদ কোথা নাই ব্রহ্মাণ্ড ভিতর?
সজীব নির্জ্জীব বিশ্ব,
চরাচর দৃশ্যাদৃশ্য,
জাতি ভেদে পরিপূর্ণ আছে নিরন্তর।
জাতিভেদ নহে শুধু ভারত ভিতর॥ ৯৯

"গুণ হেতু হয় সদা জাতি নির্ব্বাচন,
আধ্যাত্মিকাধিভৌতিক উভয় (ই) কারণ।
প্রকৃতির পূর্ব্ব রাগ,
গুণভেদে জাতি ভাগ,
সভ্যদেশে জাতিভেদ অর্থের কারণ।
প্রকৃতি নিয়ম হয় ভারতে পালন॥ ১০০

"গুণত্রয় সমাহারে ন্যূনাধিক তরে,
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নাম ধরে।
যথা গুণ তথা কর্ম্ম,
এই ত শাস্ত্রের মর্ম্ম,
ইহাতে অন্যায় আছে কে বলিতে পারে?
জাতিভেদ শুধু নহে ভারত ভিতরে॥ ১০১
"জাতিভেদ ভারতের পতন কারণ,
এই ত তোদের এবে বেদের বচন!
ভাল যদি তাই হয়,
তবে কেন মহাশয়,
জাতিখেয়ে জাতিনাশা তোরা ত এখন!
কেন না লভিছ সেই অস্তমিত ধন? ১০২
"যখন এ দেশে ছিল জাতির বিচার,
পতিত ছিল না তারা, ছিল না অসার,
ছিল বিদ্যা বুদ্ধি বল,
সভ্যতার শীর্ষ স্থল,
করেছিল ভূমণ্ডলে তারা অধিকার,
তাহাদের সমকক্ষ কোথা ছিল আর? ১০
জাতিত্ব হারায়ে তোরা কি লভিলি হায়!
কোথা সেই বিদ্যা বুদ্ধি? বীরত্ব কোথায়?
আর্য্যকুলোচিত সম,
কোথা সেই শমদম?
কোথায় সন্তোষ বৃত্তি? তিতিক্ষা কোথায়?
অন্তর্দৃষ্টি বহির্দৃষ্টি কোথা গেছে হায়? ১০৪

ক্রমশঃ

শ্রী—

সাকার ও নিরাকার উপাসনা।

বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানে শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। শাক্তেরা দুর্গা, কালী ইত্যাদি শক্তির উপাসনা করেন, এবং বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকেন। ঐ উভয় সম্প্রদায়ের উপাসনা প্রণালী স্বতন্ত্র হইলেও উহা মূলে অভেদ। শাক্তদিগের মধ্যে শারদীয়া মহাপূজাই প্রধান। শরৎকালে এই মহাপূজা হইয়া থাকে, এই নিমত্ত ইহার নাম শারদীয়া মহাপূজা। রাবণ বধের নিমিত্ত স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রকে ঐ শক্তির আরাধনা করিতে হইয়াছিল। শক্তির আরাধনা করিয়াই তিনি অধিক শক্তিমান্ হইয়াছিলেন। ভগবানকেও সাধারণ লোকের ন্যায় লোক শিক্ষা দিবার জন্য কর্ম্ম করিতে হইয়া থাকে।

ভগবান গীতায় কহিয়াছেন,—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনু বর্ত্ততে॥

তৃতীয় অধ্যায় ২১ শ্লোক।

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা করেন, অন্যান্য লোক তাহা তাহা করিয়া থাকে; তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করেন, সাধারণ লোকেও তাহারই অনুবর্ত্তন করে।

এই জন্য কখনও তাঁহাকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে ভক্ত সাজিতে হয়, এবং কখনও বা রাবণ সাজিয়া মোহে ও অহঙ্কারে আত্মহারা হইতে হয়। শ্রীরাম অবতারে তিনি নিজেই ভক্ত সাজিয়া মা জগজ্জননীর পাদপদ্মে অঞ্জলি দিবার জন্য আপনার চক্ষু উৎপাটিত করিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এই প্রকার তীব্র ভক্তি চাই, তবে জগজ্জননীর কৃপা লাভ করিতে পারা যায়। যে ভগবান ইচ্ছা করিলেই ঐ প্রকার শত শত রাবণ ভস্ম হইয়া যাইতে পারে, সেই রাবনকে সংহার করিবার জন্য তাঁহাকে কার্য্য করিতে হইয়াছিল। তিনি মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য করিয়া রাবণের নিধন সাধন না করিলে লোকের শিক্ষা হয় না। সে সময়ে রাবণের বিক্রমে সকলেই পরাস্ত, সুতরাং রাবণের সহিত কে বিবাদ করিবে? এমন কি, দেবগণও তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন। এই নিমিত্তই ভগবান স্বয়ং রাবণের দর্প চূর্ণ না করিলে, লোক শিক্ষা হয় না, পাপের শাস্তি হয় না, সুতরাং ভগবানের সাকার রূপ আবশ্যক হইয়াছিল। নিরাকার থাকিলে লোক শিক্ষা হইবে না, লোকের বুঝিবার পক্ষে মহা গোলযোগ হইবে, আর কার্য্যেরও ক্রমে ক্রমে লোপ হইয়া পড়িবে। কার্য্যের দ্বারা জগৎ চলিতেছে। কার্য্য লোপ হইলে এই জগৎ সংসারও নষ্ট হইয়া যাইবে। এই সকল কারণেই শ্রীরামচন্দ্রকে অর্থাৎ ভগবানকে মানব রূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া কার্য্য করিতে হইয়াছিল।

ভগবান পুনরায় গীতায় কহিতেছেন;—

> "ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
> নানবাপ্ত মবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥
> যদি হ্যহং নবর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
> মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ ॥
> উৎসিদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্মচেদহং।
> সঙ্করস্য চ কর্ত্তাস্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥

তৃতীয় অধ্যায়, ২২।২৩।২৪ শ্লোক।

অর্থাৎ হে পার্থ, আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই (কেন না) এই ত্রিলোকে আমার অপ্রাপ্য বা প্রাপ্তব্য এ প্রকার কিছুই নাই। তথাপি আমি লোক শিক্ষার জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকি; যদি আমি অনলস হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মনুষ্যগণ আমার প্রদর্শিত পথ সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করিবে। আমি যদি কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে এই লোকসকল ধর্ম্মলোপ বশতঃ বিনষ্ট হইবে, এবং আমি বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হইব; এইরূপে আমিই এই প্রজাগণকে মলিন করিব। এই সমস্ত কারণে ভগবান জগতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

অসুরগণের অত্যাচারে যখন জগতবাসী প্রপীড়িত হইয়াছিল, তখন দেবগণ মিলিত হইয়া ঐ সকল দুর্দান্ত অসুরগণকে নিধন করিয়া জগৎ রক্ষা করিতে কৃত নিশ্চয় হইয়াছিলেন। তাঁহাদের তেজবলে একটী শক্তি উৎপন্ন হইল, সেই শক্তিই সমস্ত অসুরগণকে বিনাশ করিয়া জগতে শান্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইলেন। দেবগণের তপঃ প্রভাবে যে শক্তিরূপা স্ত্রীমূর্ত্তি উৎপন্না হইয়াছিলেন, তিনিই দশ হস্ত দিয়া দশ দিক রক্ষার জন্য আবির্ভূতা হইলেন। সেই স্ত্রীরূপা শক্তিই ত্রিনয়না ছিলেন। ত্রিলোক দেখিবার নিমিত্তই জগজ্জননী ত্রিনয়না হইলেন। ঐ স্ত্রীরূপা শক্তির হস্তে দেবগণ তাঁহাদিগের নিজের নিজের প্রধান অস্ত্র দ্বারা বিভূষিত করিয়াছিলেন। অসুরগণের স্বভাব পশুর ন্যায় হইয়া থাকে। সেই জন্য মা জগজ্জননী দুরাত্মা অসুরকে পদদলিত করিলেন। মা জগজ্জননী কাহারও বিক্রম দেখিতে পারেন না। যে লোক সংসারে অতি দর্প করে, তাহারই পতন অবশ্যম্ভাবী। দুরাত্মা অসুরগণ জগৎ সংসারে অতি দর্প করিয়া বেড়াইত, সেই কারণে মা জগদম্বা তাহাদিগের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত দুরন্ত অসুরগণের ভয়ে জগতবাসিগণ অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল। জগৎবাসীর সমস্ত ভয় দূর করিয়াছিলেন বলিয়া মায়ের আর একটী নাম অভয়া। জগজ্জননীকে আন্তরিক ভাবে ডাকিলে কাহারও কোন প্রকার দুর্গতি থাকিতে পারে না। লোকের দুর্গতি নাশ করেন বলিয়া, তাঁহাকে আবার সকলে দুর্গতিনাশিনী দুর্গা বলিয়া থাকে। মা আবার জগৎবাসীকে সুখ, সম্পদ দিবার জন্য ভাগ্যবানের গৃহে লক্ষ্মীরূপে বিরাজ করেন। জ্ঞান লাভ করিবার জন্য কেহ বা মাকে সরস্বতী রূপে আরাধনা করিয়া থাকেন। কার্ত্তিক যুদ্ধে অজেয়; তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও বলশালী আর কেহ নাই। ঐ কার্ত্তিক রূপই জগজ্জননীর বিভূতি। গণেশ জগজ্জননীর অপর একটী বিভূতি; তিনিই সকলের বিঘ্ন, বাধা দূর করিয়া থাকেন। গণেশ সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তাঁহার ন্যায় সুলেখক জগতে আর নাই। জগজ্জননী দুর্গার সমুদায় ঐশ্বর্য্য একাধারে দেখাইবার জন্য প্রাচীন ঋষিগণ শারদীয়া মহাপূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ভক্ত প্রতিমা গড়িয়া মা ব্রহ্মময়ীর পূজা করেন, এবং নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রীর দ্বারা ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালী ভোজন করাইয়া থাকেন। ভক্ত জানেন যে, জগতের জীবগণকে বিবিধ সুস্বাদু সামগ্রী ভোজন করাইলে মায়ের সেবা হইয়া থাকে। পরম ভক্ত রাম প্রসাদ বলিয়াছেন "ত্রিজগৎ সাজায়েছেন মা যে দিয়ে কত রত্ন সোনা, তুমি মাকে সাজাতে চাও কি দিয়ে ছার ডাকের গহনা?" একথা সত্য বটে, কিন্তু সংসারি ভক্তের তাহাতে মনের তৃপ্ত হয় না। ভক্ত মাকে দেখিতে পান না, তাই তিনি প্রতিমা গড়িয়া মাকে ভাল কাপড় ও নানাবিধ গহনা পরান, এবং নানা প্রকার সুমিষ্ট সামগ্রী মায়ের উদ্দেশে নিবেদন করিয়া দিয়া থাকেন। ভক্ত মায়ের চরণে জবাপুষ্প ও বিল্বদল দিয়া পূজা করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বলিয়া মনে করেন। মা ইচ্ছাময়ী, তিনিই আদ্যাশক্তি। তিনি ভক্তের কাছে ক্ষুদ্র হইতে পারেন এবং মহৎও হইতে পারেন। সাকারও হইতে পারেন, এবং অনন্ত আকার বিশিষ্টও

হইতে পারেন। আমরা আকার বিশিষ্ট, তাই মাকে সাকার করিয়া লই। আমরা ক্ষুদ্র, তাই মাকে ক্ষুদ্র করিয়া লইয়া থাকি। মাকে কিছু দিবার নাই বটে, কিন্তু তথাপি তাঁহার সংসারী ভক্ত তাঁহারই সামগ্রী তাঁহাকেই নিবেদন করিয়া দিয়া সন্তোষলাভ করেন। ভক্ত চন্দনচর্চ্চিত পুষ্পের দ্বারা তাঁহাকে সাজাইতে ভাল বাসেন। ভক্ত ত্রিনয়নাকে কখন কন্যা ভাবে এবং কখনও মাতৃভাবে ডাকিতে ভাল বাসেন। যেমন কোন লোক তিন দিবসের জন্য আপন কন্যাকে শ্বশুরালয় হইতে গৃহে আনিয়া, তাহার তৃপ্তির জন্য শক্তি অনুসারে ভাল ভাল সামগ্রীর আয়োজন করিয়া থাকেন, সেই প্রকার কন্যা ভাবে জগজ্জননীকে গৃহে আনিয়া ভক্ত তাঁহার উদ্দেশে সেবা করিয়া থাকেন। ভক্ত যাহা ভালবাসেন তাহাই মাকে উৎসর্গ করিয়া দেন, এবং তিন দিন দশ জন লইয়া আমোদ প্রমোদ করেন। এই প্রকারে ভক্ত সাকার পূজা করিয়া থাকেন।

ভগবান বলিতেছেন ;—

"যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥

গীতা ৭ম অধ্যায় ২১ শ্লোক।

অর্থাৎ যে যে ভক্ত দেবতা রূপ যে যে মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধা সংকারে অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, আমি সেই সেই ব্যক্তির সেই সেই মূর্ত্তি বিষয়ক তাদৃশই দৃঢ় শ্রদ্ধা বিধান করিয়া থাকি।"

এখানে ভগবান সাকার উপাসকের কথা বলিতেছেন। ভক্ত যে রূপ ধ্যান করেন, ভগবানও সেই রূপে উদয় হইয়া থাকেন। প্রত্যক্ষ ব্যতীত ধ্যান হইতে পারে না। যে রাস্তার সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নাই তাহার ধ্যান হইতে পারে না, এই জন্যই ভক্ত সাকার উপাসনা করেন। আমরা মনুষ্য, ঈশ্বরও আমাদের নিকট মনুষ্য রূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, এবং আমরাও মনুষ্যাকৃতি বিশিষ্ট ঈশ্বর উপাসনা করিয়া থাকি। এই প্রকার যে, যে প্রকার আকারে তাঁহাকে ভাবিতে পারে, সে সেই আকারে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া থাকে। ভক্ত যে মূর্ত্তি ভালবাসেন, অর্থাৎ ভক্ত যে মূর্ত্তি ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, ইচ্ছাময়ীও ভক্তকে সেই মূর্ত্তিতেই দেখা দিয়া থাকেন। অনেক দিন ধরিয়া এক মূর্ত্তি ধারণা করিতে পারিলে, সেই মূর্ত্তিতেই ভক্ত অভ্যস্ত হইয়া যান, অভ্যস্ত হইলেই ইচ্ছাময়ী সেই মূর্ত্তিতেই দেখা দিয়া থাকেন। পুনঃ পুনঃ যাহা করা যায়, যাহা দেখা যায়, যাহা ভাবা যায় তাহাই অভ্যাস হইয়া পড়ে। প্রকৃত অভ্যাস হইলেই নেশা হয় নেশা হইলে তখন তাহা না হইলে চলে না, মন অস্থির হইয়া পড়ে। এই প্রকারে যাহার মন যাহার জন্য অস্থির হইয়াছে, সেই বস্তু তাহার নিকট উপস্থিত হইলে, তাহার চিত্ত স্থির হইতে পারে। যেমন আফিং খোরের আফিং না হইলে কষ্ট হইয়া থাকে, কিছু ভাল লাগে না, সেই প্রকার ইচ্ছাময়ীকে দেখিবার জন্য যখন আমাদিগের নেশা হইবে তখন মা সাকার রূপে আমাদিগকে দেখা দিবেন। ব্রজগোপীগণের অভ্যাস বশতঃ এই প্রকারে কৃষ্ণ রূপের নেশা হইয়াছিল,

তাই তাঁহারা জলে, স্থলে, আকাশে, প্রতি বৃক্ষে, এমন কি সকল স্থানেই সেই মনোমোহন শ্রীকৃষ্ণ রূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

সাকার ভিন্ন ভালবাসা জমে না, তাই হিন্দুরা সাকার উপাসনার পক্ষপাতী। বাঁধ আলগা হইলে, জলের প্রবল স্রোতে ভাসিয়া যায়; বাঁধের আঁট না থাকিলে শক্ত হয় না। সেই প্রকার সাকার উপাসনার দ্বারা মনস্থির করিতে হয়, তবে মনের বাঁধ দৃঢ় হয়। শিশু তাহার মাকে বড় ভালবাসে। মা যে সাকার জীবন্ত প্রতিমা! তাই শিশু মা ছাড়া আর কিছু চায় না। অল্প বয়সে মাতৃবিয়োগ হইলে শিশু মায়ের সাকার রূপ ভুলিয়া যায়, তার ভালবাসা আর সে প্রকার জমে না। নিরাকারে কি ভালবাসা জমিয়া থাকে? চাঁদকে লোকে এত ভালবাসে কেন? চাঁদ দেখিতে পায় বলিয়া। নদীর ঢেউ দেখিতে ভাল লাগে, গোলাপ হাসিয়া হাসিয়া অহ্লাদে পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে, দেখিতে ভাল লাগে, বৃক্ষের শাখায় সুন্দর পাখী দেখিতে ভাল লাগে, অমানিশায় নক্ষত্রপূর্ণ আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে ভাল লাগে, সরোবরের প্রস্ফুটিত পদ্মের দিকে চাহিয়া থাকিতে ভাল লাগে, এই প্রকার যাহা সুন্দর তাহা ভাল লাগে কেন? সাকার বলিয়া। সাকার বলিয়া আমাদের কাছে উঁহাদের এত আদর। নিরাকার হইলে ঐ সমস্তের জন্য এত ভালবাসা হইত না। আনন্দময়ী মাকে সাকার রূপে দেখিতে পাইয়া থাকেন বলিয়া ভক্ত আনন্দময়ীকে এত ভালবাসিতে পারেন। ভক্তের যে রূপ ইচ্ছা সেই রূপেই আনন্দময়ী দেখা দিয়া থাকেন বলিয়া ভক্ত সাকার ভাল বাসেন। ভক্তের দেখা দেখি অন্য লোকেরাও মাকে ভালবাসিতে শিক্ষা করিয়া থাকে। ফুল না থাকিলে ফুল কি কেহ ভাসিত? পদ্ম না থাকিলে কি ভ্রমর মধু পান করিতে পারিত? সাকার না থাকিলে কি কেহ সাকার ভাল বাসিত? সাকার রূপে শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে অবতীর্ণ না হইলে অর্জ্জুন কি গীতা শুনিতে পাইতেন? সাকার না হইলে কি কেহ আনন্দময়ীকে এত ভালবাসিতে পারিত? তাই সাকার উপাসনা অতি মধুর। হিন্দুর উপাসনা অতি সরস, আর কোন জাতির এ প্রকার উপাসনা দেখা যায় না। শিশুর ন্যায় মা বলিয়া আব্দার করিতে আর কোন জাতিতে পারে না। মা মা বলিয়া কাঁদিতে আর কোন জাতিকে দেখা যায় না। সাকার উপাসনার দ্বারা মায়ের সহিত ছেলের যেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। আর্য্য সাধুগণ সাকার উপাসনার দ্বারা আনন্দময়ীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া সাধারণকে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। আমি, তুমি যাবৎ, তাবৎ মা সাকার; আমি যাইলেই মা আমার নিরাকার। ভগবান সাকার না হইলে মা যশোদা কি গোপাল কোলে করিয়া তাঁর শ্রীমুখে ননী দিতে পারিতেন? মা সাকারা না হইলে কে রক্তবীজ বধ করিতে সক্ষম হইত? যখন ভগবান শ্রীহরি সাকার রূপে গোপীদিগের বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন, তখন গোপীগণ উঠিয়া আপন আপন বস্ত্র লইতে কোন প্রকার লজ্জা বোধ করেন নাই। তাঁহারা কাহাকে দেখিয়া লজ্জা করিবেন? পরমহংস দেব বলিয়াছেন, "লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, এই তিন থাকিলে ভগবান লাভ হইতে পারে না।" গোপীগণ যাহাকে দেহ, জীবন, যৌবন, সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহার কাছে আবার লজ্জা! তাহার কাছে লজ্জা

করিলে সমস্ত সমর্পণ করা হইল কৈ? আর যিনি সর্ব্বময় তাঁহাকে দেখিয়া লজ্জা কি? যাঁহার জন্য গোপীগণ পতি, পুত্র ইত্যাদি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত তাঁহাকে দেখিয়া লজ্জা কিসের? যাঁহাকে দেখিবার জন্য গোপীগণের মন, প্রাণ ব্যাকুল হয় তাঁহার কাছে আবার লজ্জা! যাঁহার প্রেমমূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য গোপীগণের প্রাণ সদাই ব্যাকুল হয়, তাঁহার কাছে আবার লজ্জা কিসের জন্য? গোপীগণ যাঁহার জন্য গুরুজনের কতই লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন, তাঁহার কাছে লজ্জা কোন প্রকারে শোভা পায় না। যাঁহার রাঙ্গাচরণ ভাবিবার জন্য গোপীগণ আপন আপন কুলে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাঁহার কাছে লজ্জা শোভা পায় না। গোপীগণ তোমরা ধন্য! যে গোপালকে দেখিতে না পাইলেও সময়ে সময়ে আমাদের প্রাণ কাঁদে এবং আমরা তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বিবিধ সুস্বাদু ভোজ্য, পেয় নিবেদন করিয়া দিয়া থাকি, আর তোমরা সেই নন্দদুলালকে সম্মুখে সাকার রূপে পাইয়া তাঁহার চক্ষে অঞ্জন দিয়াছিলে, তাঁহাকে ফুলসাজে সাজাইয়াছিলে! ধন্য তোমাদের তপস্যা! ভগবান সাকার রূপে অবতীর্ণ না হইলে ব্রজবালকগণ কি নন্দদুলালকে লইয়া বন ভোজন করিতে পারিতেন? তাই বলিতেছি সাকার উপাসনা সরস।

অগ্রে সাকার উপাসনা আবশ্যক, তার পর নিরাকার উপাসনা। প্রথমে নিরাকার উপাসনা হয় না। একেত মন চঞ্চল, তাহার উপর নিরাকার চিন্তা করিলে মন অধিক চঞ্চল হইয়া পড়ে, সেই কারণে মনকে একটা আধার দিতে হয়। যাহাতে মন অভ্যাসপ্রযুক্ত লাগিয়া থাকিতে পারে, এ প্রকার কোন একটা অবলম্বন আবশ্যক, নতুবা মনের কোন আঁট থাকে না। মনকে আঁটিয়া রাখিবার নিমিত্ত সাকার উপাসনার সৃষ্টি হইয়াছে। সাধকের, সাকার চিন্তা করিতে করিতে অভ্যাস বশতঃ যখন মন স্থির হইয়া আসিবে, তখন তিনি নিরাকার উপাসনা করিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত নিরাকার উপাসনা হয় না। সকল সম্প্রদায়ের লোক কোন না কোন প্রকারে সাকার উপাসনা করিয়া থাকেন, এবং ভগবান যে আমাদের নিকট আকার বিশিষ্ট তাহাও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া থাকেন। খৃষ্টানাদিগের বাইবেলে দেখিতে পাওয়া যায় "God created man after his own image" অর্থাৎ ভগবান আপনার মূর্ত্তির অনুরূপ মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন। মহম্মদের জীবন চরিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে মহম্মদ ভগবানের সহিত কথা কহিতেন। এই সকল পাঠ করিয়া জানিতে পারা যায় যে, লোকে কোন না কোন প্রকারে সাকার উপাসনা করিয়া থাকে। মহর্ষি বেদব্যাস বেদান্ত দর্শনে কহিয়া গিয়াছেন "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" অর্থাৎ তাহার পর

ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। ইহা হইতে বিবেচনা করা যাইতে পারে যে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয়ের পূর্ব্বে কিছু ছিল; সাকার উপাসনা সেই কিছুর অনুগত। মহর্ষি সাকার উপাসকদের নিমিত্ত ভারত ইত্যাদি ধর্ম্মগ্রন্থে সাকার উপাসনারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। যাবৎ মায়ার অধিকার মধ্যে থাকিতে হইবে তাবৎ কোন না কোন প্রকারে সাকার উপাসনা করিতেই হইবে। কেহ বা মনে মনে প্রতিমা গড়িয়া লয়েন, আর কেহ বা কোন উপাদান দ্বারা প্রতিমা গঠন করিয়া লইয়া থাকেন। যাহা হউক নিরাকারে যাইবার এই পথ; এই পথ অবলম্বন করিয়া নিরাকারে পৌছান যায়। তাহার পর যিনি নিরাকারে যুক্ত হন, তিনিও নিরাকার হইয়া থাকেন। নদীর তরঙ্গ আবার নদীর সহিত মিশিয়া যায়। ঘট ভাঙ্গিলে বাতাস আবার বাতাসে মিশিয়া যায়।

মহাভারতে অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে মহর্ষি বেদব্যাসও দুর্গতিনাশিনী দুর্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ঠিক পূর্ব্বে শত্রু সংহারের নিমিত্ত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জগজ্জননী দুর্গার স্তব করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও ভগবান বাসুদেবের এই প্রকার উপদেশ শুনিয়া ভগবতী দুর্গার স্তব করিতে লাগিলেন। বীরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ভক্তবৎসলা ভগবতী দুর্গার এ প্রকার স্তব করিলেন, যাহাতে ভগবতী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে স্নেহ সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস, আমি তোমার স্তবে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। বীরপ্রবর! তুমি অল্পকালের মধ্যে সমস্ত শত্রুগণকে জয় করিতে সক্ষম হইবে। তুমি নর এবং কৃষ্ণ নারায়ণ; যখন নরনারায়ণের একত্র মিলন হইয়াছে, তখন অন্য শত্রুর কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং ইন্দ্রও তোমায় পরাজয় করিতে অক্ষম হইবেন।" এই বলিয়া ভগবতী দুর্গা সে স্থান হইতে অন্তর্হিতা হইলেন।

উপাসনার অর্থ নিকটে বসা, অর্থাৎ ভগবানের নিকটে বসা। ভগবানের নিকট বসিতে হইলে, ভগবান ও তাঁহার সেবক পৃথক রহিল, অর্থাৎ সেব্য সেবক ভাব রহিল। যিনি সর্ব্বব্যাপী তাঁহার নিকট আবার বসা কি রূপে হইতে পারে? সাকারের নিকট বসা সাজে; কিন্তু যিনি নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপী, তাঁহার নিকট বসা হইবে কি প্রকারে? সুতরাং ভগবানকে সাকার না করিলে তাঁহার নিকট বসা কোন প্রকারে সম্ভব হইতে পারে না।

ভগবান গীতায় বলিতেছেন;—

"পত্রং, পুষ্পং ফলং, তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

৯ অধ্যায় ২৬শ্লোক।

অর্থাৎ যিনি আমাকে ভক্তি সহকারে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রদান করিয়া থাকেন, আমি সেই সংযতাত্মা ব্যক্তি কর্ত্তৃক ভক্তিপূর্ব্বক প্রদত্ত পত্র পুষ্পাদি গ্রহণ করিয়া থাকি।" উক্ত ভগবদ্বাক্য অনুসারে মনুষ্যের ন্যায় তাঁহার হস্ত চরণ ইত্যাদি বিশিষ্ট দেহও আছে, তাহা না হইলে পত্র, পুষ্প দিতে বলিবেন কেন? কিন্তু তাঁহার শরীরই বা কোথায়? যিনি সর্ব্বব্যাপী ও নিরাকার তিনি কি প্রকারেই বা গ্রহণ করিবেন? অতএব ভগবান সাকারও বটেন এবং নিরাকারও বটেন। অগ্রে কর্ম্মকাণ্ড তার পর জ্ঞানকাণ্ড। সাকার উপাসনা কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত এবং ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত। নিরাকার উপাসনা ঐ জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত। যখন সকল বস্তু ব্রহ্মের রূপ বলিয়া বোধ হইবে অর্থাৎ সর্ব্বস্থানে ব্রহ্মদর্শন হইবে, তখনই প্রকৃত জ্ঞানের অবস্থা আসিবে। সাকারের ভিতর দিয়া নিরাকারে যাইতে হইবে নতুবা মন স্থির হওয়া কঠিন হইয়া পড়িবে। চঞ্চল মনকে স্থির করিতে হইলে সাকার উপাসনা অবলম্বন করিতে হয় নতুবা মনের বাঁধন শক্ত হয় না।

তাই বলিতেছি যতদিন আমি ও তুমি জ্ঞান থাকিবে, ততদিন কোন না কোন প্রকারে সাকার উপাসনা করিতেই হইবে। আমি এবং তুমি অর্থাৎ ভগবান ও আমি থাকিলে কি প্রকারে নিরাকার উপাসনা হইতে পারে? আর ব্রহ্ম স্বরূপ ভাবিতে গেলে তাঁর উপাসনাই বা কি? যিনি বুদ্ধির, জ্ঞানের, বাক্যের ও মনের অতীত তাঁহার উপাসনা কি প্রকারে হইবে? আমিই যদি তিনি হন তাহা হইলে কে কার উপাসনা করিবে?

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাতি সমাজাদির ন্যায় কল্পিত কি নিত্যসিদ্ধ?

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

—:※:×:※:—

বর্ত্তমানকালে বর্ণচতুষ্টয়ের জন্মভূমি এক স্থানে আবদ্ধ থাকায় প্রকৃতির বৈষম্য যে ভাবে স্থায়ী আছে, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম। ভারতবর্ষে রমণীর পত্যন্তর গ্রহণ অথবা পুরুষান্তর পরিগ্রহের ব্যবস্থা নাই, এই নিমিত্ত এই স্থানেই রমণীর

পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। ভর্ত্তা ব্যতীত পুরুষান্তর সংসর্গ না হওয়ায় শোণিত ও শুক্রের গুণ গঙ্গা-স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হয় এবং উদ্ভব কালের পরমাণুর গুণ স্থায়ী থাকিবার পক্ষে কোনও বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে না। সুতরাং উদ্ভব কাল হইতে প্রাকৃতিক পার্থক্য সুরক্ষিত হওয়ায় এপর্য্যন্ত জাতীয় পার্থক্য স্থিরতর আছে। উক্ত পার্থক্যের নিদর্শন বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্য এবং শ্রাদ্ধাদির সময়ে গোত্র ও প্রবরাদির উল্লেখ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

ব্যভিচারিণী হইতে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহাকে বর্ণসংকর কহে; বর্ণসংকর পিতৃধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হওয়ায় তাহার পিণ্ডোদক ক্রিয়া বিলুপ্ত হয় এবং সে ক্ষেত্রানুগত জাতিও প্রাপ্ত হয় না। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে জাতিমালায় স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে, বর্ণসংকরেরা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বহিষ্কৃত। গীতাতেও দেখা যায় "অধর্ম্মে ছভিভবাৎ কৃষ্ণ! প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ। স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয়! জায়তে বর্ণসংকরঃ॥ সংকরো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ। পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদক ক্রিয়াঃ॥" সুতরাং সংকর হইতে না পারে তজ্জন্যই পাতিব্রত্য ধর্ম্ম ভারতবর্ষে বিহিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত জন্মভূমি একস্থানে নির্দ্দিষ্ট হইলেও ভারতীয় রমণীবর্গের পাতিব্রত্যানুষ্ঠানের ব্যাঘাত না হওয়ায় উদ্ভব কালে প্রকৃতির গুণ যে রূপ* বৈষম্যাবস্থায় ছিল এপর্য্যন্ত সেই রূপ বৈষম্যই চলিয়া আসিতেছে। ইংরাজ বা কাফ্রি জাতির পরিশুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে ভারতবর্ষে যে সকল সন্তান জন্মে, সেই সকল সন্তান তাহাদিগের মাতৃভূমির পরমাণুর গুণ পরিত্যাগ করে না, মাতৃশোণিতে যে পরমাণুর গুণে প্রবাহিত হইতেছে ভিন্ন দেশস্থ হইলেও তাহা অভিভূত হয় না। অতএব বর্ত্তমান জাতি চতুষ্টয়ের জন্মভূমি একস্থানে হইলেও ভারতে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম প্রচলিত থাকায় প্রকৃতির গুণের পরিবর্ত্তন হইতেছে না। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন জাতি স্থির থাকিবার পক্ষে কোনও অন্তরায় দেখা যায় না।

কৈবর্ত্তক্ষেত্রে বেদব্যাস জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব* লাভের কোন অন্তরায় উপস্থিত হয় নাই। ইহার হেতু মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলাম।

* ভগবান্ বেদব্যাস কৈবর্ত্তকন্যা মৎস্যগন্ধার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা সাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ। কারণ মৎস্যগন্ধা কৈবর্ত্ত অর্থাৎ ধীবর কর্ত্তৃক লালিত পালিত হইলেও ক্ষত্রিয় বীর্য্য হইতে তাঁহার উৎপত্তি হইয়াছিল, মহাভারতে মৎস্যগন্ধার উৎপত্তির উপাখ্যানে তাহা স্পষ্টই বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং মৎস্যগন্ধা বা ভগবান্ বেদব্যাসের মাতা ক্ষত্রিয় কন্যা ছিলেন।

ধঃ প্রঃ সং

রজঃ ও তমোগুণ সত্ত্বগুণকে অভিভূত করিয়া যে পর্য্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, সে পর্য্যন্ত প্রকৃতি পুরুষের ভোগ সাধিত হয়। পুরুষ ভোগসাধনে প্রবর্ত্তিত হইলে মায়ার বশীভূত হইয়া ইন্দ্রিয়াদির তৃপ্তিসাধন মানসে সংসারে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং যে ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, মাতৃরজোগুণে শরীরের সৃষ্টি, হওয়ায় যদি মাতৃরুধির বিক্ষুব্ধ না হয়, তবে মাতা যে জাতি সন্তানও সেই জাতি হয়। কিন্তু রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণের আধিক্য উপস্থিত হইলে মাতৃরজোগত পরমাণুর গুণ প্রকৃতি গ্রহণ করেন। এই রূপে মনুষ্যের তপস্যার দ্বারা মাতৃরজোগত দোষ দূরীভূত হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইতে পারে। রজঃ ও তমোগুণের স্রোতের প্রতিরোধ করাই তপস্যার ফল। "তপোভির্দুরতিক্রমঃ॥" তপস্যার দ্বারা অপ্রাপ্য পদার্থও প্রাপ্ত হওয়া যায়। তপস্যার ফলে প্রকৃতির পূর্ব্বোক্ত প্রতিলোম পরিণাম হইয়া থাকে। বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করিয়া প্রথমে কৈবর্ত্ত জাতিতে আবদ্ধ হন, পরে আশ্রমোক্ত বিধানানুসারে শূদ্রের পক্ষে ব্রাহ্মণ সেবা বিহিত হওয়ায় তিনি মহামুনি বাল্মীকির সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর বাল্মীকির প্রসন্নতায় তাঁহার রজঃ এবং তমোগুণ অভিভূত হয়। এই রূপে সত্ত্বগুণের অধিকারী হওয়ায় তাঁহার মাতৃরজোদোষ বিলুপ্ত হয়। তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ পুরঃসর বেদ পুরাণাদির প্রচার করেন। অতএব ব্রাহ্মণ সেবায় বিধূত পাপ অর্থাৎ রজোতমোগুণ দূরীভূত হওয়ায় বেদব্যাসের ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইয়াছিল। সেই বেদব্যাসের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু ক্ষত্রিয় ক্ষেত্রে এবং দেবতাদিগের ঔরসে ক্ষত্রিয় ক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরাদি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত তপস্যাভাবে তাঁহারা সকলেই ক্ষেত্রানুগত জাতি হইয়াছিলেন, কেহই স্ব স্ব জনকের জাতি প্রাপ্ত হন নাই। কারণ রজোগুণ ও তমোগুণের আধিক্য বশতঃ সত্ত্বগুণের উদ্ভব হইতে না পারায় প্রকৃতির অনুলোম পরিণাম রুদ্ধ হয় নাই। সুতরাং তাঁহারা সংসারে আবদ্ধ হইয়া স্ব স্ব মাতৃজাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বেদ ও পুরাণসমূহে উক্ত বর্ণ চতুষ্টয়ের পার্থক্য যে ভাবে নির্দ্দিষ্ট আছে এবং যে ভাবে তাঁহাদের চতুর্থাশ্রম বিহিত হইয়াছে, তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে। যথা "ব্রাহ্মণস্য তপোজ্ঞানং ক্ষত্রিয়স্য চ রক্ষণম্। বৈশ্যস্য বিত্তসেবায়াং শূদ্রস্য বিপ্রসেবনম্॥" মনুসংহিতা। "যজনং যাজনং দানং ব্রাহ্মণস্য প্রতিগ্রহঃ। অধ্যয়নং চাধ্যাপনং ষট্ কর্ম্মাণি দ্বিজোত্তমাঃ॥ দানমধ্যয়নং যজ্ঞো ধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ।

দণ্ডযুদ্ধং ক্ষত্রিয়স্য কৃষির্বৈশ্যস্য শস্যতে ॥ শুশ্রূষৈব দ্বিজাতীনাং শূদ্রানাং ধর্ম্ম সাধনম্ ॥" কূর্ম্মপুরাণে ॥ মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে বর্ণধর্ম্মকথন প্রসঙ্গে বর্ণান্তরের বর্ণান্তরের বিহিত ধর্ম্ম সাধনে নিন্দাশ্রুতিও দেখিতে পাওয়া যায়। "ক্ষত্রানি বৈশ্যানি চ সেবমানঃ শৌদ্রানি কর্ম্মাণি চ ব্রাহ্মণঃ সন্। অস্মিল্লোঁকে নিন্দিতো মন্দচেতাঃ পরে চ লোকে নিরয়ং প্রয়াতি ॥" ইতি বিদুর বাক্য ॥ "বেদাক্ষর বিচারেণ শূদ্রোযাতি অধোগতিং ॥" ইতি মহাভারতে ॥

গার্হস্থ্য ধর্ম্মে কৃতকৃত্য হইবার পর বর্ণচতুষ্টয়ের নিমিত্ত যে ভাবে চতুর্থাশ্রম বিহিত হইয়াছে, তাহা মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কথন প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে "বানপ্রস্থং ভৈক্ষ্যচর্য্যং গার্হস্থ্যঞ্চ মহাশ্রমং। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমং প্রাহু চতুর্থং ব্রাহ্মণৈর্ব্বৃতং ॥ জটা ধারণ সংস্কারং দ্বিজাতিত্বমবাপ্য চ। আধানাদিনি কর্ম্মাণি প্রাপ্যবেদমধীত্য চ। সদারো বাপ্যদারো বা আত্মবান্ সংযিতেন্দ্রিয়ঃ। বানপ্রস্থাশ্রমং গচ্ছেৎ কৃত্যাকৃত্য গৃহাশ্রমাৎ ॥ তত্রারণ্যক শাস্ত্রানি সমধীত্য সধর্ম্মবিৎ। উর্দ্ধরেতাঃ প্রব্রজিত্বা গচ্ছত্যক্ষর সাত্মতাম্ ॥" ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম যথাঃ- "পালয়িত্বা প্রজাঃ সর্ব্বা ধর্ম্মেণ বদতাম্বর। রাজসূয়াশ্বমেধাদীন্মখানন্যাং স্তথৈব চ। আনয়িত্বা যথা পাঠং বিপ্রোভ্যো দত্ত দক্ষিণঃ। সংগ্রামে বিজয়ং প্রাপ্য তথাল্পং যদি বা বহু। স্থাপয়িত্বা প্রজাপালং পুত্রং রাজ্যে চ পাণ্ডব। অন্য গোত্রং প্রশস্তং বা ক্ষত্রিয়ং ক্ষত্রিয়র্ষভ। অর্চ্চয়িত্বা পিতৃন্ সম্যক্ পিতৃযজ্ঞৈর্যথাবিধি। দেবান্ যজ্ঞৈ ঋষিন্ বেদৈরর্চ্চয়িত্বা তু যত্নতঃ। অন্তকালে চ সংপ্রাপ্তে য ইচ্ছেদাশ্রমান্তরং। সোহনুপূর্ব্বাশ্রমান্‌রাজন্ গত্বা সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥" বৈশ্যধর্ম্ম যথা "তথা বৈশ্যস্য রাজেন্দ্র রাজপুত্রস্য চৈব হি। কৃতকৃত্যার্বয়াতীতো রাজ্ঞঃ কৃত পরিশ্রমঃ। বৈশ্যো-গচ্ছেদনুজ্ঞাতো নৃপেনাশ্রম সংশ্রয়ং। বেদানধীত্য ধর্ম্মেন রাজশাস্ত্রানি চানঘ। সন্তানাদীনি কর্ম্মাণিকৃত্বা সোমং নিষেব্য চ ॥" শূদ্রধর্ম্মঃ "শুশ্রূষোঃ কৃতকার্য্যস্য কৃতসন্তান কর্ম্মণঃ। অভ্যনুজ্ঞাত রাজস্য শূদ্রস্য জগতীপতে। অল্পান্তর গতস্যাপি দশ-ধর্ম্ম গতস্য বা। আশ্রমাঃ বিহিতাঃ সর্ব্বে বর্জ্জয়িত্বা নিরাশীশং। ভৈক্ষচর্য্যাং ততঃ প্রাহু স্তস্য তৎ ধর্ম্ম চারিণঃ ॥"

আশ্রমোক্ত ধর্ম্মে কৃতকৃত্য না হইয়া চতুর্থাশ্রম গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। (স্মৃতি)। অনধীত্য দ্বিজা বেদানমুৎপাদ্য তথাত্মজান্। অনিষ্টা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ ॥ সকল বর্ণের পক্ষে "ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনোমোক্ষে নিবেশয়েৎ। অনপাকৃত মোক্ষন্ত সেব্যমানা ব্রজেত্যধঃ ॥ (স্মৃতি) ॥ ব্রাহ্মণের তপস্যা, ক্ষত্রিয়ের রক্ষা করা, বৈশ্যের বিত্তসেবা, শূদ্রের বিপ্রসেবা বিহিত ধর্ম্ম। কূর্ম্ম পুরাণে যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা—এই

ষট্ কর্ম্ম ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কর্ম্ম। কিন্তু দণ্ড ধারণ ও যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ও কৃষি বৈশ্যের ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শুশ্রূষা শূদ্রদিগের ধর্ম্ম সাধনের উপায় স্বরূপ। একবর্ণ অপর বর্ণের ধর্ম্ম গ্রহণে শাস্ত্রে নিন্দাশ্রুতি আছে। শাস্ত্রে দেখা যায় যদি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অথবা শূদ্রগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল আচরণ করে, তাহা হইলে সেই মন্দবুদ্ধি ইহলোকে নিন্দিত হইয়া পরলোকে নিরয়গামী হয়। আবার শূদ্রজাতির বেদপাঠ অথবা বেদাক্ষর বিচার করিবার অধিকার নাই; করিলে তাহাদিগের ইহলোকে চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি এবং পরজীবনে অধোগতি হয়।

বর্ণচতুষ্টয়ের গৃহস্থাশ্রম বিহিত ধর্ম্মে কৃতকৃত্য হইয়া চতুর্থাশ্রম অবলম্বনের জন্য বিহিত হইয়াছে। বানপ্রস্থ ভৈক্ষচর্য্যা সুমহৎ গার্হস্থ্য এবং চতুর্থ ব্রাহ্মণ পরিমিত ব্রহ্মচর্য্যা এই চারিটি আশ্রম শাস্ত্রকারেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দ্বিজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জটাধারণ সংস্কার ও বেদাধ্যয়নাদি কার্য্য সকল সমাপন পূর্ব্বক আত্মবান্ এবং সংযতেন্দ্রিয় হইবেন। তাহার পর সস্ত্রীক হউক, অথবা একাকী হউক গৃহস্থাশ্রমে কৃতকৃত্য হইয়া তাহা হইতে বানপ্রস্থাশ্রমে গমন করিবেন। উক্ত আশ্রমে প্রবেশ করিয়া আলোক বানপ্রস্থগণের অনুশাসন যথাযথ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ঊর্দ্ধরেতা হইয়া প্রব্রজ্যার মোক্ষ লাভ করিবেন।

ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন এবং রণভূমিতে বিজয়লাভ এবং রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ সকল আচরণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করত তাঁহাদিগকে দক্ষিণা প্রদান করিবে, তদনন্তর প্রজাপালন এবং পুত্র সমর্থ হইলে তাহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রাদ্ধাদি বা পিতৃযজ্ঞ দ্বারা পিতৃগণের, যজ্ঞাদি দ্বারা দেবগণের এবং স্বাধ্যায় বা পুরাণ ও বেদ পাঠাদির দ্বারা ঋষিগণের যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া অন্তকাল উপস্থিত হইলে আশ্রমান্তরে গমন করিবার অভিলাষ করিবেন। আনুপূর্ব্বিক এই সকল ধর্ম্মপালন করিলে ক্ষত্রিয়েরা সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। বৈশ্যগণ পরশম সংস্কারে পশুপালন ও কৃষি বাণিজ্যাদি করিয়া স্বধর্ম্মানুসারে বেদাধ্যয়ন ও সন্তানাদি উৎপাদন পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে কৃতকৃত্য হইয়া নৃপতির আজ্ঞানুসারে চতুর্থাশ্রম বিহিত মুক্তিফল উপভোগ করিবে। শূদ্রাদি বেদান্তাদি শাস্ত্রে অনধিকারী। কিন্তু তাহারা পুরাণাদির দ্বারা আত্মশুশ্রূষু ব্যক্তি পুত্রোৎপাদন করিয়া শরীর ও সামর্থ্যানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের শুশ্রূষারূপ ত্রৈবর্ণিক কার্য্য সকল আচরণ করিবে। তাহার পর নৃপতি কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত যোগশাস্ত্রে অনধিকারী ত্রৈবর্ণিক সম্বন্ধের পক্ষে নিরাশী ব্যতীত সকল আশ্রমই বিহিত। এইরূপ ধর্ম্মচারী শূদ্রের ভৈক্ষচর্য্যারূপ চতুর্থাশ্রম বিহিত হইয়াছে। আশ্রমোক্ত ধর্ম্মে কৃতকৃত্য না হইয়া আশ্রমান্তরে যাইবার অধিকার কাহারও নাই। ব্রাহ্মণের বেদাধ্যয়ন, বেদানুমোদিত দৈনিক পঞ্চমহাযজ্ঞ সাধন এবং পুত্রোৎপাদন পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রম বিহিত কর্ত্তব্য কার্য্য সমস্ত সম্পন্ন না করিয়া মোক্ষ মুক্তির ইচ্ছায় অধোগতি প্রাপ্তিই ঘটিয়া থাকে। বর্ণ চতুষ্টয় যজ্ঞার্চ্চনাদির দ্বারা দেবঋণ পুত্রোৎপাদন ও শ্রাদ্ধ তর্পণাদি কার্য্য সাধন দ্বারা পিতৃঋণ, বেদপুরাণাদি অধ্যয়ন বা স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষিঋণ এবং বেদাধ্যয়নে অনধিকারী শূদ্রাদি দ্বিজ-

শুশ্রূষায় যাঁরা ঐ তিনটী বর্ণ হইতে প্রতিমুক্ত হইয়া মনকে মোক্ষ বিষয়ে নিযুক্ত করিবেন। তাহা না করিয়া মোক্ষেচ্ছা পূর্ব্বক মোক্ষ সেবায় নিযুক্ত হইলে স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হইতে হয়। সংহিতাও কূর্ম্ম পুরাণের বচনে জাতি চতুষ্টয়ের ধর্ম্ম ও উপাসনা প্রণালী পৃথক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। একবর্ণ অপর বর্ণের ধর্ম্ম সাধনের দ্বারা যে নিরয়গামী হয়, তাহা মহাভারতের প্রমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর মোক্ষ কামনার পথে অগ্রসর হইতে বর্ণচতুষ্টয়ের ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে. তাহাও উপরিউক্ত প্রমাণের দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, সকল বর্ণই স্ব স্ব আশ্রমোক্ত ধর্ম্মে কৃতকৃত্য হইয়া চতুর্থাশ্রমে অধিকার পাইয়াছেন। আশ্রমোক্ত ধর্ম্মসাধন না করিয়া মনকে মোক্ষ বিষয়ে নিযুক্ত করিলে স্বধর্ম্ম হইতে পতিত হইয়া নরকে গতি হয়, সংহিতার বচনে তাহা সপ্রমাণ হইল। বর্ণচতুষ্টয় চতুর্থাশ্রমে উক্ত শাস্ত্রবিহিত উপায়ে অধিরোহণ করিলে প্রতিলোম শক্তিক্রমে পরমাণুর গুণ প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হইতে থাকে। তখন প্রকৃতি সত্বগুণ পরিচালনায় বাধ্য হন এবং বর্ণচতুষ্টয়ে একই ভাবে প্রবাহিত হওয়ায় তখন বর্ণচতুষ্টয় সমগুণে একীভূত হইয়া পড়ে। কাজেই চতুর্থাশ্রমে জাতিভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু গৃহাশ্রমে প্রকৃতির গুণের বৈষম্যহেতু জাতিভেদ অটল রহিয়াছে। উপরিউক্ত প্রমাণাদির দ্বারা যবনাদির সহিত যেরূপ ধর্ম্ম পার্থক্য আছে, তদ্রূপ বর্ণচতুষ্টয়ে ধর্ম্ম সাধনা ও তদঙ্গীভূত আচার, নিয়ম, পান, ভোজনাদির সম্পূর্ণ পার্থক্য থাকায় প্রকৃতি সম্ভূত গুণেরও পার্থক্য জাতিগত। এই নিমিত্ত উপরিউক্ত প্রমাণের দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইল যে, একবর্ণ তপস্যাব্যতীত অপর বর্ণের স্থান অধিকার করিতে পারে না, করিলে স্বধর্ম্ম হইতে পতিত হইয়া তাহার নরকে গতি হয়, তাহাও সপ্রমাণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যে বর্ণের আশ্রমোক্ত ধর্ম্ম যেরূপ তাহাও বিশদরূপে দেখান হইয়াছে। অতএব আশ্রমভীরু ব্যক্তিগণের আশ্রম বিহিত ধর্ম্মানুশাসন ব্যতীত অন্যবর্ণ বিহিত ধর্ম্মাবলম্বন করা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ, এবং তাহাতে উৎসাহিত হওয়া নিতান্ত অধর্ম্ম।

শ্রেণী ও সমাজ যে আকারে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইতে জাতির বিশেষত্ব কি আছে, তাহা স্থিরীকৃত না হইলে জাতির নিত্যতা স্থির থাকে না, তজ্জন্য উহার মীমাংসা করা হউক। মানব মাত্রেরই কৃতকার্য্যের দোষ গুণের পরিণামে শ্রেণী ও সমাজ সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা মানবীয় প্রবৃত্তি প্রাকৃতিক নহে। এক ব্রাহ্মণ জাতিতে বহু শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে। রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক এবং তদন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন সমাজস্থ ব্রাহ্মণ। এক সমাজস্থ ব্রাহ্মণ অপর সমাজের সহিত বিবাহাদি বিশেষ কোনও সংস্রব রাখেন না, কিন্তু সমুদায় সমাজ ও সমুদায় শ্রেণীর ব্রাহ্মণের আদিপুরুষ, গোত্র ও প্রবর ধরিতে গেলে সেই অনাদি বিরাট পুরুষের মুখদেশজাত বংশ সকলকেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সমাজ বা শ্রেণীতে সেরূপ দেখা যায় না।

সমাজ অপেক্ষা শ্রেণীর ব্যাপ্যতা অধিক, তদপেক্ষা জাতির ব্যাপ্যতা আরও অধিক। জাতি উল্লেখের পর আর তৎ সাদৃশ্যাভাব প্রযুক্ত জাতি অনুপম। আদিপুরুষ উদ্ভূত হইবার সময় হইতে যে পরমাণুর গুণ প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ও ভিন্ন ভিন্ন

সমাজস্থ-ব্রাহ্মণ জাতির শরীরও সেই পরমাণুর গুণে সৃষ্ট হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত শ্রেণী ও তদ্গত সমাজ পৃথক্ পৃথক্ থাকিলেও ব্যক্তিগত পরমাণুর গুণের বৈষম্য না থাকায় তদ্গত গুণের ইতর বিশেষ হয় না, তজ্জন্য জাতি সর্ব্বাদি। প্রকৃতিজ গুণ ব্যক্তিগত অবিরোধী হইলেও যে শ্রেণী ও সমাজ একজাতির মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ পরিদৃষ্ট হয়, তাহা মানবের দোষ গুণ জাত বলিয়া শ্রেণী ও সমাজ মানবীয় ব্যতীত অন্য রূপ নহে। এরূপ অবস্থায় সর্ব্বাদি ও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া জাতি প্রকৃতিগত স্থির করিতে কেহ কোন আপত্তি করিতে পারেন না। সুতরাং শ্রেণী বা তদ্গত সমাজ ও জাতি এক মনে করা নিতান্ত ভ্রম। ক্রমশঃ—

শ্রীবিনোদ লাল দেবশর্ম্মা।

মহামণ্ডল সংবাদ।

বিগত দুই বৎসর হইতে বঙ্গদেশের জীবনীশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সমগ্র ভারত এমন কি ইউরোপ এবং আমেরিকা পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবাসীর উন্নতির মূলময় ধর্ম্মের উন্নতি ব্যতীত কখনই ভারতের কোন স্থায়ী উন্নতি হয় নাই, ইহা ভারতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই দেখিতে পারা যায়। বঙ্গবাসী বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনের অগ্রণী হইয়া পৃথিবীস্থ উন্নত জাতিমাত্রকেই বিস্মিত করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাদিগকে ধর্ম্মান্দোলনে অনুপ্রাণিত এবং সচেষ্ট হইতে দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখী এবং আশান্বিত হইয়াছি আজ কয়েক বৎসর হইতে বঙ্গদেশে ধর্ম্মান্দোলন সাধন করিবার নিমিত্ত শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল বহু অর্থব্যয় এবং বহু চেষ্টায় কলিকাতা নগরীতে শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডল স্থাপন পূর্ব্বক এপর্য্যন্ত তাহার ব্যয় ভার নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। এ বৎসর কলিকাতা অধিবেশন ও মহামণ্ডল ডেপুটেশন দ্বারা অনেক সন্তোষ জনক কার্য্য হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশের পক্ষে তাহা আশানুরূপ হয় নাই। কাজেই আমাদিগকে সময়ের প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম্মোন্নতিকল্পে বঙ্গবাসী উদাসীন নহেন। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সহায়তা ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা নগরে স্থানীয় অধিবাসীদিগের উদ্যোগে একটী "ধর্ম্মমণ্ডলী" স্থাপিত হইয়াছে। আমরা সে সম্বন্ধে যে পত্র খানি প্রাপ্ত হইয়াছি, বারান্তরে তাহা প্রকাশ করিব।

বিগত ৩রা মার্চ্চ রবিবার ৺কাশীধামস্থ ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার বিশাল প্রাঙ্গণে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের স্থানীয় শাখাসভা (সনাতন ধর্ম্ম সভার) একটী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবকুমার শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় কাশীস্থ বহু সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুবিখ্যাত বক্তা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ শর্ম্মা বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে প্রায় ৩ ঘণ্টা কাল অতি সুন্দর ওজস্বিনী ভাষায় হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার পর স্থির হইল যে, প্রতি রবিবার উক্ত স্থানে মহামণ্ডলের উক্ত স্থানীয় শাখাসভার একটী করিয়া সাপ্তাহিক অধিবেশন হইবে। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের উপযুক্ত প্রধানাধ্যক্ষ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী এবং সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত সভায় পূর্ব্বাপর উপস্থিত থাকিয়া উপস্থিত সভ্যগণের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

শ্রীহরিঃ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

কলের্গতাব্দাঃ ৫০০৭।

১৭শ ভাগ। ৭ম সংখ্যা। | চৈত্র। | সন ১৩১৩ সাল। ইং ১৯০৭ খৃঃ।

দুর্দ্দশা আমার।

(১)

আমি নিজমদে হ'য়ে মাতোয়ারা।
আমি পথে বসি আজি পথহারা॥
মোর হাতে অন্ন তবু ক্ষুধাতুর।
সুস্থ পুষ্ট দেহ তথাপি আতুর॥
চারিদিকে মোর দেখিছি আঁধার।
দাখ্ ভাই তোরা দুর্দ্দশা আমার॥

(২)

হ'য়ে লক্ষপতি কুড়াইছি কড়ি।
ছিঁড়ি রত্নমালা গলে দিয়ে দড়ি॥
করি বাহাদুরী, করি অহঙ্কার।
কভু অস্ফুস্বরে করি বা চীৎকার॥
নিজে যাহা বলি নিজে বুঝা ভার।
দাখ্ ভাই তোরা দুর্দ্দশা আমার॥

(৪)

সম্মুখে তপন, আলোর কারণ।
জোনাকি পোকার করি অন্বেষণ॥
সুরধনী তীরে জিজ্ঞাসি সবারে।
কূপ পা'ব কোথা বলতো আমারে॥
জিজ্ঞাসি বণিকে ব্রহ্ম-সমাচার।
আখ্ ভাই তোরা দুর্দ্দশা আমার॥

শ্রী—

রামাষ্টক স্তোত্রম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্)

—:০:—

মহাবাক্যবোধকৈ বিরাজমানবাক্পদৈঃ।
পরব্রহ্মব্যাপকং ভজেহ রামমদ্বয়ম্॥ ৭

দশরথাত্মজ রামপক্ষেঃ

দশরথাত্মজ রাম নাম শোভনীয় বাক্য মহাবাক্য বোধক পরব্রহ্ম ব্যাপক অর্থাৎ "তত্ত্বমসি" আদি মহাবাক্য বিচারের দ্বারা যেরূপ আত্মজ্ঞান লাভ হয় রাম শব্দ বিচার, রামের জন্মরহস্য বিচার, রামের গুণাবলী এবং রামচরিত্রের পুনঃ পুনঃ বিচার দ্বারা সেইরূপ আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। কারণ যে ব্রহ্মার মুখ হইতে বেদের উৎপত্তি এবং সেই বেদের সার ব্রহ্মজ্ঞান প্রদানকারী মহ বাক্যাবলীর আবির্ভাব হইয়াছে, সেই ব্রহ্মাই রামচন্দ্রের জন্ম রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন। একদা মহর্ষি নারদ জগৎপতি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কোন্ কর্ম্মফলে মহারাজ দশরথ ও মহারাণী কৌশল্যা জগৎপতি দূর্ব্বাদলশ্যাম রামকে পুত্র-রূপে প্রাপ্ত হন। তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন, মহারাজ দশরথ এবং মহারাণী কৌশল্যা সমাহিত হইয়া শিব এবং দুর্গামন্ত্র জপ করেন। তাহাতে শিব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের সমক্ষে উপস্থিত হন। তাঁহাকে দর্শন পূর্ব্বক রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করেন, "হে দেবদেব পুত্রহীন হওয়ায় অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে আপনার শরণাপন্ন হইলাম।" ইহাতে মহাদেব দয়াপরবশ হইয়া মহারাজ দশরথকে বংশযজ্ঞ করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া বলেন যে, সেই যজ্ঞ করিলে জগৎপতি রামনামে তোমার এবং কৌশল্যার পুত্ররূপে আবির্ভূত হইবেন। তদনুসারে মহারাজ দশরথ বংশযজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলেই মহারাজ দশরথের ঔরসে ও কৌশল্যার গর্ভে রামচন্দ্রের উৎপত্তি হয়। অতএব যে রামচন্দ্রের নাম রুদ্রদেব

দ্বারা নির্দিষ্ট এবং বেদপ্রকাশক ব্রহ্মার দ্বারা প্রকাশিত, সেই রামনাম যে মহাবাক্য বোধক, তাহার আর সন্দেহই নাই। সুতরাং রামনাম ও রামচরিত জগতে অদ্বিতীয় এবং ইহার বিচারে মহাবাক্য বিচারের সমান ফলোৎপত্তি হয়। অতএব সেই অদ্বিতীয় রামচন্দ্রকে ভজনা কর।

তারকব্রহ্ম রামপক্ষে :—

চারিবেদে চারিটী মহাবাক্য আছে যথা ঋগ্বেদে "প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মঃ" অর্থাৎ প্রজ্ঞান আনন্দই ব্রহ্ম; যজুর্ব্বেদে "অহং ব্রহ্মাহস্মি" অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম, সামবেদে "তত্ত্বমসি" সেই তুমিই আছ, অথর্ব্ব বেদে "অয়মাত্মা ব্রহ্মঃ" এই আত্মাই ব্রহ্ম। এই মহাবাক্য বিচার দ্বারা উপযুক্ত অধিকারী জ্ঞানীব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু এক "রাম" এই বাক্যের মধ্যেই এই সকল মহাবাক্যের গূঢ় তাৎপর্য্য নিহিত আছে। কেবল এই নাম জপের সাহায্যে মহর্ষি বাল্মীকি মহাকবি (বেদর্ষি) হইয়াছিলেন। সুতরাং রামনামের বিচার করিলে, অনন্য মনে রামনাম জপ করিলে, মহাবাক্য বিচারের ফল হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তুলসীদাস প্রভৃতি মহাত্মা একমাত্র রামনাম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম ব্যাপক রামকে ভজনা কর। তাহা হইলে বেদ পাঠ এবং বেদের সারভূত মহামন্ত্রের বিচার না করিয়াও তাহার ফল প্রাপ্ত পুরুষের ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সক্ষম হইবে।

শিবপ্রদং সুখপ্রদং ভবচ্ছিদং ভ্রমাপহম্।
বিরাজমানদৈশিকং ভজেহ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৮ ॥

দশরথাত্মজ রামপক্ষে :

দশরথাত্মজ, শিব অর্থাৎ মঙ্গলপ্রদানকারী, সুখ প্রদাতা, সংসাররূপ পীড়ানাশক, এবং ভ্রম বিনাশকারী, অর্থাৎ যে ব্যক্তি রামচন্দ্রের আদর্শে আপনার চরিত্র গঠন করিতে পারেন, কর্ত্তব্য নিষ্ঠার মাহাত্ম্যে তাহার কোনও রূপ অমঙ্গল হইতে পারে না। সুতরাং তিনি সংসারে থাকিয়াও নিত্য সুখভোগে সক্ষম হন। এই নিমিত্ত দশরথাত্মজকে শিবপ্রদ, সুখপ্রদ, ভবচ্ছিদ এবং ভ্রমাপহ বলা হইয়াছে। রামচন্দ্র দৈশিক অর্থাৎ মনোহর স্থানে বিরাজমান। কারণ কি অযোধ্যা, কি পঞ্চবটী, কি লঙ্কাপুরী, যে সকল স্থানে রামচন্দ্র অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সে সকল স্থানই অতি রমণীয় ছিল। বলা বাহুল্য ইহা রামচন্দ্রের মহিমা ব্যতীত আর কিছুই নহে। অতএব সর্ব্ববিষয়ে অদ্বিতীয় রামচন্দ্রকে ভজনা কর।

তারকব্রহ্ম রামপক্ষে :—

মঙ্গলময় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ব্যতীত জীবের কিছুতেই পরম মঙ্গল হইতে পারে না, এই নিমিত্ত তারকব্রহ্মকে শিবপ্রদ অর্থাৎ মঙ্গলপ্রদ বলা হইয়াছে। একমাত্র আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মই জীবকে স্থির সুখ প্রদানে সক্ষম। কারণ সাংসারিক সুখ, দুঃখের সহিত জড়িত

বলিয়া অর্থাৎ সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখের উদয় অবশ্যম্ভাবী, এই নিমিত্ত সুখ-দুঃখের অতীত ব্রহ্মের স্বরূপ আত্মতত্ত্বের অবগতি ব্যতীত সংসারে কিছুতেই সুখলাভ হইতে পারে না। তাই একমাত্র তারকব্রহ্ম রামই সুখপ্রদ। তারকব্রহ্ম রাম জীবের সংসার-ব্যাধি-নাশকারী। কারণ, অহরহ জন্ম ও মৃত্যু যন্ত্রণা দর্শনেও জীবের কিছুতেই চৈতন্যের সঞ্চার হয় না। এই নিমিত্ত সংসারকে রোগ বলা হইয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি একবার তারকব্রহ্ম রামমাহাত্ম্য অবগত হইতে পারে অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বিচার দ্বারা বিষয়ের নশ্বরতা এবং আপনার স্বরূপ অবগত হইতে পারে, তবে তাহার বিষয়-তৃষ্ণা আর অবস্থান করিতে পারে না। সুতরাং তাহার সংসার রূপ রোগ দূর হয়। তারকব্রহ্ম ভ্রমাপহ অর্থাৎ ভ্রম-বিনাশকারী। কারণ যেরূপ আলোকের নিকট অন্ধকার ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিতে পারে না, সেইরূপ হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের আবির্ভাব হইলে কোনও প্রকার ভ্রম অবস্থিতি করিতে পারে না। পরব্রহ্ম দৈশিক প্রদেশে অর্থাৎ শোভমান সহস্রারে বিরাজিত। কারণ সহস্রারে ব্রহ্মচিন্তা করিতে হয়। অতএব অদ্বিতীয় তারকব্রহ্ম রামকে ভজনা কর।

রামাষ্টকং পঠতি যঃ সুকরং সুপুণ্যং,
ব্যাসেন ভাষিতমিদং শৃণুতে মনুষ্যঃ।
বিদ্যাং শ্রিয়ং বিপুলসৌখ্যমনন্তকীর্ত্তিং
সম্প্রাপ্য দেহবিলয়ে লভতে চ মোক্ষম্ ॥

যিনি পুণ্যজনক ও সুখপাঠ্য ব্যাসোক্ত এই রামাষ্টক স্তব পাঠ করেন বা শ্রবণ করেন, তিনি ইহলোকে বিদ্যা, অর্থ, বিশাল সুখ ও অসীম কীর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া অন্তে মুক্তিলাভ করেন। অর্থাৎ এই রামাষ্টকের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া ইহা পাঠ করিতে করিতে অথবা শ্রবণ করিতে করিতে মনোমধ্যে রামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদয় হয়। তখন রাম-চরিত্রের অনুকরণ অথবা অনুসরণ করিতে স্তবপাঠকারী বা শ্রবণকারীর প্রবৃত্তি জন্মে। যে সাধক রামচরিত্রের অনুকরণ করিতে পারেন, তিনি কর্ত্তব্য পরায়ণ হওয়ায় তাঁহার সর্ব্বপ্রকার বিদ্যালাভ অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষার অব্যবহিত ফল বিনয় এবং পাত্রতা লাভ হইলে অর্থোপার্জ্জন সহজসাধ্য হইয়া থাকে। রামচন্দ্রের ন্যায় সহিষ্ণু, পিতৃমাতৃ ভক্ত, কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির অর্থ কখনই অপব্যয়িত হয় না, এই নিমিত্ত সাধকের অর্থোপার্জ্জন তাঁহার সাংসারিক বিপুল সুখ এবং কীর্ত্তির কারণই হইয়া থাকে। কারণ অর্থ যেরূপ ভাবে উপার্জ্জিত হয়, সেইরূপ ভাবেই ব্যয়িত হইতে দেখা যায়; যে ব্যক্তি ধর্ম্মপথে থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন, তাঁহার অর্থ প্রকৃত অভাববান ব্যক্তিরাই প্রাপ্ত হয় এবং জগতের মঙ্গল কার্য্যেই ব্যয় হয়; আর যে ব্যক্তি প্রতারণাদি অসদ্বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে, তাহার অর্থ প্রতারক, দুষ্কার্য্যশীল ব্যক্তিরাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে অসৎ উপায় অব-লম্বনের দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থ জগতের প্রভূত অপকার সাধনের নিমিত্তই ব্যয়িত হয়। কিন্তু যে সকল মহাত্মা রামচন্দ্রের আদর্শে আপনার চরিত্র গঠন করিতে পারেন, তাঁহাদিগের

যোগক্ষেম স্বয়ং জগদীশ্বরই বহন করেন, সুতরাং তাঁহার কখনও অর্থচিন্তা অথবা অর্থাভাব ঘটিতে পারে না এবং তাঁহার অন্ন জগতের প্রকৃত মঙ্গল সাধনার্থই ব্যয়িত হয়। কাজেই তাঁহার কীর্ত্তিরও সীমা থাকে না। রামচরিত্রের আদর্শানুসারে স্বীয় চরিত্র গঠন করিতে পারিলে কেবল যে ইহজীবনে সুখশান্তিবিদ্যা ও অর্থাদি লাভ হইয়া থাকে, তাহা নহে; কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিতে করিতে সাধকের ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। সুতরাং জীবনান্তে মোক্ষলাভও অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তি-বিদ্যানিধি।

তত্ত্ব কথা।

—:o:x:o:—

যজ্ঞ। জীবক্রমোন্নতিকারী যত প্রকার সাধারণ ধর্ম্মসাধন আছে, সেই সকলকে যজ্ঞ বলা যাইতে পারে * অর্থাৎ ব্যষ্টি জীব সমূহের উপকারক ধর্ম্মসাধনকে যজ্ঞ বলা হয়। জীব-স্বার্থের বস্তুতঃ চারিপ্রকার প্রভেদ আছে। যথা:—স্বার্থ, পরমার্থ, পরোপকার এবং পরমোপকার। যজ্ঞ সাধনের সহিত স্বার্থ এবং পরমার্থের সম্বন্ধ আছে। ব্যষ্টি জীবের ইহলৌকিক সুখসাধনকে স্বার্থ এবং ব্যষ্টি জীবের পারলৌকিক সুখসাধনকে পরমার্থ বলা যায়, অর্থাৎ জীব ইহলৌকিক সুখসমূহ প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যে সৎকর্ম্ম করে, তাহাকে স্বার্থ এবং স্বর্গাদি পরলোক সমূহের সুখসমূহ প্রাপ্ত হইবার উদ্দেশ্যে যে সকল শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে পরমার্থ বলে। সর্ব্বসাধারণ মনুষ্য মাত্রেরই যজ্ঞ সাধনে অধিকার আছে। কিন্তু পরোপকার এবং পরমোপকারের সহিত সম্বন্ধ রক্ষাকারী মহাযজ্ঞ সাধন উচ্চস্তরের জীব সমূহের করিবার যোগ্য উচ্চ অধিকার রূপে নির্দ্দিষ্ট।

* * * * *

মহাযজ্ঞ। অপর জীবসমূহের কর্ম্মোন্নতি করাইবার নিমিত্ত যে মনুষ্য যে প্রকার সৎপুরুষার্থ করিয়া থাকেন সেই কার্য্যকে মহাযজ্ঞ বলা যায়, অর্থাৎ সমষ্টি জীব সমূহের উপকারক ধর্ম্মসাধনই মহাযজ্ঞ বাচক। জীবস্বার্থের পরোপকার এবং পরমোপকার রূপ প্রভেদের সহিত মহাযজ্ঞের একত্ব সম্বন্ধ আছে। সমষ্টি জীব সমূহের ইহলোকের সহিত সম্বন্ধ রক্ষাকারী সুখসমূহ প্রাপ্ত করাইবার সাধনকে পরোপকার বলে এবং সমষ্টি জীব-

---

* দৈবমেবাহপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাহগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি॥
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাহপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥
সর্ব্বেহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্॥

শ্রীগীতোপনিষৎ।

সমূহের পারলৌকিক সুখ প্রাপ্তি বিষয়ে যত্ন করাকে পরমোপকার বলা যায়, অর্থাৎ যখন মনুষ্য অপর জীবসমূহের ইহলৌকিক সুখ প্রাপ্ত করাইয়া আপনাকে সুখী অনুভব করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ সাধনের নাম পরোপকার এবং অপর জীবের পারলৌকিক কল্যাণ প্রাপ্ত করাইবার নাম পরমোপকার। পরোপকার এবং পরমোপকার রূপ মহাযজ্ঞ সাধনের ফল স্বার্থ এবং পরমার্থ রূপ যজ্ঞ সাধন অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক। এই নিমিত্ত জগৎগুরু নামে অভিহিত হইবার যোগ্য সনাতন ধর্ম্মের আচরণকারী আর্য্য সন্তানদিগকে একটী নহে, পঞ্চ মহাযজ্ঞ নিত্য সাধন করিবার নিমিত্ত পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ আদেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এ প্রকার উচ্চ সাধনকারী সাধক এই আর্য্যজাতির মধ্যে পূর্ব্বকাল হইতে বহুসংখ্যক ছিলেন এবং এক্ষণে ধর্ম্মোন্নতির প্রতি এই জাতির মধ্যে মনোযোগ হইলে এরূপ সাধকের সংখ্যা অধিক পরিমাণ-বৃদ্ধি হইবে।

* * * * *

মন্ত্রযোগ। যেখানে কোন কার্য্য হয়, সেখানে কম্পন হইয়া থাকে, যেখানে কম্পন হয়, সেখানে শব্দ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তিনগুণের সাম্যাবস্থা থাকিবার কারণে সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী প্রকৃতিকে সাম্যাবস্থা প্রকৃতি বলা যায়। উক্ত সাম্যাবস্থা প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টিরূপ কার্য্য আরম্ভ হইবার সময় যে প্রথম হিল্লোলরূপ কম্পন হইয়াছে, ঐ কম্পনের শব্দের নামই প্রণব। সৃষ্টিক্রিয়ার প্রাথমিক শব্দ হওয়ায় উহার সহিত শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে এবং এই কারণে শ্রীভগবানের নামাত্মক মন্ত্র সমূহের মধ্যে উহাই শ্রেষ্ঠ মহামন্ত্র সাধক আপনার সাধনার পূর্ব্বাবস্থায় যে প্রণব জপ করিয়া থাকেন, উহা ঐ সাম্যাবস্থা প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত প্রথম হিল্লোলের প্রথম শব্দরূপ যথার্থ প্রণবের প্রতিশব্দ। এই প্রতিশব্দরূপ প্রণবের বিধিপূর্ব্বক জপ করিতে করিতে পরিশেষে সেই যথার্থ প্রণব শব্দ শ্রবণ দ্বারা ভগবৎ সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। সাম্যাবস্থা প্রকৃতির মধ্যে প্রণবরূপ প্রথম শব্দ হইবার পরেই উহার যে বৈষম্যাবস্থা হইয়া থাকে, সেই বৈষম্যাবস্থা প্রকৃতির ক্রমশঃ বহুবার কম্পনের দ্বারা উৎপন্ন শব্দ সমূহকে বীজমন্ত্র বলা যায়। এই বিশ্ব নামরূপাত্মক। অতএব মন্ত্রযোগ সাধন মন্ত্ররূপী নাম এবং ইষ্টধ্যানরূপী রূপ অবলম্বন হইতে হইয়া থাকে। মন্ত্র এবং দেবতাই সগুণ উপাসনার মূলভিত্তি। সৃষ্টিক্রিয়ার যে সূক্ষ্ম প্রকৃতির সহিত সাধকদিগের স্থূল প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তির সম্বন্ধ আছে, সেই সূক্ষ্ম প্রকৃতির আধারের উপর মহর্ষিদিগের দ্বারা কল্পিত দেবতার স্বরূপের ধ্যান এবং সেই সূক্ষ্ম প্রকৃতির যথার্থ শব্দের লক্ষ্য হইতে কল্পিত প্রতিশব্দরূপ বীজ মন্ত্রের জপ করিলে ইষ্ট দেবতার প্রত্যক্ষরূপে সাক্ষাৎকার এবং বীজমন্ত্রের যথার্থ শব্দ শ্রবণ হইতে থাকে। এই প্রকারে সাধক উন্নত হইতে উন্নত সাধন করিতে করিতে প্রণব মহামন্ত্র শ্রবণ এবং শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হয়। ইহাই মন্ত্রযোগ সাধনের অন্তিম লক্ষ্য ইহাই সবিকল্প সমাধি। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পর সাধক নির্ব্বিকল্প সমাধি সাধনভূত রাজযোগের অধিকারী হইয়া থাকে।

———•———

হঠযোগঃ—

স্থূল শরীর সূক্ষ্ম শরীরেরই পরিণাম। উভয় শরীরেই একত্ব-সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। স্থূল শরীরের ভাব পরিবর্ত্তন-দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরের ভাবান্তর হইয়া থাকে এবং সূক্ষ্ম শরীরের অবস্থান্তরের দ্বারা স্থূল শরীরের ও অবস্থান্তর হইয়া থাকে। চালিবার সময় স্থূল শরীরের চঞ্চলতা হয় বলিয়া সূক্ষ্ম শরীরের অন্তর্গত মনের দ্বারা গভীর চিন্তা করা যায় না। ফলতঃ স্থূল শরীর সম্বন্ধীয় ক্রিয়া সমূহের দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরের উপর আধিপত্য করিয়া উহাকে আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে অগ্রসর করা যাইতে পারে; এই সকল ক্রিয়া সমূহকে হঠযোগ বলে।

* * * * *

লয় যোগ।—

ব্যষ্টি এবং সমষ্টি এই দুইটীই একই ভাবযুক্ত। যেরূপ বৃক্ষরাজির দ্বারাই বনের সমষ্টি শরীর গঠিত হয়, ঐরূপ ব্যষ্টি জীব পিণ্ডের দ্বারাই সমষ্টিরূপী ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। ফলতঃ যে সকল দেবশক্তি, ঋষিশক্তি, পিতৃশক্তি গ্রহশক্তি, নক্ষত্রশক্তি, প্রকৃতিশক্তি, পুরুষশক্তি আদি ব্রহ্মাণ্ডে বিকাশিত আছে, ঐ সকল শক্তির কেন্দ্র পিণ্ডরূপী জীবদেহেও বিদ্যমান আছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং এই পিণ্ডরূপী দেহে সাধক যে ক্রিয়াসমূহের দ্বারা ঐ সকল শক্তি-কেন্দ্র অনুভব করিয়া ক্রমে দেহান্তর্গত আধার চক্রস্থিত কুণ্ডলিনী মহাশক্তিকে জাগ্রত করিয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধগামী করিতে করিতে সহাস্রারস্থিত পুরুষে লয় করিয়া দিতে সমর্থ হয়, ঐ সকল ক্রিয়সমূহকে লয়যোগ বলা যায়।

রাজ-যোগ।—

সনাতন ধর্ম্মান্তর্গত আধ্যাত্মিক উন্নতিকারী সকল প্রকার সাধনাকে উহাদিগের ক্রিয়াকৌশলের ভাব অনুসারে চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ঐ চারিটী স্বতন্ত্র ক্রিয়াপদ্ধতির নাম মন্ত্রযোগে, হঠযোগ, লয়যোগ, এবং রাজযোগ। এই চারিটীর মধ্যে প্রথম তিনটীর দ্বারা সবিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবং তাহার পরে ভগবানের বিশেষ কৃপার অধিকারী হইলে সাধক ক্রমে ব্রহ্মসদ্ভাবরূপী নির্বিকল্প সমাধির ভূমিতে অগ্রসর হইয়া থাকে। সকল প্রকার স্থূল-ক্রিয়া রহিত এবং কেবল বুদ্ধির সাহায্যে যে সকল অন্তর্জগতের সাধন নির্দ্দিষ্ট আছে, ঐরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবযুক্ত কেবল অন্তঃকরণের সাধনসমূহকে রাজ-যোগ বলা হইয়া থাকে।

অহিংসা।—

মন, বচন এবং কার্য্যের দ্বারা সদা সর্ব্বক্ষণ সর্ব্ব প্রকার প্রাণীদিগকে কোন প্রকার ক্লেশ না দিবার যে প্রবৃত্তি তাহাকেই অহিংসা বলে। শারীরিক অহিংসা হইতে বাচনিক অহিংসা উন্নত এবং বাচনিক অহিংসা হইতে মানসিক অহিংসা আরও উন্নত।

সত্য।—

পূজ্যপাদ মহর্ষি বেদব্যাস এবং পূজ্যপাদ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উভয়েরই সত্য সম্বন্ধে বিশেষ মত এই যে, যথার্থ ভাষণকেই সত্য বলা যায় না। তাঁহাদের মতে ভূত-হিত-কার্য্যকেই সত্য বলা যায়। অর্থাৎ কোন অন্ধ ব্যক্তিকে অন্ধ বলিয়া কষ্ট দিলে সত্য বলা হয় না, বরং ঐরূপ করিলে অধর্ম্মই হইয়া থাকে।

বীজ-রক্ষা।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

—:•:•:—

যদিও ইউরোপ, আমেরিকা এবং জাপানের অধিবাসীদিগের পরমাত্মার অধ্যাত্ম তত্ত্ব-বোধ নাই, যদিও তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ মহর্ষিদিগের সত্তা অনুভব করিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহারা পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের প্রীতিকর এরূপ অনেক কার্য্য সম্পাদন করেন যে, তাহার দ্বারা আপনা আপনিই তাঁহারা ঋষিপূজার ফলাধিকারী হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের বিদ্যানুরাগ, নিত্য জ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্টা, নিয়মিত শাস্ত্রাভ্যাসের প্রবৃত্তি, বিদ্যা এবং বিদ্বানদিগের উপর শ্রদ্ধা ইত্যাদি অনেক এ প্রকার ধর্ম্মবৃত্তি তাঁহাদিগের মধ্যে জাজ্জ্বল্যমান আছে যে, তাহার দ্বারা তাঁহারা স্বতই ঋষিদিগের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই প্রকারে যদিও তাঁহারা বেদোক্ত অধিদৈব বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, যদিও নিত্যসিদ্ধ দেবতাদিগের প্রতি তাঁহাদিগের কিছুই শ্রদ্ধা নাই, কিন্তু স্বার্থত্যাগ, দান, তপ, স্বদেশানুরাগ, স্বজাতিপ্রেম, শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য, পুরুষার্থ, ঔদার্য্য আদি ধর্ম্মসাধন দ্বারা তাঁহারা দেবতাদিগের প্রীতি সম্পাদন করিবার জন্য স্বতই সমর্থ হইয়া থাকেন। উক্ত দেশবাসীদিগের অতি প্রশংসনীয় গুরুজন সম্মান বুদ্ধি, পিতৃমাতৃ সেবার অসাধারণ প্রবৃত্তি, * তাঁহাদিগের বৃদ্ধসেবায় রুচি, বিশেষতঃ তাঁহাদিগের

---

* জাপান জাতির মধ্যে এ সময় পরলোকগামী পিতৃগণের প্রতি শ্রদ্ধা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। জাপানদেশে যে পুত্র পিতামাতাকে ভোজনাদির দ্বারা সেবা না করে, তাহাকে দণ্ডিত করিবার নিমিত্ত প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত রাজাজ্ঞা অবধারিত আছে। ঐ দেশে জ্ঞানবৃদ্ধ এবং বয়োবৃদ্ধের সম্মান না করিলেও উচিত রাজদণ্ড ভোগ করিতে হয়। এই কারণে জাপান উন্নত হইয়াছে।

মধ্যে আপনাদিগের পূর্ব্বজদিগের কীর্ত্তি এবং সম্মান রক্ষা করিবার প্রবল ইচ্ছাদি ধর্ম্মবৃত্তি সমূহের দ্বারা তাঁহারা পিতৃযজ্ঞ সাধন ব্যতীত পিতৃগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়া থাকেন। সুতরাং যে কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষের প্রত্যেক লোমকূপে পিতৃপূজা, দেবপূজা এবং ঋষিপূজার সংস্কার আদিকাল হইতে অঙ্কিত আছে, সে স্থানে এই পরমধর্ম্মের বীজ রক্ষা হওয়া সর্ব্বদা কল্যাণপ্রদ এবং সঙ্গে সঙ্গে এই পবিত্র এবং আদিজাতির মধ্যে যে সকল ঋষি, মুনি, সাধু, মহাত্মা আদর্শরূপ হইয়াছেন, যে সকল সদ্গৃহস্থ অথবা নরপতি বৃন্দের মধ্যে এরূপ দানবীর, যুদ্ধবীর অথবা কর্ম্মবীর হইয়া গিয়াছেন যে, যাঁহাদিগের জীবনী আদর্শরূপে গৃহীত হইতে পারে, এরূপ মহাপুরুষদিগের মহিমা চিরস্থায়ী রূপে রক্ষা করিয়া এবং সর্ব্বদা তাঁহাদিগের কীর্ত্তি জাজ্জ্বল্যমান রাখিয়া জাতিকে শিক্ষাদান করা উচিত। বীজরক্ষা কার্য্যে সহায়তা প্রদান করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষের কোনও প্রান্তে এক এরূপ আদর্শ প্রদেশ স্থায়ী রাখা কর্ত্তব্য, যে স্থানে প্রকৃতি স্বতঃ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, সতীত্বধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ ক্ষাত্রানুশাসন, ধর্ম্মশাস্ত্রের পূর্ণ মর্য্যাদা এবং সদাচার সমূহের পালন করিবার এবং করাইবার সম্পূর্ণ সুবিধা প্রাপ্তি ঘটিতে পারে।

সনাতন ধর্ম্মানুসারে সদাচার পালন করাই প্রথম ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা যায়। আত্মজ্ঞান বৃদ্ধির দ্বারা অধ্যাত্মশুদ্ধি, ভগবদ্ভক্তির বৃদ্ধির দ্বারা অধিদৈব শুদ্ধি এবং সদাচার পালন দ্বারা অধিভূত শুদ্ধি হইয়া থাকে। শরীরের সহিত অধিভূত সম্বন্ধের প্রাধান্য আছে, এই নিমিত্ত আচারই প্রথম ধর্ম্ম, এই কারণে আচারের পালনাবশ্যকতা স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই আচার ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াই, যে ব্রাহ্মণজাতি অনাদিকাল হইতে জগদ্গুরু বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন, সেই জাতি আজকাল প্রায়ই পাচকের জাতি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এই সদাচার পরিত্যাগের কারণেই, যে জাতির অনুশাসনাধীন হইয়া ভুবনবিজয়ী ক্ষত্রিয় সম্রাটগণ পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন, সেই জাতি আজ প্রায়ই শূদ্রসেবা এবং "হস্তকারী"র * রুটির দ্বারা আপনাদের উদর পূরণ করিয়া আপনাদিগকে ভাগ্যবান বলিয়া বিবেচনা করেন। যে জাতির অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূত শুদ্ধির নিমিত্তই কেবল সেই জাতির মধ্যে ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণের আবির্ভাব হইয়াছিল, ভারতবর্ষের সকল প্রান্তে ভ্রমণকারী ব্যক্তি আজ ইহা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া থাকেন যে আচার-ভ্রষ্টতার নিমিত্ত সেই জাতির মধ্যে কেহ বা একেবারেই শূদ্রবৎ হইয়া পড়িয়াছেন, কেহ বা ক্রমে বর্ণসংকর হইয়া নষ্ট ও ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছেন।

+ উত্তর পশ্চিম এবং পঞ্জাব প্রদেশে বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয় সদ্গৃহস্থদিগের মধ্যে এরূপ প্রথা প্রচলিত আছে যে, প্রতিদিন তাঁহাদিগের গৃহে যে রুটি প্রস্তুত হয়, তাহার মধ্যে একখানি অথবা দুইখানি রুটি গৃহস্থের পাপক্ষয় সংকল্পে তাঁহারা রাখিয়া দেন এবং সেই রুটি তাঁহাদিগের পুরোহিত ব্রাহ্মণের স্ত্রী অথবা কন্যাগণ লইয়া যান; উহাকে হস্তকারী বলে।

স্মরণ করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে, এক সময় এই পবিত্র ভারত ভূমির সকল স্থান তপস্যা ও স্বাধ্যায়-নিরত এবং পরোপকার-ব্রতধারী ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা পূর্ণ ছিল, কিন্তু এক্ষণে আচার-ত্যাগের নিমিত্তই গ্রাম, নগর, জনপদ অনুসন্ধান করিতে করিতে চলিয়া গেলেও যথার্থ লক্ষণযুক্ত আদর্শ চরিত্র ব্রাহ্মণের দর্শনলাভ হয় না। এই আচার-ভ্রষ্টতার নিমিত্তই এক সময়ে যে ক্ষত্রিয়জাতি আপনাদিগের ঔদার্য্য, শৌর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্য, স্বধর্ম্মানুরাগ, স্বদেশভক্তি, পরাক্রম, নির্লোভতা, অহিংসাবৃত্তি, অক্রোধ, সত্য এবং দানবৃত্তির নিমিত্ত জগদ্বিখ্যাত ছিলেন, আজ সেই জাতির মধ্যে উক্ত সদ্গুণাবলীর নামমাত্রও নাই, পক্ষান্তরে উক্ত জাতির বংশধরগণকে প্রায়ই লোভী, অহঙ্কার, ভীরু, চঞ্চল, কদাচারী, ধর্ম্মবুদ্ধি-হীন, স্বার্থপর, অলস, হিংস্র, সত্যভ্রষ্ট, তপস্তেজোহীন, কৃপণ এবং নির্ব্বীর্য্য দেখা যায়।

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, বহিরাচারের সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের কোনই সম্বন্ধ নাই। তাঁহাদিগের ভ্রমাত্মই ইহার কারণ। যাহা হউক দূরদর্শী মুনিগণের ইহাই সিদ্ধান্ত যে, যদিও কাল মাহাত্ম্যের জন্য, দেশকাল পাত্রের আবশ্যকতানুসারে এবং আপদ্‌কাল বিবেচনা করিয়া চারিবর্ণের আচার সমূহের মধ্যে ন্যূনাধিক্য ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এরূপ যত্ন হওয়া অবশ্য উচিত যে, ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ বর্ণ এবং ক্ষত্রিয়বর্ণের সদাচার সম্পন্ন আদর্শ জীবনের কোন কোন বংশ স্থানে স্থানে স্থায়ী থাকে। সাধারণতঃ এই বিষয়ে অবশ্যই মনোযোগ পূর্ব্বক বিচার করা কর্ত্তব্য যে ব্রাহ্মণ সমাজে তপস্যা, ত্যাগ এবং নিষ্কাম পুরুষার্থ প্রবৃত্তি জীবিত থাকে এবং ক্ষত্রিয় সমাজে স্বদেশানুরাগ, শৌর্য্য এবং ক্ষত্রধর্ম্মাচার বিষয়ে প্রবল ইচ্ছা দিন দিন উন্নতি প্রাপ্ত হয়। এই উভয় বর্ণগত আদর্শ জীবনের বীজরক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই উভয়ের সম্বন্ধযুক্ত দুই প্রকারের শরীর ত্যাগের প্রশংসনীয় প্রণালীর সংস্কার উভয়ের মধ্যে প্রচলিত রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। আর্য্যজাতির নিকটে যোগযুক্ত হইয়া সমাধিদশায় শরীর ত্যাগকরা এবং ধর্ম্মযুক্ত হইয়া সম্মুখযুদ্ধে শরীর ত্যাগকরা এই দুই প্রকারের শরীর ত্যাগের প্রণালী নিঃশ্রেয়স্কর এবং অভ্যুদয়কর। এই দুই প্রকার শরীর ত্যাগের সংস্কারের বীজরক্ষা করা সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

সন্ন্যাস আশ্রম সকল আশ্রমের গুরুস্থানীয়। ঐ আশ্রমের বিকার এবং শুদ্ধির সহিত অন্য বর্ণ এবং আশ্রমসমূহের অবনতি এবং উন্নতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। অতএব এই চতুর্থ আশ্রম-ধর্ম্মের বীজ রক্ষা করা সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তব্য। কিন্তু অসুবিধা এই যে, এই আশ্রমের উপর অন্য কাহারও আধিপত্য নাই, সন্ন্যাসাশ্রম স্বাধীন এবং প্রবল। এই কারণে এই আশ্রমধর্ম্মের বীজরক্ষার নিমিত্ত উক্ত আশ্রমের নেতৃগণের দ্বারাই সফলতা প্রাপ্তি হইতে পারা যায়। শিবাবতার শ্রীভগবান শঙ্করাচার্য্য মহাপ্রভু আর্য্যজাতি এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সুরক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষের চারিদিকে যে চারিপীঠ স্থাপন করিয়াছেন, এবং ভারতবর্ষকে

চারিভাগে বিভক্ত করিয়া ধর্ম্মমর্য্যাদার সুরক্ষার্থ উক্ত চারি পীঠাধীশ সন্ন্যাসী আচার্য্য প্রভুদিগকে ঐ চারি প্রদেশের সুশাসন ভার ন্যস্ত করিয়াছেন, * ঐ প্রথা অত্যন্ত দূরদর্শিতার সহিত স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই সময় ঐ ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া লইলে আপনাদিগের লক্ষ্যসিদ্ধি হইতে পারে। উক্ত চারি পীঠের মধ্যে একটী পীঠ লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। উহার পুনরুদ্ধার পুনরায় করিয়া চারিটী পীঠের আচার্য্য প্রভুদিগের মধ্যে ঐক্য সম্বন্ধ স্থাপন করাইয়া তাঁহাদিগের চারিজনের সহায়তায় সন্ন্যাসাশ্রম সম্বন্ধীয় অন্য উপপীঠসমূহকে মর্য্যাদা-পালনে তৎপর করান কর্ত্তব্য। উক্ত চারি পীঠের চারিজন প্রতিনিধির স্থান শ্রীকাশীপুরীর ন্যায় সন্ন্যাসাশ্রম-প্রধান তীর্থসমূহে স্থাপন করিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুকূল যথার্থ সন্ন্যাসাশ্রমের বীজরক্ষা এবং তাহার মর্য্যাদা পালনে যত্ন করান কর্ত্তব্য। কুসঙ্গ, কুশিক্ষা, এবং আচার ভ্রষ্টতার নিমিত্ত দ্বিজগণের বহু বংশ বর্ণসংকর, কর্ম্মহীন, এবং কুলাচার ত্যাগী হইয়া গিয়াছে; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণকে কোন কোন স্থলে দ্বিজ বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। এই আপদ্দশায় তাঁহাদিগের রক্ষা করিবার ইহাই প্রধান উপায় হইতে পারে যে, সদাচারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে এক স্বতন্ত্র সমাজ গঠন পূর্ব্বক দ্বিজ ধর্ম্মের বীজরক্ষা করুন। এবং সদাচার-ত্যাগী বংশসমূহের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ না রাখিয়া আপন আপন বর্ণসমূহের বীজরক্ষা করুন। এইরূপ হইলে গুণের পূজা স্বতই সমাজ মধ্যে প্রচলিত হইবে, এবং এইরূপ সদাচারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য কুলীন নামে অভিহিত হইতে থাকিবেন। ইহাতে আচারের মর্য্যাদাও প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, এবং জন্মগত বর্ণ-সংস্কারও জীবিত থাকিবে। সকল বর্ণ এবং সকল আশ্রমের তপস্যা বৃদ্ধির নিমিত্ত তীর্থসেবা পরম কল্যাণকারী। কালধর্ম্ম এবং বিশেষতঃ আর্য্যজাতির

* সিন্ধু সৌবীর সৌরাষ্ট্র মহারাষ্ট্র স্তথান্তরা।
দেশাঃ পশ্চিমদিকস্থা যে শারদাপীঠসাৎ কৃতাঃ।
আন্ধ্র দ্রাবিড় কর্ণাট কেরলাদি প্রভেদতঃ।
শৃঙ্গের্য্যধীনা দেশাস্তে হ্যবাচীদিগবস্থিতাঃ॥
কুরু কাশ্মীর কাম্বোজ পাঞ্চালাদি বিভাগতঃ।
জ্যোতির্ম্মঠবশা দেশাহ্যুদীচীদিগবস্থিতাঃ॥
অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গাশ্চ মগধোৎকলবর্ব্বরাঃ।
গোবর্দ্ধনমঠাধীনা দেশাঃ প্রাচী ব্যবস্থিতাঃ॥
ইতি শ্রীমঠাম্নায়ে।

অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে তীর্থসমূহের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। অতএব তীর্থসমূহের মর্য্যাদা রক্ষা, তাহাদিগের সংস্কার এবং তীর্থবাসী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ধর্ম্ম শিক্ষার বিস্তার করাইবার প্রতি সর্ব্বদা যত্ন রাখা উচিত। এবং এই আদর্শ জীবন ব্রাহ্মণ যাহাতে তীর্থে বাস করেন তৎপ্রতি যত্ন হওয়া উচিত।

সকল বর্ণ এবং সকল আশ্রমের আধ্যাত্মিক উন্নতির নিমিত্ত যোগচতুষ্টয়ের ক্রিয়াসিদ্ধাংশ পরম আবশ্যকীয়।* অধ্যাত্ম-তত্ত্ববেত্তা ত্রিকালদর্শী পূজ্যপাদ

* মন্ত্রযোগো লয়শ্চৈব রাজযোগো হঠস্তথা।
যোগশ্চতুর্বিধঃ প্রোক্তো যোগিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

ইতি পূজ্যপাদ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যঃ॥

কার্য্যং যত্র বিভাব্যতে কিমপি তৎ স্পন্দেন সব্যাপকং;
স্পন্দশ্চাপি তথা জগৎসু বিদিতঃ শব্দাত্ময়ী সর্ব্বদা।
সৃষ্টিশ্চৈব তথাদিমাকৃতিবিশেষস্থাদভূৎ স্পন্দিনী,
শব্দশ্চাবিরভূত্তদা প্রণব ইত্যোঙ্কার রূপঃ শিবঃ।
সাম্যস্তু প্রকৃতেস্তথৈব বিদিতঃ শব্দোমহানোমিতি,
ব্রহ্মাদি ত্রিতয়াত্মকস্য পরমং রূপং শিবং ব্রহ্মণঃ।
বৈষম্যে প্রকৃতেস্তথৈব বহুধা শব্দা শ্রুতা কালত-
স্তে সদ্দেবসমুপাসনার্থমভবন্ বীজানি নাম্না তথা।
জগতি ভবতি সৃষ্টিঃ পঞ্চভূতাত্মিকা যৎ,
তদিহ নিখিল সৃষ্টিঃ পঞ্চভাগৈর্বিভক্তা।
শ্রুতিরপি বিধি রূপেণাদিশন্তীহ পঞ্চ
বিবিধ বিহিত পূজারীতি ভেদান্ জনানাম্।
প্রকৃতিমিহ জনানাং সম্পরীক্ষ্য প্রবৃত্তিং,
গুরুরিহ যদি দদ্যান্মন্ত্রশিক্ষাং যথাবৎ।
রুচি সমুচিত দেবোপাসনামাদিশেদ্বা,
ব্রজতি লঘু স শিষ্যো মোহপারং মুমুক্ষুঃ।
আকারো নহি বিদ্যতে কিমপি বা রূপং পরব্রহ্মণঃ,
রূপং তৎ পরিকল্প্যতে বুধগণৈঃ কিম্বা জগদ্রূপিণঃ।
ধ্যায়ন্তি নিজবুদ্ধিমার্গচকিতৈর্দেবং পরং রূপিণং,
মগ্নঃ বা সততং জপদ্ভিরিহতৈ মুক্তিঃ পরা লক্ষ্যতে॥

ইতি মন্ত্রযোগ সংহিতায়াম্॥

মহর্ষিগণ জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতির নিমিত্ত অসাধারণ পরিশ্রম দ্বারা যে, সাধন-কৌশল প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা কিরূপ নিত্যসত্য ফলপ্রদ, তাহা যোগী মাত্রেই বুঝিতে পারেন। যোগ চতুষ্টয়ের সাধন ব্যবস্থা এবং তাহার অধিকার নির্ণয় অপূর্ব্ব বিজ্ঞানযুক্ত। উহার সাধন-বিজ্ঞানসমূহের কিছু রহস্য বলা

শরীরং দ্বিবিধং প্রোক্তং স্থূলং সূক্ষ্মং পৃথক্ স্মৃতম্।
স্থূল সাধন মুখ্যাস্থ হঠযোগং বুধাবিদুঃ॥
শোধনং দৃঢ়তা চৈব স্থৈর্য্য, ধৈর্য্যঞ্চ লাঘবম্।
প্রত্যক্ষং চ নির্লিপ্তঞ্চ হঠস্থ সপ্তসাধনম্॥
ষট্‌কর্ম্মণা শোধনঞ্চ আসনেন ভবেদ্দৃঢ়ম্।
মুদ্রয়া স্থিরতা চৈব প্রত্যাহারেণ ধীরতা॥
প্রাণায়ামাল্লাঘবঞ্চ ধ্যানাৎ প্রত্যক্ষমাত্মনঃ।
সমাধিনা নির্লিপ্তঞ্চ মুক্তিরেব ন সংশয়ঃ॥
অভ্যাসাৎ কাদি বর্ণানি যথা শাস্ত্রাণি বোধয়েৎ।
হঠযোগং সমাসাদ্য তত্ত্বজ্ঞানং হি লভ্যতে॥

ইতি ঘেরণ্ডাদি সংহিতায়াম্॥

বিন্দুঃ শিবোরজঃ শক্তিরুভয়োর্মেলনাৎ স্বয়ং।
স্বপ্রভূতানি জায়ন্তে স্বশক্ত্যা জড়রূপয়॥
দেহেঽস্মিন্ বর্ত্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপ সমন্বিতঃ।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ॥
ঋষয়োমুনয়ঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা।
পুণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্ত্তন্তে পীঠদেবতাঃ॥
সৃষ্টি সংহার কর্ত্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশিভাস্করৌ।
নভো বায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ জলং পৃথ্বী তথৈবচ॥
ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বাণি দেহতঃ।
সমষ্টি ব্যষ্টি রূপেণ ব্রহ্মাণ্ডঃ পিণ্ড উচ্যতে॥
মেরুং সংবেষ্ট্য সর্ব্বত্র ব্যবহার প্রবর্ত্ততে।
জানাতি চঃ সর্ব্বমিদং সযোগী নাত্র সংশয়ঃ॥
শিবে শক্তির্লয়ং যাতি লয়যোগো ভবেদ্ ধ্রুবম্।
সা শক্তি শ্চালিতা যেন সমুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥

ইতি শিবাদিত্যাদি সংহিতায়াম্॥

যাইতেছে। যেখানে কোন কার্য্য হয়, সেখানে কম্পন হইয়া থাকে, যেখানে কম্পন হয়, সেখানে শব্দ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী; অতএব অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানযুক্ত সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক শব্দের প্রতিশব্দকে মন্ত্র বলা যায়। ঐ সকল মন্ত্রের মধ্য হইতে প্রণবের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ সাম্যাবস্থা প্রকৃতির সহিত আছে। এবং বীজমন্ত্র সমূহের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, বৈষম্যাবস্থা প্রকৃতির সূক্ষ্মভাবসমূহের সহিত বিদ্যমান আছে। অধ্যাত্ম ভাবময় ইষ্টদেবের মূর্ত্তিচিন্তনকে ধ্যান বলা যায়। এই বিশ্ব, নামরূপাত্মক। অতএব মন্ত্রযোগের সাধন মন্ত্ররূপী নাম এবং ইষ্ট ধ্যানরূপী রূপের অবলম্বন দ্বারা করা হইয়া থাকে। সগুণ উপাসনার মূলভিত্তি মন্ত্র এবং দেবতা। মন্ত্র এবং ইষ্টরূপের অবলম্বনে অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহের নিরোধ করিতে করিতে আধ্যাত্মিক উন্নতি করা মন্ত্রযোগসাধ্য। এই স্থূল শরীর সূক্ষ্ম শরীরেরই পরিণাম। সুতরাং সূক্ষ্ম শরীর এবং স্থূল শরীরের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে একই

মন্ত্রো হঠো লয়ো রাজো যোগোঽয়ং মুক্তিদঃ ক্রমাৎ।
রাজত্বাৎ সর্ব্ব যোগানাং রাজযোগ ইতি স্মৃতঃ॥
নাদবিন্দু সহস্রাণি জীব কোটি শতানি চ।
সর্ব্বঞ্চ ভস্ম নিভূতং যত্র দেবো নিরঞ্জনঃ।
অহং ব্রহ্মেতি নিয়তো মোক্ষহেতুর্মহাত্মনাম্।
দৃশ্যন্তে দৃষি রূপাণি গগনং ভাতি নির্ম্মলম্॥
সকলং নিষ্কলং সূক্ষ্মং মোক্ষদ্বারবিনির্গতম্।
অহমিত্যক্ষরং ব্রহ্ম পরমং বিষ্ণুমব্যয়ম্॥
"অহমেকমিদং সর্ব্বং" ইতি পশ্যেৎ পরং সুখম্।
দৃশ্যতে যৎ খগাকারং খগাকারং বিচিন্তয়েৎ॥
রাজন্তং দীপ্যমানন্তং পরমাত্মানমব্যয়ম্।
প্রাপয়েদ্দেহিনাং যস্তু রাজযোগ সকীর্ত্তিতঃ॥

ইতি বিজ্ঞান ভাষ্যে॥

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি র্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈ তে জ্ঞানীত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥

ইত্যাদি শ্রীগীতোপনিষদ।

সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় স্থূল শরীর সম্বন্ধীয় সুকৌশলপূর্ণ যোগ ক্রিয়ার দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরের উপর আধিপত্য করাকে হঠযোগ বলে। শারীরিক-ক্রিয়া-প্রধান হঠযোগের সাধন দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরকে জয় করিতে করিতে অন্তঃকরণের বৃত্তি-সমূহ নিরোধ করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি করা হঠযোগসাধ্য ব্যাপার। লয়-যোগের রহস্য কিছু অপূর্ব্ব। সমষ্টি এবং ব্যষ্টিরূপ হইতে এই বিশ্বরূপী ব্রহ্মাণ্ড এবং জীব শরীররূপী এই পিণ্ড একই পদার্থ, এই নিমিত্ত এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয়ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মাণ্ডশরীরে যে পুরুষভাব, প্রকৃতিশক্তি, ঋষি, দেবতা, পিতর, নক্ষত্র, গ্রহ, সূর্য্য, চন্দ্র আদি বর্ত্তমান আছে, সেই প্রকার এই পিণ্ডরূপী জীবশরীরেও সেই সকল শক্তি যথাধিকারানুসারে অবস্থিত। ব্রহ্মাণ্ড এবং পিণ্ডের সম্বন্ধ যথাবৎ অবধারণ পূর্ব্বক সূক্ষ্মশক্তিসমূহের সহায়তায় আপনার আধিদৈব শক্তিকে আপনার অধীন করিতে করিতে সৃষ্টির কারণ রূপিণী কুলকুণ্ডলিনীরূপা প্রকৃতি শক্তিকে পরমপুরুষে লয় করিতে করিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃকরণের শক্তিসমূহকে জয় করিতে করিতে আধ্যাত্মিক উন্নতি করিবার প্রথাকে লয়যোগ বলা যায়।

মন্ত্রযোগ, হঠযোগ এবং লয়যোগের সাধক আপন আপন অধিকারানুসারে সবিকল্প সমাধির পরাকাষ্ঠায় উপস্থিত হইয়া রাজযোগের উচ্চতর অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন। রাজযোগের অধিকার সর্ব্বোন্নত। কেবল বিচার শক্তির সহায়তায় অন্তঃকরণের চঞ্চল অবস্থা দূর করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি-ভাব প্রাপ্ত করাকে রাজযোগ বলা যায়। যোগ সাধন করিলেই পরমানন্দ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির দ্বারা ইহা দেখা যে, জীবের পঞ্চকোষ মধ্যে উদ্ভিদ্‌ জাতিতে অন্নময় কোষের বিকাশ, স্বেদজ জাতির মধ্যে প্রাণময় কোষের বিকাশ, অণ্ডজ জাতি মধ্যে মনোময় কোষের বিকাশ, জরায়ুজ জাতির জীবমধ্যে বিজ্ঞান ময় কোষের বিকাশ, এবং ঐ জরায়ুজ জাতির অন্তর্গত মনুষ্য জাতিতেই আনন্দময় কোষের বিকাশ হইয়া থাকে। উক্ত পাঁচ প্রকার জীবের মধ্যে উক্ত পাঁচ কোষের যথাক্রম বিকাশের লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কারণেই কেবল মনুষ্যের মধ্যেই আনন্দের লক্ষণ হাস্য বিদ্যমান আছে। আনন্দের অধিকারী মনুষ্য উন্নত অধিকার প্রাপ্ত হইয়া যোগসাধন দ্বারা পরমানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে। এই যোগসাধন চতুষ্টয় অধিকার ভেদানুসারে সাধকগণকে উপদেশ করা হইয়া থাকে। এই চারিটী মার্গ সনাতন ধর্ম্মোক্ত

উপাসনা কাণ্ডের মূলভিত্তি। এই চারিটী মার্গ কর্ম্ম কাণ্ডের সহায়ক, এবং এই চারিটী মার্গ যথাধিকার সাধককে জ্ঞানোন্নতি প্রদান পূর্ব্বক নিদিধ্যাসনের পরিপাক অবস্থায় উপস্থিত করে। এই সাধন চতুষ্টয় যে প্রকার সাধকের চিরসখা, সেই প্রকার ইহারা ধর্ম্মোপদেশক, আচার্য্য এবং গুরু সম্প্রদায়ের পরম সহায়ক। কাল মাহাত্ম্যে এই সাধন মার্গসমূহের ক্রিয়াসিদ্ধাংশ এবং রহস্যের প্রায় লোপ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সনাতন ধর্ম্মের কল্যাণার্থ এই সাধন চতুষ্টয়ের রহস্য-জ্ঞান এবং ক্রিয়াসিদ্ধাংশের বীজ রক্ষা হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

সনাতন ধর্ম্মের এই সকল অঙ্গের বীজ রক্ষা হওয়া সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তব্য, যাহার দ্বারা সনাতন ধর্ম্মের মহত্ত্বের বিকাশ হইতে পারে, প্রজার মধ্যে ব্রহ্মতেজ, ক্ষাত্রতেজের বীজ রক্ষা হইতে পারে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নষ্ট হইতে না পারে, সতীত্বের তীব্র সংস্কার আর্য্য নারীদিগের মধ্য হইতে বিলুপ্ত হইতে না পারে, আর্য্য প্রজার মধ্যে জ্ঞানশক্তি এবং অর্থশক্তির অস্তিত্ব রক্ষিত হইতে পারে, এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতির লৌকিক অভ্যুদয়ও সাধিত হইতে পারে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ধর্ম্মসমূহের মধ্যে বীর্য্যরক্ষা এবং যথার্থ বিদ্যাপ্রাপ্তি করাই মুখ্য; গৃহস্থ আশ্রমের ধর্ম্ম সকলের মধ্যে পঞ্চ মহাযজ্ঞ সাধন এবং যথাশক্তি সাত্ত্বিক দানে অধিকতর রুচি বৃদ্ধি করা ইহাই মুখ্য ধর্ম্ম; বানপ্রস্থাশ্রম অর্থাৎ যে আশ্রম গৃহস্থাশ্রম এবং সন্ন্যাসাশ্রমের মধ্যবর্ত্তী আশ্রম, তাহাতে পরোপকার ব্রত, কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ এবং নিবৃত্তি সম্বন্ধীয় নিয়ম পালন করা অভ্যুদয়কারী ধর্ম্ম। এবং সন্ন্যাসাশ্রমের ধর্ম্ম সকলের মধ্যে দ্বন্দ্ব রহিত হইয়া অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহের সমতা স্থাপন করা এবং প্রজা-মাত্রের আধ্যাত্মিক উন্নতির নিমিত্ত আত্মোৎসর্গ করা ইহা নিঃশ্রেয়সকারী ধর্ম্ম। শূদ্রদিগের মধ্যে সেবা বুদ্ধি এবং দেশের শিল্পোন্নতি করা প্রশংসনীয় ধর্ম্ম; বৈশ্যদিগের মধ্যে গোধন বৃদ্ধি, কৃষির উন্নতি এবং বাণিজ্য বৃদ্ধির নিমিত্ত ধনো-পার্জ্জন করা প্রধান ধর্ম্ম; ক্ষত্রিয়দিগের নিমিত্ত শারীরিক বল, শৌর্য্য স্বদেশানু-রাগ এবং ঔদার্য্য ইহাই উন্নতি কারী ধর্ম্ম; এবং ব্রাহ্মণ বর্ণের নিমিত্ত বিদ্যা, তপ এবং ত্যাগ, ইহাই নিঃশ্রেয়সকারী ধর্ম্ম। মনুষ্যমাত্রের কর্ত্তব্যসমূহ মধ্যে স্বজাতীয় আচার রক্ষা, স্বদেশোন্নতি, ভাগবৎ ভক্তি এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান বৃদ্ধি বিষয়ে যত্ন করা প্রশংসনীয় ধর্ম্ম। যদিও জ্ঞানবান, সমদর্শী, উদার হৃদয়, এবং ধর্ম্মজ্ঞ সজ্জনদিগের নিকট সমস্ত পৃথিবীর সকল ধর্ম্মমত, সকল ধর্ম্মপন্থা, এবং সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই যথাধিকারে ধর্ম্মরূপী সূর্য্যের জ্যোতির যথাযোগ্য অধিকারী,

কিন্তু ইহাও বিজ্ঞান-সিদ্ধ যে, অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূতরূপী ত্রিবিধ জ্ঞান, এবং ত্রিবিধ শুদ্ধির কারণ স্বতঃপূর্ণ এবং সর্ব্বলোক হিতকর সনাতন ধর্ম্মকেই বলা যাইতে পারে। এই সকল শুভ সন্ধান এবং সিদ্ধান্তের উপর বিচার রাখিয়া মহাসভাগুলের কার্য্য বিস্তার হওয়া উচিত।

কর্ম্ম সাধন।

—:*:*:—

এই সংসার মানবের চির বাসস্থান নহে, ইহা কেবল তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র মাত্র। কেবল কর্ম্ম করিবার জন্যই মানবের এ ক্ষেত্রে আগমন। তাই এ ক্ষেত্রে আসিয়া কেহই নিষ্কর্ম্মাবস্থায় অবস্থান করিতে পারেন না। কাজেই বালক-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী, সবল দুর্ব্বল, সকলকেই কোনও না কোন কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতে হয়। বিশ্ব নিয়ন্তা, এই বিশ্বক্ষেত্ররূপ কর্ম্মক্ষেত্রে, জীবের নিজ নিজ কর্ম্ম সম্পাদনার্থই তাহাদিগকে তত্তৎ কর্ম্মানুযায়ী শক্তি সম্পন্ন করিয়া, তত্তৎ কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া দিয়াছেন। যে যেরূপ কর্ম্মে লিপ্ত হয়, তাহার সেই কর্ম্মসাধিকা শক্তিও ক্রমে তদনুরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বালকের বাল্য ক্রীড়াই কর্ম্ম, কাজেই তাহার শক্তিও ঐরূপ বাল্যক্রীড়া সাধনোপযোগী। এইরূপ কর্ম্মভেদে, কর্ম্মসাধিকা শক্তিও বিভিন্ন প্রকারের দৃষ্টিগোচর হয়। যিনি সাম্রাজ্যাধিপতি, সাম্রাজ্য সংরক্ষণই যাঁহার প্রধান কর্ম্ম, তাঁহার সেই সাম্রাজ্য সংরক্ষণোপযোগিনী কর্ম্ম-সাধিকা শক্তিও ক্রমে তাঁহাতে আসিয়া উপস্থিত হয়।

ঐ যে কৃষক, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডোত্তাপে তাপিত হইয়া, অম্লান বদনে ভূমি কর্ষণে রত আছে, কিছুমাত্র ক্লান্তিবোধ করিতেছে না, কেবল ঐ কর্ম্মসাধিকা শক্তিই তাহার মূলীভূত কারণ। আবার ঐ যে ভোগী, দিব্য ভোগে ভোগান্বিত হইয়া, পর্য্যঙ্কোপরি প্রগাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছেন; ইলেক্‌ট্রিক্‌ফ্যান যাঁহার নিদ্রাজনিত ক্লান্তি হরণে নিয়োজিত, বিলাস ভোগ কর্ম্মে তাঁহার দেহ নিযুক্ত থাকায় পূর্ব্বকথিত কৃষকের কর্ম্মভার বহন তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যাহার যেরূপ কর্ম্ম তাহার সেই কর্ম্ম সাধিকা শক্তিও তদনুরূপ হইয়া থাকে। কেবল অব্যবহার বা অপরিচালন দোষেই সেই শক্তির ক্রমে বিলয় বা অপকর্ষ লাভ হয়। ভূমিতে উর্ব্বরতাশক্তি বিদ্যমান, কিন্তু তাহার কর্ষণাভাব বা কর্ষণোপ-কর্ষতা নিবন্ধনই ঐ শক্তির একবারে বিলয় বা অপকৃষ্টাবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

যাহাতে যে শক্তি বিদ্যমান, তাহার সেই শক্তির পরিচালনা বা অব্যবহার বশতঃই উহার বৃদ্ধি বা হ্রাস হইয়া থাকে। যেমন বিদ্যার্থী কোন একটী বালক, প্রথমতঃ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, বর্ণ যোজনাদি ক্রমে, উত্তরোত্তর মেধা শক্তির সম্যক পরিচালনা দ্বারা কালে বিদ্বান হইতে পারে, তেমনি স্ব শক্তির সম্যক পরিচালনা দ্বারাই পরিণামে সকলে নিয়োজিত কার্য্যে সক্ষম হইতে পারে। অতএব যিনি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত, তাঁহার সেই কার্য্যের অনুশীলনই তৎকার্য্য সাধিকা শক্তির পরিস্ফুরক। বস্তুতঃ অনুশীলন না থাকিলে, কেহ কোন কর্ম্মেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। এই জন্যই যাঁহার প্রতি যে কার্য্যের ভার ন্যস্ত আছে, তাঁহার সেই কার্য্যের সবিশেষ অনুশীলন করা একান্ত কর্ত্তব্য; তাহা হইলেই তিনি, উক্ত কার্য্যে সুফল লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। উদ্যম ও অধ্যবসায়, এই কর্ম্মানুশীলনেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষ। ঐ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন হইলে, সকল প্রকার কর্ম্মানুশীলনই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়া থাকে। এই জন্যই সকল প্রকার কর্ম্মানুশীলনেরই প্রথমে উদ্যম ও পরে অধ্যবসায় অবলম্বন করা আবশ্যক। যিনি উদ্যমশীল ব্যক্তি, তিনিই কেবল "উদ্যোগী পুরুষোলক্ষ্মীমুপৈতি" অর্থাৎ উদ্যোগী পুরুষই লক্ষ্মীকে লাভ করে, এই নীতি বাক্যের সম্পূর্ণ ফল লাভে সক্ষম। তদ্ব্যতীত যাঁহারা উদ্যম হীন, কর্ম্মের গুরুত্বানুভব করিয়াই তৎ কর্ম্ম হইতে একবারে অপসৃত হয়েন, তাঁহারা ঐ বাক্যানুযায়ী ফল লাভে সম্পূর্ণ বঞ্চিত; কাযেই তাঁহাদের সেই কর্ম্মানুশীলনও প্রথমেই ভগ্নপাদাবস্থায় অবস্থিত, এবং চলচ্ছক্তি রহিত হইয়া, একবারে অচলের ন্যায় অচল হইয়া পড়ে, কিছুতেই তাহাকে আর পরিচালিত করিতে পারা যায় না। এই জন্যই একজন কবি, এইরূপ ভগ্নপাদ বিশিষ্ট অর্থাৎ উদ্যমহীন—চলচ্ছক্তি রহিত কর্ম্মানুশীলনের পাদ সংযোজন জন্য, সুদূর পথ গমনে পশ্চাৎ পদ কোন পান্থ জনকে, এবং 'কণ্টক'কীর্ণ পদ্মোত্তলনে ভীতচিত্ত কোন ব্যক্তিকে সম্বোধন পূর্ব্বক, উদ্যমাবলম্বনের উপদেশ প্রদান করত নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে;—

'কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ?
উদ্যম বিহনে কোথা পূরে মনোরথ?
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে?
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে"?

অতএব কর্ম্মের গুরুত্বানুভব করত, তৎ সম্পাদনে পশ্চাৎ পদ না হইয়া, দৃঢ় উদ্যমাবলম্বন পূর্ব্বক, তাহার অনুশীলনে রত হওয়াই সুযুক্তি। সুতরাং দৃঢ়

অধ্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক কর্ম্মানুশীলন দ্বারা, কর্ম্মের সাধন দ্বারা, কর্ম্মের সাধন করা, কর্ম্মী মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

যিনি এই মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রতী হয়েন, তিনিই প্রকৃত কর্ম্ম সাধক; আর যিনি আপন প্রকৃতি-নিয়োজিত কর্ম্মে আপনাকে আজীবন উৎসর্গীকৃত করিয়া রাখিতে পারেন তিনি সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন।

শ্রীতারিণীশঙ্কর বাগচী,
"কৈকুরী শ্রীশ্রীহরিভক্তি প্রদায়িনী সভার"
সম্পাদক।

একটি দরিদ্র-ধনীর গল্প।

—:*:*:*:—

আমি একদিন সন্ধ্যাসময় গঙ্গাতীরে বসিয়া আছি, এমন সময় একটি ফকির আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। সে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "ভিক্ষা-চাই।" আমি বলিলাম "কি ভিক্ষা চাও?" সে বলিল "তোমার কি আছে? সচরাচর রাস্তার ভিক্ষুকের মুখে এমন কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। আমি কিছু ইতস্তত করিয়া বলিলাম "পয়সা চাও কি? দুই চারিটা পয়সা দিতে পারি।" ফকির বলিল—"চুরি ডাকাতি করা পয়সা আমি লইব না। পরের নিকট ভিক্ষা করিয়া পাওয়া পয়সাও আমি লইব না। যাহাতে তোমার পূরা অধিকার, এমন কিছু তোমার আছে কি?" আমি পকেট হইতে একটি সিকি বাহির করিয়া বলিলাম "লও।" সে বলিল "ও যে ডাকাতির পয়সা। তোমার রাইয়তের চক্ষু-জলে ও পয়সা যে, এখনও ভিজা রহিয়াছে।" আমি বলিলাম—"আমি অত্যাচারী জমীদার নহি। প্রজার নিকট উচিত পাওনা খাজানা টাকা লইয়া আমার যাহা কিছু আয়। তুমি নিষ্পাপ অর্থ জানিয়া ইহা অনায়াসে লইতে পার।" সে লোকটি একটু হাসিয়া পরে যাহা আমাকে বলিল তাহার স্থূল মর্ম্ম এই—

মানুষ যখন যেখানে থাকে সেখানের বাতাসে, জলে, রৌদ্রে যেমন তাহার অধিকার, মাটিতেও তেমনিই অধিকার। এই গঙ্গার জল সকলেই উঠাইয়া লই-

ভেছে, তুমি লাঠির জোরে এই ঘাট হইতে লোক তাড়াইয়া বলিতে পার এই ঘাট আমার। তাই বলিয়াই কি গঙ্গা তোমার হইবে? কৃষক একা নিজে পরিশ্রম করিয়া জঙ্গল কাটিয়া শস্য আবাদ করিল, আর তাহার পরিশ্রমের ফল একশত ক্রোশ দূরে বসিয়া তুমি লইয়া বড়লোক। যে পরিশ্রম করিয়া শস্য জন্মাইল, সে স্ত্রী, পুত্র লইয়া আজি দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে, আর তুমি তাহার মুখের গ্রাস হাতে হইতে লইয়া বলিতেছ, এ অর্থ তোমার নিষ্পাপ অর্থ। তুমি টাকার বড়লোক, কিন্তু বেহায়ামিতে তুমি ততোধিক বড়। পরের চক্ষের জলে ভিজে নাই এমন একটা পয়সা তোমার আছে কি? যদি থাকে তবে সেইরূপ একটা পয়সা আমাকে দিবে?

আমি পাগল মনে করিয়া ঘাট হইতে উঠিয়া গৃহে আসিলাম। রাত্রে শুইয়া সেই ফকিরের কথাগুলি মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। অনেক বার আমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার লোহার সিন্দুকে এমন একটি টাকা কি আছে, যাহাতে কাহারো না কাহারো চক্ষের জল কখনও পড়ে নাই? সেই গঙ্গার ঘাটের ফকিরকে দিতে পারি, এমন একটি পয়সাও কি আমার সংসারে নাই? আমার চক্ষে জল আসিল। আমাকে লোকে বড়লোক বলে কেন? আমার মতন দরিদ্র তো আর নাই।

পরদিন সন্ধ্যার সময় আবার সেই গঙ্গাঘাটে সেই ফকিরকে যদি দেখিতে পাই, এই মনে করিয়া তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। যাইয়াই দেখিলাম পূর্ব্বদিন আমি যেখানে বসিয়াছিলাম সেইখানে সেই ফকির বসিয়া আছে। আমি ফকিরের কাছে যাইয়া দাঁড়াইলাম। আমি আমার পদ গৌরব অহঙ্কার দূরে ফেলাইয়া করযোড় করিয়া তাহাকে বলিলাম "আজি আমিই আপনার নিকট ভিক্ষা চাই।"

ফকির বলিল "কি চাও?"

আমি। "গত কল্য আপনি আমার নিকট যাহা চাহিয়াছিলেন। আপনার যাহাতে পূর্ণ অধিকার আছে এমন কিছু সামগ্রী।"

ফকির হাসিয়া বলিলেন—

"বাসনা ত্যাগ কর।"

শ্রীঃ—

কোকিল কূজন বা দুখের গাথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত, ধর্ম্ম প্রচারকের ১৭৯ পৃষ্ঠা হইতে ;)

"রোমের বীরত্ব কথা কেবা নাহি জানে?
গুণগত জাতিভেদ নাহি ছিল রোমে!
তবে কেন রোম হায়,
হইল কাঙ্গাল প্রায়?
"জগত কান্দিয়াছিল রোমের পতনে?
গুণগত জাতিভেদ নাহি ছিল রোমে॥ ১০৫

"কোথা গেল সেকেন্দর মহীতল-পতি?
"সে দেশে ত নাহি ছিল বর্ণের দুর্গতি?
গিরিকের রাজধানী,
কোথায় আথেন্স রাণী?
কালের কবলে হায় তারো হ'ল গতি!
সে দেশে কি জাতিভেদ করিত বসতি? ১০৬

"জাতিভেদ নাহি হয় পতন কারণ,
বরং গুণের সেবা হয় অনুক্ষণ।
ব্রাহ্মণ মানুষ নহে,
গুণেরে ব্রাহ্মণ কহে,
সেই হেতু লোক মুখে শুনি সর্ব্বক্ষণ,
"বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ" শাস্ত্রের বচন॥

"ভৌতিক দেহের নাম নহেরে ব্রাহ্মণ,
ভূতের আশ্রিত সব জীবজন্তুগণ।
ভূতাতীত সেই গুণ,
অতিশয় নিরুপম,"
ভূতের আধারে বটে আছে সর্ব্বক্ষণ।
ভূতাতীত সেই গুণ হয়রে ব্রাহ্মণ॥ ১০৮

"মনের বসতি সদা ভূতের সহিত,
মন হ'তে গুণ সব হয় বিকশিত।
মনের পুষ্টির তরে,
নিতান্ত যতন ক'রে,
করিবে ভূতের তরে সুখাদ্য বিহিত।
নতুবা কুফল তায় হইবে নিশ্চিত॥ ১০৯

"সর্ব্ব ভূত নাহি হয় একই প্রকার,
ভূত মধ্যে শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ হয় অনিবার।
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত-যুত,
ব্রাহ্মণ শরীর ভূত,
ভূত মধ্যে সদা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ তাহার;
জগতে রয়েছে কত দেখ একবার॥ ১১০

"খনিতে সুবর্ণ জন্মে, নহে পরিষ্কার,
অগ্নিদগ্ধ হ'লে হয় সুবর্ণ আকার
মৃত্তিকা মণ্ডিত হীরা,
আপন কুলের ব্রীড়া,
মার্জ্জিত হইয়া ধরি উজ্জ্বল আকার।
নৃপেন্দ্র শিখর দেশ করে অধিকার। ১১১

"ব্রাহ্মণের পুত্র হ'লে হইবে ব্রাহ্মণ,
এ নহে শাস্ত্রের ইচ্ছা অতীব অধম।
ব্রহ্মনিষ্ঠা বিরহিত,
ব্রাহ্মণ কুমার যত,
গুণেতে ব্রাহ্মণ হয়, লভিলে সে ধন,
সবাই হইতে পারে উত্তম ব্রাহ্মণ॥ ১১২

ভেছে, তুমি লাঠির জোরে এই ঘাট হইতে লোক তাড়াইয়া বলিতে পার এই ঘাট আমার। তাই বলিয়াই কি গঙ্গা তোমার হইবে? কৃষক স্বয়ং নিজে পরিশ্রম করিয়া জঙ্গল কাটিয়া শস্য আবাদ করিল, আর তাহার পরিশ্রমের ফল একশত ক্রোশ দূরে বসিয়া তুমি লইয়া বড়লোক। যে পরিশ্রম করিয়া শস্য জন্মাইল, সে স্ত্রী, পুত্র লইয়া আজি দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে, আর তুমি তাহার মুখের গ্রাস হাতে হইতে লইয়া বলিতেছ, এ অর্থ তোমার নিজের অর্থ। তুমি টাকার বড়লোক, কিন্তু বেহায়ামিতে তুমি ততোধিক বড়। পরের চক্ষের জলে ভিজে নাই এমন একটা পয়সা তোমার আছে কি? যদি থাকে তবে সেইরূপ একটা পয়সা আমাকে দিবে?

আমি পাগল মনে করিয়া ঘাট হইতে উঠিয়া গৃহে আসিলাম। রাত্রে শুইয়া সেই ফকিরের কথাগুলি মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। অনেক বার আমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আমার লোহার সিন্দুকে এমন একটি টাকা কি আছে, যাহাতে কাহারো না কাহারো চক্ষের জল কখনও পড়ে নাই? সেই গঙ্গার ঘাটের ফকিরকে দিতে পারি, এমন একটি পয়সাও কি আমার সংসারে নাই? আমার চক্ষে জল আসিল। আমাকে লোকে বড়লোক বলে কেন? আমার মতন দরিদ্র তো আর নাই।

পরদিন সন্ধ্যার সময় আবার সেই গঙ্গাঘাটে সেই ফকিরকে যদি দেখিতে পাই, এই মনে করিয়া তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। যাইয়াই দেখিলাম পূর্ব্বদিন আমি যেখানে বসিয়াছিলাম সেইখানে সেই ফকির বসিয়া আছে। আমি ফকিরের কাছে যাইয়া দাঁড়াইলাম। আমি আমার পদ গৌরব অহঙ্কার দূরে ফেলাইয়া করজোড় করিয়া তাহাকে বলিলাম "আজি আমিই আপনার নিকট ভিক্ষা চাই।"

ফকির বলিল "কি চাও?"

আমি। "গত কল্য আপনি আমার নিকট যাহা চাহিয়াছিলেন। আপনার যাহাতে পূর্ণ অধিকার আছে এমন কিছু সামগ্রী।"

ফকির হাসিয়া বলিলেন—

"বাসনা ত্যাগ কর।"

শ্রী:—

কোকিল কূজন বা দুখের গাথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত, ধর্ম্ম প্রচারকের ১৭৯ পৃষ্ঠা হইতে)

"রোমের গৌরব কথা কেবা নাহি জানে?
গুণগত জাতিভেদ নাহি ছিল রোমে!
তবে কেন রোম হায়,
হইল কাঙ্গাল প্রায়?
"জগত কাঁদিয়াছিল রোমের পতনে?
গুণগত জাতিভেদ নাহি ছিল রোমে॥ ১০৫

"কোথা গেল সেকেন্দর মহীতল-পতি?
"সে দেশে ত নাহি ছিল বর্ণের দুর্গতি?
গিরিকের রাজধানী,
কোথায় আথেন্স রাণী?
কালের কবলে হায় তারো হ'ল গতি!
সে দেশে কি জাতিভেদ করিত বসতি? ১০৬

"জাতিভেদ নাহি হয় পতন কারণ,
বরং গুণের সেবা হয় অনুক্ষণ।
ব্রাহ্মণ মানুষ নহে,
গুণেরে ব্রাহ্মণ কহে,
সেই হেতু লোক মুখে শুনি সর্ব্বক্ষণ,
"বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ" শাস্ত্রের বচন॥

"ভৌতিক দেহের নাম নহেরে ব্রাহ্মণ,
ভূতের আশ্রিত সব জীবজন্তুগণ।
ভূতাতীত সেই গুণ,
অতিশয় নিরুপম,"
ভূতের আধারে বটে আছে সর্ব্বক্ষণ।
ভূতাতীত সেই গুণ হয়রে ব্রাহ্মণ॥ ১০৮

"মনের বসতি সদা ভূতের সহিত,
মন হ'তে গুণ সব হয় বিকশিত।
মনের পুষ্টির তরে,
নিতান্ত যতন ক'রে,
করিবে ভূতের তরে সুখাদ্যাবিহিত।
নতুবা কুফল তায় হইবে নিশ্চিত॥ ১০৯

"সর্ব্ব ভূত নাহি হয় একই প্রকার,
ভূত মধ্যে শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ হয় অনিবার।
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত-যুত,
ব্রাহ্মণ শরীর ভূত,
ভূত মধ্যে সদা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ তাহার;
জগতে রয়েছে কত দেখ একবার॥ ১১০

"খনিতে সুবর্ণ জন্মে, না হয় পরিষ্কার,
অগ্নিদগ্ধ হ'লে হয় সুবর্ণ আকার
মৃত্তিকা মণ্ডিত হীরা,
আপন কুলের ব্রীড়া,
মার্জ্জিত হইয়া ধরি উজ্জ্বল আকার।
নৃপেন্দ্র শিখর দেশ করে অধিকার। ১১১

"ব্রাহ্মণের পুত্র হ'লে হইবে ব্রাহ্মণ,
এ নহে শাস্ত্রের ইচ্ছা অতীব অধম।
ব্রহ্মনিষ্ঠা বিরহিত,
ব্রাহ্মণ কুমার যত,
গুণেতে ব্রাহ্মণ হয়, লভিলে সে ধন,
সবাই হইতে পারে উত্তম ব্রাহ্মণ॥ ১১২

"উৎপত্তি বিবেক হতে হয়েছে নির্ণয়,
বীজ অনুরূপ সদা সন্ততি জন্মায়।
সে হেতু ব্রাহ্মণ সুত,
জন্ম হেতু হয় পূত,
কুকর্ম্মে কখন যদি রত নাহি হয়,
ব্রাহ্মণ পবিত্র সদা, নাহিক সংশয়॥ ১১৩

"পবিত্র পদার্থ সবে করে সমাদর,
তাইত ভারতে ছিল ব্রাহ্মণ আদর।
কুসুমে মধুর আশে,
মধুব্রত ভাল বাসে,
পলাশে বিলাস কভু না করে ভ্রমর,
রত্ন হেতু সাগরের নাম রত্নাকর॥ ১১৪

"পূর্ব্ব নিয়োজিত সব হিন্দুর কল্পনা,
তাই কি হয়েছ সবে একান্ত বিমনা?
সরমে মরিয়া হায়,
হিন্দুত্ব দলিয়া পায়,
কহিছ জীমূত নাদে করিয়া ঘোষণা,
চিন্তাহীন "বুড় বোকা" নাই গবেষণা? ১১৫

"বিকৃত মস্তিষ্ক তোরা চির-পরাধীন,
চক্ষু কর্ণ হস্ত পদ সকলি অধীন,
পর চক্ষে দরশন,
পরের শ্রবণে শোন,
পরের কথায় নাচ পর বাক্যে লীন,
তাইত বলিছ সবে হিন্দু চিন্তা হীন। ১১৬

"এই যে অখিল বিশ্ব যাঁর নিয়োজিত,
সর্ব্বদর্শী তাঁর নাম সকলে বিদিত।
ত্রিকালজ্ঞ ভগবান,
ভূত ভাবী বর্ত্তমান,
সকলি যখন তিনি হন অবগত।
পূর্ব্ব নিয়োজিত সব নহে অসঙ্গত॥ ১১৭

"উর্ব্বশী সদৃশা চীন পরমা রূপসী,
যদিও বয়সে বৃদ্ধা, মুখে মিষ্ট হাসি।
অতুল লাবণ্য তাঁর,
অসীম সাম্রাজ্য আর,
অসংখ্য সন্তানগণ, কিন্তু চীনবাসী।
অহিফেন দাস সবে, তাইত উদাসী। ১১৮

"সেই চীনে সেই দিন হ'ল স্বয়ম্বর,
লাভিতে চীনের পাণি অতি মনোহর।
সুমিষ্ট বলির আশে,
বলিভুক যথা আসে,
এসেছিল কত শত ভীম কলেবর।
জগতের মহারথী অতি ধুরন্ধর॥ ১১৯

"জগত ভাবিল মনে হইবে প্রলয়,
বিধাতার সৃষ্টি নাশ হইবে নিশ্চয়।
দ্রুত বেগে নিরবধি,
বহিবে রক্তের নদী,
মেদিনী হইবে পুন নরমেদ ময়।
অতলের তলে ধরা লইবে আশ্রয়॥ ১২০

"কিন্তু কি হইল তার? সব ফক্কিকার,
বিশ্ব প্রকম্পিত নাদ কোথা এবে আর?
অতীতের কোলে এবে,
শান্তিতে নিদ্রিত সবে,
সকলি জানিত বিধি হবে এ প্রকার।
পূর্ব্ব নিয়োজিত তবে কিরূপে অসার? ১২১

"কিন্তু সে চীনের কথা কহিতবা নয়,
স্মরিতে শরীর হায় কণ্টকিত হয়।
দুখে ক্ষোভে হৃদি ফাটে,
ঘৃণার তরঙ্গ ছোটে,
সাগরের মাঝে হায় সদা ইচ্ছা হয়।
ডুবায়ে ধরায় করি সকলি বিলয়॥ ১২২

জগত হইলে ধ্বংস হইত মঙ্গল,
ডুবিত মানব নাম ডুবিত সকল।
ডুবে যেত আশা হতাশ,
ডুবে যেত দীর্ঘশ্বাস,
ডুবে যেত মানবের নেত্রভরা জল।
ডুবিত পাপের গাথা দুখীর সম্বল॥ ১২৩

"ডুবিত কলঙ্ক কথা মরম বেদনা,
ডুবে যেত পূর্ব্ব স্মৃতি অসহ্য যন্ত্রণা।
ডুবে যেত চন্দ্র সূর্য্য,
দেবতার শৌর্য্য বীর্য্য,
ডুবে যেত বিধাতার সৃষ্টির গরিমা।
ডুবে যেত ধরিত্রীর বিষাদ কালিমা॥ ১২৪

"ধিক্ রে মানব জাতি ধিক্ শত বার!
মানব নামেতে তোরা যত কুলাঙ্গার!
এইকি মানব ধর্ম্ম?
এইকি মানব কর্ম্ম?
মনুষ্যত্ব এর নাম? ওরে দুরাচার!
ধিক্ রে মানব জাতি ধিক্ শতবার! ১২৫

"হে খৃষ্ট দেখেছ তুমি দেখিয়াছে ধরা,
ত্রিদিব নিবাসী দেব দেখিয়াছে তারা।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহগণ,
করিয়াছে দরশন,
দেখেছে সকল প্রাণী, প্রাণহীন যারা,
পর্ব্বত সমুদ্র আদি দেখিয়াছে তারা॥ ১২৬

"সেই দৃশ্য ভয়ঙ্কর বিভীষিকা ময়,
স্মরিতে হৃদয় ফাটে প্রাণ দগ্ধ হয়।
সেই দিন চীন দেশে,
মানব পিশাচ বেশে,
করিল যেরূপ হায় পাপ অভিনয়।
দেখেছ সবায় তায় দেখেছ নিশ্চয়॥ ১২৭

"অবলা নারীর প্রতি কত অত্যাচার,
বালিকা তরুণী বৃদ্ধা, কি কহিব আর?
ভীম পৈশাচিক ভাবে,
হায় রে মানব সবে,
কিরূপ করিতে আহা পশু ব্যবহার!
পশুও করে না বুঝি হেন অত্যাচার! ১২৭

"স্বধর্ম্ম রাক্ষিতে হায় চীন-নারীগণ,
অই দেখ নিজ হস্তে করিছে ছেদন।
আপন বালিকা গণে,
পরে নিজ প্রাণ দানে,
ঘুচাইছে মরমের বিষম বেদন।
রক্ষিছে পবিত্র ধর্ম্ম সতীত্ব রতন॥ ১২৮

"অই দেখ অগ্নিকুণ্ড অতি ভয়ঙ্কর!
খাণ্ডব দহন কালে যথা বৈশ্বানর!
চীনের রমণীগণ,
রক্ষিতে সতীত্ব ধন,
পশিল অনল মাঝে, দেখিল অমর।
মানব ধার্ম্মিক নহে, নিতান্ত পামর॥ ১২৯

"জলধির জলে দিয়ে আত্ম বলিদান,
কেহবা কূপের গর্ভে সঁপিয়া পরাণ।
অবলা রমণী গণ,
রাখেন সতীত্ব ধন,
দুন্দুভি বাজিল স্বর্গে, গর্জ্জিল বিমান।
মানব মানব নহে দানব প্রধান॥ ১৩০

"সবল পুরুষ হয়ে অবলার প্রতি,
এইরূপ অত্যাচার? অহো কি দুর্ম্মতি!
মানব কলঙ্ক তোরা,
মদমত্তে দিশা হারা,
বিধাতা বিমুখ সবে, কুপথেতে গতি;
রক্ষকে ভক্ষক ভাব অসঙ্গত অতি॥ ১৩১

"তোদেরো দুহিতা আছে তোদেরো জননি
তোদেরো দুহিতা আছে তোদেরো ভগিনী,
ভেবে দেখ এক বার,
যদি কেহ অত্যাচার,
করিলে এরূপ তোরা করিলি যেমনি।
সহিবে পরাণে তাহা দুষ্টশিরোমণি? ৩২

রমণীকুলের তোরা সকলি সন্তান,
নাশিয়া রমণীধর্ম্ম করি অপমান।
আপন জননী কুলে,
ভাল দাগ সবে দিলে,
ভাল কীর্ত্তি প্রকাশিলে নর-অকল্যাণ,
এইকি মানব ধর্ম্ম পশুর সমান? ৩৩
ক্রমশঃ—
শ্রীঃ—

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে প্রস্তাব।

(মাননীয় জষ্টিস শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম এ, বি এল,
মহাশয় দ্বারা লিখিত।)

অধুনা স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নূতন আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই উহার অভাব অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন। পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর একাঙ্গ অবশ হইলে যেমন সমস্ত শরীর অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠে, আমাদের সমাজ শরীরও স্ত্রী-শিক্ষার অভাবে তেমনি ব্যবহারাক্ষম হইয়া আছে; পুরুষের সুশিক্ষাও কোন কাজে লাগিতেছে না। কারণ স্ত্রী ও পুরুষ, উভয় লইয়াই সমাজ—কাহাকেও বাদ দিবার উপায় নাই। কিন্তু স্ত্রী ও পুরুষের কার্য্যক্ষেত্র ও কর্ত্তব্য সীমা স্বতন্ত্র বলিয়া উভয়ের শিক্ষা প্রণালীও বিভিন্ন হওয়া আবশ্যক। যাহাতে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নামের যোগ্য হয়, যে উপায়ে বালিকাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া উপযুক্ত রূপে কার্য্যে পরিণত হইবার উপযোগী হয়, যাহাতে বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা তাহার সঙ্কীর্ণ গতি ছাড়াইয়া সমুদায় সমাজে ব্যাপ্তি লাভ করে ও অন্তঃপুরবর্ত্তী স্ত্রীলোকদিগেরও সুশিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্দেশ করা এক্ষণে একান্ত আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশে স্ত্রীশিক্ষার যে অভাব আয়োজন ও অনুষ্ঠান আছে, তাহা আশানুরূপ ফলদান করিতেছে না। তাহার কারণ প্রথমতঃ সেগুলি সামান্য ও সঙ্কীর্ণ; সমস্ত সমাজকে নিয়মিত করিবার পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত। দ্বিতীয়তঃ সম্প্রদায় বিশেষের অনুকূলে হইলেও বিস্তৃত হিন্দুসমাজের সংস্কার সাধন পক্ষে কোনমতেই যথেষ্ট নহে। তৃতীয়তঃ অধিকাংশ স্থলেই সেগুলি সুশিক্ষার উপায় না হইয়া পরন্ত অশিক্ষা বা কুশিক্ষারই হেতুভূত। এই সকল কারণে শিক্ষা স্রোতহীন শৈবালাক্রান্ত বদ্ধ জলাশয়ের ন্যায় সাধারণের ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া রহিয়াছে।

আমাদের দেশে পূর্ব্বে স্ত্রী শিক্ষার যে সকল সহজ উপায় ছিল, তাহা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। কীর্ত্তন, কথকতা, পুরাণপাঠ, ভাগবৎ ব্যাখ্যা, যাত্রা, পাঁচালি, ব্রতাদি পালন প্রভৃতি যে সকল উৎকৃষ্ট উপায়ে সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা শিক্ষার অবকাশ পাইতেন, তাহা লুপ্তপ্রায়, তৎপরিবর্ত্তে এক্ষণে সাধারণতঃ থিয়েটার গমন ও নভেল পাঠ শিক্ষার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। রন্ধন, আলিম্পন, গুরুজনের সেবা, রোগীর শুশ্রূষা, অতিথিসৎকার, প্রভৃতি হিন্দুরমণীর নিত্য ও নৈমিত্তিক গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য সকল এক্ষণে অনেক পরিমাণে অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ত্যাগ স্বীকার ও কষ্ট সহিষ্ণুতার স্থলে এক্ষণে সচরাচর বিলাস বাহুল্যই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

অবরোধ প্রথা অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের লজ্জা ও বিনয় রক্ষণ পক্ষে সমধিক উপযোগী বলিয়া হিন্দু সমাজে উহা এতাবৎকাল প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। সম্প্রদায় বিশেষ আজকালকার পাশ্চাত্য প্রথানুযায়ী শিক্ষার পক্ষপাতী হইলেও সাধারণে ইহার প্রতিকূল; ফলে স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া সঙ্কীর্ণ সীমানায় আবদ্ধ আছে। যাহাতে অবরোধ প্রথা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্ত্রীশিক্ষা বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে সহজেই স্ত্রীশিক্ষা হিন্দুসমাজে বিস্তৃতি লাভ করিতে সক্ষম হইতে পারে। দেশে বালিকাদের শিক্ষার জন্য যে কয়েকটী বিদ্যালয় আছে, তাহাতে পুরুষ শিক্ষকে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। যে সকল অভিভাবক বালিকাদিগকে তথায় শিক্ষার্থ পাঠাইয়া থাকেন, তাঁহাদের অধিকাংশই ৩।৪ বৎসরমাত্র বালিকাদের তথায় রাখিয়া শিক্ষাকার্য্য সমাপ্ত করেন। কারণ এ দেশে সচরাচর ১২ বৎসরের পূর্ব্বে মেয়েদের বিবাহ হয়, সুতরাং বিদ্যালয় শিক্ষা তৎপূর্ব্বেই বাধ্য হইয়া বন্ধ করিতে হয়। যাহাতে এই শিক্ষা উপযুক্ত কাল পর্য্যন্ত চলিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে, শিক্ষকের স্থানে ঐরূপ শিক্ষয়িত্রীর ব্যবস্থা করিতে হয়, যাঁহারা গৃহে গৃহে গিয়াও অন্ততঃ শিক্ষার্থিনীদের শিক্ষা ব্যবস্থা করিতে পারেন। ইহা কার্য্যে পরিণত হইলে খৃষ্টান বা ব্রাহ্ম মিশনারিদিগের অপেক্ষা সুন্দরতর উপায়ে শিক্ষার সুব্যবস্থা হইতে পারে, অথচ শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভের আপত্তির কারণও অন্তর্হিত হয়। এমন কি ইংলণ্ড প্রভৃতি সুসভ্য দেশেও শিক্ষয়িত্রী দ্বারা বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান করা হইয়া থাকে; উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে পুরুষ অধ্যাপকে কোন কোন বিষয়ে অধ্যাপনা করেন মাত্র।

এই শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করণই সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজনীয় কার্য্য। উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী পাইলে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা ব্যাপার অনেক পরিমাণে সহজসাধ্য হইয়া আইসে এবং অতি অল্প আয়াসেই স্ত্রীশিক্ষা সমস্ত হিন্দুসমাজে পরিব্যাপ্ত হইতে পারে। এমন একটি স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী পাঠশালা স্থাপন করা উচিত, যাহাতে অনাথা বিধবা বর্ষীয়সী ও উচ্চবংশীয় স্ত্রীলোকগণ উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া শিক্ষাদানের উপযুক্ত হইতে পারেন। তাহা হইলে একই উপায়ে তাঁহাদের নিজেদের সদুপায়ে ভরণ পোষণের ব্যবস্থা ও শিক্ষার্থিনী দিগেরও সুশিক্ষার ব্যবস্থা উভয়ই সংসাধিত হইতে পারে। অবশ্য এই সকল শিক্ষার মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের সনাতন

প্রথানুযায়ি যাবতীয় সুশিক্ষার ব্যবস্থা থাকে, যাহাতে তাঁহারা গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালনে অধিকতর উপযোগিনী হইতে পারেন, যাহাতে সন্তানের শিক্ষাকার্য্যে অধিকতর উপযুক্তা হইতে পারেন, এবং একাধারে গৃহিণী ও মাতৃপদ অধিকার করিয়া হিন্দুসমাজ ও হিন্দুগৃহকে কল্যাণে ও পবিত্রতায় মণ্ডিত করিয়া তুলিতে পারেন।

সাহিত্য, ললিতকলা, অল্পাধিক ইতিহাস ও ভূগোল, বিজ্ঞান, সামান্য কার্য্য চালাইবার উপযুক্ত অঙ্কশাস্ত্র, সীবন, অলিম্পন, রন্ধন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় শিক্ষা সকল যাহাতে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার পথে সাহায্য করিতে পারে এবং সর্ব্বোপরি নৈতিকশিক্ষার এমন সুব্যবস্থা থাকে যাহাতে তাঁহারা আর্য্য ঋষিগণের বিধিবর্ণিত গৌরবময়ি আর্য্য নারীর মহিমা লাভের উপযুক্ত শিক্ষালাভে বঞ্চিত না হন।

এই সকল অভাব কিয়ৎ পরিমাণে মোচন করিবার নিমিত্ত একটি নির্দ্দিষ্ট উপায় অদ্য শিক্ষিত সুধিগণের সম্মুখে আমরা উপস্থাপিত করিতেছি, সুবিচার পূর্ব্বক সকলে এই পথটিকে গন্তব্য পথে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করুন।

(ক) পুণ্যতীর্থ কাশীধামে (১) কাশী বিধবাশ্রম—যেখানে আশ্রয়হীনা কুলকামিনীগণের নিমিত্ত আশ্রয় স্থান, ভোজন স্থান এবং সৎশিক্ষা প্রাপ্তির ব্যবস্থা থাকিবে, এই সকল রমণীর মধ্য হইতে যাঁহারা উপযুক্ত শিক্ষাগ্রহণ করিতে পারিবেন, তাঁহারাই শিক্ষায়িত্রী হইয়া সমাজ উন্নতি, স্ত্রীশিক্ষা এবং ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারিবেন। (২) কাশী বিধবাশ্রম ও শিক্ষয়িত্রীশালা আশ্রম নামে একটী বিধবা পালন ও স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী পাঠশালা স্থাপিত হইবে, যাহাতে দরিদ্র বিধবা ও অনাথা বর্ষীয়সী সদ্বংশজা রমণীরা শিক্ষাদানের উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিবেন।

(খ) বিশুদ্ধ হিন্দুভাব ও সনাতনধর্ম্মের আদর্শ ইহাতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইবে। এবং কেবল স্ত্রী উপযোগী শিক্ষাই দেওয়া হইবে।

(গ) শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের পৃষ্ঠপোষকতায় ইহার স্থাপনা হইবে। হিন্দুজাতির বিরাট ধর্ম্মসভা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান কর্ত্তৃপক্ষগণ এই ধর্ম্ম কার্য্যের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব উক্ত মহামণ্ডলের পৃষ্ঠপোষকতায় ইহার স্থাপনা হইবে।

(ঘ) ইহার সম্পাদকের নাম পরে প্রকাশিত হইবে।

(ঙ) এই আশ্রমের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ লইয়া পরিদর্শক সমিতি (কার্য্য আরম্ভ হইলে এই সমিতি গঠিত হইবে) অর্থাৎ একটী Central Committee নির্ব্বাচিত হইবে, এবং কাশীতে উক্ত আশ্রম পরিদর্শনার্থ একটী Sub Committee নির্ব্বাচিত হইবে।

(চ) সাহিত্য, অঙ্ক, ইতিহাস, ও আদর্শ জীবনী, ভূগোল বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা, সীবন আলিম্পন রন্ধন, পৌরাণিক ইতিবৃত্ত, নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা ব্রতাদিপালন শিক্ষা প্রভৃতি শিক্ষার বিষয়।

সাবিত্রী, সীতা, অরুন্ধতী, মৈত্রেয়ী, গার্গী, খনা, লীলাবতী, প্রভৃতির যে দেশে জন্ম, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ" যে দেশের বাক্য, সে দেশের বালিকাগণ কি সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবেন না এবং দেশের অভিভাবক ও মুখপাত্রগণ কি সে আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে নিষ্ঠার সহিত সচেষ্ট হইবেন না ?

কমিটীর অধিবেশন।

—:•:×:•:—

বিগত ২০শে মার্চ্চ মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ে মহামণ্ডলের কার্য্যনির্ব্বাহিকা সভার একটী অধিবেশন হয়। তাহাতে নিম্ন লিখিত কার্য্যগুলি সম্পন্ন এবং মন্তব্যগুলি অবধারিত হইয়াছে।

১। সর্ব্বসম্মতিক্রমে রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর তাহিরপুর, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিশ্চয় হয় যে, নিম্ন লিখিত যে মন্তব্যগুলি শ্রীযুক্ত প্রধান সভাপতির সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহা কমিটি স্বীকার করিতেছেন। ইহাও উচিত বিবেচিত হইতেছে যে, ইহা মুদ্রিত করিয়া সকল প্রতিনিধি মহাশয়দিগকে বিদিত করা হইবে। যদি তাঁহাদিগের বিশেষ প্রতিকূল মত না হয়, তবে যথাবিহিত নিয়ম অথবা উপনিয়মানুসারে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

(ক) মহামণ্ডলের সুব্যবস্থা এবং প্রান্তীয় শক্তি সুরক্ষা করিবার নিমিত্ত এরূপ নিয়ম হওয়া উচিত যে, প্রান্তীয় মণ্ডলসমূহের অধ্যক্ষ এবং সহকারী অধ্যক্ষ পরিবর্ত্তিত হইবার সময় মহামণ্ডলের প্রধান সভাপতি মহাশয়ের সম্মতিক্রমে উক্ত পদধারীদিগের নির্ব্বাচন হইবে।

(খ) যখন এরূপ নিয়ম হইয়া গিয়াছে যে, সংরক্ষক সভ্য এবং প্রতিনিধি সভ্যের সহিত ব্যবস্থাপক সভ্য এবং সহায়ক সভ্যদিগের মধ্য হইতেও মহামণ্ডল প্রবন্ধকারিণী সভার সভ্য নির্ব্বাচিত করিতে পারা যায়, এবং এই নিয়ম কার্য্যেও পরিণত হইতেছে, তখন এরূপ বিচার রাখা উচিত যে, সনাতন ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা মহাশয়গণও মহামণ্ডল প্রবন্ধকারিণী সভার সভ্য হইতে পারিবেন।

(গ) শ্রীযুক্ত প্রধান সভাপতি মহাশয়ের সম্মতি গ্রহণের পর ইহা স্থির হইয়াছে যে, মহামণ্ডলের সকলগুলি মুখপত্রই প্রধান কার্য্যালয়ের দ্বারা প্রকাশিত হইবে।

(ঘ) শ্রীকাশীপুরীতে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয় অবস্থিত। ইহা অতি পুণ্যক্ষেত্র; বিশেষতঃ এখানে দীন দুঃখী অনাথা বিধবা প্রভৃতির সংখ্যাও অধিক। এই নিমিত্ত প্রধান প্রধান সভ্য মহাশয়দিগের সম্মতি অনুসারে ইহা স্থির হইয়াছে যে, মহামণ্ডলের সংরক্ষকতায় কাশী প্রধান কার্য্যালয়ে "শ্রীবিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা দান ভাণ্ডার" নামে একটী ভাণ্ডার স্থাপিত হউক। উহার ধন, ব্যাঙ্ক অব্ বেনারস লিমিটেডে রাখা হউক. এবং উহার কার্য্যকর্ত্তা প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয় থাকুন। এই ভাণ্ডার শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সংরক্ষকতায় বুঝিতে হইবে। ইহার দাতৃগণের নাম এবং নিয়মিত হিসাব মহামণ্ডলের মুখপত্রসমূহে প্রকাশিত করা হইবে। সহায়তা প্রদান করিবার ভার প্রধান সভাপতির পরামর্শ এবং প্রধানাধ্যক্ষের উপর নির্ভর থাকুক। এই ভাণ্ডার দ্বারা অনাথ পালন, বিধবা পালন, রোগী সেবা, দরিদ্রের দুঃখ নিবারণ, বিদ্যার্থীদিগের ভোজন,বস্ত্রাদি দানাদি ধর্ম্ম কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে। এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত বেনারস ব্যাঙ্ক লিমিটেডে থাকিবে, এবং তাহার অধিক টাকা আসিলে তাহা মহামণ্ডলের ব্যবস্থানুসারে শ্রীযুক্ত প্রধান সভাপতি মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হইবে। কিন্তু ৫০০৲ টাকা হইতে প্রেরিত হইবে না।

(ঙ) শ্রীমহামণ্ডল পুস্তক প্রকাশ সমিতি লিমিটেড নামে একটী অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে উক্ত সমিতির কার্য্যে মহামণ্ডলের পূর্ণ সহানুভূতি আছে। এই নিমিত্ত শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রতি উক্ত সমিতির সংরক্ষণ ভার প্রদান করা হউক। যতদূর সম্ভব, মহামণ্ডলের সভ্য মহোদয়দিগের এই কার্য্যে সহায়তা করা উচিত।

(৩) শ্রীস্বামী জ্ঞানানন্দজী মহারাজ আপনার সমস্ত পুস্তক এবং গ্রন্থের সর্ত্ত শ্রীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দান ভাণ্ডারে প্রদান করিয়াছেন, এই নিমিত্ত স্বামীজী মহারাজকে ধন্যবাদ প্রদান করা হউক।

(৪) আফগানিস্থানের অধিপতি শ্রীযুক্ত আমির মহোদয়কে ধন্যবাদ পত্র দিবার বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনাদি সমস্ত কাগজ পত্র পাঠ করিবার পর স্থির হইল যে, পুনরায় ধন্যবাদ পত্র প্রেরণ করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের সহিত পত্র ব্যবহার করা হউক।

(৫) এবিষয়ে যত্নকরা হউক, যে চতুর্থাশ্রমী সাধুগণও মহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে আপনাদিগের ভ্রমণ সময়ে যথাশক্তি সহায়তা প্রদান করেন। যে সকল সাধু মহাত্মাকে

এই কার্য্যের উপযুক্ত বুঝিতে পারা যাইবে এবং এরূপ লোকহিতকর ধর্ম্মকার্য্যে তৎপর হইতে পারিবেন, তাঁহাদিগের ভ্রমণ ব্যয় এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় ব্যয়ের নিমিত্ত সহায়তা প্রদান করিবার নিয়ম করা হউক।

(৬) গত ১৯০৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর ত্রিপুরা শ্রীমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ের সহায়তার নিমিত্ত নগদ ১০০০৲ এক হাজার টাকা ও মাসিক ১০৲ টাকা দিবার দানপত্র প্রদান করিয়াছেন, এই কার্য্যের নিমিত্ত মহারাজা বাহাদুরকে অনেকানেক ধন্যবাদ প্রদান করা হউক।

(৭) করপর্গাও নিবাসিনী শ্রীমতী ভগবতী দেবী মহাশয়া স্বীয় ধর্ম্মবুদ্ধি বশতঃ মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ের নিমিত্ত বিগত ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে বার্ষিক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা দিবার একখানি দান পত্র প্রদান করিয়াছেন। এই কার্য্যের নিমিত্ত রাণী সাহেবাকে অনেকানেক ধন্যবাদ প্রদান করা হউক। ধর্ম্মানুরাগিণী অন্যান্য কুল কামিনী-নিমিত্ত শ্রীমতীর এই দান আদর্শ হওয়া উচিত।

(৮) সংস্কৃত বিদ্যালয় সমূহ হইতে প্রাপ্ত কয়েকখানি নিয়মপত্র পাঠ করা হইবার পর স্থির হইল যে দ্বারবঙ্গ পাঠশালার যে কমিটি স্থির হইয়াছে, নিয়মপত্রগুলি সেই কমিটীতে প্রেরিত হউক এবং শীঘ্র ঐ গুলি প্রত্যাবর্ত্তনের নিমিত্ত লেখা হউক।

(৯) বৃন্দাবন অনাথালয়ের রিপোর্ট পাঠ করা হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে আপাততঃ প্রধান কার্য্যালয় হইতে শ্রীব্রহ্মাবর্ত্তমণ্ডলের দ্বারা মাসিক ৫৲ টাকা করিয়া পাঠান হউক। উন্নতি হইলে অধিক দিবার বিচার করা হইবে।

(১০) কাশীস্থ মহাকালী পাঠশালা সম্বন্ধে সহকারী অধ্যক্ষ মহাশয়ের রিপোর্ট পাঠ করা হইবার পর স্থির হইল যে যদি মহাকালী পাঠশালার সুব্যবস্থা হয় এবং উহার ভার যদি কোন যোগ্য কমিটী আপন হস্তে গ্রহণ করেন তবে মহামণ্ডল হইতে মাসিক ৫৲ টাকা সাহায্য করা যাইতে পারে।

(১১) গুরুমণ্ডল সম্বন্ধীয় কাগজ পত্র পাঠ করা হইলে স্থির হইল যে সমস্ত আচার্য্যদিগের সম্মতি আইসে নাই। অতএব পুনরায় পত্র ব্যবহার করা হউক।

(১২) শ্রীযুক্ত পণ্ডিতগণেশ দীক্ষিতের রেলগাড়ীতে হিন্দু যাত্রীদিগের ক্লেশনিবারণ বিষয়ক কাগজ পত্র পাঠকরা হইবার পর স্থির হইল যে সমস্ত শাখা সভায় সংক্ষিপ্ত বিবরণের সহিত উক্ত কাগজের প্রতিলিপি প্রেরিত হইবে।

(১৩) বাবু জগদম্বা প্রসাদ ওরফে আবদুল আজিজের পত্রের উপর স্থির হইল যে এই কমিটী তাহার বিষয়ে কিছুই বিচার করিতে পারেন না।

(১৪) ধর্ম্মপ্রচারকের উন্নতি সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয়কে আজ্ঞা দেওয়া হউক যে তিনি শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর তাহিরপুরের আজ্ঞা ও পরামর্শানুসারে উহার উন্নতি বিষয়ে তৎপর হন। এবং শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর যদি প্রতি মাসে বাহির হইতে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদি আনাইবার ব্যবস্থা করেন তবে তাহার নিমিত্ত আবশ্যকীয় বন্দোবস্ত করা হউক।

(১৫) স্থির হইল যে আগামী রবিবার মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত প্রধানাধ্যক্ষজী মহারাজ নাগোয়া শ্রীগোবিন্দ সাঙ্গ বেদবিদ্যালয় দর্শনার্থ গমন করিবেন এবং শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর তাহিরপুর, শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী এবং শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী যে পণ্ডিতকে মনোনীত করিবেন তাঁহাকে ঐ বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করা হইবে। উহাতে মাসিক ১৫৲ টাকা মহামণ্ডল হইতে সাহায্য করা হইবে এবং শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর তাহিরপুর স্বয়ং মাসিক ৫৲ টাকা সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইতেছেন। পণ্ডিতের মাসিক বৃত্তি প্রধান কার্য্যালয়ের দ্বারা দেওয়া হইবে।

(১৬) দ্বারবঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ রায়বাহাদুর গঙ্গাপ্রসাদ সিংহ মহোদয়ের স্বর্গবাস হইয়াছে। তিনি মহামণ্ডলের একজন বিশেষ সহায়তা দাতা এবং ধর্ম্মোৎসাহী প্রতিনিধি ছিলেন। কমিটী তাঁহার বিয়োগ জনিত শোক প্রকাশ করিতেছেন। এই বিষয়ের সহানুভূতি বিষয়ক পত্র তাঁহার পুত্রদিগের নিকট প্রেরিত হউক।

(১৭) শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর জামনগরের পত্র যাহা মহামণ্ডলের ধন্যবাদপত্রের উত্তরে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, তাহা পাঠকরা হইল এবং তজ্জন্য হর্ষ প্রকাশ করা হইল।

শোক সংবাদ।

আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের কার্য্যাধ্যক্ষ জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বৃদ্ধ পিতা মাতা এবং আত্মীয় স্বজনবর্গকে শোক সাগরে ভাসাইয়া নিতান্ত অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। জীবনকৃষ্ণের বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বর্ষের অধিক হয় নাই। কিন্তু এই অল্প বয়সেই তিনি উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন এবং বিশেষ কর্ম্ম কুশল হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহার উপর তিনি অতিশয় সরল প্রকৃতি বিশিষ্ট, বিনয়ী, ধার্ম্মিক এবং অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। দেশহিতকর যে কোন কার্য্যে জীবন কৃষ্ণের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহারই বিশেষ যত্ন এবং চেষ্টায় শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডল ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছিল। পরিশ্রমের নিমিত্ত তিনি কখনও মহামণ্ডলের নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং তাঁহার অভাবে যে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল, ইহা বলাই বাহুল্য। জীবন কৃষ্ণের দ্বারা দেশের বহু উন্নতিকর কার্য্য সাধিত হইবে আমরা এরূপ আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমাদিগের সমস্ত আশাই বিফল হইল। "জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যু" হইলেও এরূপ একজন উপযুক্ত, ধর্ম্মপ্রাণ, সুশিক্ষিত, স্বদেশ হিতৈষী, সর্ব্বগুণসম্পন্ন যুবকের অকাল মৃত্যু যে দেশের বড়ই দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক, তাহার আর সন্দেহ নাই। আমরা জীবন কৃষ্ণের স্বর্গীয় আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

বর্ত্তমান চৈত্রমাসেই চৌথাম্বার রইস বাবু রাধাকৃষ্ণ দাস মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। বাবু রাধাকৃষ্ণ দাস শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের একজন সংরক্ষক এবং প্রবন্ধ কারিণী সভার একজন সভ্য ছিলেন। মহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্য সমূহে তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল এবং বহু আবশ্যকীয় বিষয়ের উপর উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করিয়া অনেক সময়েই বিশেষ সাহায্য করিতেন। সুতরাং তাঁহার অভাব যে মহামণ্ডলের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হইল.তাহার সন্দেহ নাই। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি স্বর্গীয় বাবু রাধাকৃষ্ণ দাস মহাশয়ের আত্মা চির শান্তি লাভ করুন।

বাবু রাধাকৃষ্ণ দাসের পরলোক গমনের কিছু পূর্ব্বেই দ্বারবঙ্গের জমিদার রায়বাহাদুর গঙ্গাপ্রসাদ সিংহ মহাশয়ও বিগত ফাল্গুন মাসের শুক্লত্রয়োদশীতে গঙ্গালাভ করিয়াছেন। রায়বাহাদুর দুইমাস পূর্ব্ব হইতে গঙ্গাতীরে বাস করিয়াছিলেন। তথায় তিনি যজ্ঞাদি কার্য্য ব্রাহ্মণদিগকে গোদানাদি বহু পুণ্যকার্য্য সম্পন্ন করেন। দ্বারবঙ্গের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় এবৎসর রায়বাহাদুর সহস্র সহস্র দুর্ভিক্ষ পীড়িত বিভুক্ষিত হিন্দু মুসলমানকে অন্নদান করিয়াছিলেন। পরলোকগত রায়বাহাদুর মহামণ্ডলের একজন অকৃত্রিম পৃষ্ঠপোষক এবং সহায়ক ছিলেন। সুতরাং তাঁহার পরলোক প্রাপ্তিতে মহামণ্ডল একজন অকৃত্রিম মিত্র হইতে বঞ্চিত হইল। ভগবান তাঁহার আত্মার মঙ্গল করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। আমরা আশাকরি পরলোকগত রায়বাহাদুরের উপযুক্ত পুত্রগণ পিতার সুনাম এবং তাঁহাদিগের পিতার ন্যায় মহামণ্ডলের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া পিতৃগৌরব রক্ষা করিবেন।

এতদ্ব্যতীত রাজা বাহাদুর থয়রা, মহারাজা বাহাদুর শোনবর্ষা, মহারাজা বাহাদুর কাশিম বাজারের মহারাজকুমার এবং পণ্ডিত মাধব প্রসাদ মিশ্রের পরলোক প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। বলা বাহুল্য সকলেই মহামণ্ডলের অকৃত্রিম হিতৈষী এবং সহায়ক প্রতিনিধি ছিলেন। ইঁহাদিগের অভাবে যে, মহামণ্ডলের বিশেষ ক্ষতি হইল তাহা মহামণ্ডলের হিতৈষী মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। ইহাতে স্পষ্টই অনুমান করা যাইতে পারে যে, এবৎসর মহামণ্ডলের বড়ই দুর্ব্বৎসর। কারণ অতি অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীমহামণ্ডলের অনেকগুলি প্রকৃত হিতৈষীর অভাব হইল।

মহামণ্ডল সংবাদ।

—:০:—

পাশ্চাত্য প্রদেশসমূহ মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতির সহিত কি রাজনীতি, কি সাহিত্য, কি ব্যবসায়, সকল বিষয়ে যে কিরূপ উন্নতি করিয়াছেন, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষে সাহিত্য এবং ব্যবসায়াদি দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেও আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছেনা। ইহার

এক মাত্র কারণ পাশ্চাত্য প্রদেশসমূহের ন্যায় সাহিত্য এবং ব্যবসায়ের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতির প্রতি এখনও পর্য্যন্ত ভারতবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। ব্যবসায়ের প্রধান সহায়, সময়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশ এবং সাহিত্য ক্ষেত্রের একমাত্র অবলম্বন বহু পরিমাণে উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রচার—এই উভয় কার্য্যই মুদ্রাযন্ত্রের বিশৃঙ্খলা বশতঃ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। বিশেষতঃ ভারতের মুদ্রণ কার্য্য পাশ্চাত্য দেশসমূহ অপেক্ষা বহু ব্যয়সাধ্য, অথচ শোচনীয় রূপে জঘন্য। এই নিমিত্ত প্রায়ই এখানকার ব্যবসায়ে ক্ষতি এবং সাহিত্যজীবিদিগের দুর্দ্দশা দেখিতে পাওয়া যায়। দেশের এই চির অভাব দূর করিবার নিমিত্ত শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ইহার সংরক্ষক ও সহায়ক ভারতের স্বাধীন নৃপতিবর্গ ও রাজা মহারাজা ও জমিদারদিগের উৎসাহ এবং সাহায্যে দুইলক্ষ টাকা মূলধনে সম্ভূয়-সমুত্থান প্রথায় (Joint Stock Company) কাশীধামে শ্রীমহামণ্ডল শাস্ত্রপ্রকাশ সমিতি লিমিটেড নামক একটী সমিতি স্থাপিত হইতেছে। ইহার প্রত্যেক অংশের মূল্য ২৫৲ টাকা, এবং ৮ হাজার অংশে বিভক্ত। শীঘ্রই ইহার কার্য্যারম্ভ হইবে। সমিতি হইতে যে অনুষ্ঠান পত্র (Prospectus) বঙ্গ ভাষায় সাধারণের অবগতির নিমিত্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ধর্ম্ম-প্রচারকের ক্রোড়পত্র রূপে প্রদত্ত হইল। এবং মহামণ্ডল সমিতিতে যাহা স্থির হইয়াছে, স্থানান্তরে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলেই সকলে ইহার উদ্দেশ্য এবং কার্য্য প্রণালীর বিষয় অবগত হইতে পারিবেন। আশা করি সমিতি শীঘ্রই কার্য্যারম্ভ করিয়া এবং সাধারণে সমিতির কার্য্যে যোগদান পূর্ব্বক দেশের একটী প্রধান অভাব দূর করিবেন।

৺কাশীধামে বহু সংখ্যক অন্নসত্র প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও অনাথা ও বিধবাদিগের সহায়তার নিমিত্ত এখানে কোনও ব্যবস্থা নাই। ইহাতে অনাথ, অক্ষম, দীনহীন কাঙ্গালিনী ও সহায় সম্পত্তিহীনা বিধবাদিগকে সময়ে সময়ে যে কিরূপ বিপদে পড়িতে হয়, তাহা প্রকাশ করা অপেক্ষা অনুমান করাই সহজ। দুর্ভাগ্যক্রমে এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। আমরা বড়ই আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের কর্ত্তৃপক্ষগণ কাশীর অনাথ ও অনাথিনীদিগের এই চিরকষ্ট দূরীভূত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের পৃষ্ঠপোষকতায় "শ্রীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দান ভাণ্ডার" নামে একটি দাতব্য ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই ভাণ্ডারের সাহায্যে কেবল যে অনাথ ও অনাথিনীদিগের অন্ন বস্ত্রের কষ্ট নিবৃত্তি হইবে তাহা নহে। এতদ্ব্যতীত স্ত্রী

শ্রীহরিঃ ।

ধর্ম্ম প্রচারক ।

কলের্গতাব্দাঃ ৫০০৮ ।

২৭শ ভাগ ।	বৈশাখ ।	সন ১৩১৪ সাল ।
৮ম সংখ্যা ।		ইং ১৯০৭ খৃঃ ।

ঢুণ্ডিগণেশ স্তোত্রম্ ।

(মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাখাল দাস ন্যায়রত্ন বিরচিত ।)

যং সত্যচিন্ময়তয়া পরমাত্মরূপং নিত্যং বদন্তি বিবিধাগমসর্ব্ববেদাঃ ।
অঙ্কে নগেন্দ্রতনয়াস্তনপানসক্তং চণ্ডীসুতং তমিহ ঢুণ্ডিগণেশ মীড়ে ॥ ১ ॥
যো জ্ঞাপরত্বাপি বিনায়কনাম ধৃত্বা, যশ্চৈব সর্ব্ব বিভুতাং ভুবনস্থ লোকান্ ।
পূজাং প্রগৃহ্য চ পুরঃ সুরবর্গতোঽপি চণ্ডীসুতং তমিহ ঢুণ্ডীগণেশ মীড়ে ॥ ২ ॥
বেত্রত্রয়্যান্বিতগজাননমীশ্বরত্বাং সিন্দূরসুন্দরতনুং কমলাসনত্বাং ।
শঙ্খাদিশোভিত-চতুর্ভুজমচ্যুতত্বং চণ্ডীসুতং তমিহ ঢুণ্ডিগণেশ মীড়ে ॥ ৩ ॥
গৌরীশনন্দনতয়া পরমাত্মরূপং অদ্বৈব নন্দন ইতি শ্রুতিবোধিতঃ যঃ ।
দেবেন্দ্রবাঞ্ছিতপদচ্যুতরেণুলেশঃ চণ্ডীসুতং তমিহ ঢুণ্ডিগণেশমীড়ে । ৪ ॥
বালাশ্রিতং ধনজনৌঃ পরিতোষয়ন্তঃ সিদ্ধিপ্রদং সদয়বৃদ্ধশরীরসক্তং ।
বিঘ্নাপহং সকগণৈর্ক্কৃতমন্নদেশং তং শীতপর্ব্বতসুতাতনয়ং নমামি ॥ ৫ ॥

তত্ত্ব কথা।

—:•:•:—

শ্রুতির তিন ভাব। প্রত্যেক বেদমন্ত্রের তিনটী করিয়া স্বতন্ত্র ভাব আছে। ঐ ভাব ত্রয়ের নাম অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূত। পরমাত্মারও তিন ভাব আছে। যথা ব্রহ্ম, ঈশ্বর এবং বিরাট রূপ। এই নিমিত্ত কার্য্যরূপী সৃষ্টির প্রত্যেক অঙ্গেরও তিন ভাব হইয়া থাকে। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি প্রত্যেক পদার্থকে তিন ভাবে দেখিয়া থাকেন, ইহাই সনাতন ধর্ম্মের মহত্ত্ব। বেদের প্রত্যেক শ্রুতি ত্রিভাব-বোধক। এই নিমিত্ত বেদ পূর্ণজ্ঞান ময়। এই কারণে প্রত্যেক শ্রুতি কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড অধিভূত শুদ্ধ অধিদৈবশুদ্ধি এবং অধ্যাত্মশুদ্ধি করিয়া থাকে। সুতরাং শ্রুতি ইহাদিগকে সমানরূপে প্রকাশ করে। ইহাই বেদের মহত্ত্ব।

পুরাণের তিন ভাষা। ত্রিবিধ অধিকারীর নিমিত্ত পুরাণসমূহে তিন প্রকার ভাষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুরাণসমূহের ইহাই মহত্ত্ব। ঐ সকল ভাষার নাম সমাধিভাষা, লৌকিক ভাষা এবং পরকীয় ভাষা। সমাধিগম্য সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম বিষয় যাহাতে বর্ণিত থাকে, তাহাকে সমাধি ভাষা বলে। যখন সমাধিগম্য বিষয় লোকরীতি অনুসারে রূপকে পরিণত করিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত বলা হয়, তখন তাহাকে লৌকিক ভাষা বলে এবং যখন কোন বিশেষ ধর্ম্মাঙ্গের পুষ্টির নিমিত্ত কোন পুরাতন গাথার বর্ণনা করা হয়, তখন তাহাকে পরকীয় ভাষা বলা হয়। এই তিন ভাষার রহস্য বুঝিয়া পুরাণের উপদেশ প্রদান করিলে যথার্থ উপকার হইয়া থাকে।

ত্রিগুণ। এই সংসার ত্রিগুণাত্মক। সৃষ্টি জননী প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী এই নিমিত্ত সকল ভাব এবং সকল পদার্থ ত্রিগুণাত্মক হইয়া থাকে। জ্ঞান প্রকাশক এবং সুখ প্রদান-কারী ভাবকে সাত্ত্বিক ভাব বলে। প্রবৃত্তি প্রদানকারী এবং ইচ্ছা বৃদ্ধিকারী ভাবকে রাজ-সিক ভাব বলে এবং প্রমাদ ও আলস্য বৃদ্ধিকারী এবং মোহকারী ভাবকে তামসিক ভাব বলে। সমস্ত পদার্থ এবং ভাব ত্রিগুণানুসারে পৃথক পৃথক ভাবে বিচার যোগ্য। যে ব্যক্তি এই তিন গুণের ভেদের বিচার রাখেন তাঁহার জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ভক্তিভেদ। ভক্তির প্রধানতঃ দুইটী ভেদ আছে। যথা গৌণীভক্তি এবং পরাভক্তি। গৌণীভক্তি আবার দুই ভাগে বিভক্ত। যথা বৈধী এবং রাগাত্মিকা। যে পর্য্যন্ত ভক্তি প্রাপ্তির নিমিত্ত সাধন করিবার আবশ্যকতা থাকে ততক্ষণ তাহা গৌণীভক্তি নামে অভিহিত হয় এবং যখন ভক্ত পরমাত্মার ভক্তিতে বিলীন হইয়া গিয়া সকল স্থানে এবং সকল সময়ে

পরমাত্মাকে অবলোকন করিতে পারেন, সেই উত্তম অবস্থার নাম পরাভক্তি। গৌণীভক্তির ভেদ দুই প্রকার। প্রথম অবস্থায় শ্রবণ, মনন, কীর্ত্তনাদির দ্বারা যখন সাধক আপনার ভক্তিবৃত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবার যত্ন করেন সেই অবস্থার নাম বৈধী ভক্তি (১)। এবং যখন সাধক আপনার ভক্তি বৃত্তির বৃদ্ধি করিতে করিতে উন্নত অবস্থায় উপস্থিত হইয়া একরূপ উন্নত রস যথা দাস্য বাৎসল্যাদি কোন একটীর মধ্যে আনন্দ প্রাপ্ত হইতে হইতে উহাতে মগ্ন হইতে থাকেন, ঐ অবস্থাকে রাগাত্মিকা (২) ভক্তি বলে। বৈধীভক্তি হইতে রাগাত্মিকা ভক্তি শ্রেষ্ঠ এবং পরাভক্তি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

প্রাচীন কালের শিক্ষা এবং তাহার ফল।

ভারতবর্ষের প্রাচীন কালের ঋষিগণ ব্রহ্মচর্য্যরূপ ভিত্তির উপর আর্য্যজীবনকে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম স্তর স্বাস্থ্য। তাঁহাদের মূলমন্ত্র এই:— ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমং। অর্থাৎ, স্বাস্থ্যই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের প্রধান কারণ। প্রাচীন কালে, ছাত্রগণ যে ভাবে গুরুগৃহে অবস্থিতি করিয়া শিক্ষা লাভ করিত তাহাতেই তাহাদের স্বাস্থ্য বিধান হইত।

প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠিয়া মুখ প্রক্ষালনের পর, ছাত্রকে শৌচের জন্য দূরে গমন করিতে হইত। পরে পুষ্প, তুলসী ও বিল্বপত্র আহরণ করিতে হইত। তদনন্তর, পুষ্প, কমণ্ডলু ও বস্ত্রাদি লইয়া গুরুর সহিত নদী কিম্বা সরোবরে যাইতে হইত। তথায় স্নান ও আহ্নিক সমাধা করিয়া, শিষ্য, ঋষির কুটীরে প্রত্যাগমন করিত। এই সকল প্রক্রিয়ার দ্বারা ছাত্রের স্বাস্থ্য বিধান হইত। প্রত্যুষে, শৌচের জন্য, দূরে গমন করাতে, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ও ভ্রমণ দ্বারা ব্যায়ামের কার্য্য হইত। পরে, উদ্যানে, ফুলের গন্ধে মন প্রফুল্ল হইত। চিকিৎসকগণ স্থির করিয়াছেন যে তুলসী ও বিল্বপত্রে ঔষধের গুণ আছে। সুতরাং এই পত্র দ্বয়ের সংস্পর্শে শরীর আরোগ্য লাভ করিত। আবার, নদী কিম্বা সরোবরের দিকে ভ্রমণে এবং বিশুদ্ধ সলিলে স্নানে শরীর স্নিগ্ধ হওয়াতে ছাত্রের অন্তঃকরণ ভগবানের আরাধনার উপযোগী হইয়া উঠিত।

---

(১) নবধা ভক্তি—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন অর্চ্চন, বন্দন, দাসভাব, প্রাপ্তির ইচ্ছা, সখ্যভাব বৃদ্ধি নিমিত্ত যত্ন করা, এবং আত্মনিবেদন করিবার উপযোগী হইবার নিমিত্ত প্রযত্ন করা, এই নয় প্রকার বৈধীভক্তির ভেদ আছে।

(২) শান্তরস, দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্য রস এবং মধুর বা রতিরস এই পাঁচটী রাগাত্মিকার মুখ্যভেদ আছে এবং এই পাঁচটী শৃঙ্গার রসেরই প্রভেদ। অবশিষ্ট হাস্য আনন্দ বীভৎস আদি সাতটীকে গৌণরস বলা হয়।

ভূয়োদর্শন ফলে, বিজ্ঞ ঋষিগণ মিতাচারের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত ছাত্রদের মধুপান ও মাংসাদি আহার নিষিদ্ধ ছিল, এবং ছত্র ও পাদুকা ব্যবহার বারণ ছিল। গ্রাম্য-গীত নৃত্য ও বাদন এবং অক্ষাদি খেলায় রত থাকা দূষণীয় বলিয়া, সে সমুদায়ে ছাত্রগণ রত থাকিতে পারিত না।

মানসিক শ্রমের সহিত শারীরিক শ্রম আবশ্যক। এই জন্য, যেমন ঋষিগণ তাঁহাদের ছাত্রদিগকে পরা ও অপরা বিদ্যা শিক্ষা দিতেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের শারীরিক শ্রমের বিধান করিতেন। ছাত্রদিগকে গোময় ও সমিধ কাষ্ঠাদি আহরণ এবং দূর পল্লী হইতে গৃহে গৃহে গিয়া, ভিক্ষান্ন আনয়ন করিতে হইত। এতদ্দ্বারা ছাত্রগণ যে কেবল শ্রমশীল হইত তাহা নহে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা স্বাবলম্বন শিক্ষা করিত, এবং আপনার ও গুরুদেবের জন্য এবম্প্রকার কার্য্য করা যে মানহানিকর নহে, তাহাও তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইত।

ইহা সকলের মনে রাখা উচিত যে, দীনদুঃখিকুমার হইতে রাজকুমার পর্য্যন্ত এবম্প্রকার এক ভাবে ছাত্রজীবন অতিবাহিত করিত। এতদ্দ্বারা রাজপুত্রের মনে অহঙ্কার স্থান পাইত না। রাজধর্ম্মের উপদেশ লাভ করিয়া, তাঁহার নিজ কর্ত্তব্যের উপর লক্ষ্য থাকিত। তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতেন যে রাক্ষসনাশ করিয়া তপোবন রক্ষা, ন্যায় অনুসারে প্রজাপালন এবং রাজ্যমধ্যে শান্তি সংস্থাপন করা তাঁহার কর্ত্তব্য। বৈশ্য পুত্রও ইহা উপলব্ধি করিতেন যে, ন্যায় অনুসারে ধন অর্জ্জন করিয়া তাহা সৎকার্য্যে ব্যয় করা উচিত। ব্রাহ্মণ কুমার বুঝিতেন যে রাজাকে সুমন্ত্রণা প্রদান এবং আপামর সাধারণকে সদুপদেশ দানে সমুন্নত করা তাঁহার কর্ত্তব্য। ফলতঃ ইঁহাদের মনে এই ভাবটী উদিত হইত যে ধন ও ঐশ্বর্য্য মর্য্যাদা অকিঞ্চিৎকর। প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সমাধা করিতে হইবে, যিনি তাহাতে কৃতকার্য্য হইবেন তাঁহা দ্বারাই মনুষ্য নামের গৌরব রক্ষিত হইবে।

আবার গুরুভক্তি যে সকলের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, ছাত্রজীবনে সে ভাবটী পরিলক্ষিত হইত। ঋষি ও ঋষিপত্নী, শিষ্যের প্রত্যক্ষ দেবতার ন্যায় ছিলেন। তাঁহাদিগকে শিষ্যগণ ভক্তি সহ প্রণাম করিত এবং সর্ব্বদা তাঁহাদের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিত। শিষ্যকে গুরুর সমক্ষে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত, গুরুর আজ্ঞা ব্যতীত সে বসিতে পারিত না, গুরু ভোজন করিলে পর সে ভোজন করিত এবং গুরু শয়ন করিলে পর সে শয়ন করিত। এই ভক্তি ভাব ছাত্রজীবনে এরূপ অঙ্কিত হইত যে, সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর, ছাত্রগণ, পিতা, মাতা, ও অন্যান্য গুরুজনকে ভক্তি করিয়া তাহাদের জীবনকে সার্থক করিত।

ছাত্র জীবনে, চরিত্র গঠনেরও সম্যগ্‌রূপ চেষ্টা হইত। ছাত্রের নারী সহ আলাপন নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য, শিষ্যকে, গুরু পত্নীকে প্রণাম করিতে হইত। কিন্তু, তদ্বিষয়ে এরূপ নিয়ম ছিল যে, শিষ্য, যুবতী গুরু-পত্নীর চরণ স্পর্শ না করিয়া, "আমি অমুক আপনাকে অভিবাদন করি," এই বলিয়া ভূমিতে তাহার মস্তক অবনত করিত।

এতদ্ব্যতীত ঋষিগণ যে প্রকারে তাঁহাদের পবিত্র জীবন অতিবাহিত করিতেন, তাহা দেখিয়া ছাত্রগণ সমধিক শিক্ষা পাইত। নদীতীরে কিম্বা শৈল শিখরে, অথবা যে কোন স্থান নৈসর্গিক শোভায় শোভিত, সেই সকল স্থানে অবস্থিতি করিয়া ঋষিগণ, কিয়ৎকাল ঈশ্বর আরাধনায় নিযুক্ত থাকিতেন। আবার আশ্রমে অবস্থিতি কালে, তাঁহারা পঞ্চ যজ্ঞ করিতেন। যথা: (১) ব্রহ্মযজ্ঞ, (২) পিতৃযজ্ঞ, (৩) দেবযজ্ঞ (৪) ভূতযজ্ঞ, (৫) নৃযজ্ঞ এই কয়েকটি যজ্ঞের দ্বারা মনুষ্যের সকল কর্ত্তব্য সমাধা হইত। বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃলোকের তর্পণাদির দ্বারা পিতৃযজ্ঞ, হবন দ্বারা দেবযজ্ঞ, জীবকে আহার দান দ্বারা ভূতযজ্ঞ, এবং অতিথি সেবার দ্বারা নৃযজ্ঞ নিষ্পন্ন হইত। আবার, নানা প্রকার জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ সকল প্রণয়ন করিয়া তাঁহারা সাধারণের মঙ্গল সাধন করিতেন। মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহারা রাজগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বড় বড় যজ্ঞে গমন করিয়া সমবেত ব্যক্তিগণকে নানা প্রকার সদুপদেশ দান করিয়া উদ্বোধিত করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজ সভার সদস্যের পদগ্রহণ করিয়া উপাদেয় বিধি সকল প্রণয়ন করিতেন।

ইহা প্রণিধান করিতে হইবে যে, ব্রহ্মজ্ঞান ও ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ প্রদান, আচার্য্যগণের প্রধান লক্ষ্য থাকিলেও, তাঁহারা তাঁহাদের শিষ্যগণকে, তাহাদের প্রয়োজন বুঝিয়া, অর্থশাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য ও যুদ্ধাদি বিদ্যার শিক্ষাদান করিতেন। ছাত্রগণও তাহাদের নিজ নিজ প্রয়োজন বুঝিয়া যে আচার্য্য যে বিদ্যায় পারদর্শী, তাহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিত।

বেদ ও বেদান্ত শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে, আচার্য্যকে বেদাঙ্গ পড়াইতে হইত। শিক্ষা, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ ও কল্প এই ছয়টি বেদের অঙ্গ। এই কয়েকটীতে জ্ঞান লাভ না হইলে, শিষ্যের বেদ শিক্ষা সুগম হইতে পারে না। শিক্ষা শাস্ত্র দ্বারা বর্ণের উচ্চারণে বিশেষ জ্ঞান জন্মে। এ জ্ঞান ব্যতীত বৈদিক মন্ত্রের বিশুদ্ধ উচ্চারণ হইতে পারে না। বৈদিক পদের সাধুত্ব নিরূপণ জন্য ব্যাকরণ শিক্ষা প্রদান করা হইত। বৈদিক মন্ত্র সকলের অর্থ জ্ঞান নিমিত্ত নিরুক্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন। এই সকল মন্ত্রে এ প্রকার দুরূহ শব্দ সকল আছে যে, এ শাস্ত্র অধ্যয়ন ব্যতীত তাহার অর্থ বোধ হইতে পারে না। ছন্দোজ্ঞান ব্যতীত বেদ মন্ত্র সকল রীতি মত পাঠ করা যায় না। এই নিমিত্ত শিষ্যকে ছন্দ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইত। বৈদিক ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিবার জন্য অমাবস্যা ও পৌর্ণমাসাদি কাল জানা আবশ্যক। এই নিমিত্ত আচার্য্য শিষ্যকে জ্যোতিষ্ শাস্ত্র শিখাইতেন। বেদের অনুষ্ঠান ক্রম বিশেষ জানিবার জন্য, কল্পশাস্ত্রের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। এই শাস্ত্র তিন ভাগে বিভক্ত, এক ভাগে হৌত্র, অর্থাৎ হোম বিষয়ক প্রয়োগ দ্বিতীয় ভাগে, আধ্বর্য্যব, অর্থাৎ অধ্বর্য্যু সম্বন্ধীয় যজুর্ব্বেদ উক্ত কর্ম্মাদি প্রয়োগ এবং তৃতীয় ভাগে, ঔদ্গাত্র, অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে বেদ গান বিষয়ক প্রয়োগ আছে। এই ছয়টী বেদাঙ্গ পাঠ করিয়া শিষ্যকে বেদ ও বেদান্ত শিক্ষা করিতে হইত। বেদ চারিটী— ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব। কথিত আছে

যে, প্রাচীন কালে সাত্ত্বিক মুনিগণ, হিংসা প্রধান অথর্ব্ব বেদকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, এবং সেই অবধি বেদ ত্রয়ী নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু এ সম্বন্ধে মত ভেদ আছে। কর্ম্ম, জ্ঞান ও উপাসনা প্রতিপাদ্য বলিয়া, বেদ ত্রয়ী নাম ধারণ করিয়াছে। শেষোক্ত মতটী সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কেন না, অথর্ব্ব বেদ পরিত্যক্ত হইলে, চারি উপবেদ, যাহা অথর্ব্ব বেদ মূলক বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা আচার্য্যগণ, শিষ্যদিগকে রীতিমত শিখাইতেন না। ক্রমশঃ—

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মহাযজ্ঞ সাধন।*

সাধারণতঃ ধর্ম্মের প্রধান প্রধান অঙ্গ সকলকে শাস্ত্রে যজ্ঞ নামে অভিহিত করা হইয়াছে।† জীব-ক্রমোন্নতি-কারী যত প্রকার সাধারণ ধর্ম্ম সাধন আছে, তাহাদের সকলগুলিকেই যজ্ঞ বলা যাইতে পারে। ধর্ম্মের বিষয়ে পূজ্যপাদ শ্রীভগবান বেদব্যাস আদেশ করিয়াছেন যে, "ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহু ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ। যৎ স্যাদ্ধারণ সংযুক্তং সধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥" অতএব সকল আচার, সকল কর্ম্ম এবং সকল সাধনের মধ্যে স্বর্গ এবং মোক্ষপ্রদ যে ব্যাপক শক্তি আছে তাহাকেই সাধারণতঃ ধর্ম্ম বলা যায় এবং ধর্ম্মের প্রধান প্রধান সাধনসমূহকে যজ্ঞ নাম প্রদত্ত হইয়াছে। তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণ ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমরূপ এবং যজ্ঞ সম্বন্ধে এই প্রকারে ভেদ কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু যজ্ঞ এবং মহাযজ্ঞ শব্দার্থের মধ্যে আরও কিছু বিশেষ পার্থক্য আছে।

মানবদিগের ক্রমোন্নতিকারী ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সাধনকে অর্থাৎ ব্যষ্টি জীবসমূহের উপকারক ধর্ম্ম সাধনকে যজ্ঞ বলে এবং সমষ্টিরূপী ব্রহ্মাণ্ডের তৃপ্তি করিবার যোগ্য সাধনকে মহাযজ্ঞ বলা যায়। আমরা এই কথাটী অন্য প্রকারেও বুঝাইতে

---

* মহামণ্ডল রহস্যের ৭ম অধ্যায়।

† দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগীনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞে নৈবোপজুহ্বতি॥
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞাযোগ যজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায় জ্ঞান যজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিত ব্রতাঃ॥
সর্ব্বেহপ্যেতে যজ্ঞবিদো ব্রহ্ম ক্ষয়িত কল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনং॥

ইত্যাদি গীতোপনিষদ।

চেষ্টা করিতেছি। জীব স্বার্থের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে চারি প্রকার ভেদ আছে। যথা—স্বার্থ, পরমার্থ, পরোপকার এবং পরমোপকার। তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণ অনুভব করেন যে, জীবের ইহলৌকিক সুখ সাধনকে স্বার্থ বলা যায়, পারলৌকিক সুখের নিমিত্ত পুরুষার্থকে পরমার্থ বলা যায়, অন্য প্রাণিসমূহের ইহলৌকিক সুখ সাধন করাইয়া আপনাকে সুখী মনে করিবার অধিকার যখন সাধক প্রাপ্ত হন, তাহার নাম পরোপকার এবং অন্য প্রাণিগণের পারলৌকিক কল্যাণ করাইবার অধিকারকে পরমোপকার বলা যায়। স্বার্থ এবং পরমার্থের সম্বন্ধ যজ্ঞ সাধনের সহিত আছে, এবং পরোপকার ও পরমোপকারের সম্বন্ধ মহাযজ্ঞের সহিত স্বীকৃত হইয়াছে। মহাযজ্ঞের অধিকার এই নিমিত্ত আরও উন্নত হওয়ায় উহার বিশেষত্ব বিবৃত হইল।

শাস্ত্রসমূহে যে, ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞ এই পাঁচটী যজ্ঞকে মহাযজ্ঞ নাম প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার মূলেই এই রহস্য নিহিত আছে। নিত্য সিদ্ধ ঋষিগণ জগতে জ্ঞানালোক বিস্তার করিবার নিমিত্ত পরমাত্মার স্থায়ী বিভূতি।* ঐ পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের তৃপ্তি সাধনার্থ এবং জগতে জ্ঞানজ্যোতি বিকাশের সদ্বাসনার দ্বারা তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত যে নিয়ম পূর্ব্বক প্রতিদিন বেদ এবং অধ্যাত্ম শাস্ত্র অর্থানুগম পূর্ব্বক পঠিত হইয়া থাকে, উহাকে ব্রহ্মযজ্ঞ বলা যায়। দেবতাগণও পরমাত্মার নিত্যসিদ্ধ বিভূতি। জীবগণের সদসৎ কর্ম্মসমূহের অনুসারে উত্তম এবং অধম ফল প্রদান করাই তাঁহাদিগের কার্য্য। ঐ দেবতাসমূহের তৃপ্ত করিবার, তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধন দ্বারা আপনাদিগের কর্ত্তব্যরূপী ঋণ হইতে মুক্ত হইবার ও ব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত

---

* অথৈতে কশ্যপো ব্যাসঃ সনকশ্চ সনন্দনঃ।
সনাৎ সনাতনৌ শুক্রো নারদঃ কপিলস্তথা॥
মরিচিরত্রিঃ পুলহঃ পুলস্ত্যো গৌতমঃ ক্রতুঃ।
ভৃগুর্দক্ষোঽঙ্গিরা শ্চৈব বশিষ্ঠশ্চ বৃহস্পতিঃ॥
পতঞ্জলি ভরদ্বাজৌ কণাদো জৈমিনিস্তথা।
মৈত্রেয়ঃ কৌশিকো যাজ্ঞবল্ক্যঃ শাণ্ডিল্য এব চ॥
পরাশরশ্চ বাল্মীকি মার্কণ্ডেয়ো বুধাগ্রণীঃ।
ঋষয়ো নিত্যরূপা যে নিত্যজ্ঞান প্রদায়িনঃ॥
বন্দে তান্ পরয়া ভক্ত্যা পূর্ণজ্ঞান নিকেতনান্।
(ইতি শ্রীগুরুগ্রন্থে)

অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে দেবযজ্ঞ সাধিত হইয়া থাকে *। অধ্যাত্ম, আধিদৈব এবং অধিভূত সম্বন্ধ হইতে ঋষি, দেবতা এবং পিতৃ এই তিনই শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ সাক্ষাৎ বিভূতি। পিতৃগণের মধ্যে ও নিত্য পিতৃগণ আছেন বটে; কিন্তু দেহ সম্বন্ধে নৈমিত্তিক পিতৃগণ সম্বন্ধনাও শাস্ত্রসিদ্ধ। পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত এবং তাঁহাদিগের সম্বন্ধ দ্বারা জগতের আধিভৌতিক উন্নতি করিবার সদ্বাসনা যুক্ত হইয়া পিণ্ডাদি দান করাকে পিতৃযজ্ঞ বলা যায়। উদ্ভিজ্জাদি সকল প্রকার প্রাণীর তৃপ্তি ও কল্যাণের সদ্বাসনায় তত্তৎ সম্বন্ধযুক্ত দেবতাদিগের দ্বারা তাঁহাদিগকে বলি প্রদান করাকে ভূতযজ্ঞ বলে। এবং যে কোন জাতি, যে কোন অধিকার, যে কোন ধর্ম্ম, এবং যে কোন দেশের মনুষ্য হউক আপনার গৃহে অতিথিরূপে আগমন করিলে তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধার সহিত যথাযোগ্য সৎকার করিলে নৃযজ্ঞ সাধন হইয়া থাকে।

পূজ্যপাদ ভগবান বেদব্যাস আদেশ করিয়াছেন, যে প্রকারে ব্যাঘ্র বনের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া থাকে, সেই প্রকারে আবার মৃগাদি জন্তু হইতে বনের সুরক্ষা করিবার নিমিত্ত বনের রাজা ব্যাঘ্র কারণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ বনের আশ্রয়ে এবং মৃগাদি ভক্ষ্য জন্তুর দ্বারা যেরূপ ব্যাঘ্র সংরক্ষিত হয়, সেইরূপ পক্ষান্তরে অমূল্য উদ্ভিদ জীব সকলের রক্ষার জন্য বনের রাজা ব্যাঘ্র মৃগাদি জন্তু সকলের নাশ করিয়া বন রক্ষার কারণ হইয়া থাকে। ঔষধি, লতা, গুল্ম, বৃক্ষরূপী উদ্-

---

* সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্ট কামধুক্॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরম বাপ্স্যথ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞ ভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তা ন প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ॥

(ইতি গীতোপনিষদ্)

নমো বঃ পিতরো রসায়, নমো বঃ পিতরঃ শোষায়,
নমো বঃ পিতরো জীবায়, নমো বঃ পিতরঃ স্বধায়ৈ॥
নমো বঃ পিতরো ঘোরায় নমো বঃ পিতরো মন্যবে।
নমো বঃ পিতরঃ পিতরো নমো বো, গৃহান্নঃ পিতরো দত্ত॥
সতো বঃ পিতরো দেষ্মৈতদ্বঃ পিতরো বাস আধত্ত।

(ইতি যজুঃ।)

ভিজ্ জীবসমূহ্ হইতে আরম্ভ করিয়া অণ্ডজ, স্বেদজ, জরায়ুজাদি সকল প্রকার প্রাণীর সহিত এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যখন ব্যষ্টি এবং সমষ্টি সম্বন্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির দ্বারা দেখা যাইতেছে, তখন ইহা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সৃষ্টির কোন অঙ্গই উপেক্ষা করিবার যোগ্য নহে এবং ইহাও সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, একটী অঙ্গের সহায়তা ব্যতীত দ্বিতীয় অঙ্গ পরিপুষ্ট থাকিতে পারে না। একবার স্থির হইয়া বিচার করিলেই নিশ্চয় হইতে পারে যে, অন্য প্রাণীর সহায়তা ব্যতীত মনুষ্য এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকিতে পারে না। মনুষ্যের প্রত্যেক নিশ্বাসে লক্ষ জীব আত্মবলি প্রদান করে, মনুষ্যের তৃষ্ণার তৃপ্তির নিমিত্ত জলমধ্যবর্ত্তী অসংখ্য জীব আত্মোৎসর্গ করিয়া থাকে, মনুষ্যের ক্ষুধাশান্তি করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক গ্রাসে কত প্রাণীর বলি হইয়া থাকে, এবং মনুষ্যের ইহলৌকিক সুখ সম্পাদন করিবার নিমিত্ত কত প্রাণীকে ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। অপর প্রাণীর এরূপ ঋণ হইতে মনুষ্যের সম্যক প্রকারে মুক্তি হওয়া অসম্ভব। সুতরাং এই সকল প্রাণীর কল্যাণার্থ দেবতাদিগের সহায়তায় যে যজ্ঞ সম্পাদিত হয়, তাহা অবশ্যই মহাযজ্ঞ শব্দ বাচ্য হইবার যোগ্য। একজন মনুষ্য সমস্ত মনুষ্যসমাজ শরীরের একটি অঙ্গ, অতএব ধর্ম্মের বিশেষ কোন সাধন দ্বারা মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের এই একত্ব সম্বন্ধ চিরস্থায়ী রাখিয়া সাধন সুকৌশল দ্বারা আত্মোন্নতি করাই নৃযজ্ঞের তাৎপর্য্য। উন্নত সাধক আপনার অন্তঃকরণের সংকুচিত অধিকার যতই বিস্তৃত করিয়া আপনার জীবনের সহিত বিশ্ব জীবনের সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন, ততই তিনি আধ্যাত্মিক উন্নতির অধিকারী হইবেন। মহাযজ্ঞ সাধনে এই আধ্যাত্মিক ভাবের সম্পূর্ণ বিচার রক্ষিত হইয়াছে। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের বিরাট ধর্ম্মকার্য্য সাধারণতঃ সর্ব্বলোক-হিতকর এবং বিশেষতঃ আর্য্যজাতির পুনরভ্যুদয়কারী হওয়ায় ইহা যে মহাযজ্ঞ বাচ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। গৃহস্থদিগের নিত্য কর্ম্মান্তর্গত পঞ্চ মহাযজ্ঞের ন্যায় মহামণ্ডলেরও পঞ্চ কার্য্য বিভাগ রক্ষিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি। অনাদিকাল হইতে এই পবিত্র ভূমিতে বৈদিক কর্ম্ম কাণ্ডের সাধন হইয়া আসিতেছে। এই দৈবী ভূমিতে নিয়মিত রূপে অনেকানেক ভগবদ্ভক্ত উপাসক উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং অধ্যাত্ম জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ এই শুদ্ধ ভূমিতে হইয়াছে, এই নিমিত্ত এরূপ হীনাবস্থাতেও এই স্থানের সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে যে ধর্ম্মশক্তি বিদ্যমান আছে, সেরূপ দৃঢ়শক্তি অপর কোন

ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। যে প্রকার শরীরের মধ্যে কদাচিৎ দুঃখদায়ী স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া কিছুদিন পর্য্যন্ত শরীর ক্লেশিত করিয়া শেষে ঐ শরীরের মধ্যেই লয় হইয়া যায়, সেই প্রকার অসংখ্য উপধর্ম্ম ভারতবর্ষে সময়ে সময়ে উৎপন্ন হইয়া পুনরায় এই অনাদিসিদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে লয় প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। অগণিত রাজবিপ্লব এবং অসংখ্য ধর্ম্মবিপ্লব সহ্য করিয়াও এই স্বতঃপূর্ণ সনাতন ধর্ম্ম আপনারই স্বরূপে অবস্থিত আছেন। ধর্ম্ম পুরুষার্থের যে যে উত্তম সামগ্রী থাকা উচিত তাহাদিগের মধ্যে অনেক সামগ্রী আজিও সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী সমাজ মধ্যে বিদ্যমান আছে। রাজানুশাসনের সহায়তা ব্যতীতও বর্ণ এবং আশ্রম ধর্ম্মের রীতি-সমূহ প্রায় আপন স্বরূপে প্রচলিত রহিয়াছে। সমাজের দৃঢ়তা আজিও অন্য ধর্ম্ম সমূহের সামাজিক অনুশাসন অপেক্ষা অধিক আছে। আপনার ধর্ম্মের মধ্যে হানি উপস্থিত হইতেছে দেখিয়া অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণগণের সামান্য চেষ্টাতেই সকল প্রান্তের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ধর্ম্ম-সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। রাজাজ্ঞার কোনও নিয়ম না থাকিলেও এবং নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে অগণিত দেবালয় পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান থাকিলেও এরূপ কোন নগর অথবা বৃহৎ গ্রাম নাই যেখানে নূতন দেবালয় নিয়মিত রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। কেহ অনুসন্ধান লউক অথবা নাই লউক, ভিক্ষা করিয়াও ব্রাহ্মণ বালকেরা শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে বিরত হইতেছে না। কোন লৌকিক স্বার্থ সিদ্ধ না হইলেও সংস্কৃত বিদ্যার পণ্ডিতগণ বিদ্যার্থীদিগকে শিক্ষাদান করা আজিও পরম ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া থাকেন। সমস্ত ভারতবর্ষে এমন কোন নগর অথবা বৃহৎ গ্রাম নাই যেখানে শেঠ, ধনী, রাজা, মহারাজা এবং জমীদারদিগের সংস্কৃত পাঠশালা নাই। ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ তীর্থ স্থানে এত অন্নসত্র প্রতিষ্ঠিত আছে যে, চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষ হইলেও কোন তীর্থে, লোকে অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। এবিষয়ে কাশীর অলৌকিক মাহাত্ম্য জগতে প্রসিদ্ধ আছে। চারিদিকে নানা প্রকার বাধাবিঘ্ন থাকিলেও তীর্থ সমূহে লোকের জনতা লাগিয়াই থাকে। তীর্থবাসী ব্রাহ্মণগণ আপন, ধর্ম্মকর্ম্ম [এবং স্বরূপ সম্পূর্ণরূপ বিস্মৃত হইলেও তাহাদিগের আর্থিক অবস্থা অন্য ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা উত্তম। ধর্ম্মের নামে কঠিন হইতে অতি কঠিন, অসম্ভব হইতেও অতি অসম্ভব কার্য্য করিবার প্রতিও লোকের প্রবৃত্তি দেখা যায়। এই সকলের কারণ ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, সনাতনধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে আজিও ধর্ম্মের শক্তি বিদ্যমান আছে। কেবল এই মাত্র অভাব বলিতে হইবে যে ভারত-

বাসী নিয়মবদ্ধ ব্যবস্থাপদ্ধতি বিস্মৃত হইয়াছেন, এবং যথার্থ জ্ঞানের অভাব হইয়া যাওয়ায় সাত্ত্বিক ভাবের স্থানে তামসিক ভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। নিয়মবদ্ধ ব্যবস্থা (organization) না হওয়ায় এসময়ে নানা প্রকারের অসুবিধা এবং ন্যূনতা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী সমাজকে নিয়মবদ্ধ করিয়া নিষ্কাম পুরুষার্থের পুনঃ প্রবৃত্তি প্রদান পূর্ব্বক ধর্ম্মোন্নতিকারিণী সামাজিক প্রবন্ধ শক্তির আবির্ভাব করাইবার নিমিত্তই শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের জন্ম হইয়াছে।

নিয়ম পালন করাই প্রবন্ধের মূল ভিত্তি। এই নিয়ম পালন করিবার শক্তির দ্বারাই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অগণিত গ্রহ নক্ষত্র আপনার স্থানে অবস্থিত আছে এবং এই বিশ্বসংসারের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় কার্য্য আপনার ক্রমানুসারে নিয়মিত রূপে চলিয়া আসিতেছে। ভগবদাজ্ঞার মিলন হইতেই মনুষ্যদিগের কর্ত্তব্য নিশ্চয় হওয়া উচিত। আমাদিগের মাননীয় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিয়মশক্তির নিমিত্তই তাঁহাদিগের বিস্তৃত রাজ্যমধ্যে সূর্য্যদেব অস্তমিত হন না। বৃটিশ সাম্রাজ্য সমস্ত পৃথিবী মধ্যে সকলের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, ধনবান এবং নীতিজ্ঞ এবং স্বয়ং প্রকৃতি মাতা নানা প্রকারে তাঁহাদিগের সহায়তা করিয়া থাকেন। নিয়ম পালনের উপকারিতার মহিমা সম্পূর্ণরূপে কীর্ত্তন করা অসম্ভব। নিয়ম পালনের দ্বারা জড়পদার্থ সমূহের শক্তি এরূপ বৃদ্ধি হইয়া যায় যে, উন্নত মনুষ্যগণও তাহাদিগের সেবক হইয়া থাকে। এই বৈজ্ঞানিক রহস্যের ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে রেলগাড়ীর ন্যায় জড়পদার্থের পূর্ণরূপে অধীনতা স্বীকার করিবার নিমিত্ত পরম তপস্বী এবং যোগিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া রাজা ও মহারাজগণ পর্য্যন্তকেও সর্ব্বদা তৎপর দেখা যায়। ফলতঃ যে পর্য্যন্ত নিয়মবদ্ধ ক্রমের সহিত ধর্ম্মোন্নতি কার্য্য প্রচলিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত সফলতার কোন আশা নাই।

প্রাচীনকালে ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের শাসন ভার ক্ষত্রিয় রাজাদিগের উপরেই ন্যস্ত ছিল এবং শাস্ত্র ও আচার্য্যদিগের অনুশাসনাধীন থাকিয়া নরপতিগণ আপনাদিগের রাজানুশাসন দ্বারা প্রজাদিগকে নিয়মবদ্ধরূপে রক্ষা করিতেন। যদিও আজিও পরম দয়ালু পরমেশ্বরের অপার অনুগ্রহে আর্য্যপ্রজাদিগকে এ প্রকার নীতিজ্ঞ এবং উদার গবর্ণমেণ্ট মিলিয়াছে যে যাঁহাদিগের মত উন্নত এবং প্রজারঞ্জক গবর্ণমেণ্ট বিদেশীয়দিগের মঙ্গলের নিমিত্ত সমস্ত পৃথিবীতে অপর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না; তথাপি রাজার জাতি ও ধর্ম্ম ভিন্ন

হওয়ায় তাঁহারা আমাদিগকে ধর্ম্মোন্নতিকর কার্য্যসমূহে অধিক সহায়তা প্রদানে অসমর্থ। কিন্তু তাঁহাদিগের উদারতার দ্বারা আর্য্য প্রজাদিগের এরূপ সুসময় মিলিয়াছে যে এসময় তাঁহারা যাহা ইচ্ছা করেন, সেইরূপই উত্তম ব্যবস্থা বিধি-বদ্ধ করিয়া আপন ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় করিতে সক্ষম হইতে পারেন। সুতরাং আর্য্যজাতিকে এক্ষণে এই ভগবদ্দত্ত সুঅবসর বৃথা নষ্ট না করিয়া জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি এবং দ্রব্য শক্তি সংগ্রহ পূর্ব্বক ভারতবর্ষ ব্যাপিনী এই স্বজাতীয় বিরাট ধর্ম্মসভার দৃঢ়তা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে যত্নবান হওয়া উচিত। ক্রমশঃ—

সাধনা।

—:*:×:*:—

"বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

গীতা ৫ম অধ্যায় ১৮ শ্লোক।

অর্থাৎ বিদ্যাবিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে, গাভীতে, হস্তীতে কুকুরে পণ্ডিতগণ সমদর্শী হইয়া থাকেন। "যিনি সকল প্রাণীকে আপনার মত ভাবেন, তিনিই পণ্ডিত পদবাচ্য। এই প্রকার সমদর্শী হইতে হইলে সাধনা আবশ্যক।" কেবল আপনি পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করিলে চলিবে না, সম্পূর্ণরূপে অভিমান বর্জ্জিত হইতে হইবে। উক্ত ভগবদ্বাক্য কেবল পুস্তকে পড়িলে চলিবে না, উহা আদায় করা চাই অর্থাৎ কার্য্যে পরিণত করা আবশ্যক। উহা আদায় না করিলে সাধনা হয় না এবং পণ্ডিত হওয়া যায় না। কেবল শাস্ত্র উপদেশ পড়িলে চলিবে না, সেই অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা না করিলে প্রকৃত সাধনা হইবে না। এক বিষয় লাভের জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করার নাম সাধনা। অর্থোপার্জ্জন বল, উচ্চপদ লাভ বল, যশ বল, পাপ-পুণ্য বল, সত্য-মিথ্যা বল, আর যাহাই বলনা কেন, সকলই সাধনার দ্বারা লাভ হইতে পারে। অসাধ্য কার্য্যও সাধনার দ্বারা সুসাধ্য হইয়া উঠে। আর এক দিকে সাধনার দ্বারা মায়ার পোষাক খুলিয়া গিয়া দেবত্ব পর্য্যন্তও লাভ করিতে পারা যায়। সাধনার দ্বারা না হইতে পারে এমন কিছুই নাই। কার্য্য হইতেই সাধনার উৎপত্তি, কার্য্য না করিলে সাধনা হইতে পারে না, প্রকৃত সাধনা করিতে হইলে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক। যিনি ধৈর্য্য সহকারে ষড় রিপুর বেগ সহ্য করিয়া সাধনা অর্থাৎ কার্য্য করিতে সক্ষম হইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বীর সাধক। প্রকৃতি অনুসারে সাধনাও ভিন্ন প্রকার। সাধনারও তারতম্য আছে। যাহার যে প্রকার সাধন তাহার ফলও সেই প্রকার। কার্য্য ভাগ্যের প্রকাশক, কার্য্য না করিলে ভাগ্যও নষ্ট হইয়া

যায়। কার্য্যকেই সাধনা বলা যাইতে পারে। সাধনার দ্বারা ভাগ্যকেও অতিক্রম করা যাইতে পারে। সাধনা অর্থাৎ কার্য্য হইতেই ভাগ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। আবার ভাগ্যের হাত, পা নাই যে মুখে গ্রাস তুলিয়া দিবে; সুতরাং ভাগ্য লাভ করিতে হইলে সাধনার অর্থাৎ কার্য্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। সাধনার অর্থাৎ কার্য্যের চরম সীমা ঈশ্বর লাভ পর্য্যন্ত। আনন্দময়ীকে লাভ করিতে পারিলে মনুষ্যের আর সাধনা অর্থাৎ কার্য্য থাকেনা। যাঁহার জন্য সাধনা, তাঁহাকে পাইলে আর কার্য্য কি? ফর্দ্দ অনুসারে দ্রব্য কিনিলে আর ফর্দ্দের প্রয়োজন কি? হারাণ সামগ্রি খোঁজ করিয়া পাইলে আর খুঁজিতে হয় না। সেই প্রকার আনন্দময়ীকে লাভ করিতে পারিলে আর কার্য্যে অর্থাৎ সাধনায় প্রয়োজন কি? মায়ের কোল পাইলে শিশুর আর কি কার্য্য থাকিতে পারে? তখন শিশু সকল খেলা ভুলিয়া যায়। জগজ্জননীর কোল পাইলে আর বারম্বার সংসারে যাতায়াত করিতে হয় না, সংসার খেলা সাঙ্গ হয়। এই জগৎ সংসার সাধনার দ্বারা চলিতেছে, মনুষ্যও সাধনার বলে চলিতেছে। আধ্যাত্মিক উন্নতিই বল, আর সামাজিক উন্নতিই বল, সকলের মূলে সেই এক সাধনা। প্রাচীন আর্য্যগণ কেবল সেই সাধনার বলে দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এবং সকল বিষয়ে উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিলেন। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে ধৈর্য্য যেমন আবশ্যক, আবার সময়ে সময়ে আত্মোৎসর্গ চাই। বিপদে পতিত হই তাহাতে কোন বিশেষ ক্ষতি নাই, তবু সত্য পালন করিতে হইবে। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন," এই প্রকার জিদ আবশ্যক, নতুবা সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইতে পারে না।

অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তি; এই শক্তি দ্বয়ের দ্বারা এই জগৎ সংসার চলিতেছে। কেবল অনুকূল শক্তি জগতে থাকিলে, জগৎ থাকিত না। কেবল জগতে এক প্রকার ভাব থাকিলে কার্য্য হয় না অর্থাৎ জগৎ এক প্রকার ভাবে থাকিলে কার্য্য হইতে পারে না, সেই জন্য জগৎ সংসারে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সু, কু, পাপ পুণ্য, সত্য, মিথ্যা, ন্যায়, অন্যায় ইত্যাদি রহিয়াছে। জগতে অনবরত এই অনুকূলে ও প্রতিকূলে বিবাদ হইতেছে। পূর্ব্বকালে দেবাসুরে সংগ্রাম হইয়াছিল, সেই প্রকার আমাদের দেহের মধ্যেও সর্ব্বদা সংগ্রাম চলিতেছে, অর্থাৎ অনুকূল ও প্রতিকূলের সংগ্রাম চলিতেছে। আমাদের ভিতরও সর্ব্বদা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের লড়াই হইতেছে; সুবিধা পাইলেই একটী অপরটীর উপর আপন প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারে। আমাদের বিবেকের সহিত প্রলোভনেরও সর্ব্বদাই এই প্রকার বিবাদ হইতেছে। আমাদের বিবেক বলিতেছে, "এ কার্য্য করিও না, ইহাতে অনিষ্ট আছে, লোকে অখ্যাতি করিবে।" তৎপরে প্রলোভন বলিতেছে, "এ কার্য্য কর, কেহ জানিতে পারিবে না, ইহাতে কোন অনিষ্টও নাই।" এই সংগ্রামে যাহার শক্তি অধিক সেই জয়লাভ করিতেছে। যিনি বিবেকের বাক্য অনুসারে সহিষ্ণুতার সহিত সাধনার দ্বারা প্রলোভনকে বাধা প্রদান করিতে পারেন, তিনিই এই সংগ্রামে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। এই প্রকার পূর্ব্ব জন্মের সাধনার শক্তির সহিত বর্ত্তমান জন্মের সাধনার বিপরীত শক্তির

ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া থাকে। যাহার শক্তি অধিক হয়, সেই জয়লাভ করিতে পারে। এই জগৎ সংসারে যাবৎ থাকিতে হইবে, তাবৎ সাধনা থাকিবে। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, সত্য, মিথ্যা, জ্ঞান, অজ্ঞান, শুচি, অশুচি ইত্যাদি দ্বৈতভাব যাইলে সাধনারও শেষ হইবে। যিনি নিজ সাধনার দ্বারা জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনি তাঁহার নিজ সাধনা বলে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত মন্দকার্য্যের ফলও নষ্ট করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন।

ভগবান গীতায় কহিতেছেন, -

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞান প্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নি র্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥

গীতা ৪র্থ অধ্যায় ৩৬, ৩৭ শ্লোক।

অর্থাৎ যদি সমুদায় পাপী হইতেও তুমি অধিক পাপকারি হও, তথাপি সমুদায় পাপরূপ সমুদ্র জ্ঞান পোত দ্বারাই সম্যকরূপে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, হে অর্জ্জুন, যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠ সকলকে ভস্মসাৎ করে, সেই প্রকার জ্ঞানরূপ অগ্নি সমুদায় কর্ম্মকেও ভস্মসাৎ করিয়া থাকে।

পাপী যদি সাধনা বলে জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয়েন, তাহা হইলে তাহার দুষ্কৃতজাত মন্দফলও কার্য্যকরী হইতে পারে না। সকল সাধনা অপেক্ষা যে সাধনা দ্বারা দৈবশক্তি লাভ করা যায়, তাহাই অধিক বলবান। জ্ঞানী ব্যক্তিগণই এই প্রকার সাধনা করিতে সক্ষম হয়েন এবং তাঁহারাই ঐরূপ শক্তি লাভ করিতে পারেন। এই মহাশক্তি আশ্রয় করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির কুরুবংশ ধ্বংস করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ঐ প্রকার সাধনা করিতে হইলে, সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা আবশ্যক। সর্ব্ব প্রকার বাহিক অত্যাচার ধীর ভাবে সহ্য করিতে হইবে। মহারাজ যুধিষ্ঠির কত লাঞ্ছনা, কত অত্যাচার, কত অপমান সহ্য করিয়াছিলেন, এবং সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার অগ্রাহ্য করিয়া কেবল ব্যাকুল অন্তঃকরণে সেই বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদনকে ডাকিয়াছিলেন। তাই তিনি দৈবশক্তি লাভ করিয়া সমুদায় বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন, এবং এই প্রকারে ভক্তবৎসল ভগবানের ভালবাসা পাইয়াছিলেন।

কাহারও ভালবাসা পাইতে হইলে ভক্তি চাই। ঐ ভক্তি লাভ করিতে হইলে সাধনা আবশ্যক। সাধনা ব্যতিরেকে ভক্ত হওয়া যায় না। ভক্ত হইতে না পারিলে ভালবাসাও লাভ হয় না। শ্যামকে ভাল বাসিতে হইলে, শ্যামকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে হইবে, তবে ত শ্যাম আমায় ভাল বাসিবেন? কার্য্য করিয়া শ্যামের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ভক্তি দেখাইতে হইবে; শ্রদ্ধা ভক্তি দেখাইতে না পারিলে শ্যাম ভাল বাসিবেন না। ভাল বাসিবার পাত্র হওয়া চাই, তবে ত ভালবাসা পাইবে? "আমায় ভালবাস" বলিলে কেহ কি ভাল বাসিয়া থাকে?

শান্ত ছেলেকে মা কখনও প্রহার কিম্বা তিরস্কার করেন না, কিন্তু দুষ্ট ছেলেকে সর্ব্বদা তাড়না করিয়া থাকেন। শান্ত ছেলেকে প্রহার করিবার আবশ্যক হয় না, কারণ সে সকল বিষয়ে সু। দুষ্ট ছেলে মায়ের কথা শুনে না, তাই মা তাহাকে সর্ব্বদা তিরস্কার করিয়া থাকেন। এই প্রকার ভাল বাসার পাত্র না হইলে কেহ কি ভাল বাসিয়া থাকে? বিনা সাধনায় ভালবাসার পাত্র হইতে পারা যায় না। সাধনার দ্বারা শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিলে তবে ভালবাসা পাইতে পারা যায়। আধ্যাত্মিক জগতেও এই প্রকার নিয়ম। কোন্ কোন্ ভক্ত সাধনার দ্বারা ভক্তি লাভ করিয়া ভগবানের ভালবাসা পাইতে পারেন, নিম্ন লিখিত ভগবদ্বাক্যেতে পরিচয় পাওয়া যায়।

ভগবান কহিতেছেন;—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানীচ ভরতর্ষভ॥

গীতা। ৭ম অধ্যায়। ১৬ শ্লোক।

অর্থাৎ হে ভারত শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, আর্ত্ত, আত্মজ্ঞানেচ্ছু, অর্থার্থী এবং আত্মজ্ঞানী এই চারি প্রকারে সুকৃতিশালী ব্যক্তিরাই আমাকে ভজনা করিয়া থাকেন।

আর্ত্ত অর্থাৎ ভবব্যাধি গ্রস্ত। ভবব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার জন্য যে ভক্ত সাধনা করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত আর্ত্ত ভক্ত। বিষয়কে বিষ বোধ করিয়া যে ভক্ত কাতর স্বরে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ভগবানকে ডাকিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত আর্ত্ত ভক্ত। যিনি বিবেকের সাহায্যে প্রলোভন হইতে মুক্ত হইবার জন্য সদা সর্ব্বদা ব্যাকুলান্তঃকরণে সেই জগজ্জননী কালীকে ডাকিতে পারেন, তিনিই যথার্থ আর্ত্ত ভক্ত। সাধনার বিঘ্ন অনেক। প্রলোভনরূপ শত্রু সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেছে, যে কোন উপায়ে সে আমাদিগকে সাধনা হইতে আকর্ষণ করিয়া বিষয়ে নিক্ষেপ করিবে, এইজন্য সাধনার সময়ে সেই দুরাত্মা আমাদের মনে কতই কুচিন্তার উদয় করিয়া দিয়া থাকে। এই প্রকার শত্রুর অত্যাচারে পীড়িত হইয়া যিনি কাতর হৃদয়ে সেই করাল বদনা কালীর শরণাগত হয়েন, তিনিই ঠিক আর্ত্ত ভক্ত। এই প্রকার ভক্ত হইতে হইলে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া বিবেকের সাহায্যে সাধনা আবশ্যক, তাহা না করিলে প্রবল শত্রু জয় করিতে পারা সহজ নহে। এই প্রকার ভক্ত হইলে ভগবানের ভালবাসা পওয়া যায়। ক্রমশঃ—

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষার সুব্যবস্থা।

স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যত্নে বঙ্গদেশে সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতির নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা হয় এবং গবর্ণমেণ্টও ঐ সময়ে উন্না-

রত্তা দেখাইয়া প্রতি বৎসর কয়েক সহস্র টাকা কেবল সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতি কল্পে ব্যয় করিতে স্বীকৃত হন। এক সময়ে যে নবদ্বীপের প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ছিল, এক্ষণে তাহার অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়াছে তাহা হৃদয়বান ব্যক্তি মাত্রেই একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। এইরূপ ভট্টপল্লী প্রভৃতি স্থানের দুর্দ্দশা দেখিলে প্রাণে বড়ই আঘাত লাগে। যাহা হউক স্বর্গীয় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চেষ্টায় এবং গবর্ণমেণ্টের যৎকিঞ্চিৎ সাহায্যে ঐ সকল স্থানের সংস্কৃত বিদ্যানুশীলন সম্বন্ধে এক্ষণে যে কিয়ৎ পরিমাণে উপকার হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু ব্যবস্থার দোষে এত বড় গুরুতর কার্য্যভার একব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকায় ইঁহার দ্বারা আশানুরূপ সুফল প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বা প্রিন্সিপাল মহাশয়ের হস্তেই এই বিশাল কার্য্যের ভার ন্যস্ত আছে। তিনিই ইহার রেজিষ্ট্রার, তিনিই ইহার একমাত্র তত্ত্বাবধারক। বলা বাহুল্য তাঁহাকে বহুকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয় সুতরাং সময়াভাব বশতঃ তিনি এই কার্য্যে যথেষ্ট পরিশ্রম এবং বিশেষ মনোযোগ করিতে পারেন না। এই অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল বঙ্গের ছোটলাটের নিকট এই মর্ম্মে আবেদন করেন যে মহামণ্ডলের পরামর্শানুসারে ঐ কার্য্যবিভাগের সংস্কার করা হউক। সুখের বিষয় গবর্ণমেণ্ট এই লোকহিতকর প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়াছেন। মহামণ্ডল হইতে একব্যক্তিকে কমিটিতে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট হইতে অনুকূল পত্র আসিয়াছে।

মহামণ্ডল সংবাদ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যমুনাদত্ত শর্ম্মা মথুরা জৈনমহাবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। উক্ত বিদ্যালয় সাহারাণপুরে উঠিয়া যাওয়ায় এবং তথায় উহা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হওয়ায় পণ্ডিতজী ঐ কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণোচিত কার্য্যে জীবনাতিপাত করিবার নিমিত্ত শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট আগমন করেন। প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহার ধর্ম্মোৎসাহ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত রাহা খরচ প্রভৃতি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে নিয়োগ করেন। তদনুসারে তিনি কাণপুর, যশোবন্ত নগর, মুজঃফরপুর ও মুজঃফরপুরের অন্তর্গত চরথাবল, ঘোহবা প্রভৃতি স্থানে অতি দক্ষতার সহিত ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। ঐ সকল স্থানে কার্য্য করিবার পর তিনি মিরাটে গমন করিয়াছেন।

জনৈক পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, :—

কোহাটের উপযুক্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের সহায়তায় তত্রত্য সনাতন ধর্ম্মসভা বিগত জানুয়ারি মাসে একটী সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। মাসিক ১৫৲ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া উক্ত পাঠশালায় একজন উপযুক্ত অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন এবং আপাততঃ ৩০জন বিদ্যার্থী শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন। বিগত ফেব্রুয়ারি মাসে বৈষ্ণবর পং বৃন্দাবন শর্ম্মা এবং কোহাট ধর্ম্মসভার উপমন্ত্রী ভজনমণ্ডলীর সহিত পাঠশালার সাহায্য প্রার্থনার্থ কোহাট জেলায় ভ্রমণ করেন। তাহাতে লাটী সহর হইতে ২৯।০ টাকা এবং টেরী সহর হইতে ৪৪৲ টাকা আদায় হয়। উক্ত দুই নগরের ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের বদান্যতার নিমিত্ত ধন্যবাদার্হ। এপ্রিলমাসে কোহাট সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

কাঁথি হরিসভা। ১৩০৯ সালের ১৫ই আষাঢ় সংস্থাপিত হয়। বিগত ১৫ই ফাল্গুন বুধবার হইতে ১৮ই ফাল্গুন শনিবার পর্য্যন্ত দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে উক্ত সভার অধিবেশন কার্য্য অতি সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। ইহা সভার ৫ম অধিবেশন। সভার সম্পাদক উকীল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র চন্দ্র বস্রী মহাশয় সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য যথারীতি প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। সভার উন্নতি কল্পে সভ্যগণের যথেষ্ট আগ্রহ আছে। হরিসভা ভবিষ্যতে কোন বিঘ্নগ্রস্ত হইয়া নিজ সত্তা রক্ষা করিতে পাছে অসমর্থ হন, এই আশঙ্কায় হরিসভা প্রেস নামে একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত মুদ্রাযন্ত্রের আয় হইতে সভার সময়োপযোগী ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। মুদ্রাযন্ত্রটী স্থাপন করিতে সভাকে সহস্রাধিক টাকা ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে ঋণ শোধ হইয়া যাইতেছে। শীঘ্রই ঋণ শোধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। সভা সংস্থাপকগণের মহতী চেষ্টায় এককালীন সংগৃহীত অর্থের দ্বারা সভাগৃহটীকে অতি রমণীয় ইষ্টক নির্ম্মিত এবং বিবিধ দেবদেবী চিত্রবিচিত্র, বহু সদুপদেশাবলীর দ্বারা সুরঞ্জিত করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য কাঁথি হরিসভা মহামণ্ডলের একটী শাখা সভা। ঐ স্থানের আরও ৪৩টী সভা কাঁথি হরিসভার সহিত সংযুক্ত ও উহার শাখা সভারূপে পরিগণিত। বিগত ২০শে ফাল্গুন শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের উপযুক্ত মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরসুন্দর সাংখ্যরত্ন মহাশয় উক্ত হরিসভার মাজনা চুরমুট গ্রামস্থ হরিসাধন সমিতি নামক একটী শাখা সভায় ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন। কাঁথি হরিসভাটী বঙ্গের হরিসভা গুলির মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সভ্যগণ সৌজন্যাদি গুণালঙ্কৃত এবং ভগবদ্ভক্ত।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের মহোপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরসুন্দর সাংখ্যরত্ন মহাশয় এতৎসময় বঙ্গদেশে অতি দক্ষতায় সহিত প্রচার কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। বিগত কয়েক মাসের মধ্যে তিনি কটক অঞ্চলের ২৬টী বৃহৎ সভায় প্রচার কার্য্য সম্পাদন করেন এবং তাঁহার

চেষ্টায় উক্ত অঞ্চলের ২১টী সভা মহামণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হয়। সাংখ্যরত্ন মহাশয়ের দক্ষতা সম্বন্ধে ইহা যে বিশেষ পরিচায়ক তাহার আর সন্দেহ নাই। তিনি মহামণ্ডলের কার্য্যে যেরূপ উৎসাহ দেখাইতেছেন, তাহাতে আশা হয় যে, তাঁহার দ্বারা অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান সভাপতি হিজ হাইনেস অনারেবল মহারাজা বাহাদুর দ্বারবঙ্গ এতদিন কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন। অবস্থানকালে তথায় তিনি কতিপয় দেশ হিতকর কার্য্য করিতেছেন। যে দিন তিনি বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ে নব প্রতিষ্ঠিত অন্নরক্ষিণী সভার সভাপতি হইয়া দেশের প্রভূত পরিমাণে অন্ন বিদেশে প্রেরণ বন্ধ হইবার নিমিত্ত বহু অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মহারাজা এক্ষণে বড়লাটের মন্ত্রী সভার সভ্য আছেন। তিনি যদি গবর্ণমেণ্টকে ভারতবর্ষের অন্নরক্ষা ও অন্নরক্ষিণী সভার সহায়তা করিবার প্রসঙ্গ মন্ত্রী সভায় উত্থাপন করেন, তবে মহারাজা বাহাদুর সমগ্র দেশের ধন্যবাদ ভাজন হইবেন সন্দেহ নাই। মহারাজা বাহাদুর এক্ষণে স্বীয় রাজধানী দ্বারবঙ্গে আগমন করিয়াছেন।

মহোপদেশক পণ্ডিত বাবুরামজী শ্রীপঞ্জাব ধর্ম্মমণ্ডলে অতি যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়া এক্ষণে পীড়িত হইয়া কিছুদিন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা রাজপুতানা অঞ্চলে অতি দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া একমাস ছুটী গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগানন্দ স্বামী নামক জনৈক সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের উন্নতি কল্পে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর অগ্নিহোত্রী নামক এক জন উপযুক্ত ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া ধর্ম্ম প্রচারার্থ রায় বেরেলী অঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন। তত্রত্য সভা উপদেশক ভাণ্ডারে ৩১৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

মধ্য ভারতের ইন্দোর রাজ্য ধর্ম্ম কার্য্যের নিমিত্ত চির প্রসিদ্ধ। বড়ই আনন্দের বিষয় শ্রীদরবার ইন্দোর শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের লোকোপকারী ধর্ম্ম কার্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া নিয়মিত রূপে বৎসরে ৫০০৲ টাকা করিয়া দিতে স্বীকার করিয়াছেন, এবং ঐ টাকা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ে

প্রেরণ পূর্ব্বক আপনার ধর্ম্মোদারতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই মহৎ কার্য্যের নিমিত্ত শ্রীদরবার বিশেষ ধন্যবাদার্হ তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল ডেপুটেশন কয়মাস কলিকাতায় অবস্থান করিয়া তথায় অনেক গুরুতর ধর্ম্মকার্য্য যোগ্যতার সহিত সম্পাদন পূর্ব্বক কাশী প্রধান কার্য্যালয়ে উপস্থিত হন এবং এখানে বিবিধ ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক বিগত ১০ই মে তারিখে যুক্ত প্রদেশে গমন করিয়াছেন। তথা হইতে রাজপুতানা ভ্রমণ পূর্ব্বক দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে গমন করিবেন স্থির হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যেও মহামণ্ডলের পাঁচটী শাখা মণ্ডল স্থাপনাভিপ্রায়ে ডেপুটেশন তথায় গমন করিতেছেন।

আমরা বিশেষ আনন্দ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, ত্রিপুরার স্বাধীন নৃপতি শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলে এক হাজার টাকা এককালীন দান এবং মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এই নিমিত্ত তিনি ধন্যবাদ পাত্র।

বড়ই আনন্দের বিষয় যে, কাশীবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পৃথ্বীপাল ভট্ট আচার্য্যের ইচ্ছা ও অনুরোধে শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের অধ্যক্ষ ভারতরত্ন শ্রীযুক্ত রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম এ বি এল সি এস আই মহোদয় কলিকাতায় সোম যজ্ঞের আয়োজন করিতেছেন। ইতঃপূর্ব্বে বঙ্গদেশে কখনও সোম যজ্ঞ কার্য্য সম্পাদিত হয় নাই। ঐ যজ্ঞের স্থান কলিকাতা যোড়া বাগানে অবধারিত হইয়াছে। কাশী প্রভৃতি স্থান হইতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডী অগ্নিহোত্রী কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া যজ্ঞ কার্য্য সম্পন্ন করাইবেন। আমরা রাজা বাহাদুরকে এই মহৎ কার্য্যে উদ্যোগী দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি, এবং তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ করিতেছি।

শ্রীজনক ধর্ম্মমণ্ডল কমিটীর অধিবেশন।

বিগত ৩০শে মার্চ্চ অপরাহ্ণ ৪ঘটিকার সময় শ্রীজনকধর্ম্মমণ্ডল কার্য্যালয়ে উক্ত কমিটীর কার্য্য-কারিণী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মিথিলা রাজকুমারের শ্রীযুক্ত বা।

তুল পতি সিংহ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত কমিটীতে নিম্নলিখিত কার্য্য গুলি সম্পন্ন হইয়াছে।

১। আফগানিস্থানের শ্রীযুক্ত আমির মহোদয়ের ভারতবর্ষে আগমন উপলক্ষে তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত যে পণ্ডিত সম্বাদ প্রেরিত হয়, তাহা পাঠ করা হয়। সকলেই তাহাতে আনন্দ পূর্ব্বক সম্মতি প্রদর্শন করেন।

২। উপাধি পরীক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের পক্ষ হইতে গবর্ণমেণ্টের সহিত যে পত্র ব্যবহার হইতেছে, উহার ভাবার্থ পাঠ করা হয়। সকলেই তাহাতে হর্ষ প্রকাশ করেন।

৩। পঞ্জাবের অন্তর্গত রাহুন সনাতন ধর্ম্ম অনাথালয়ে শ্রীজনক ধর্ম্মমণ্ডলের যত্নে একটী অনাথিনী বালিকাকে প্রেরণ করা হইয়াছে, ইহা সকলের নিকট অবগত করা হইল। তাহাতে সকলেই হর্ষ প্রকাশ করেন।

৪। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও অনাথালয় স্থাপন করিবার নিমিত্ত কিরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত সভ্য মহোদয়দিগের দ্বারা গঠিত একটী সবকমিটীর উপর ভার প্রদত্ত হইল। তাঁহারা আগামী অধিবেশনে ঐ সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া উপস্থিত করিবেন।

(১) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চিত্রধর মিশ্র, (২) পণ্ডিত হরিনারায়ণ ঝা, (৩) পণ্ডিত পরমেশ্বর ঝা, (৪) বাবু লোকনাথ জী, (৫) পণ্ডিত চুবে ঝা, (৬) পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণঠাকুর, (৭) পণ্ডিত পদ্মনাভ মিশ্র, (৮) বাবু রামধারী লাল।

৫। মন্তব্য নং ১। রায় গঙ্গাপ্রসাদ সিংহ বাহাদুরের মৃত্যু উপলক্ষে কমিটী শোক প্রকাশ করিলেন। মিথিলা রাজকুলভূষণ শ্রীযুক্ত বাবু তুলাপতি সিংহের প্রস্তাব এবং বাবু ব্রজবিহারী লালের অনুমোদনানুসারে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে স্বীকৃত হইল যে, নিম্নলিখিত মর্ম্মের একখানি সহানুভূতি সূচক পত্র উক্ত রায়সাহেবের উত্তরাধীকারীর নিকট প্রেরণ করা হউক—"শ্রীজনক ধর্ম্মমণ্ডলের প্রবন্ধকারিণী কমিটী রায় গঙ্গাপ্রসাদ সিংহ বাহাদুরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছেন ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যে, তাঁহার আত্মা শান্তি এবং তাঁহার পুত্রদিগকে শোক বহন করিবার শক্তি প্রদান করুন।"

মন্তব্য নং ২। শ্রীযুক্ত মিথিলা রাজকুলভূষণ বাবু তুলাপতি সিংহের প্রস্তাব এবং সর্ব্বসম্মতি ক্রমে স্থির হইল যে জনক ধর্ম্মমণ্ডলের কার্য্যকারিণী সভার সভ্য সমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে গ্রহণ করা হউক। (১) পণ্ডিত চুবে ঝা, (২) পং শ্রীকৃষ্ণঠাকুর (৩) বাবু লক্ষ্মীপ্রসাদ সিংহ, (৪) পণ্ডিত পদ্মনাভ মিশ্র।

মন্তব্য নং ৩। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে স্থির হইল যে, শ্রীজনক ধর্ম্মমণ্ডলের প্রবন্ধকারিণী সভার চতুর্থাংশ সভ্য উপস্থিত হইলে, সভার কার্য্য আরম্ভ হইবে।

মন্তব্য নং ৪। যেরূপ আর্য্য সমাজীরা রেলওয়ে কোম্পানীর সহিত পত্র ব্যবহার

করিয়া আপনাদের সমাজের সভ্যদিগের নিমিত্ত নিম্ন শ্রেণীর টিকিট লইয়া উচ্চ শ্রেণীতে ভ্রমণ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন, সেই প্রকার শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলও আপনার সভ্যদিগের নিমিত্ত উপরি উক্ত অধিকার প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যত্ন করুন।

(স্বাঃ) শ্রীতুলাপতি সিংহ।

সভাপতি কার্য্যকারিণী সভা।

মহামণ্ডল প্রবন্ধকারিণী সভার অধিবেশন।

(১)

বিগত ৬ই এপ্রিল শনিবার মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ে (কাশ্মীরভবন) মহামণ্ডল ম্যানেজিং কমিটীর অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় নিম্ন লিখিত কার্য্যগুলি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

১। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর তাহিরপুর, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২। ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা যাহা মহামণ্ডলের সহিত সংযুক্ত শাখাসভা এবং উহার সহিত শ্রীমহামণ্ডলের কর্ম্ম এবং কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এক্ষণে উহার কার্য্য ব্যবস্থায় বহুল পরিমাণে শিথিলতা দেখা যাইতেছে। প্রেসের দশা সন্তোষ জনক নহে। উক্ত সভার বিস্তর ঋণ হইয়া গিয়াছে এবং সে ঋণ শোধ করিবারও কোন প্রকার সুব্যবস্থা হইতেছে না। পূর্ব্বের হিসাবাদিও রীতিমত রাখা হয় নাই। অর্থ সম্বন্ধেও অনেক গোলযোগ শুনা যাইতেছে। এ পর্য্যন্ত ট্রষ্টিদগেরও কোন জেনারেল মিটিং হয় নাই এবং নিয়ম এবং উপনিয়মের সংস্কারেরও আবশ্যকতা আছে। সম্প্রতি উক্ত সভার একজন কার্য্য সম্পাদকের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে এবং অপর মন্ত্রী মহাশয় কার্য ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করেন। এই নিমিত্ত ইহা নিশ্চয় হইল যে, মহামণ্ডলের নং ৬১ নিয়ম এবং উপনিয়মানুসারে ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভাকে লেখা হউক যে, ট্রষ্টিদিগের জেনারেল মিটিং করিয়া উপরিউক্ত প্রকারের ক্রটী সংশোধন করিবার নিমিত্ত শীঘ্র ব্যবস্থা করা হউক। এবং যদি মিটিং করিবার বিলম্ব হয় বা মন্ত্রী মহাশয়ের অসুস্থতার নিমিত্ত অথবা এই স্থান হইতে চলিয়া যাইবার জন্য তিনি এই কার্য্য করিতে না পারেন, তবে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয় স্বয়ং মিটিং করিয়া এই সমস্ত দোষ দূর করেন এবং প্রতিনিধি মহাশয়দিগের সম্মতি ক্রমে মন্ত্রী পদ নির্ব্বাচিত হয়।

৩। বিগত ৯ই ডিসেম্বরের অধিবেশনে সকল প্রকারের সভ্য মহোদয়দিগের মধ্যে সদ্ভাব বৃদ্ধির নিমিত্ত যে একখানি বিশেষ পত্রের খসড়া প্রস্তুত করিবার নিশ্চয় হইয়াছিল,

তাহার ভার শ্রীযুক্ত প্রধান মন্ত্রী মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয়ের উপর অর্পিত হউক।

৪। উপদেশক ফণ্ড খুলিবার বিষয়ে যে সারকুলার প্রেরিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে যে সমস্ত চিঠিপত্র আসিয়াছে তাহা ফাইল করিতে বলা হইয়াছে এবং নিশ্চিত হইয়াছে যে, যে সভা হইতে পত্র না আসিবে পত্র ব্যবহার পূর্ব্বক ঐ সকল সভার সম্মতি আনাইতে হইবে।

৫। শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র পাঠ করা হইল এবং স্থির হইল যে, পুস্তক এবং তাঁহার পত্র শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলে পাঠান হউক, তথা হইতে পুস্তকের বিষয়ে এখানে অনুকূল সম্মতি আসিলে বিবেচনা করা হইবে এবং ইহার পাণ্ডুলিপি শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট পাঠান হউক।

৬। দ্বারবঙ্গ রিসার্চ সোসাইটীর সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ মিশ্র বি এ, মহাশয়ের গত ১৯০৭ সনের ২০শে মার্চ্চ তারিখের পত্র পাঠ করা হইল। উক্ত সোসাইটীর উদ্দেশ্য সমূহের প্রতি শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের পূর্ণ সহানুভূতি আছে, এবং সহায়তা প্রদান করাও উচিত বিবেচিত হইতেছে। ঐ পত্র শ্রীজনক ধর্ম্মমণ্ডলে প্রেরণ করা হউক এবং তথা হইতে অনুকূল সম্মতি আসিলে বিচার করা হইবে।

৭। অডিটর নিযুক্ত করা সম্বন্ধে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে স্থির হইল যে, শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ সিংহ বহু দিবস হইতে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অডিটর ও বেতিয়া রাজের মেনেজার ছিলেন এবং এক্ষণে অবসর লইয়া কাশীবাস করিতেছেন এবং তিনি এই কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। তাঁহাকে অবৈতনিক অডিটর নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত প্রতিনিধি মহাশয়দিগের সম্মতি লওয়া হউক।

৮। শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর খয়রা ঐ মহামণ্ডলের একজন অনুরক্ত প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি শ্রীমহামণ্ডলে নিয়মিত রূপে সহায়তা প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক হওয়ায় এই সভা তাঁহার পারলৌকিক কল্যাণার্থ প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত নূতন রাজা সাহেবকে এ বিষয়ে সহানুভূতি সূচক পত্র প্রেরিত হউক না।

৯। শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ দাস মহামণ্ডলের একজন প্রতিনিধি এবং কার্য্যকারিণী সভার একজন পরিশ্রমী সভ্য ছিলেন। তিনি আপনার ধর্ম্মবুদ্ধি এবং পরোপকার প্রবৃত্তির নিমিত্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার দ্বারা মহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে বহুল পরিমাণে সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া যাইত। তাঁহার কাশীলাভ হইয়াছে। তাঁহার বিয়োগ হেতু কমিটী শোক প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার পারলৌকিক উন্নতির নিমিত্ত কমিটি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন এবং তাঁহার শোকাকুল আত্মীয় পরিজন সমূহের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন।

১০। শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর সোনবরসা মহামণ্ডলের প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির নিমিত্ত এই কমিটী বিশেষ শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার পারলৌকিক কল্যাণার্থ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

১১। শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর কাশিমবাজার শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের একজন প্রতিনিধি। সংপ্রতি তাঁহার পুত্রশোক হওয়ায় এই কমিটি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। ভগবান এই পরীক্ষা সহ্য করিবার নিমিত্ত তাঁহার হৃদয়ে বল প্রদান করুন, ইহাই প্রার্থনা।

১২। ৺ জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহামণ্ডলের একজন সহায়ক সভ্য এবং শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের ম্যানেজার ছিলেন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তিতে এই কমিটি অত্যন্ত শোকাতুর হইয়াছেন। তিনি আপনার ধর্ম্মবুদ্ধি, পরোপকার প্রবৃত্তি, সদাচার, বিদ্যানুরাগ, দেশহিতৈষণা, ধর্ম্মসেবাদি সদ্‌বৃত্তির নিমিত্ত আজকালকার যুবকদিগের আদর্শরূপী ছিলেন। তাঁহার অসময়ে মৃত্যু হওয়ায় মহামণ্ডলের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। শ্রীভগবানের নিকট এই কমিটি তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছেন, এবং তাঁহার আত্মীয় পরিজন সমূহের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন।

(স্বাঃ) শ্রীশশিশেখরেশ্বর শর্ম্মা
(রাজাবাহাদুর) তাহিরপুর, সভাপতি।

সব কমিটির অধিবেশন।

(২)

বিগত ১৯০৭ সালের ২৬ই এপ্রিল মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ে শ্রীভারত-ধর্ম্ম মহামণ্ডলের সব কমিটির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি সম্পাদিত হইয়াছে।

১। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়বাহাদুর তাহিরপুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২। শ্রীনিগমাগম পুস্তক ভাণ্ডার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর তাহিরপুর যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করা হইল। শ্রীযুক্ত স্বামী জ্ঞানানন্দজী মহারাজের নিকট অবগত হওয়া গেল যে এই পুস্তক ভাণ্ডার বেদ এবং শাস্ত্রাদি পুস্তক প্রকাশ করিবার নিমিত্ত তাঁহার দ্বারা মথুরাপুরীতে স্থাপিত হইয়াছিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক ভাণ্ডার কাশীপুরীতে আনা হইয়াছে। শ্রীস্বামীজী মহারাজের পুস্তকাবলী, শ্রীমহামণ্ডলের পুস্তকাবলী, এবং বাহিরের পুস্তক সমূহ এই পুস্তক ভাণ্ডারে বিক্রীত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত স্বামীজী মহারাজের প্রস্তাব অনুসারে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পুস্তক ভাণ্ডারের নিমিত্ত একটী কমিটী নিযুক্ত হয়। শ্রীযুক্ত বাবু সোমনাথ ভাদুড়ী, শ্রীযুক্ত ছন্নূলালজী, এবং পরলোকগত রাধাকৃষ্ণ দাস মহাশয় ঐ কমিটীর সভ্য ছিলেন। এই সময় শ্রীযুক্ত,

পণ্ডিত শিববিহারী লাল বাজপেয়ীজী উহার ম্যানেজার নিযুক্ত হন। তাঁহার উপর পুস্তক ভাণ্ডারের সম্পূর্ণ ভার প্রদত্ত হয়। শ্রীমহামণ্ডল উহার সংরক্ষকত্ব তাঁহার প্রতি প্রদান করিতেছেন।

৩। শ্রীস্বামীজী মহারাজ যখন উক্ত কার্য্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহারই সহায়তার দ্বারা এখনও উক্ত কার্য্য চলিতেছে তখন তাঁহার প্রসন্নতার নিমিত্ত নিম্নলিখিত মন্তব্য গুলি স্থির করা হইয়াছে :—

(ক) এই পুস্তক ভাণ্ডারের নাম শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল হইতে স্বতন্ত্র রাখা হউক এবং সময়ান্তরে ইহার রেজিষ্টারিও করা হউক।

(খ) ইহার ব্যবস্থার নিমিত্ত একটি স্বতন্ত্র কমিটি নিযুক্ত হউক, যাহাতে শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথ ভাদুড়ী, শ্রীযুক্ত ছন্নুলালজী, শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ সিংহ শ্রীযুক্ত চৌধুরী রামপ্রসাদ, শ্রীযুক্ত রায়বাহাদুর পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী মেম্বর নিযুক্ত হউন। আবশ্যকমতে ইঁহারা সভ্য বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(গ) কমিশন প্রভৃতির দ্বারা পুস্তক ভাণ্ডারের যে লাভ হইবে তাহার এক চতুর্থাংশ মহামণ্ডলকে দেওয়া হইবে, অবশিষ্ট টাকা পুস্তক ভাণ্ডার কমিটীর হাতে থাকিবে এবং যদি পুস্তক ভাণ্ডারের হিসাব বেনারস ব্যাঙ্কে না থাকে তবে, উহার হিসাব বেনারস ব্যাঙ্ক লিমিটেডে খোলা হউক এবং অধিক টাকা তাহাতে জমা রাখা হউক।

(ঘ) শ্রীস্বামীজী মহারাজ এই ধর্ম্মকার্য্যের প্রতিষ্ঠাতা, এই নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হউক যে, অবকাশ অনুসারে তিনি এই কার্য্যের নিমিত্ত একটী নিয়মাবলী প্রস্তুত করেন। তদনুসারে পুস্তক ভাণ্ডারের কার্য্য চলিবে।

(স্বাঃ) পং মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী,
(রায় বাহাদুর)
প্রধানাধ্যক্ষ।

(স্বাঃ) শ্রীশশিশেখরেশ্বর শর্ম্মা,
(রায় বাহাদুর) রাজা তাহিরপুর,
সভাপতি।

উপাধি ও মানপত্র বিতরণ।

গত বৎসর ভারতের অনেক যোগ্য ব্যক্তিকে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল হইতে উপাধি এবং মানপত্র প্রদান করা হইয়াছে। যে সকল মহাশয় উপাধি ও মানপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরা ক্রমে তাঁহাদিগের নাম প্রকাশ করিতেছি।

(১)

গত ১৯০৬ সালের ২২শে এপ্রিল তারিখে শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের বার্ষিকোৎসবোপলক্ষে শ্রীযুক্ত প্রধান সভাপতি মহারাজা বাহাদুর দ্বারবঙ্গ স্বীয় করকমলে নিম্নলিখিত মহোদয়দিগকে উপাধি ও সম্মান বিভূষিত করিয়াছেন, :—

(১) শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় কে টি এম এ ডি এল মহাশয়, নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা। "ভারত ভূষণ।"

(২) শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম এ বি এল, সি এস আই মহাশয়, উত্তর পাড়া, হুগলী। "ভারত রত্ন।"

(৩) শ্রীযুক্ত বাবু লঙ্গটসিংহজী মহাশয়, রইস, মুজঃফরপুর। "বিহার ভূষণ।"

(৪) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরসুন্দর সাংখ্যরত্ন ভট্টাচার্য্য ভট্টপল্লী, শ্রীহট্ট— "মহোপদেশক।"

(৫) শ্রীযুক্ত বিশেশ্বর চক্রবর্ত্তী বি এ নদীয়া, ইঁহাকে মানপত্র প্রদত্ত হয়।

(৬) শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম এ, টাঙ্গাইল। ইঁহাকে মানপত্র প্রদত্ত হয়।

(২)

বিগত ১৯০৬ সালের ২৬শে এপ্রিল তারিখে বিদ্যাপীঠ ইটোয়ার বার্ষিকোৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত মহানুভাবগণ সম্মানিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রায়বাহাদুর দুর্গাপ্রসাদজী, রইস যশোবন্ত নগর, ইটোয়া— "ধর্ম্মরত্ন।"

(৮) শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণজী, দিল্লী—"শ্রেষ্ঠী (শেঠ)।"

(৯) শ্রীযুক্ত লালা সুন্দরলালজী, বি এ কর্নেল। ইঁহাকে মানপত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

(৩)

বিগত ১৯০৬ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে শ্রীজনকধর্ম্মমণ্ডলের বার্ষিকোৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মিথিলাধিপতি মহোদয়ের রাজদরবারে নিম্নলিখিত মহাশয়গণ সম্মানের দ্বারা সুশোভিত হইয়াছেন।

(১০) শ্রীযুক্ত বাবু ভূলাপতি সিংহজী মহাশয় প্রাইভেট সেক্রেটারি শ্রীমহারাজা বাহাদুর দারবঙ্গ—"মিথিলা রাজকুলভূষণ।"

(১১) শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কৃষ্ণসিংহজী ঠকুর দারবঙ্গ—"ধর্ম্মধুরীণ।"

(১২) শ্রীযুক্ত বাবু রঘুনন্দন প্রসাদ সিংহজী রইস সিলৌত, জিলা মুজঃফর পুর—"ধর্ম্মভূষণ।"

(১৩) শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর মহাবীর প্রসাদ নারায়ণ সিংহজী রইস, বরাঁও—"ভারতভূষণ।"

(১৪) শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর বাবু শ্যামসুন্দর লালজী বি এ সি আই ই ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান কিশনগড়, রেভিনিউ বোর্ড গোয়ালিয়র—"ধর্ম্মরত্ন।"

(১৫) শ্রীযুক্ত মহন্ত হরিশর্ম্মাজী মুনি মহাশয় ক্যুকালেশ্বরী পৌরী গাড়বয়াল, "ধর্ম্মরত্ন।"

(১৬) শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চিত্রধর মিশ্র দারবঙ্গ "মীমাংসক শিরোমণি।"

(১৭) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পরমেশ্বর ঝা, মৌজে তরুবনী দারবঙ্গ—"ব্যাকরণ কেশরী।"

(১৮) শ্রীযুক্ত রাজকুমার কমলানন্দ সিংহজী, শ্রীনগর পুর্ণিয়া—"কবিকুলচন্দ্র।"

(১৯) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্র কবিজী মহাশয় মৌজে ঠাটী, দারবঙ্গ—"কবিকুলভূষণ।"

(২০) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চুন্নে ঝা মহাশয়, মৌজে পিলখবাড়, দারবঙ্গ—"তর্কবারিধি।"

(২১) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুরজী মহাশয় মৌজে সর্ব্বসীমা দারবঙ্গ—"তর্কবারিধি।"

(২২) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাদত্তশর্ম্মা মহাশয়, লাহোর—"বিদ্যারত্ন।"

(২৩) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গঙ্গাসহায়জী মহাশয় রাজমান্য পণ্ডিত বুন্দী—"বিদ্যাবাচস্পতি।"

(২৪) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পুরুষোত্তম ভট্টজী, গোয়ালিয়র রাজ পৌরাণিক—"ইতিহাসরত্নাকর।"

(২৫) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জগদীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ, সংস্কৃত অনুসন্ধান বিভাগ, শ্রীনগর কাশ্মীর—"বিদ্যাবারিধি।"

(২৬) শ্রীযুক্ত কুমার কেশরী সিংহজী, বারহটকোট—"কবিরত্ন।"

(২৭) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সোনেলাল ঝা, মুজঃফর পুর—"উপদেশক।"

(২৮) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পতিনাথ ঝা, মুজঃফর পুর—"উপদেশক।"

(২৯) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাদত্ত শর্ম্মা, লাহোর—"উপদেশক।"

(৩০) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামকিশোর ঝা, [illegible], মুজঃফরপুর—"মহোপদেশক।"

(৩১) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পরমেশ্বর ঝা বৈয়াকরণ কেশরী [illegible], [illegible]—"মহোপদেশক।"

(৩২) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন, কলিকাতা—"মহোপদেশক।"

(৩৩) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী, আহিরীটোলা কলিকাতা—"মহোপদেশক।"

(৩৪) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পুরুষোত্তম ভট্টজী, রাজ [illegible] [illegible] গোয়ালিয়র—"মহোপদেশক।"

(৩৫) শ্রীযুক্ত বাবু রামবাহাদুর সিংহজী রইস, [illegible] [illegible]—"মান পত্র।"

(৩৬) শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকা প্রসাদ সিংহ, রইস, [illegible]পুর, [illegible]—"মানপত্র।"

(৩৭) শ্রীযুক্ত কুমার কেশরী সিংহ বারহট কবিরত্ন, কোটা—"মানপত্র।"

(৩৮) শ্রীযুক্ত কুমার মহাপ্রসাদ নারায়ণ সিংহ, রইস এলাহাবাদ—"মানপত্র।"

(৪)

(বিগত ১৯০৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর প্রধান কার্য্যালয় হইতে।

(৩৯) শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর পণ্ডিত দয়াকিষণ কৌল বি.এ. দেওয়ান শ্রীনগর (কাশ্মীর) "ধন্যবাদ পত্র।"

(৪০) শ্রীযুক্ত রায় রামশরণ দাস, রইস, মেলারাম ষ্ট্রীট লাহোর—"মানপত্র।"

(৫)

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল দ্বারা কলিকাতা অধিবেশনোপলক্ষে বিগত ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর নিম্ন লিখিত মহাশয়গণ উপাধি ও মানপত্রাদি প্রদত্ত হইয়াছে।

৪১। শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, চুঁচুড়া, ধর্ম্মসুধাকর।

৪২। শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর বনমালী রায়, তড়াস, ভক্তিভূষণ।

৪৩। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, পূর্ব্বস্থলী, পণ্ডিতকুল-চক্রবর্ত্তী।

৪৪। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য তর্করত্ন, ভট্টপল্লী, বিদ্যাতিলক।

৪৫। শ্রীযুক্ত মহোপদেশক পণ্ডিত গণেশদত্ত বাজপেয়ী, রাজপণ্ডিত আলোয়ার রাজ, বিদ্যানিধি।

৪৬। শ্রীযুক্ত মহামহোপদেশক পণ্ডিত জ্বালাপ্রসাদ মিশ্র মুরাদাবাদ, বিদ্যাবারিধি।

৪৭। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, শরাগপুর, মহামহোপদেশক।

৪৮। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জ্বালাপ্রসাদ মিশ্র, মুরাদাবাদ, মহোপদেশক।

৪৯। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গণেশদত্ত বাজপেয়ী, রাজপণ্ডিত আলোয়ার রাজ, মহোপদেশক।

৫০। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর অগ্নিহোত্রী, ছিবরাও, উপদেশক।

৫১। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মদনমোহন বিদ্যানিধি, শান্তিপুর, সাহিত্য সেবা ও ধর্ম্ম-সেবাদি মানপত্র।

৫২। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সদাশিব মিশ্র কাব্যকণ্ঠ, পুরী, মহোপদেশক।

৫৩। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জয়কৃষ্ণ মিশ্র কাব্যতীর্থ, পুরী, উপদেশক।

৫৪। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণ শাস্ত্রী বেটগিরি, শ্রীমজ্জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য সংস্কৃত পাঠশালাধ্যাপক ধারবাড়, বিদ্বদ্রত্ন।

৫৫। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণশাস্ত্রী বেট্টগিরি বিদ্বদ্রত্ন, ধারবাড়, মহোপদেশক।

৫৬। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপুর কলিকাতা, ধন্যবাদ পত্র।

৫৭। শ্রীযুক্ত ঝালম রতন সিংহ, ভূপ সিংহজী, রঙ্গপুর লিমড়ী, শব্দসংবেদী।

(৬)

বিগত ৩১শে ডিসেম্বর কলিকাতা অধিবেশনে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিবর্গকে ধন্যবাদ পত্র প্রদত্ত হয়।

৫৮। শ্রীযুক্ত শেঠ ফুলচাঁদ ঝালওয়ালিয়া, কলিকাতা।

৫৯। শ্রীযুক্ত শেঠ গোপাল রায় পোদ্দার, ঐ

৬০। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ বৈদ্যরাজ, কলিকাতা।

৬১। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কানাহিয়া লাল শর্ম্মা, ঐ

৬২। শ্রীযুক্ত শেঠ তুলসীচাঁদ, ঐ

৬৩। শ্রীযুক্ত ইন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান।

৬৪। " পণ্ডিত রায় বাহাদুর রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী এম এ, কলিকাতা।

৬৫। " দুর্গাদাস লাহিড়ী, হাওড়া।

৬৬। " ভারতরত্ন রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় এম এ বি এল সি এস আই, উত্তরপাড়া।

৬৭। " জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা।

৬৮। " হরিনাথ সিংহ, খিদিরপুর।

৬৯। " বিজয় নারায়ণ কুণ্ডু, হুগলী।

৭০। " রায় বাহাদুর গঙ্গাপ্রসাদ, দ্বারবঙ্গ।

৭১। " বাবু বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ (রায় বাহাদুর গঙ্গাপ্রসাদজীর পুত্র) দ্বারবঙ্গ।

৭২। " গোস্বামী মধুসূদন লাল মহোপদেশক, বৃন্দাবন।

৭৩। " যোগী বাবা শিবপ্রকাশ লাল, মথুরা।

৭৪ " রায় বাহাদুর চৌবে রামদাসজী, ম্যানেজার শেঠ সাহেব, মথুরা।

৭৫। " পণ্ডিত জগন্নাথজী, হোশিয়ারপুর।

৭৬। " রাজা সার জেনারেল অমরসিংহ বাহাদুর কে সি আই ই, শ্রীনগর কাশ্মীর।

৭৭। " রায় বাহাদুর ভবানী দাস এম এ, শ্রীনগর, কাশ্মীর।

৭৮। " রায় বাহাদুর বরদা কান্ত লাহিড়ী, লাহোর।

৭৯। " ভগবান দাস, লাহোর।

৮০। " পণ্ডিত গোবিন্দ সহায় শর্ম্মা, সম্পাদক জাহ্নবি আগ, লাহোর।

৮১। " রায় বাহাদুর হরিচাঁদজী উকীল, মুলতান।

৮২। " রায় বাহাদুর হরিচাঁদজী দেওয়ান, কপুরথালা।

৮৩। " পণ্ডিত গণেশ দত্ত বাজপেয়ী বিদ্যানিধি মহোপদেশক, আলোয়ার।

৮৪। ,, মুন্সী জগমোহন লাল, মহারাণী আলোয়ারের সেক্রেটারি, ঐ

৮৫। ,, লালা জগন্নাথজী বি এ হাকিম, সাম্ভর (রাজপুতানা) সাম্ভর।

৮৬। ,, রামজীবনজী, আজমীর।

৮৭। ,, ঠাকুর হরিনারায়ণ সিংহ, রাজস্থান ধর্ম্মমণ্ডল, আজমীর।

৮৮। ,, অরুণাচেলম চটিয়ারজী, দেবকোট, মান্দ্রাজ

৮৯। ,, পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ মিশ্র অগ্নিহোত্রী, ভিওয়ানী, হিসার

(বিদ্যোপাধি।।)

৯০। ,, পণ্ডিত দেবদত্ত শর্ম্মা, হিসার, মহোপদেশক।

৯১। ,, পণ্ডিত সীতারাম শর্ম্মা, জাগুবাস আলোয়ার, মহোপদেশক।

৯২। ,, পণ্ডিত হরিদ্বারী লাল শর্ম্মা, ভিওয়ানী হিসার, উপদেশক।

৯৩। ,, শেঠ খেমরাজ কৃষ্ণদাস, বোম্বাই, বিদ্যাসেবা, ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচার, হিন্দী ভাষা বিস্তারাদির নিমিত্ত মানপত্র।

৯৪। ,, শেঠ তারাচাঁদজী, ভিওয়ানী হিসার, প্রধান সভাপতি মহাশয়ের ধন্যবাদ পত্র।

৯৫। ,, শেঠ তারাচাঁদজী, ভিওয়ানী, ঐ

৯৬। ,, লালা মোহন লালজী খাজাঞ্চী, হিসার, ঐ

৯৭। ,, পণ্ডিত জ্বালাদত্ত শর্ম্মা শাস্ত্রী, অমৃতসর, জ্যোতিষরত্ন ও বিদ্যানিধি।

দান প্রাপ্তি।

—:০:×:০:—

ডিসেম্বর ১৯০৬ ইং।

মাসিক সহায়তা খাতে।

হিজ হাইনেস শ্রীযুক্ত দারভঙ্গার মহারাজা সার রমেশ্বর সিংহ বাহাদুর কে সি আই ই মিথিলাধিপতি ১০০৲

এ,এল,এ,আর অরুণাচেলাম চিটিয়ারজী মহাশয়, জমীদার দেবকোট ৩০৲

বিশেষ সহায়তা খাতে।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বটুক নাথ মুখোপাধ্যায় এল এম এস চুঁচুড়া ১০০৲

সাধারণ সভ্য খাতে ২৫৭৲

আয় ব্যয়ের হিসাব।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়, কাশী।

ইং ডিসেম্বর ১৯০৬।

—:০০০:—

জমা	
রোকড় বাকী	৩৭৫৶১৫
সাধারণ সভ্য খাতে	২৫৭৲
মাসিক সহায়তা খাতে	১৩০৲
বিশেষ সহায়তা খাতে	১০০৲
ফেরত টিকিট খাতে	৩/০
প্রেসিডেন্ট আফিস খাতে (মাং খাজাঞ্চি, রাজ দারবঙ্গ)	৫০০৲
বুকডিপো খাতে	৯৮৵০
আমানত খাতে	৫৬৲
হিসাব তলব খাতে	১০০৲
বেনারস ব্যাঙ্ক খাতে	১০২৫৷৷১৫
মোট জমা	২৩০৭৷৷৶০

কৈফিয়ৎ—

জমা	২৩০৭৷৷৶০
খরচ	২১৬৩৷৷৶৫
রোকড় বাকী	১৪০৸৶১৫

একশত চল্লিশ টাকা পনর আনা তিন পয়সা মাত্র।

খরচ	
ডাক টিকিট খরচ খাতে	৩৫৶১৫
মুৎফরিক্কা খাতে	৮৷৵৫
ষ্টেশনারি খাতে	১৩৸০
ফার্নিচার খাতে	২।০
শ্রীদেবসেবা খাতে	৬৸১০
শ্রীশারদা মণ্ডল খাতে	২৫/১৫
বৃত্তি খাতে	২৫৮৵০
ছাপাই বিভাগ খাতে	৩৫৯৷১৫
অতিথি সৎকার খাতে	২০৷৷৵১৫
বুক ডিপো খাতে	২৯৩৷৷১০
উপদেশ ভ্রমণ খাতে	৭৵১০
পঞ্জাব ধর্ম্মমণ্ডল প্রান্তীয় কার্য্যালয় খাতে	৩২৲
রাজস্থান ধর্ম্মমণ্ডল প্রান্তীয় কার্য্যালয় খাতে	৩০৲
বঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডল প্রান্তীয় কার্য্যালয় খাতে	৮৩৷৵০
ডেপুটেশন খাতে	৮৬/৫
আমানত খাতে	৫৬৲
হিসাব তলব খাতে	৭৩৩৲
বেনারস ব্যাঙ্ক লিমিটেড খাতে	১২৫৲
মোট খরচ	২১৬৩৷৷৶৫

(স্বাঃ) শ্রীগিরিশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, সহকারী অধ্যক্ষ।

পং শ্রীকালী প্রসাদ ত্রিপাঠী মুনীম।

শ্রীহরিঃ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

কল্যের্গতাব্দাঃ ৫০০৮।

২৭শ ভাগ।	জ্যৈষ্ঠ।	সন ১৩১৪ সাল।
৯ম সংখ্যা।		ইং ১৯০৭ খৃঃ।

শ্রীশ্রীগঙ্গাষ্টকম্।

(১)

বদ্ধা সতী প্রভবতী ভববন্ধনেন,
বুদ্ধা ত্বয়া কিল তদুদ্ভব যাতনা যা।
তৎ কিং সদা তনুভৃতাং ভবভীতিভাজে
দূরী করোষি ভববন্ধনমত্র গঙ্গে॥

ভবের বন্ধনে বাঁধা থাকিয়া জননি!
যাতনা বুঝেছ নিজে তুমি নিস্তারিণি!
তোমার সন্তান যারা,
সে ব্যথা সহিবে তারা,
ওমা তারা! তোর প্রাণে এসে অসহন;
জীবের তাই কি নাশ' ভবের বন্ধন?

(২)

ত্বৎক্রোড়যাতশতপাতকিনাঞ্চ মাতঃ-
গঙ্গে বিকারনিকরো ন কদাপি জাতঃ।
অঙ্কাগতস্তব তু যঃ শিবয়োপভুক্তো
হে জহ্নুজে নহি পুনঃ শিবয়োপভুক্তঃ॥

নিতান্ত পাতকী যে বা এ মহীমণ্ডলে,
নির্ব্বিকার হয় সে মা! এলে তোর কোলে;
মাগো, তোর ক্রোড়ে যা'রে শিবা করে ভোগ
যে হেতু আবার তা'রে শিবা করে ভোগ।

(৩)

পুণ্যেন যস্ত্রিপথগে তব তীরবাসী
গন্তুং মহেন্দ্রনগরীং স ন হি প্রয়াসী।
যেষাঞ্চ ভক্তিরচলা ত্বয়ি সর্ব্বদাস্তি
তেষাং করোতি কিমু বা যমরাজশাস্তিঃ॥

পুণ্যক্রমে যে বা করে তব তীরে বাস,
স্বর্গপুরে যেতে তা'র নাহিক প্রয়াস;
তোমাতে অচলা ভক্তি যাহাদের আছে,
কি করে যমের শাস্তি তাহাদের কাছে।

(৪)

অঙ্কে গৃহাণ জননি স্বসুতং রিপুভ্যঃ
কামাদিশত্রব ইহ প্রহরন্তি নিত্যম্।
সোঢ়ুং নিপীড়নচয়ং তমহং ন শক্তঃ
পাপাপহারিণি সদা ভবতীং ভজামি॥

কোলে তুলে নে'মা গঙ্গে! আপন তনয়ে
কামাদি-রিপুর ভয়ে মরি যে অভয়ে!
সহিতে না পারি' আর সে দারুণ ক্লেশ,
ডাকি তোমা' নিস্তারিণি! কর দুঃখ শেষ।

(৫)

মাতস্ত্রিলোক ভয়হৃদ্ ভবদীয়বারি
নো কিং ভবেদিহ ভবে মম ভীতিবারি।
জানামি নাস্মদভয়ে ভয়বারহারি
যৎ সাধয় স্বদুচিতং মদনারিনারি॥

ত্রিজতে যত ভয়, সবি' তো, মা! হয় ক্ষয়
স্পর্শন করিলে তব ও পবিত্র বারি,
ভব-ঘোরে মরি ভয়ে, যাবে না কি? হে অভয়ে!
কেবল আমার (ই) ভীতি ও অহ্ কুমারি!

যা' কর জননি! তুমি, তুমিই আশ্রয় ভূমি,
ভবভয় বিনাশিনী তোমাকেই জানি,
তোমার উচিত যাহা মাগো! কর তুমি তাহা,
নিপতিত শ্রীচরণে দাস-দাস আমি।

(৬)

সর্ব্বোঽপি রক্ষতি মহেশ্বরি পুণ্যবন্তং
পাপাত্মনাং নহি গতির্ভবতীং বিহায়।
সত্যং জগজ্জননি পাপমতিঃ সদাহং
স্মৃত্বা ত্বদীয় চরিতং শরণাগতোঽস্মি॥

পুণ্যবানে সকলেই করয়ে পালন,
গতি নাই তোমা' বিনা পাতকী যেজন,
সত্য বটে আমি সদা পাপে নিমগন,
স্মরিয়া চরিত্র তব লইনু শরণ।

(৭)

মোক্ষপ্রদে জননি দুঃখচয়ং নিরীক্ষ্য
স্বান্তং ন চৈব বিচলত্ব চলাত্মজায়াঃ।
ক্লেশেঽপি সন্তত্মহো নিজসন্ততীনাং
স্থৈর্য্যং কথং দ্রবময়ি ত্বয়ি ভাতি মাতঃ॥

পার্ব্বতী অচল বালা, সন্তানের দেখে জ্বালা
তাই তা'র চিত্ত নাহি হয় বিচলিত,
পুত্র কাঁদে দুঃখ-ভারে, স্থির আছ কি প্রকারে?
তুমি যে মা! দ্রবময়ী নামেতে বিদিত।

(৮)

রক্ষাথবা হর সুতং হরমস্তকস্থে
নান্যদ্ ভজামি বরদে শরণাগতোঽহম্।
নেচ্ছামি বিত্তনিচয়ং ন চ কীর্ত্তিকূটং
পাদং বলং তব তু কেবলমেব মন্যে॥

মাগো! রক্ষা কর মোরে কিংবা কর নাশ,
তোমারি আশ্রিত আমি শ্রীপদের দাস,

নাহি চাই বিত্ত আদি যশে নাই আশা,
ও চরণ-পদ্ম তব কেবল ভরসা।

শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্য।
৺কাশীধাম।

তত্ত্ব কথা।

জপ রহস্য। জপ ত্রিবিধ;—মানসিক, উপাংশু ও বাচনিক। মনে-মনে মন্ত্র জপ করার নাম মানসিক; যে জপের শব্দ নিজের শ্রুতিগোচর হয়, কিন্তু অন্যে শুনিতে পায় না, তাহার নাম উপাংশু এবং যে জপের শব্দ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হয়, তাহার নাম বাচনিক। বাচনিক অপেক্ষা উপাংশু এবং উপাংশু অপেক্ষা মানসিক জপ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। নির্জ্জনে জপ করাই কর্ত্তব্য। ফল কথা, যেখানে চিত্ত প্রসাদ জন্মে, তাদৃশ স্থলই জপের উপযুক্ত স্থল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

মন্ত্র জপের প্রথমে অঙ্গন্যাস, করন্যাস, ঋষ্যাদি ন্যাস, মূলমন্ত্র দ্বারা প্রাণায়াম ও গুরুপংক্তি নমস্কার করিয়া জপ অন্তে পুনরায় প্রাণায়াম করত জপ বিসর্জ্জন করিবে। পরন্তু গায়ত্রী জপ সম্বন্ধে এ সমস্তের প্রয়োজন নাই।

প্রভাতে হৃদয় সমীপে উত্তান করে, মধ্যাহ্নে হৃদয়াভিমুখ করে এবং সন্ধ্যা-কালে অধোমুখ করে জপ করিবে। জপকালে হস্ত বস্ত্রাভ্যান্তরে রাখিবে। হৃদয়কমলে পূজিত দেবতাকে ধ্যানপূর্ব্বক মস্তকস্থিত গুরু ও মন্ত্র সহ দেবতার ঐক্য ভাবনা করিয়া জপ করা কর্ত্তব্য। মন্ত্র স্পষ্ট ও অনতিদ্রুত ভাবে উচ্চারণ করিবে এবং অধিক বিলম্ব করিয়া উচ্চারণ করিবে না। অক্ষ মালাতে জপই প্রশস্ত, তাহার অভাবে অনামার মূল পর্ব্বদ্বয়, কনিষ্ঠার পর্ব্বত্রয়, অনামা ও মধ্য-মার অগ্র পর্ব্বদ্বয় ও তর্জ্জনীর পর্ব্বত্রয়, এই দশ পর্ব্বে যথাক্রমে অঙ্গুষ্ঠের অগ্র-দ্বারা জপ করিবে। স্ত্রী দেবতা হইলে তর্জ্জনীর পর্ব্বদ্বয় পরিত্যাগ করত অনা-মিকার প্রথমতঃ নিম্ন পর্ব্বদ্বয়, পরে কনিষ্ঠার পর্ব্বত্রয়, তাহার পর অনামার অগ্রপর্ব্ব মধ্যমার তিন পর্ব্ব ও তর্জ্জনীর মূলপর্ব্ব যাবৎ দশ স্থলে জপ করিতে হয়। প্রতি দশবার জপ হইলে উক্তরূপ নিয়মে বামহস্তের পর্ব্বে একবার জপ করা হইবে। এই রূপে বাম বাহুতে দশবার পূর্ণ হইলেই শত সংখ্যা পূর্ণ হইল বুঝিবে। অষ্টাদশবার বা একশত আটবার ইত্যাদিরূপ অষ্টাধিক করিয়া জপ

করাই কর্ত্তব্য। অক্ষম হইলে দশধা জপ করিবে। জপকালে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি স্পন্দন, দন্তবিকাশ বাক্যোচ্চারণ ও হাস্য প্রভৃতি নিষিদ্ধ। রুদ্রাক্ষমালা সকল উপাসনার পক্ষে প্রশস্ত। বিষ্ণু উপাসকদের পক্ষে তুলসী মালা দ্বারা সাধনের বিশেষ বিধি আছে।

জপ বহুবিধ। তাহার মধ্যে কয়েকটীর নাম লেখা হইতেছে। যথা:— ব্রহ্ম উপাসনা সম্বন্ধীয় প্রণব জপ, অজপা জপ, ব্রহ্মমন্ত্র ইত্যাদি। শ্রীগুরুদেব সাধকের উপাসনার অধিকার, প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি আদি পরীক্ষা করিয়া যেরূপ মন্ত্র উপদেশ দিবেন, উহারই যথাবিধি জপ করিলে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। কেবল শাস্ত্রাদি দেখিয়া মন্ত্রজপ করিলে কোন ফল হয় না।

ধ্যান রহস্য। সাধন অঙ্গের মধ্যে ধ্যান সর্ব্ব প্রধান অঙ্গ। ধ্যান ক্রিয়ায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে সাধক সমাধি লাভ করিতে সমর্থ হয়। ধ্যান বহুবিধ। নির্গুণধ্যান সম্বন্ধে তত্ত্বদর্শী পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ প্রধানতঃ পাঁচটী ভেদ করিয়াছেন। যথা, ত্রিগুণে তাঁহাকে দেখা, ভাবত্রয়ে তাঁহাকে দেখা, বিভূতিতে তাঁহাকে দেখা এবং স্বরূপে তাঁহাকে দেখা। এ সকল ভাবগুলি অত্যন্ত উচ্চ অধিকারের বুঝিতে হইবে। তবে লক্ষ্য রাখিবার জন্য জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া বলা হইল। সগুণ ধ্যানও বহু প্রকার। যথা, জ্যোতির্ধ্যান, বিন্দুধ্যান এবং স্থূলধ্যান। জ্যোতির্ধ্যান এবং বিন্দুধ্যানের অবস্থা ভেদ আছে। তাহা শ্রীগুরুদেব শিষ্যের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি এবং শক্তি পরীক্ষা করিয়া যথা যথরূপে উপদেশ দিয়া থাকেন। সকল অপেক্ষা স্থূলধ্যানের ভেদ বহুবিধ. বিষ্ণু উপাসকদের মধ্যে প্রধানতঃ সাতটী ভেদ আছে। শিব উপাসকদিগের মধ্যে প্রধানতঃ পাঁচটী ভেদ আছে। শক্তি উপাসকদিগের মধ্যে প্রধানতঃ দশ, ষোড়শ এবং চতুর্ব্বিংশতি ভেদ আছে। এবং সৌর ও গাণপত্য উপাসকদিগের মধ্যে তিন তিন ভেদ আছে। তবে গৌণ রূপে এই পঞ্চ উপাসনা প্রণালীর মধ্যে আবার নানা প্রকার ভেদ আছে। পুস্তকাদি পাঠ করিয়া নিজ ইচ্ছামত ধ্যান অভ্যাস করিলে কোন ফল হয় না। শ্রীগুরুদেব নিজের তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অথবা স্বরোদয় শাস্ত্রের বা জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাহায্যে শিষ্যের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি এবং অধিকার পরীক্ষা করিয়া যেরূপ প্রণালীর উপদেশ দিবেন ঐ মত যথাযথরূপে সাধন করিলে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। কোন মন্ত্র বা কোন ধ্যান প্রণালীর নিকৃষ্টত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব নাই। যে সাধকের

যেরূপ অধিকার, ঐ সাধকের উপযোগী যে সাধন প্রণালী তাহার পক্ষে তাহাই সর্ব্বোত্তম এবং পরম হিতকর।

সমাধি। ধ্যান সিদ্ধির পর সমাধির অধিকার আরম্ভ হয়। মন্ত্রযোগ অনুসারে সাধক ক্রমশঃ মন্ত্র ও দেবতার অভেদ ভাব স্থাপন করিয়া ঐ অবস্থাতে মনের লয় করিতে পারিলে সমাধি প্রাপ্ত হয়। উহার নাম মহাভাব।' হঠযোগ ক্রিয়ার অনুসারে সাধক প্রাণায়াম সিদ্ধির দ্বারা বায়ুকে জয় করিয়া ক্রমে মনকে লয় করিতে করিতে সমাধিদশা প্রাপ্ত হয়। এবং লয়যোগ অনুসারে সাধক নাদ ও জ্যোতির সাহায্যে মনকে লয় করিয়া সমাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই তিন যোগ প্রণালীর দ্বারা যে সমাধি প্রাপ্ত হয়, উহা সবিকল্প সমাধি। সবিকল্প সমাধির চারিটি স্বতন্ত্র অবস্থা আছে। যথা বিচারানুগত সমাধি; এবং আনন্দানুগত সমাধি। যতক্ষণ বিচার থাকে ততক্ষণ উহা প্রথম অবস্থা। যতক্ষণ কেবল ত্রিপুটীর সূক্ষ্ম ভাব থাকে, ততক্ষণ উহা দ্বিতীয় অবস্থা। যতক্ষণ কেবল অন্তঃকরণের অস্তিত্ব অস্মিতা থাকে ততক্ষণ উহা তৃতীয় অবস্থা এবং যখন আত্মার পরমানন্দ বিকসিত হইয়া পড়ে তখন উহা চতুর্থ অবস্থা। কিন্তু নির্ব্বিকল্প সমাধি এই চারি অবস্থা হইতে উন্নত। উহা কেবল রাজযোগের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিলে সাধক কৃতকৃত্য হয়। ঐ অবস্থার নাম জীবন্মুক্তি। উহা প্রাপ্ত হইলে জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন দশাতেই সাধকের আর কোন প্রকারে বিচলিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সিদ্ধি অসিদ্ধি, সুখ দুঃখ, কার্য্য অকার্য্য, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, জীবিত মৃত, সকল অবস্থাতেই জীবন্মুক্তের আর কোন ভাবান্তর হয় না। তিনি তখন ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া যান।

মহাযজ্ঞ সাধন।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

শ্রীভগবান বেদব্যাস আদেশ করিয়াছেন যে, কলিযুগে সংঘশক্তির (পঞ্চায়তী শক্তি) প্রাধান্য হইবে;* নিয়মবদ্ধ সভাসমিতির দ্বারা এই যুগে বড় বড় শক্তির

* ত্রেতায়াং মন্ত্রশক্তিশ্চ জ্ঞান শক্তিঃ কৃতে যুগে।
দ্বাপরে যুদ্ধ শক্তিশ্চ সংঘশক্তিঃ কলৌযুগে॥
ইতি ভগবান ব্যাসঃ।

আবির্ভাব হইয়াছে। ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ আপনাদিগের তপোবল দ্বারা পূর্ব্ব যুগসমূহে, যে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন, তাহার সত্যতা বর্ণে বর্ণে প্রকাশিত হইয়া যাইতেছে। এ সময়ে সংঘ শক্তির দ্বারা ইউরোপ এবং আমেরিকায় কোন্ কার্য্যই বা সম্পাদিত হইতেছে না? ঐ সকল দেশে সংঘ শক্তির দ্বারা তত্রত্য অধিবাসীদিগের ধর্ম্মের সুব্যবস্থা হইতেছে, সংঘশক্তির দ্বারাই তত্রত্য বিদ্যাবিভাগের সকল প্রকার ব্যবস্থাই চালিত হইতেছে। সংঘশক্তির দ্বারা ঐ সকল দেশে শিল্প এবং বাণিজ্যের অসাধারণ উন্নতি হইতেছে। সংঘশক্তির দ্বারাই তত্রত্য রাজানুশাসনের সুব্যবস্থা হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে ইউরোপ এবং আমেরিকা সংঘশক্তির প্রচারে আদর্শ ভূমি এবং জাপানের অসাধারণ উন্নতি, এই সংঘশক্তিরই সাক্ষাৎ ফল স্বরূপ।

ভগবদবতার শ্রীভগবান বেদব্যাসের আদেশ অবলম্বন করিয়া এবং বর্ত্তমান কালের উক্ত জাতি সকলের অভ্যুদয় এবং সফলতার উদাহরণ গ্রহণ করিয়া এক্ষণে আর্য্যজাতিকে আপন অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স্ প্রাপ্তির নিমিত্ত আপনাদিগের স্বজাতীয় সংঘশক্তি সম্পাদন করা উচিত। "অর্গানাইজেশন" অর্থাৎ নিয়মবদ্ধ প্রণালী বিষয়ের সহায়তায় স্বজাতীয় সংঘশক্তির উৎপত্তি দ্বারাই আর্য্য জাতি আপনাদিগের দুর্দ্দশা দূর করিয়া আপনাদিগের সকল প্রকার কল্যাণ সাধন করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত অন্য আর কোন উপায় নাই। চিন্তাশীল মুনিগণের ইহাই সিদ্ধান্ত যে, বৃহৎ কার্য্য করিবার উপযোগী কোন বৃহৎশক্তি উৎপন্ন করিতে গেলে যথাবশ্যক দ্রব্যশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি এই ত্রিবিধ কারণের সমাবেশ করিতে হইবে। এসময় আর্য্যজাতি ঘোর স্বার্থপরতা রোগে উন্মত্ত হইয়া এরূপ দীন অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছেন যে, যে অর্থকে আপনাদের পূর্ব্বাবস্থায় তাঁহারা ধর্ম্ম, লোকহিত এবং কর্ত্তব্য বুদ্ধির নিকট তুচ্ছজ্ঞান করিতেন, এক্ষণে সেই অর্থকে পরম পদার্থ বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন। এবং উত্তম কার্য্যে অর্থব্যয় না করিয়া যক্ষের ন্যায় উহার সংগ্রহ পূর্ব্বক রক্ষা করাই পরম কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই ঘোর সময়ে তাঁহাদিগের দ্বারা এই মহাযজ্ঞের নিমিত্ত ধনদান করান অত্যন্ত কঠিন কার্য্য। অতএব এই মহাযজ্ঞের নিমিত্ত দ্রব্যশক্তি সংগ্রহ করিবার সম্বন্ধে দুইটী বিষয়ের প্রতি মনোযোগ করা উচিত। প্রথম অর্থ সংগ্রহ নিমিত্ত এমন এমন সুগম উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে যে, তাহার দ্বারা এই অধঃপতিত জাতির সাধারণতঃ ধনদান করিবার পক্ষে বিশেষ কঠিনতা উপস্থিত না হয়। এবং দ্বিতীয়তঃ এই বিরাট সভার প্রধান ধনভাণ্ডার এরূপ দৃঢ় নিয়ম

এবং উপযুক্ত ব্যবস্থার সহিত স্থাপিত করিতে হইবে যে, যাহার দ্বারা প্রত্যেক সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীর বিশ্বাস এই স্বজাতীয় ধনভাণ্ডারের উপর স্থাপিত হইতে পারে। ত্রিগুণের অপরিহার্য্য নিয়মানুসারে প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যে গুণত্রয়ের বৃত্তির পরিবর্ত্তন সময়ে সময়ে হইয়া থাকে; যে রূপই অসাত্ত্বিক মনুষ্য হউক না কেন, কখন না কখন তাহার মধ্যে সাত্ত্বিক বৃত্তির উদয় হওয়া সম্ভব। যে কোনও কারণে যখনই সাত্ত্বিক বৃত্তির উদয় হওয়ায় কাহারও মধ্যে দান করিবার প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়, সেই সময় যদি তাহার পূর্ণ বিশ্বাস হয় যে, আমার প্রদত্ত ধন আমা অপেক্ষা অধিক সাবধানতার সহিত রক্ষিত হইয়া কেবল সাত্ত্বিক ধর্ম্ম কার্য্যেই ব্যয় হইবে, তবে সেই সময় তাহার ন্যায় ব্যক্তির দান প্রবৃত্তির অবশ্য বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে। এবং ক্রমশঃ এই বিরাট সভার মূলকোষ কালক্রমে অত্যন্ত উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া এই মহাযজ্ঞের প্রধান সহায়ক হইতে পারে।

মূলকোষের কার্য্যভার এরূপ কোন বিশ্বস্ত মহারাজা অথবা ধনাঢ্য ব্যক্তির উপর সমর্পণ করা যুক্তিযুক্ত হইবে, যাহার উপর সমস্ত জাতির বিশ্বাস আছে। এরূপ যোগ্য ব্যক্তির উপর মূলকোষ সমর্পণ করিয়া অন্যান্য প্রান্তীয় কোষসমূহেরও এই রূপই দৃঢ় ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আয়ব্যয় নিরীক্ষণ আয় ব্যয়ের ব্যবস্থা, ব্যয়ের অবধারণ এবং হিসাব প্রভৃতি এরূপ দৃঢ় নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া সকল কার্য্যের উপর যথাযোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত করা যায়, যাহাতে আর্য্য জাতির কোন বিষয়ের আশঙ্কা হইবার সম্ভাবনা না থাকে এবং এইরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ করা যায় যে, এই বিরাট সভার সংরক্ষক এবং প্রতিনিধি সভ্যমহোদয়গণ অবশ্যই মূলকোষের পুষ্টির নিমিত্ত তাঁহাদিগের স্বরূপ এবং শক্তির অনুকূল কিছু এককালীন দান করিবেন। ধন সমাগমের দ্বিতীয় উপায় এই হওয়া উচিত যে, রাজা এবং মহারাজাদিগের নিকট হইতে স্থায়ী দানপত্রের দ্বারা মাসিক অথবা বার্ষিক আয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং তদতিরিক্ত প্রান্তীয় ধর্ম্মমণ্ডল, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমণ্ডলী শাখাসভাসমূহ হইতে মাসিক অথবা বার্ষিক আয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত শাখা কার্য্যালয় এবং শাখা সভাসমূহের দ্বারা অথবা সভ্য মহোদয়দিগের দ্বারা যে চিরস্থায়ী রূপে মাসিক অথবা বার্ষিক সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, তাহা এই শ্রেণীর আয় বলিয়া বুঝিতে হইবে। ধন সমাগমের তৃতীয় উপায় ইহা করিতে হইবে যে, ভারতবর্ষের যে সকল প্রান্তে প্রান্তীয় কার্য্যালয় থাকিবে সেই সকল প্রান্ত হইতে সাধারণ রূপে

যে বার্ষিক অথবা মাসিক চাঁদা সর্ব্বসাধারণ ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে অথবা সেই সকল প্রান্তীয় ধর্ম্মমণ্ডলের সভ্য মহোদয়দিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, সেই সকল তত্তৎ প্রান্তীয় কার্য্যালয়ের দ্বারা ব্যয়িত হইবে। প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রকারের ধনাগমের সম্বন্ধ এই বিরাট সভার প্রধান কার্য্যালয়ের সহিত থাকিবে, এবং তৃতীয় প্রকারের ধনাগম সম্বন্ধ তত্তৎ প্রান্তীয় কার্য্যালয়ের সহিত থাকিবে। এইরূপ হইলে আয় ব্যয়ের সুবিধা থাকিবে এবং সকলের পুরুষার্থ এবং উৎসাহ যথাধিকার বিভক্ত থাকিবে। ধন সমাগমের চতুর্থ উপায় এই হউক যে, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরসমূহের মধ্যে যে যে স্থানে বাজার, হাট, গঞ্জ এবং বন্দরাদি আছে, মহামণ্ডলের কার্য্যকর্ত্তৃগণ এবং শাখা সভাসমূহ যত্নপূর্ব্বক তত্তৎ স্থানের ক্রয় বিক্রয়ের উপর একটী অতি অল্প ধর্ম্মবৃত্তি স্থাপন করাইবেন। এবং ঐ রূপে বড় বড় কুঠিয়াল, ব্যবসায়ী এবং যৌথ কারবারী কোম্পানী আদির ক্রয় বিক্রয়াদিতে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মবৃত্তি স্থাপন করাইবেন ও সম্ভব হইলে কোন কোন রাজ সরকারেও সুকৌশলপূর্ণ ধর্ম্ম বৃত্তির ব্যবস্থা করাইবেন। ঐ ধর্ম্মবৃত্তির দ্বারা সংগৃহীত অর্থ খরচ করিবার নিমিত্ত সেই নগরের শাখাসভাকে অধিকার প্রদত্ত হইবে। ধর্ম্মবৃত্তির দ্বারা সংগৃহীত অর্থ প্রধানতঃ সেই নগরেই শাখাসভা, অনাথালয়, বিদ্যালয়াদি ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় হইবে। এবং সেই নগরের ধর্ম্মকার্য্য হইতে যে কিছু অর্থ প্রতিবর্ষে উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা মহামণ্ডলের স্থায়ী কোষে প্রেরিত হইবে। এই চতুর্থ কোষের দ্বারা হইতে তত্তৎ গ্রাম, নগর এবং প্রান্তীয় মণ্ডল বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত হইবে। অর্থ সমাগমের পঞ্চম উপায় সর্ব্বাপেক্ষা সুগম হওয়া উচিত। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বি মাত্রকে এই বিরাট সভার সাধারণ সভ্য নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা কোন অতি সুগম নিয়ম পালন করাইয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে ন্যূনান ১৲ টাকা বার্ষিক সহায়তা গ্রহণ করা যাইবে। সকল সভ্য মহোদয়কে মহামণ্ডলের মাসিক পত্র বিনা মূল্যে প্রদত্ত হইবে। এই বিরাট সভার মাসিক পত্র সমূহ এরূপ ভাষাসমূহে বিভিন্ন নামে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে প্রকাশিত করা যাইবে, যাহার দ্বারা ভারতবর্ষের সকল প্রান্তের অধিবাসিগণ আপন আপন মাতৃভাষার দ্বারা এই বিরাট সভার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া জাতীয় ধর্ম্মোন্নতির সংবাদসমূহ নিয়মিত রূপে প্রাপ্ত হইতে পারেন। কিন্তু চরম লক্ষ্য ইহাই রাখিতে হইবে যে যাহাতে সমস্ত ভারতবর্ষে এক হিন্দীভাষা এবং অন্ততঃ পক্ষে একমাত্র দেবনাগর অক্ষরের প্রচার হইতে পারে। এই ব্যবস্থার দ্বারা এই স্বজাতীয় বিরাট

সভার পুষ্টি হইবে, সকল প্রান্তে শক্তি বৃদ্ধি হইবে, এবং সকল অধিকারের আর্য্য প্রজার সহিত মহাসভার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারিবে। এই পঞ্চম উপায় দ্বারা বহুধন সমাগমের সম্ভাবনা আছে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন ভাষায় মাসিক পত্রসমূহ প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত অনেক ব্যয় হইবারও সম্ভাবনা আছে। তথাপি উত্তম বন্দোবস্ত হইলে এবং আর্য্য প্রজার রুচি এই সভার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া গেলে এই কোষের আয়ের দ্বারা এই বিরাট সভার মাসিকপত্র এবং গ্রন্থাদি প্রকাশের সমস্ত কার্য্য উৎকৃষ্ট রীতিক্রমে নির্ব্বাহ হইয়াও অন্যান্য ধর্ম্মবিভাগ সমূহের সম্পূর্ণ সহায়তা মিলিতে পারিবে। প্রকৃতপক্ষে আর্য্য প্রজা যদি যত্নচেষ্ট হন, তবে এই পঞ্চম কোষ অন্য কোনও কোষের অপেক্ষা না রাখিয়া সকল কার্য্যই করিতে পারিবে। কারণ সামান্য যত্নে কোটী কোটী সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্য হইতে লক্ষ লক্ষ সাধারণ সভ্য হওয়া অসম্ভব নহে। মূল কোষের ভার প্রধান সভাপতি কার্য্যালয়ের উপর, দ্বিতীয় কোষের ভার প্রধান কার্য্যালয়ের উপর, তৃতীয় কোষের ভার তত্তৎ প্রান্তীয় কার্য্যালয়ের উপর, চতুর্থ কোষের ভার তত্তৎ স্থানীয় শাখা সভাসমূহের উপর এবং পঞ্চম কোষের ভার মহামণ্ডলের ছাপাই বিভাগ কার্য্যালয়ের উপর অর্পণ করিলে এবং সকলের কার্য্য যথাবৎ চালাইয়া সকল কোষের উন্নতির নিমিত্ত যথাবৎ উৎসাহ দিবার নিয়ম রক্ষা করিলে দ্রব্য শক্তির অবশ্য উন্নতি হইবে।

লোক সংগ্রহের নিমিত্তও অত্যন্ত দূরদর্শিতার সহিত ব্যবস্থা করা উচিত। লোক-সংগ্রহের দ্বারা ক্রিয়াশক্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে। যথাযোগ্য ব্যক্তিকে যথাযোগ্য সভাপদ প্রদান করিলে এবং যথাযোগ্য অধিকারে ভার ন্যস্ত করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা যথাযোগ্য কার্য্য লইবার ব্যবস্থা করিলে ক্রিয়াশক্তির উন্নতি হইবে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, এ সময় আর্য্য প্রজা অধঃপতিত হওয়ায় তাঁহাদিগের বিষয়ে বিচার করিলে হৃদয়ে নিরাশার সঞ্চার হইয়া থাকে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, এ সময় অধিকাংশ আর্য্য প্রজা আপনার কর্ত্তব্য বুঝিতে পারেন না। ইহাতেও সন্দেহ নাই যে, এই মহাযজ্ঞের যথার্থ স্বরূপ এবং এই পরম ধর্ম্মের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে, তাঁহারা এ সময়ে সর্ব্বথা অযোগ্য। তথাপি ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, যে স্থানে যে প্রকার সামগ্রী (মাল মসলা) পাওয়া যায়, তথায় তাহারই দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়। এবং ইহাও নিশ্চয় যে, যোগযুক্ত হইয়া কার্য্য করিলে সাধারণ সামগ্রীর দ্বারাও ক্রমশঃ বৃহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে।

সুকৌশলপূর্ণ কার্য্যকে যোগ বলে।* এই যোগ সাধনের এই পর্য্যন্ত মহিমা আছে যে, লৌকিক ক্রিয়া হইতে অলৌকিক ফলসিদ্ধি হইয়া থাকে। উদাহরণ স্থলে বিচার করা যাইতে পারে যে, মন্ত্রযোগ এবং হঠযোগের স্থূল লৌকিক ক্রিয়াসমূহের সাধন হইতে অলৌকিক ঈশ্বরীয় সিদ্ধি সমূহ পর্য্যন্ত প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কেবল ইহাই নহে, পরন্তু প্রাকৃতিক যোগক্রিয়াই অপ্রাকৃতিক মুক্তিপদ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকে। এই সুকৌশলপূর্ণ যোগক্রিয়ারই ইহা মহিমা যে, যে কর্ম্ম জীবের বন্ধনের কারণ সেই কর্ম্মযোগের সহায়তা অবলম্বন করিলে তাহাই জীবের মুক্তির হেতু হইয়া থাকে। যোগের সহায়তায় বিষই অমৃত হইয়া যায়। ফলতঃ বিশুদ্ধ জ্ঞানশক্তি, পরোপকার ব্রত এবং নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তির দ্বারা যুক্ত হইয়া যদি এই মহাযজ্ঞের সাধন করা যায়, তবে এরূপ বিপরীত কালেও এরূপ অধঃপতিত জাতির কল্যাণ হওয়া নিশ্চিত।

লোক সংগ্রহ বিষয়ে এই বিরাট সভার সভ্য শ্রেণীকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিবার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত। প্রথম শ্রেণীর সভ্য মহোদয়দিগের মধ্যে সনাতন ধর্ম্মের সকল প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য এবং স্বাধীন নরপতিদিগকে গ্রহণ করা সুবিধা জনক। এই সকল সভ্য মহোদয়দিগের অধিকার সর্ব্বোপরি বুঝিতে হইবে, ইঁহারাই সংরক্ষক বলিয়া অভিহিত হইবেন। ধর্ম্ম ব্যবস্থা এবং অর্থ ব্যবস্থা বিষয়ে এই উভয় বিভূতি যথাক্রমে সর্ব্ব প্রধান বিবেচনা করিবার যোগ্য। ফলতঃ এই সম্মানসূচক ব্যবস্থা হইতে তাঁহাদিগের দ্বারা যথাসম্ভব সহায়তা লইবার নিয়ম রক্ষা করিলে তাঁহাদিগের যথাযোগ্য শক্তির সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের প্রেরণা এবং প্রজার সহানুভূতির দ্বারা তাঁহারাও আপন অধিকার রক্ষা করিতে তৎপর হইতে পারিবেন। ভারতবর্ষকে প্রান্তীয় ধর্ম্মমণ্ডলে বিভক্ত করিয়া প্রান্তীয় কার্য্যালয় স্থাপন করিবার সুবিধা হইবে। উক্ত সকল প্রান্তের গণ্যমান্য নরপতি, জমিদার, শেঠ, সাহুকার এবং সামাজিক নেতৃবৃন্দ হইতে বাছিয়া লইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্য নির্ব্বাচিত করিতে হইবে। এই সকল সভ্য মহোদয়ের অধিকারে মহামণ্ডলের কোষ রক্ষা, নিয়ম উপনিয়মসমূহ প্রস্তুতকরণ, এবং কার্য্য প্রণালীর উপর আধিপত্য করিবার সাক্ষাৎ ভার থাকিবে। এবং তাঁহারা প্রতিনিধি নামে অভিহিত হইবেন। ক্রমশঃ—

* যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। ইতি গীতোপনিষদ্।

প্রাচীন কালের শিক্ষা ও তাহার ফল।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

—:•:×:•:—

উপবেদ, চারি প্রকার, যথা—(১) আয়ুর্ব্বেদ, (২) ধনুর্ব্বেদ, (৩) গান্ধর্ব্ববেদ, এবং (৪) অর্থশাস্ত্র। (১) ব্রহ্মা, প্রজাপতি, অশ্বিনী কুমার, ধন্বন্তরি, ইন্দ্র, ভরদ্বাজ, আত্রেয়, এবং অগ্নিবেশ্য, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উপদেশ প্রদান করিতেন। স্বয়ং ব্রহ্মাই যখন এই শাস্ত্রের একজন উপদেষ্টা ছিলেন, তখন ইহা যে কত উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহার উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। উল্লিখিত উপদেষ্টাদিগের পরবর্ত্তী সময়ে চরক ও সুশ্রুত নামক মুনিদ্বয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সার প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থদ্বয় তাঁহাদের নিজ নিজ নামে খ্যাত। কাশীরাজ দিবোদাসের রাজত্ব কালে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের বহুল চর্চ্চা হইয়াছিল। কাশীরাজ স্বয়ংই এই শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। সুশ্রুত, রক্ষিত প্রভৃতি মুনিগণ ইঁহার ছাত্র ছিলেন ইনি ধন্বন্তরি নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। এই সময়েই সুশ্রুত মুনি তাঁহার আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে, রাজা দিবোদাসের আয়ুর্ব্বেদ পারদর্শিতার উল্লেখ আছে।

(২) প্রাচীন ভারতে ধনুর্ব্বিদ্যার প্রাধান্য ছিল বলিয়া, যুদ্ধবিদ্যা, ধনুর্ব্বেদ আখ্যা প্রাপ্ত করিয়াছে। এই শাস্ত্রের প্রণেতা, বিশ্বামিত্র ঋষি। ইহা চারিভাগে বিভক্ত। (ক) দীক্ষা পাদ (খ) সংগ্রহ পাদ (গ) সিদ্ধি পাদ এবং (ঘ) প্রয়োগ পাদ। (ক) প্রথম ভাগে অস্ত্রাদির লক্ষণাদি বিবৃত হইয়াছে। অস্ত্র চারি প্রকার, যথা মুক্ত, অমুক্ত, মুক্তা-মুক্ত এবং যন্ত্র মুক্ত। যে সকল অস্ত্র দূরে নিক্ষিপ্ত হয় তাহার নাম মুক্ত। চক্রাদি ইহার অন্তর্গত। যে সকল অস্ত্র হস্তে রাখিয়া শত্রুর প্রতি প্রয়োগ হয় তাহাকে অমুক্ত বলা যায়। খড়গাদি ইহার অন্তর্গত। যে সকল অস্ত্র হস্তে রাখিয়া অথবা নিক্ষেপ করিয়া কার্য্য সিদ্ধ হয় তাহাকে মুক্তামুক্ত বলে। শূল প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। যে সকল অস্ত্র যন্ত্রযোগে নিক্ষেপ করা যায় তাহার নাম যন্ত্রমুক্ত। শর প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। মুক্ত আয়ুধকে অস্ত্র বলে এবং অমুক্ত আয়ুধকে শস্ত্র বলে। (খ) এই শাস্ত্রের দ্বিতীয় ভাগে শিক্ষক আদির লক্ষণ দেখান হইয়াছে। (গ) ইহার তৃতীয় ভাগে শিক্ষার প্রণালী বিবৃত করা হইয়াছে। (ঘ) ইহার চতুর্থ পাদে সিদ্ধ মন্ত্রাদি কি প্রকারে প্রয়োগ করিতে হয় তাহা নিরূপিত হইয়াছে।

প্রাচীন কালে ধনুর্ব্বেদ শাস্ত্রের যথেষ্ট চর্চ্চা হইত। এই শাস্ত্র বিবিক্ত, জল-

দুর্গ, বৃক্ষদুর্গ পর্ব্বতদুর্গ ও মনুষ্যদুর্গের লক্ষণ এবং নানা প্রকার ব্যূহ রচনা ও অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগের নিয়ম বিষয়ক উপদেশ প্রদান করা হইত। সে সময় ধনুর্ব্বাণের প্রাধান্য থাকিলেও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হইত।

(৩) ভরত মুনি গান্ধর্ব্ব বেদের প্রণেতা। ইহাতে গীত, বাদ্য, ও নৃত্যাদি বিষয়ক উপদেশ আছে। ঈশ্বরের আরাধনাই এই শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। বৈদিক কালে ঋষিগণ সামগান যোগে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। স্বয়ং মহাদেব হরির মহিমা গাহিতে গাহিতে ডম্বরু বাজাইতেন, গালবাদ্য করিতেন ও তালে তালে নাচিতেন এবং দেবর্ষি নারদ বীণা যন্ত্রযোগে হরিগুণ গাহিতেন। প্রাচীন আর্য্যগণ সঙ্গীত যোগে ঈশ্বর-আরাধনাকে কতদূর শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন তাহা নিম্ন লিখিত শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে :—

"জপাৎ কোটি গুণং ধ্যানং ধ্যানাৎ কোটি গুণং লয়ঃ।
লয়াৎ কোটি গুণং গানং, গানাৎ পরতরং নহি।"

ইহার অর্থ এই—জপ হইতে ধ্যান কোটি গুণ, ধ্যান হইতে লয় কোটিগুণ এবং লয় হইতে গান কোটিগুণ শ্রেষ্ঠ, গান অপেক্ষা আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই।

ঈশ্বর ব্যতীত, সঙ্গীত দ্বারা আরো অনেক উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ সঙ্গীত মনের প্রফুল্লতা সম্পাদন করে। উদ্দীপনাপূর্ণ সঙ্গীত কত লোককে কত সৎকার্য্য করিতে উৎসাহ প্রদান করে। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল জাতীয় সঙ্গীত গীত হইতেছে, তাহা শ্রবণ করিয়া ভারতের কত সুসন্তান স্বদেশকে উন্নত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সঙ্গীত শোকার্ত্ত ব্যক্তির শোক অপনোদন করে, হতাশ ব্যক্তির মনে আশার সঞ্চার করে এবং পর পদদলিত জাতিকে স্বাধীনতা লাভ জন্য উত্তেজিত করে।

(৪) অর্থশাস্ত্র। শিল্পশাস্ত্র, সূপশাস্ত্র (রন্ধন-বিদ্যা) প্রভৃতি যাবতীয় সংসার যাত্রা নির্ব্বাহক বিষয়ক বিদ্যা ইহার অন্তর্গত। প্রাচীন ভারতে, অর্থ শাস্ত্রের যথেষ্ট চর্চ্চা ছিল। কৃষি ও শিল্পের সে সময় এত উন্নতি হইয়াছিল যে, ভারতবাসিগণের কোন দ্রব্যের অভাব থাকা দূরে থাক, উদ্বৃত্ত কত বস্তু বিক্রয় জন্য পৃথিবীতে নানা স্থানে প্রেরিত হইত। বিখ্যাত কাশ্মীরি শাল এবং ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ দেশের পর্ব্বতজাত মূল্যবান রত্ন সকল, পারসিক ও বেবিলনে ব্যবহৃত হইত। মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সময়, গুজরাট, উজ্জয়নী, গৌড়, বঙ্গ মগধ দেশীয় বণিকগণ পোতযোগে নানা দ্রব্য, এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার নানা স্থানে গমন করিতেন। এই সকল দ্রব্য নানা দেশের লোক, বিশেষতঃ

রোমীয়গণ, পরম আদরে গ্রহণ করিত। ঢাকার চিকণ বসন তাঁহাদের বড় প্রিয় ছিল। এই বাণিজ্য চালাইবার জন্য সমুদ্রপোত নির্ম্মিত হইত। ভোজরাজ কৃত যুক্তি কল্পতরু নামক গ্রন্থে অর্ণবপোত ও অন্যান্য শিল্প কার্য্য সম্বন্ধীয় কথা লিখিত আছে। মহাকোষ শব্দ-কল্পদ্রুমে পোতনির্ম্মাণ বিষয়ক একটী প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই:—"দুই ভিন্ন জাতীয় কাষ্ঠ দ্বারা যে নৌকা প্রস্তুত করা যায়, তাহা স্থায়ী হয় না, শীঘ্র পচিয়া যায় এবং জলমগ্ন হয়৭ আর সমুদ্রগামী পোতের কাষ্ঠ ফলক লৌহ দ্বারা বদ্ধ করা উচিত নহে, কেননা সমুদ্রস্থ অয়স্কান্ত (চুম্বক) দ্বারা সেই লৌহ বন্ধন শ্লথ হইয়া যায়। অতএব, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, অথবা যুগপৎ এই তিন ধাতু দ্বারা উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবে।" ইহা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে, সমুদ্রপোত ত নির্ম্মিত হইতই। ভারতবাসিগণ চুম্বকাকর্ষণের বিষয় জানিতেন, এবং তাহা নিবারণেরও উপায় করিতেন।*

ক্রমশঃ—

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

সাধনা।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)।

জিজ্ঞাসু অর্থাৎ ভগবৎ তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত ব্যাকুল যে ভক্ত, তিনিই প্রকৃত জিজ্ঞাসু। যে বিষয় জিজ্ঞাসার নিমিত্ত ব্যাকুলতা আসিলে আমাদের জীবন ধন্য হইয়া হইয়া যায়, সে প্রকার জিজ্ঞাসা আমাদের প্রাণে আসে কই? "আমি কত দিনে ধনী হইব, কবে প্রচুর বিষয় সম্পত্তি পাইব, কি করিলে অর্থ উপার্জ্জন হইবে, এই প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আমাদের যে প্রকার আগ্রহ, সেই প্রকার আনন্দময়ীর তত্ত্ব নিরূপণের জন্য ভক্ত হৃদয় ব্যাকুল হয়, তিনিই যথার্থ জিজ্ঞাসু ভক্ত। প্রলোভনের সকল বাধা সহ্য করিয়া যিনি বিবেকের সাহায্যে সাধনা করিতে সমর্থ তিনিই ঐ প্রকার ভক্তের অধিকারী, এবং তিনিই ভগবানের ভালবাসা লাভ করিতে পারেন।

অর্থার্থী শব্দে আমরা "ধনং দেহি, পুত্রং দেহি„ মনে করিয়া থাকি; প্রকৃত অর্থ যে কি তাহা আমরা একবারও ভাবি না। যে অর্থ পাইলে সংসারের কোন অর্থই প্রয়োজন হয় না, যাহার কাছে সংসারের অর্থ তুচ্ছ, সেই অর্থই প্রকৃত অর্থ কিন্তু তাহা আমরা কজনে বুঝিয়া-

---

* সম্প্রতি মান্দ্রাজ মেল পত্রিকার এক খানি পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, কোচীনবন্দরে উৎকৃষ্ট অর্ণবপোত প্রস্তুত হইত, এবং এই সকল পোত ক্রয় করিবার জন্য, বোম্বাই ও কলিকাতা নগর, পারস্য ও আরব দেশ এবং মরিশস দ্বীপ হইতে ব্যবসায়িগণ আগমন করিত।

থাকি ? আমরা কেবল অর্থকে প্রকৃত অর্থ মনে করিয়া উহা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটাছুটী করিয়া থাকি। যে অর্থ পাইলে আমাদের আর কোন অভাব থাকেনা, সেই অর্থই প্রকৃত অর্থ, সেই অর্থ পাইতে হইলে সাধনা চাই। কোন মুসলমান রাজা সাধুর সঙ্গীতে প্রীত হইয়া তাঁহাকে আপন হীরকাঙ্গুরী উপহার দিতে চাহিয়াছিলেন। সাধু রাজার অহংকার চূর্ণ করিবার নিমিত্ত কহিলেন "ঐ দেখুন মহারাজ, ইহা অপেক্ষা কত বড় বড় হীরক রহিয়াছে, আপনার প্রয়োজন হইলে ঐ স্তূপ হইতে লইতে পারেন। রাজা বুঝিলেন যে সাধু সাধনার দ্বারা যে অর্থ লাভ করিয়াছেন সেই অর্থ পাইলে আর কিছুর অভাব হয় না। একটু অগ্রসর হইলেই এই অর্থ পাওয়া যায়, কিন্তু আমরা এতই হতভাগা যে, অনর্থ-রূপ অর্থ পাইবার জন্য কেবল হাঁটিয়া আসিতেছি, একটুও অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। প্রভু রাম কৃষ্ণ পরম হংসদেব বলিয়াছিলেন যে "সাধন করিতে করিতে কেবল এগিয়ে যাও, রত্ন দেখিতে পাইবে।" তাই বলিতেছি কেবল অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। পশ্চাৎ ফিরিয়া সাধনা করিলে আমরা কেবল বিষয় পাইব, তাহাতে আকাঙ্ক্ষা মিটিবে না, সাধন পথে অগ্রসর হইলে আমরা যে অর্থ পাইব তাহাতে শান্তি মিলিবে। আর অগ্রসর না হইয়া সাধন করিলে কেবল অনর্থই পাইব, তাহাতে প্রকৃত শান্তি মিলিবে না। সাধনার দ্বারা অর্থ ও অনর্থ দুই পাওয়া যায়।

জ্ঞানী অর্থাৎ যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যিনি আপাকে চিনিতে পারিয়াছেন, যিনি সর্ব্বভূতে আপনাকে দেখিয়া থাকেন, অন্যের কষ্টে আপনার কষ্ট মনে করেন অর্থাৎ যিনি সমদর্শী হইতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী ভক্ত। সাধনার দ্বারাই এই প্রকার জ্ঞানী ভক্ত হইতে পারা যায়। সাধন পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে, তাহা না হইলে হইবে না। একেবারেই জনক রাজা হওয়া যায়না, ধীরে ধীরে সাধন পথে অগ্রসর হইলে আমরাও জ্ঞানী ভক্ত হইতে সক্ষম হইতে পারিব, এবং তাহা হইলেই ভগবানের ভালবাসা লাভ হইবে।

ভক্তি আবার অনেক প্রকার আছে, তন্মধ্যে হৈতুকী ভক্তির বিষয় বলা যাইতেছে। "ধনং দেহি আর পুত্রং দেহি," ইহা হৈতুকী ভক্তির অন্তর্গত। এই ভক্তির হেতু আছে; এই ভক্তিতে কামনা আছে। ধ্রুব রাজসিংহাসন পাইবার অভিলাষে যে ভক্তির দ্বারা সাধনা করিয়াছিলেন, তাহাই হৈতুকী ভক্তি। এই সাধন বলে ধ্রুব রাজসিংহাসন লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। পরন্তু তিনি আবার নিজ সাধনা বলে পরে অহৈতুকী ভক্তি লাভ করিয়া আপনি কৃতার্থ হইয়াছিলেন। হৈতুকী ভক্তি হইতেই অহৈতুকী ভক্তি লাভ করা যাইতে পারে। কাম্য কর্ম্ম করিতে করিতে সাধক নিষ্কাম অবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারেন। ভক্ত বৎসল ভগবান যখন ধ্রুবের সাধনায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিতে আসিয়াছিলেন, তখন সাধক ধ্রুব বলিলেন :-

"স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব মুনীন্দ্র গুহ্যং।
কাচং বিচেন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

ভক্তি সুধোদয়।

অর্থাৎ রাজ্যের অভিলাষী হইয়া আমি সাধনা করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু যখন আমি সামান্য কাচ অনুসন্ধান করিতে গিয়া মাণিক দেখিতে পাইলাম, তখন হে প্রভু, আমার আর অন্য বরে আবশ্যক নাই।" ধ্রুব পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলেন যে সুখ, সম্পদ পাইলেই আনন্দ হইবে, শান্তি পাইবেন, কিন্তু দেখিলেন যে সংসারের সুখ সম্পদ অতি সামান্য, তাহাতে আশা মিটে না, সুতরাং তাহাতে অশান্তি হয়। ভগবান লাভ করিলে আর তাঁহার পথের পথিক হইলে যে সুখ তাহা মুখে বলা যায় না। বোবাকে সন্দেশ খাওয়াইলে, সে অনুভব করিতে পারে কিন্তু প্রকাশ করিতে পারে না; ভগবানকে লাভ করিলে সেই প্রকার আনন্দ হইয়া থাকে। এই প্রকার হৈতুকী ও অহৈতুকী ভক্তি; এই দুই প্রকার ভক্তির দ্বারাই ঈশ্বর দর্শন হইয়া থাকে। সাধনার দ্বারাই এই রূপ ভক্তি লাভ হইতে পারে।

আবার অন্য দিকে দেখিতে গেলে সাধনশীল ব্যক্তিই ধন, মান ও যশ লাভ করিয়া থাকেন। সাধনহীন ব্যক্তি মনুষ্য পদ বাচ্য নহে। যে জাতি আপনাদিগের ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে বিরত, সেই জাতিরই পতন অবশ্যম্ভাবী। অধুনা জাপানের অধিবাসিগণ আপনাদিগের সাধনা বলে এসিয়ার মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। কেহ মনেও ভাবে নাই যে ক্ষুদ্র জাপান আজি এ প্রকার উন্নত হইতে পারিবে। যে জাপানের কথা পূর্ব্বে বড় শুনা যাইত না, সেই জাপান আজি সাধনার বলে বলীয়ান! যে ক্ষুদ্র জাপান আমরা মানচিত্রে দেখিতে পাইতাম মাত্র, সেই জাপান সাম্রাজ্যের কথা আজি প্রত্যেক লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। ইংরাজ জাতির বিষয় ভাবিতে গেলেও জানিতে পারা যায়, যে ইংলণ্ড এক সময়ে অসভ্য জাতিতে পূর্ণ ছিল, সেই ইংলণ্ডবাসীরা আপনাদিগের সাধনার দ্বারা আপনাদিগের সাধনার দ্বারা আপনাদিগের ও স্বদেশের কতই শ্রীবৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে। আবার জানিতে পারা যায়, যে মহারাজ বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় বল অপেক্ষা ব্রহ্মশক্তিই অধিক বলবান প্রত্যক্ষ করিয়া, নিজ

সাধনার দ্বারা সেই ব্রহ্মশক্তি লাভ করিবার জন্য ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি সহিষ্ণুতার সহিত সাধনার দ্বারা মহারাজার পরিবর্ত্তে ঋষি নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মর্ষি জনকও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া সাধন বলে ব্রহ্মজ্ঞানের উচ্চ সীমায় উঠিয়াছিলেন। এই প্রকার যিনি কোন বিষয় লক্ষ্য করিয়া ধৈর্য্য সহকারে সাধনায় যত্নবান হইয়া থাকেন, ইহ জন্মেই হউক আর পরজন্মেই হউক, কখন না কখন তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইবেই হইবে ইহা শাস্ত্র বাক্য। বিপদে অধীর হইলে চলিবে না, সহিষ্ণুতার সহিত তাহার প্রতিকারের যত্ন করিতে হইবে। ব্যস্ত হইয়া কেবল ছুটাছুটী করিলে প্রকৃত সাধনা হয় না, এবং তাহাতে তাদৃশ ফলও পাওয়া যায় না। আমরা যে দিকে উন্নতি করিতে চেষ্টা করি না কেন, সাধনার দ্বারা সেই দিকেই উন্নতি করিতে সক্ষম হইয়া থাকি। সাধনার দ্বারা হইতে পারে না এ প্রকার কিছুই নাই। সাধনার দ্বারা যে, অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে তাহার একটী জলন্ত প্রমাণ আমরা পতিব্রতা সাবিত্রী উপাখ্যানে দেখিতে পাইয়া থাকি।

পূর্ব্বকালে অশ্বপতি নামে এক রাজা দেবী সাবিত্রীর বরে একটী কন্যারত্ন লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজা নিজ কন্যার নামও সাবিত্রী রাখিয়াছিলেন। রাজা কন্যার যৌবনকাল ক্রমে আগত দেখিয়া তাঁহার বিবাহের জন্য চিন্তিত হইলেন। পূর্ব্বের স্বয়ম্বর প্রথা অনুসারে সাবিত্রী বনবাসী রাজ্যভ্রষ্ট দ্যুমৎসেনের পুত্র গুণবান সত্যবানকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিলেন। রাজা তাঁহার তনয়ার এই প্রকার অভিপ্রায় কোন প্রকারে অবগত হইয়া, ঋষিবর নারদকে সাবিত্রীর মনোভাব প্রকাশ করিলে, দেবর্ষি নারদ সত্যবানের ভাগ্যে আর এক বৎসর পরমায়ু অবশিষ্ট আছে জানিয়া রাজাকে এ বিষয়ে নিষেধ করেন। সাবিত্রী এই ব্যাপার অবগত হইয়া বিনীত বচনে বলিলেন, "আমি যাঁহাকে মনে মনে বরণ করিয়াছি, তিনি দীর্ঘায়ু হউন আর অল্পায়ুই হউন, গুণবান হউন আর নির্গুণই হউন, তিনিই আমার পতি। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আমি কখনও বরণ করিব না। সত্যপরায়ণা সাবিত্রীর এই প্রকার নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া দেবর্ষি নারদ রাজাকে কহিলেন, "মহারাজ! সাবিত্রীর বুদ্ধি কোন প্রকারে বিচলিত হইবার নহে; কেহই ইঁহাকে ধর্ম্মপথ হইতে নিবর্ত্তিত করিতে সক্ষম হইবে না, অতএব আপনি সত্যবানের সহিত ধর্ম্মপরায়ণা সাবিত্রীর বিবাহ দিন। মহর্ষির বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া রাজাও সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর

শুভ বিবাহ দিলেন। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বিবাহের পর হইতেই পতিব্রতা সাবিত্রী দৈবশক্তি সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদা সত্যবান স্বীয় পত্নী সাবিত্রীকে সঙ্গে লইয়া বনমধ্যে শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে দারুণ শিরঃপীড়ায় তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল। পতির দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত হইয়াছে দেখিয়া পতিব্রতা সাবিত্রী অতি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। পরক্ষণেই তিনি এক শ্যাম বর্ণ উজ্জ্বলকায় পুরুষ, তাঁহার পতির পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন দেখিতে পাইলেন। তখন সাবিত্রী সতী সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহার আকার দর্শনে তাঁহাকে কোন দেবতা বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, এবং বিবিধ মিষ্ট বাক্য দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। কোন কোন শিশু এ প্রকার নির্ব্বন্ধাতিশয় যে, তাহারা যাহা চায়, তাহা না পাইলে মাকে ছাড়ে না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া গড়াগড়ি দেয়, কখন বা কাঁদিতে কাঁদিতে আঁচল ধরিয়া মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিরে, তাদের সাধের সামগ্রী না দিলেই নয়, শিশু কিছুতেই স্থির হয় না দেখিয়া মায়ের কোমল প্রাণ গলিয়া যায়, তিনি কত তাহাকে ভুলাইতে থাকেন, কিন্তু শিশু কোনমতে ভুলিতে চায় না। যখন কিছুতেই শিশু বুঝিতেছে না বলিয়া বোধ হয়, তখন তাহার মাতা তাহাকে তাহার সাধের জিনিষ দিয়া থাকেন। পতিব্রতা সাবিত্রীও ধর্ম্মরাজের কাছে এই প্রকার নির্ব্বন্ধ ধরিয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ পতিব্রতা সাবিত্রীকে কত বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু সাবিত্রী কিছুতেই বুঝিবার নহে। সাবিত্রী তাঁহার সঙ্গ কিছুতেই ছাড়িতে চাহেন না, তিনি যাহা আব্দার করিয়াছেন, তাহা চাই। অবশেষে সাবিত্রীর মধুমাখা বচনে ধর্ম্মরাজ গলিয়া গেলেন, এবং অগত্যা সাবিত্রীর সকল বাসনা পূর্ণ করিলেন। সাবিত্রী যে কেবল পতির জীবন চাহিয়াছিলেন তাহা নহে, আরও অনেক চাহিয়াছিলেন।

ভগবান ভক্তকে সকল প্রকার বর দিয়া থাকেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি ভক্তের সকল আব্দার রক্ষা করিয়া থাকেন। ভক্ত কাঁদিলে ভগবান কি আর স্থির থাকিতে পারেন, যখন প্রহ্লাদ বিষ মিশ্রিত অন্ন লইয়া কাঁদিয়াছিলেন, তখন ভগবান আর স্থির থাকিতে পারেন নাই। বিষাক্ত অন্ন অমৃত হইল, ভগবান বালক বেশে সেই অন্ন খাইতে লাগিলেন, এবং প্রহ্লাদের মুখেও দিতে লাগিলেন। শিশু কাঁদিলে মা কি আর স্থির থাকিতে পারেন? শিশুর ন্যায় হওয়া চাই, তবে মায়ের আব্দারে হওয়া যায়। সাবিত্রী ধর্ম্মরাজের কাছে এই রূপ শিশুর

ন্যায় আব্দার করিয়াছিলেন। সাবিত্রীর এই প্রকার সাধনার দ্বারা রাজা অশ্বপতি পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। রাজ্যভ্রষ্ট দ্যুমৎসেনও রাজ্য এবং মৃত পুত্র সত্যবানকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তাই বলিতেছি, এই জগতে সাধনার ন্যায় আর কিছুই নাই। সাধনার দ্বারা সকলই লাভ করা যাইতে পারে। মা জগজ্জননী কল্পতরু, তাঁহার কাছে যে যাহা চায়, সে তাহাই পাইয়া থাকে। তবে আমরা চাহিতে জানি না তাই পাই না। আধ্যাত্মিক বলই বল, আর সাংসারিক বলই বল, কেন, সাধনা ব্যতীত কিছুই পাওয়া যায় না। পরমহংস দেব বলিয়াছিলেন "আঁব খাও পেট ভরবে, কেবল পাতা গণিয়া হিসাব করিলে লাভ কি? সেই প্রকার সাধন কর, ফল পাইবে, মিছা কাজে সময় নষ্ট করিয়া লাভ কি?" "জগতে আমার কাজ কিছুই নয়, সকলই তাঁহার কাজ" এই মনে করিয়া কার্য্য করিলে আমরা সকল বিষয়ে উন্নতি করিতে পারিব। এই জগৎ সংসারে যে যেমন সাধনা করে, জগন্মাতা তাহাকে সেই প্রকার ফল দিয়া থাকেন। তিনি রাজরাজেশ্বরী, তাঁর ভাণ্ডারে অনেক আছে। তাঁর কিছুরই অপ্রতুল নাই। মায়ের সম্পত্তিতে ছেলের অধিকার, আমরা সকলই পাইব। কিছুরই অভাব হইবে না। ধন, মান, ইত্যাদি যাহাই চাহিব তাহাই লাভ করিতে পারিব, আর দেবত্বই যদি চাই, তাহা হইতেও মা আমাদিগকে বঞ্চিত করিবেন না।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়,
হরিনাভি।

কুমার তত্ত্ব।

—:*:—

"অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরীক্ষ-
মদিতির্মাতা সপিতা সপুত্রঃ।
বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা
অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্"॥

—যাঁহার ক্ষয় নাই অথবা দেশ কাল অবস্থা জন্য যাঁহাকে কেহ খণ্ডন করিতে পারে না তিনিই "অদিতি"। সেই অদিতিই স্বর্গলোক ও অন্তরীক্ষ,

অদিতিই মাতা পিতা পুত্র এবং গণদেবতা অথবা সমস্ত দেবতা, অদিতিই পঞ্চবর্ণ অদিতিই জাত পদার্থ, অদিতিই উৎপত্তিস্থান-যোনি, উৎপত্তিক্রিয়া এবং উৎপৎস্যমান পদার্থ, অতএব অদিতি সৃষ্ট এই চিজ্জড়াত্মক অদিতিময় বিচিত্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অদিতি ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না। বেদের এই অদিতিই তন্ত্রে মহাশক্তি কালী তারা প্রভৃতি নামে অভিহিতা হইয়াছেন। "বেদোঽখিল ধর্ম্মমূলমিত্যাদি" শাস্ত্র বাক্যে বেদই সকল ধর্ম্মের মূল বলিয়া উক্ত হইয়াছে, অতএব সকল ধর্ম্মই বেদ নিহিত এবং তাহা অভিন্ন অদিতি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, সুতরাং অদিতি স্বরূপা কালী তারা প্রভৃতির নাম শ্রবণে যাহারা শ্রবণ-কুহরে অঙ্গুলি প্রবেশ করে, তাহাদিগের বেদ নিন্দা এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নিন্দা করা হয় না কি? অদিতির অদিতিময় কুমারগণ!

"যং কুমার নবং রথমচক্রং মনসাকৃণোঃ।
একেষং বিশ্বতঃ প্রাঞ্চমপশ্যন্নধিতিষ্ঠসি॥"

হে কুমার! তুমি মনোদ্বারা চক্রহীন অথচ সর্ব্বত্র সঞ্চরণশীল এক ঈশ যুক্ত যে অভিনব রথ করিয়াছ, তাহার তত্ত্ব না জানিয়াই তুমি তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়াছ, ইত্যাদি প্রকার অদিতি ময় শাস্ত্র বাক্য অবলম্বন করিয়া অদিতিময় আত্ম তত্ত্বের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য নহে কি? আদিত্য দেব স্বকীয় উপাসক কুমার ঋষির প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে দেহাত্ম বিষয়ক বিবেক জ্ঞানোপদেশ করেন, সুতরাং "শরীরাত্মকং যং রথং" ইত্যাদি ভাষ্য বাক্যানুসারে শরীরই "রথ"। এই শরীর রথের চক্র নাই অথচ সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারে। প্রাণই এই শরীর রথের ভারবাহক ধুরী, কারণ প্রাণ বায়ুর বিচ্ছেদে শরীরের পতন অবশ্যম্ভাবী। সংকল্পাত্মক মনোদ্বারা কামের উৎপত্তি হয়, কামনা জন্মিলেই পাপ পুণ্য অথবা পাপ পুণ্য মিশ্রিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, এই কর্ম্ম, অদৃষ্ট জন্মায়, সেই অদৃষ্ট কর্ম্মফল ভোগ জন্য, কর্ম্ম দ্বারাই ভোগায়তন শরীরের উৎপত্তি হয়, অতএব পরংপরা কারণ ক্রমে মনই শরীরের উৎপাদক মূলকারণ। ভগবানও বলিয়াছেন "যং যং বাপি স্মরণ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ"॥ হে কৌন্তেয়! মরণ সময়ে মুমূর্ষু-ব্যক্তি যে যে ভাব স্মরণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি সেই সেই ভাবের নিয়ত চিন্তা জন্য সেই সেই ভাবে ভাবিত অর্থাৎ তন্ময় হইয়া মৃত্যুর পর সেই সেই ভাবময় শরীর গ্রহণ করে।

"সদিবমন স্ত্রিবৃৎস্বয়ি বিভাতাসদা মনুজাৎ"—শ্রুতিগণ বলিয়াছেন হে ভগবন্! মনুষ্য অবধি এই প্রপঞ্চ অসৎ হইলেও, অধিষ্ঠান স্বরূপ তোমাতে সতের তুল্য প্রতীয়মান হইয়া থাকে। "অসতোঽধি মনোঽসৃজত, মনঃ প্রজাপতিমসৃজত প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত, তদ্বাইদং মনস্যেব পরমং প্রতিষ্ঠিতং যদিদং কিঞ্চেতি" শ্রুতি বলেন; ভগবান অবিদ্যাকে অধিকার করিয়া মনের সৃষ্টি করেন, মনঃ প্রজাপতিকে উৎপন্ন করে, প্রজাপতি, প্রজা সৃষ্টি করেন, অতএব মনেতেই যাহা কিছু এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরম প্রতিষ্ঠিত হয়। আদিত্য দেব কুমারকে বলিতেছেন, হে কুমার! তুমি মনোমূলক রথ প্রায় শরীর তত্ত্ব অবগত না হইয়া ইহাকে ভোগ সাধনরূপে স্বীকার করিতেছ। আদিত্যদেবের অভিপ্রায় এই যে, শরীরী জীব শরীর তত্ত্ব অবগত না হইলে, আত্মস্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইয়া বিনশ্বর শরীরকেই আত্মজ্ঞানে পরম প্রেমাস্পদ মনে করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধিকারে পরম শান্তির অভাবে হাহুতাস করিয়া থাকে; অতএব প্রিয় শিষ্য কুমারকে আদিত্য দেব বলিতেছেন "যং কুমার প্রাবর্ত্ত য়োরথং বিপ্রেভ্যস্পরি, তং সামানুপ্রাবর্ত্তত সমিতো নাব্যাহিতম্"। হে কুমার ঋষে! তুমি মেধাবীগণমধ্যে, এই সংসারে যে শরীর রথকে ভোগ সাধন রূপে পরিচলিত করিতেছ, নৌকার মত ত্রাণকারিণী বেদবাক্যে সম্যক্ অভিহিত যে সাথ (স্তোত্র) এবং কর্ম্ম, তৎ তমুদায় ঐ শরীরের অনুগত হইয়া এই লোক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ফলতঃ আত্মস্বরূপ জানিতে না পারিলেই শরীর বন্ধন, সেই বন্ধন বিমোচন জন্যই ঋগাদি শাস্ত্রোক্ত কর্ত্তব্যজাত উক্ত হইয়াছে কিন্তু যদি সত্য জ্ঞানাদি স্বরূপ অকর্ত্তা পরমাত্মাকে স্বাত্ম স্বরূপে সাক্ষাৎ করে তাহা হইলে উক্ত শাস্ত্রবিধান কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইবে না।

"আত্মান যেবাত্মতয়া হবি জানতাং
তে নৈব জাতং নিখিলং প্রপঞ্চিতং।
জ্ঞানেন ভূয়োঽপিচ তৎ প্রলীয়তে
রজ্জা মহোর্ভোগ ভবা ভবৌ যথা॥"

ক্রমশঃ—

শ্রীসীতানাথ মহন্ত ভাগবতভূষণ।

শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির প্রথম অধিবেশন।

বিগত ১৯০৭ সালের ২২ শে এপ্রিল অপরাহ্ণ সাড়েচারি ঘটিকার সময় ১৮ নং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট শ্রীবঙ্গ ধর্ম্ম মণ্ডল কার্য্যালয় শ্রীবঙ্গ ধর্ম্ম মণ্ডলের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী এম এ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় নিম্ন লিখিত মন্তব্য গুলি স্বীকৃত হইয়াছে।

১। শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু জীবন কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অকাল মৃত্যুর শোক প্রকাশ ও বেদনা জ্ঞাপক সংবাদ তদীয় শোক সন্তপ্ত পিতা মাতার নিকট প্রেরণ করা হউক।

২। ৺জীবন বাবুর স্থানে শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের অন্যতর সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু সরোজ রঞ্জন বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে ম্যানেজার নিযুক্ত করা হউক।

৩। শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের অন্যতম সভ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মাধব প্রসাদ মিশ্র মহাশয়ের বিয়োগে শোক প্রকাশ করা হউক।

৪। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভগবৎ ভূষণ গোস্বামী মহাশয়কে শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের সাধারণ সভ্য নিযুক্ত করা হউক।

৫। শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক কাশিম বাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের পুত্রশোক জন্য দুঃখ প্রকাশ ও তৎ সংবাদ মহারাজা বাহাদুরকে জ্ঞাপন করা হউক।

৬। সমিতি কর্ত্তৃক ইহা স্থিরীকৃত হইল যে পঞ্জিকা সংশোধন সম্বন্ধে মাননীয় শ্রীযুক্ত জষ্টিস্ সারদা চরণ মিত্র মহাশয়ের অভিপ্রায়ানুসারে ঐ বিষয়টী বিবেচনা করিবার নিমিত্ত একটী শাখা সমিতি স্থাপিত হউক এবং নিম্ন লিখিত মহোদয় গণকে লইয়া একটী কমিটি স্থাপিত হউক এবং উক্ত কমিটী দুই মাসের ভিতর তাঁহাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতে অনুরুদ্ধ হউন।

শ্রীযুক্ত রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রায় রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়।

৭। ঢাকার সারস্বত সমাজের সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্ন চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে ঢাকায় যাহাতে শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের কার্য্য বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে তদ্বিষয়ে তাঁহাকে অনুরোধ করা হউক।

৮। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পৃথ্বীপাল উপাধ্যায় আচার্য্য কর্ত্তৃক গোমবাগান্‌ষ্ঠানে বঙ্গ ধর্ম্ম-

মণ্ডলের সহায়তা কল্পে বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে সম্পাদক মহাশয় স্বামীজী মহারাজের সহিত পত্র ব্যবহারে কর্ত্তব্যতা অবধারণ করিবেন।

৯। ভট্টপল্লীর পণ্ডিত মণ্ডলীর লিখিত সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় বোর্ড গঠন সম্বন্ধে ভট্ট পল্লীর পণ্ডিত মহাশয় দিগের আবেদন পঠিত হইলে সমিতি কর্তৃক স্থিরীকৃত হইল যে বঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের পক্ষ হইতে ভট্টপল্লীর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবরাম সার্ব্বভৌম ও পূর্ব্বস্থলীর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় দ্বয়কে বোর্ডের সভ্য রূপে নিয়োগ করিবার জন্য দ্বার বঙ্গের মহারাজাকে অনুরোধ করা হউক।

১০। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া অবধি দক্ষতা ও অতীব প্রশংসার সহিত কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। কার্য্যে বিশেষ সন্তোষ লাভ হওয়ায় সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে দেবেন্দ্রের বেতন মাসিক ৩০৲ টাকা হিসাবে ধার্য্য হউক এবং যতদিন হইতে কার্য্য করিতেছে ৩০৲ হিসাবে বেতন দেওয়া হউক।

১১। শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের অন্যতম কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত অনাথ নাথ ভট্টাচার্য্যের কার্য্যে নানা রূপ অভিযোগ ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায় সমিতি কর্তৃক স্থির হইল যে শ্রীযুক্ত বাবু সরোজ রঞ্জন বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তাহার কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দিলে সভ্য মহোদয়েরা যথা কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

১২। শ্রীযুক্ত রাম রাম সংযমী মহাশয়ের দ্বারা শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের অনেক উপকার হইবে আশা করাযায় এজন্য তাঁহার ৫৲ টাকা হিসাবে মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত হউক।

মহামণ্ডল সংবাদ।

—:*:×:*:—

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হর সুন্দর সাংখ্যরত্ন এবারে মেদিনীপুর, কটক, জাজপুর, ময়ূরভঞ্জ, তমলুক প্রভৃতি অঞ্চলে অতি দক্ষতার সহিত প্রচার কার্য্য সংসাধন করিতেছেন। তাঁহার চেষ্টায় ঐ অঞ্চলের বহুসংক্ষ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি শ্রীমহামণ্ডলের মহদুদ্দেশ্যের বিষয় অবগত হইয়া এই বিরাট ধর্ম্মকার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। বহুসংখ্যক সাধারণ সভা ব্যতীত এবার তাঁহার চেষ্টায় কতিপয় উচ্চ উদার হৃদয় মহাত্মা ও মহামণ্ডলের সহায়ক সভ্য হইয়াছেন। নিম্নে তাঁহাদিগের নাম প্রকাশিত হইল। রাজা শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার রায় পুরী সমুদ্রতীর নরেন্দ্র কুটির, বার্ষিক ৬০৲ টাকা। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র কৃষ্ণ বসু গোবর্দ্ধন মঠ; পুরী, বার্ষিক ১২৲ টাকা। মহাজন শ্রীযুক্ত আনন্দ চন্দ্র মহান্তি পুরী বার্ষিক ৩৲ টাকা। শ্রীযুক্ত রাজেশ কান্ত রায় পুরী, বার্ষিক ৩৲ টাকা। মোহান্ত শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ দাস গোস্বামী, রাধাকান্ত মঠ পুরী, বার্ষিক ৫৲ টাকা। অধিকারী শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দাস গোস্বামী, বড় উড়িয়া মঠ পুরী, বার্ষিক ৩৲ টাকা।

এতদ্ব্যতীত আরও বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মহামণ্ডলের সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন। সময়ান্তরে তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিব। আমরা সাংখ্যরত্ন মহাশয়ের উৎসাহ, উদ্যম এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের নিমিত্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আশা করি তাঁহার দ্বারা ভবিষ্যতে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের অনেক মহৎকার্য্য সাধিত হইবে।

এতদ্ব্যতীত সাংখ্যরত্ন মহাশয়ও শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল সম্বন্ধে তমলুক হইতে প্রকাশিত সুবিখ্যাত তমালিকা পত্রিকা সম্পাদক তাঁহার পত্রিকায় যাহা প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাও প্রকাশ করা হইল:—

"অদ্য অপরাহ্নে বর্গভীমাদেবীর মন্দিরে মহোপদেশক শ্রীহট্ট জেলার ভট্টপল্লী নিবাসী পণ্ডিত হরসুন্দর সাংখ্যরত্ন মহোদয় মহামণ্ডলের মহদুদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া সকলকে এই মহৎ কার্য্যে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করেন। "উপাসনা" সম্বন্ধে তিনি যে উপদেশ দান করেন, তাহাতে গভীর বিদ্যাবত্তা ও ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার সুমধুর সংস্কৃত শ্লোকাদির আবৃত্তি শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন। তমলুক সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং লিখিয়াগিয়াছেন যে, "মেদিনীপুর জেলার কাঁথি হরিসভা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে দশটী স্থানে মহামণ্ডলের প্রচার কার্য্য করিয়া আসিতেছি। আজ ৪।৫ দিন হইল তমলুকে আসিয়া দ্বিতীয়া বিদ্যা খ্যাত বর্গভীমা নাম্নী দেবীমন্দিরে যে সকল সজ্জন এবং ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিদের সহিত শুভ সাক্ষাৎকার হইয়াছে, তাঁহাদের ব্যবহারে পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। এখানে দেবতার দেব মন্দির ও দেব-প্রকৃতি দর্শনে সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ অনুভব করিলাম। তবে মহামণ্ডলের অনুকূলে সভ্যসংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়াছে। আশা করি অনেক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ ভবিষ্যতে কলিকাতা, ১৮নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটস্থ মহামণ্ডলের প্রান্তীয় কার্য্যালয়ে শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডল ভবনে অনুসন্ধান করিয়া উক্ত প্রান্তীয় মণ্ডলের উন্নতিকল্পে যত্ন করিবেন।" ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। আমরা সময়ান্তরে এ বিষয় পাঠকবর্গের গোচর করিব, আমরা সর্ব্বতোভাবে মহামণ্ডলের প্রতিপত্তি কামনা করি।"

হিজ হাইনেস অনারেবল শ্রীযুক্ত সর রমেশ্বর সিংহ বাহাদুর কে সি আই ই দ্বারবঙ্গাধিপতি প্রধান সভাপতি শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল সম্প্রতি স্বীয় উচ্চ উদার হৃদয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়া সর্ব্ব সাধারণের বিশেষ ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দেশীয় রোগীদিগের গৃহে তাড়িতালোক এবং বৈদ্যুতিক পাখা চালাইবার নিমিত্ত মহারাজ বাহাদুর একলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য দীন দুঃখী দিগের দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত মহারাজা বাহাদুরের ন্যায় ভারতের যদি অন্য রাজা মহারাজের চিত্ত সামান্য পরিমাণেও বিচলিত হয়, তবে ভারতবর্ষের দুর্দ্দশা অচিরে দূরীভূত হয়।

দেশহিতকরকার্য্যাবলী সম্পাদন-বিষয়েও মহারাজের উৎসাহ ও উদ্যম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বিগত ৭ই মে দ্বারবঙ্গে সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন নিমিত্ত একটী সভাধিবেশন হয়। স্বয়ং মহারাজা বাহাদুর উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। দর্শন, জ্যোতিষ, ব্যাকরণাদি বিনা ব্যয়ে শিক্ষাদান, এবং উহার প্রধানাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চিত্রধর মিশ্রকে নিয়োগ করণ এবং ছাত্রদিগের অবস্থিতির নিমিত্ত একটী ছাত্রাবাস স্থাপন নিমিত্ত এবং এতদ্ব্যতীত একটী গান্ধর্ব্ব কক্ষ স্থাপন করিবার প্রস্তাব উক্ত সভায় উত্থাপিত হয়। তাহাতে স্থিরীকৃত হয় যে, ছাত্রাবাসে বিদ্যার্থীদিগের ভোজনও প্রদত্ত হয়। এই সকল বিষয়ের ব্যয়ের নিমিত্ত মহারাজা বাহাদুর মাসিক ৩৫০৲ টাকা ব্যয় দিতে স্বীকৃত হন। শীঘ্রই বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হইবে। বলা বাহুল্য মহারাজা বাহাদুরের উৎসাহ এবং চেষ্টায় শীঘ্রই মিথিলাপুরীর পূর্ব্ব গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে, আমরা শীঘ্রই মিথিলাপুরীকে পুনরায় বিদ্যাপীঠে পরিণত হইয়াছে দেখিতে পাইব এরূপ আশা করি।

শ্রীযুক্ত ১০৮ স্বামী জ্ঞানানন্দজী মহারাজ শ্রীমহামণ্ডল ডেপুটেশনের সঙ্গে সঙ্গে ইটাওয়া বিদ্যাপীঠ উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যশোবন্ত নগরে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদজী মহোদয়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়াছেন। তথা হইতে ডেপুটেশন ব্রহ্মাবর্ত্তমণ্ডলে গমন করিয়াছে। তদুপলক্ষে স্বামীজী মহারাজ কিছু দিন মথুরাপুরীতে অবস্থিতি করিবেন। শ্রীব্রহ্মাবর্ত্তমণ্ডলের কার্য্যালয় সংস্কার শ্রীব্রজভূমির সম্মান প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের মানপত্রাদি দান, এবং অন্যান্য আবশ্যকীয়

ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন করিয়া ডেপুটেশন কার্য্যালয়ের মধ্যভারত অথবা রাজপুতানায় যাইবার সম্ভাবনা আছে।

এবৎসর বিদ্যাপীঠ ইটাওয়া পুস্তকোন্নতি সভার উৎসব উপলক্ষে শ্রীভারত-ধর্ম্ম মহামণ্ডল হইতে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিবর্গকে উপাধিদান করা হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জ্বালা প্রসাদ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভীমসেন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কবিশঙ্কর দীক্ষিত এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাদত্ত শর্ম্মা। এ সম্বন্ধে যথাযথ বিবরণ যথা সময়ে প্রকাশিত করা হইবে।

"ভারতধর্ম্ম মার্ত্তণ্ড" হিজ হাইনেস সার জেনারেল ইন্দ্রমহেন্দ্র মহারাজা শ্রীযুক্ত প্রতাপ সিংহ বাহাদুর জি সি এস আই কাশ্মীর এবং জম্মু রাজ্যাধিপতি শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের অন্যতম সংরক্ষক এবং সর্ব্বোচ্চ সহায়ক এবং প্রান্তীয় মণ্ডল শ্রীপঞ্জাব ধর্ম্মমণ্ডলের প্রধান সভাপতি। মহারাজা পরম ধার্ম্মিক, উদারহৃদয় এবং বিশুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী। যাহাতে যথাবিধি অনুসারে ধর্ম্ম কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, মহারাজা বাহাদুর সর্ব্বদা তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল। সম্প্রতি মহারাজা বাহাদুরের রাজ্য মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ের বিশেষ অনুষ্ঠান দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত সমগ্র ভারতের সমস্ত প্রসিদ্ধ তীর্থসমূহে রাজসরকারের এত দান ও অন্নসত্রাদি নির্দ্দিষ্ট আছে যে, কেবল তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত কাশ্মীর সরকারে একটী স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। ঐ বিভাগে অনেক ব্যক্তি প্রতিপালিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি মহারাজা বাহাদুর আপনার রাজ্যমধ্যবর্ত্তী ক্ষত্রিয় জাতির উন্নতি নিমিত্ত তিনটী আদেশ প্রচার করিয়াছেন (১) রাজপুতদিগকে অবশ্য শিক্ষা দিতে হইবে। (২) সমস্ত রাজপুতকেই যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে হইবে। (৩) সমস্ত রাজপুতকে সন্ধ্যা গায়ত্রী শিক্ষা করিতে হইবে। যে রাজপুত যজ্ঞোপবীত সংস্কারের নিমিত্ত ব্যয় বহন করিতে অসমর্থ হইবে, রাজ সংসার হইতে তাহার সমস্ত ব্যয় ভার বহন করা হইবে। বলা বাহুল্য মহারাজা বাহাদুরের এই আদেশের দ্বারা রাজপুত জাতির বিদ্যা এবং ধর্ম্মের সম্বন্ধে যথেষ্ট উন্নতি হইবে।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধানাধ্যক্ষ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী মহাশয় বিগত ২৭শে মে তারিখে কাশী প্রধান কার্য্যালয় হইতে

পঞ্চবটী (নাসিক) দক্ষিণপ্রান্তবর্ত্তী শ্রীভারতধর্ম্ম মহাপরিষদ নামক সনাতনধর্ম্ম মহাসভায় সম্মিলিত হইবার নিমিত্ত গমন করেন। বিগত ২৫, ২৬ ও ২৭শে মে এই তিন দিন পরিষদের উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হয়। প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয় ঐ তিন দিন মহাপরিষদের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মহাপরিষদের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শঙ্করদাজী পাদে মহাশয় পরিষদকে শ্রীমহামণ্ডলের প্রান্তীয় মণ্ডল করিবার প্রস্তাব করেন। শ্রীযুক্ত প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয় আনন্দ সহকারে উক্ত প্রস্তাবে অনুমোদন করেন। সেই দিন হইতে পরিষদ শ্রীমহামণ্ডলের দক্ষিণ প্রান্তীয় মণ্ডল রূপে পরিণত হইয়াছে। নাসিক হইতে প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয় বিগত ২৯শে জুন বোম্বাই গমন করেন। তথায় ৩রা জুন পর্য্যন্ত ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তথা হইতে তিনি কাবড়া, আগরা প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বিগত ১৩ই জুন প্রধান কার্য্যালয়ে আগমন করেন। এবং পুনরায় তিনি ৺কাশীধাম হইতে নৈনিতাল অঞ্চলে ধর্ম্ম কার্য্য সম্পাদন জন্য গমন করিয়াছেন।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মণ্ডপই সাহিত্য সভার সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ লিখিয়াছেন "বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভার সর্ব্ব সম্মতিক্রমে নবদ্বীপ নিবাসী পরম ধার্ম্মিক শ্রীযুক্ত বাবু তারাপদ চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য রত্নাকর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সাহিত্য সভার সম্পাদক তারাপদ বাবুর যত্নে সভার সহিত শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় সভার কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন। সম্পাদক মহাশয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী সুললিত বক্তৃতা দেন ও একটী কবিতা পাঠ করেন। পরে সভা ভঙ্গ হয়।"

বিগত ২৮শে ও ২৯শে ফাল্গুন দিবাদ্বয়ে কৈজুড়ী ৺রাধা গোবিন্দ জীউর বারুণী দোল যাত্রার সঙ্গে কৈজুরী শ্রীশ্রী৺হরি ভক্তি প্রদায়িনী সভার তৃতীয় বার্ষিকোৎসব ক্রিয়া নির্ব্বাহ করা হয়। তাহাতে নিম্নোক্ত কার্য্যাদি করা হয়।

২৮শে ফাল্গুন মঙ্গলবার। পূর্ব্বাহ্ন—৫টা হইতে অপরাহ্ন—৬টা পর্য্যন্ত। নগর সঙ্কীর্ত্তন, ৺রাধাগোবিন্দ জীউর দোলারোহণোৎসব, ব্রাহ্মণ ভোজন, জামিরতা নিবাসী শ্রীশরচ্চন্দ্র কীর্ত্তনীয়া, ও সাহাজাদপুর নিবাসী শ্রীপ্রাণনাথ কীর্ত্তনীয়া দ্বয়ের একতায় মনোহর সাহী কীর্ত্তন, পণ্ডিত বিদায়। পোতাজিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃপাময় সিদ্ধান্ত বাগীশ, মুরধোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বিদ্যাভূষণ, ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার শিরোমণি মহাশয়গণ সভায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ২৯শে ফাল্গুন বুধবার। পূর্ব্বাহ্ন - ৮টা হইতে অপরাহ্ন—৬টা পর্য্যন্ত। নগর সঙ্কীর্ত্তন, ৺নাম সঙ্কীর্ত্তন, ব্রাহ্মণ ভোজন। অপরাহ্ন— ৬টা হইতে রাত্র ১২টা

পর্য্যন্ত ঝাউগারা গ্রাম নিবাসী শ্রীরামকান্ত কীর্ত্তনীয়ার দোল ও হরি গান। ৺রাধাগোবিন্দ জিউ সহ হরী গান গাহিতে গাহিতে—নগর পরিক্রমণ।

শ্রীব্রজলাল চক্রবর্ত্তী এম এ শাস্ত্রী মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং অধ্যবসায়ের গুণে খুলনা জেলার অন্তর্গত দৌলতপুর গ্রামে হিন্দু একাডেমি নামক একটী জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হিন্দু রীতি নীতি আচার ব্যবহার শিক্ষাদানের সহিত উক্ত বিদ্যালয়ে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষাও প্রদত্ত হইয়া থাকে। গতবৎসর উক্ত জাতীয় বিদ্যালয় শ্রীবঙ্গ ধর্ম্ম মণ্ডলের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ক্রমে বিদ্যালয়ের অবস্থা উন্নত হইতেছে। এবৎসর উক্ত বিদ্যালয় হইতে অনেকগুলি ছাত্র এফএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। যে সকল ছাত্র যে যে বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহাদের নাম প্রকাশিত করা গেল। —চারু চন্দ্র বসু ১ম বিঃ, দুর্গাপদ ভট্টাচার্য্য ২য় বি, বীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ, তারাপদ ঘোষ ঐ, তারাকান্ত গুহ ২য় বি, নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৩য় বি, রায় লালবিহারী ৩য় বি, ইন্দুভূষণ বিশ্বাস ৩য় বি, রমেশ চন্দ্র দাস গুপ্ত ৩য় বি, রাজেন্দ্র দত্ত ৩য় বি, সুরেন্দ্র ঘোষ ৩য় বি, বসন্ত মুখোপাধ্যায় ৩য় বি, হেম রাহা ৩য় বি, হেম রায় চৌধুরী ৩য় বি, যোগেশ সেন ৩য় বি, সরোজ সেন গুপ্ত ৩য় বি, বসন্ত সোম ৩য় বি, ।

দান প্রাপ্তি।

জানুয়ারি ১৯০৭।

এক কালীন দান খাতে।

হিজ হাইনেস মহারাজা বাহাদুর, ময়ূরভঞ্জ, ২০০৲

মাসিক সহায়তা খাতে।

শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর গঙ্গাপ্রসাদ সিংহ, দ্বারবঙ্গ, ৪০৲

এ এল এ আর অরুনাচলাম চেটিয়ারজী জমিদার, দেবকোট মান্দ্রাজ, ৩০৲

শ্রীযুক্ত মহারাজা রমেশ্বর সিংহ বাহাদুর, কে সি আই ই দ্বারবঙ্গ ১০০৲

মোহন্ত মাধব দাসজী, উদয়পুর, ১৬৲

বিশেষ সহায়তা খাতে।

শ্রীযুক্ত পং বৈজনাথ, কোটা ২৲

শ্রীযুক্ত পং লালাজী শাস্ত্রী, শ্রীনগর ১৲

শ্রীযুক্ত পং উধোরাম শর্ম্মা, ২৲

সাধারণ সভ্য খাতে ২১৬৲

আয় ব্যয়ের হিসাব।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়, কাশী।

ইং জানুয়ারি ১৯০৭।

——:০০০:——

জমা	
শ্রীরোকড় বাকী	১৪০৸৶১৫
এককালীন দান খাতে	২০০৲
সাধারণ সভা খাতে	২১৬৲
মাসিক সহায়তা খাতে	১৮৬৲
বিশেষ সহায়তা খাতে	৫৲
ফেরত টিকিট খাতে	২।৵০
বুকডিপো খাতে	৩৭॥০
হিসাব তলব খাতে	২৩.০৲
মোট জমা	৮১১॥/১৫

কৈফিয়ৎ— ৮১১॥/১৫
জমা ৭৬৪।৫
খরচ ৪৭/১০
রোকড় বাকী
সাতচল্লিশ টাকা পাঁচ আনা দুই
পয়সা মাত্র।

খরচ	
ডাক টিকিট খরচ খাতে	৩৬৸৵১০
মুৎফরিক্কা খরচ খাতে	৫॥১০
ষ্টেশনারি খাতে	৬৸৶০
শ্রীদেবসেবা খাতে	৭॥০
শ্রীশারদা মণ্ডল খাতে	২৮।/০
বৃত্তি খাতে	১৭২।০
ছাপাই বিভাগ খাতে	১৭১১০
উপদেশক ভ্রমণ খাতে	১৫৲
উপদেশক বৃত্তি খাতে	২৫৲
পঞ্জাব ধর্ম্মমণ্ডল প্রান্তীয় কার্য্যালয় খাতে	৪০৲
জনক ধর্ম্মমণ্ডল প্রান্তীয় কার্য্যালয় খাতে	২৫৲
হিসাব তলব খাতে	৩১৲
বেনারস ব্যাঙ্ক লিমিটেড খাতে	২০০৲
মোট খরচ	৭৬৪।৫

(স্বাঃ) শ্রীগিরিশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
সহকারী অধ্যক্ষ।

পং শ্রীকাশী প্রসাদ ত্রিপাঠী, মুনীম।

দান প্রাপ্তি।

—:০:x:০:—

ফেব্রুয়ারি ১৯০৭ ইং।

মাসিক সহায়তা খাতে।

হিজ হাইনেস শ্রীযুক্ত মান্যবর মহারাজা চন্দ্র মহেন্দ্র মেজর জেনারেল সার প্রতাপ সিংহ বাহাদুর জি, সি, এস আই ভারত মার্ত্তণ্ড কাশ্মীরাধিপতি ১০০০৲

এ এল এ আর অরুণাচেলাম্ চেটিয়রজী দেবকেট মান্দ্রাজ ৩০৲

হিজ হাইনেস শ্রীমান মান্যবর মহারাজা যশোবন্ত সিংহজী বাহাদুর কে সি আই ই ভারতবর্ষেন্দু সৈলানাধিপতি ১৫৮।৵০

বিশেষ সহায়তা খাতে।

শ্রীযুক্ত পং বিষ্ণু নারায়ণজীর মাতা, লক্ষ্ণৌ	১০৲
শ্রীযুক্ত রামরাজ পাল, দিল্লী	৪৲
সনাতন ধর্ম্ম সভা (অজ্ঞাত)	৫৲
পং মতিলালজী, উদয়পুর	৩৸৵০
পং গৌরীশঙ্কর উপদেশক	৬৷৵০
শ্রী১০৮ স্বামীজীর জনৈক শিষ্য	৫৲
সাধারণ সভ্য খাতে	১০৪।০

আয় ব্যয়ের হিসাব।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়, কাশী।

ফেব্রুয়ারি ১৯০৭ ইং।

—:০:—

জমা।		খরচ	
রোকড় বাকী	৪৭।/১০	ডাক টিকিট খরচ খাতে	১৭৵০
সাধারণ সভ্য খাতে	১০৪।০	ছাপাই বিভাগ খাতে	২৩৸/১৫
মাসিক সহায়তা খাতে	১৪০৩৵/০	বৃত্তি খাতে	২০১৸০
বিশেষ সহায়তা খাতে	৪৮॥০	শ্রী.প.নদামণ্ডল খাতে	২৷০

জমা	
ফেরৎ টিকিট খাতে	১।০
বাক্স খাতে	১৸৪
বুকডিপো খাতে	৮১৸১০
ছাপাই খাতে	২॥০
হিসাব তলব খাতে	৭২॥০
বেনারস ব্যাঙ্ক লিমিটেড খাতে	৮২৬৲
মোট জমা	২৫৭৪॥৶১০

খরচ	
শ্রীদেবসেবা খাতে	৯।০
পারিতোষিক খাতে	৬৭॥৵
ষ্টেশনারি খাতে	৫৩॥০
পঞ্জাব ধর্ম্মমণ্ডল খাতে	৪০৲
ব্রহ্মাবর্ত্ত মণ্ডল খাতে	৩০৲
রাজস্থান ধর্ম্মমণ্ডল খাতে	১৮৲
উপদেশক ভ্রমণ খাতে	২৯।০
উপদেশক বৃত্তি খাতে	১৪৸০
অতিথি সৎকার খাতে	।/০
মুৎফরিক্কা খাতে	৭৯৶৫
বুকডিপো খাতে	২৮৭।০
হিসাব তলব খাতে	১১৩৶০
বেনারস ব্যাঙ্ক লিমিটেড খাতে	১৩৫১৶৪
মোট খরচ	২৫৫৬৲০

কৈফিয়ৎ—

জমা	২৫৭৪॥৶১০
খরচ	২৫৫৬৲১০
বাকী	১৮॥০

আঠার টাকা নয় আনা মাত্র।

(সাঃ) শ্রীগিরিশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সহকারী অধ্যক্ষ।

সঃ শ্রীকাশীপ্রসাদ ত্রিপাঠী, মুনীম।

শ্রীমহামণ্ডল শাস্ত্রপ্রকাশ সমিতি লিমিটেড।

১৮৬০।১৮৮২ সনের ভারতবর্ষীয় যৌথ কারবার সম্বন্ধীয় আইনানুসারে রেজিষ্টারি করা হইবে।

দুইলক্ষ টাকা মূলধন।

৮ হাজার অংশ বিভক্ত প্রত্যেক অংশের মূল্য ২৫৲ টাকা; নিম্ন লিখিত রূপে দিতে হইবে:—

আবেদন কালে ১০৲ টাকা।

অবশিষ্ট টাকা দুই অথবা তিন বারে আবশ্যকতানুসারে চাহিয়া লওয়া হইবে।

ব্যাঙ্করস্।

বেনারস ব্যাঙ্ক লিমিটেড্।

আইন পরামর্শ দাতা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এম এ বি এল সলিসিটার হাইকোর্ট; কলিকাতা
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ছন্নুলাল, উকীল, বারাণসী।

অংশের নিমিত্ত আবেদন।

অংশের নিমিত্ত আবেদনের ফরম (application form) পাইবার জন্ত শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের কাশীস্থ প্রধান কার্য্যালয়ে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী অথবা প্রাদেশিক মণ্ডলসমূহে নিম্ন লিখিত অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের নিকট পত্র লিখিতে হইবে।

মিথিলা রাজকুলভূষণ শ্রীযুক্ত ভুপাপতি সিংহজী দেওয়ান সাহেব; দ্বার বঙ্গ।

যোগীবাবা শিবপ্রকাশ লালজী, রইস. মথুরা। (ইউ পি)

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রামশরণ দাসজী, রইস, লাহোর, পাঞ্জাব,।

রাও শ্রীযুক্ত গোপাল সিংহজী ঠাকুর সাহেব, খড়োয়া, আজমীর।

ভারতরত্ন রাজা শ্রীযুক্ত প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম এ বি এল সি এস আই, শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডল আফিস, ১৮ নং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট কলিকাতা।

যে সকল সজ্জন এই সমিতির অংশ গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা কেবল যে আর্থিক লাভে লাভবান হইবেন তাহা নহে, পরন্তু জাতীয় উন্নতি এবং পবিত্র সনাতন ধর্ম্মোন্নতি কার্য্যেও সহায়ক হইবেন। কারণ তাঁহাদিগের লাভের একাংশ পবিত্র বারাণসী তীর্থে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। এতদ্ব্যতীত শ্রীকাশীপুরীর ন্যায় পবিত্র ক্ষেত্রে অনাথ ও বিধবাদিগের সাহায্যার্থ স্থাপিত শ্রীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দান ভাণ্ডারের সহায়তার দ্বারা সাত্ত্বিক দানের ফললাভ হইবে। এই সমিতি সুপরিচালিত করিবার নিমিত্ত বিশেষরূপ ব্যবস্থা করা হইতেছে। ইহার কার্য্যালয় শ্রীকাশীপুরী এবং রাজধানী কলিকতা নগরীতে স্থাপিত হইবে। অতএব ধর্ম্মানুরাগী সজ্জন ব্যক্তি মাত্রেরই এই কার্য্যে যোগদান করা কর্ত্তব্য। এই সমিতির অনেক অংশ সংরক্ষক, সহায়ক এবং পোষক মহাশয়গণ গ্রহণ করিয়াছেন। অবশিষ্ট অংশের নিমিত্ত প্রার্থনা পত্র শীঘ্র প্রেরণ করুন। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় ও এই সমিতির অনুষ্ঠান পত্রের নিমিত্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী রায় বাহাদুর শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট পত্র লিখুন।

শ্রীহরিঃ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

কলের্গতাব্দাঃ ৫০০৮।

২৭শ ভাগ।	আষাঢ়।	সন্ ১৩১৪ সাল।
১০ম সংখ্যা।		ইং ১৯০৭ খৃঃ।

জয়-জন্মভূমি-ভারত-ভূঃ।

(এডুকেশন গেজেট হইতে উদ্ধৃত।)

—:*:—

জয় ভারতভূঃ শতসৌখ্যযুতে নিজ বন্দন নন্দনবৃন্দধৃতে।
জয় জন্মদ শান্তিদ মাদবরি কমলাশ্রিত বাগনুরাগধরি ॥ ১
বহু বৃক্ষসমন্বিত শান্তবনে বহু পক্ষিরুতামৃত সংস্তবনে।
তব কান্তিময়ং জয় হৃন্মদনং ভবমাদক মা চিন্মুতে বদনং ॥ ২
নববর্ষ বসন্তবরে কুসুমং মলয় শ্বসন স্তরুণাঙ্কসমং।
বহুলিঙ্গতি চুম্বতি যত্র সুখং ভবমাদক মা চিন্মুতে সুমুখং ॥ ৩
শশিহাস সুবাস সুবেশধরে পতিমাহ্বয়সি স্থিরযোগপরে।
ললিতে হি তদা জন হৃন্মদনং ভবমাদক মা চিন্মুতে বদনং ॥ ৪
জয় জন্মদ জীবদ জেয়পরে যশ-আকর ভাস্কর লাঞ্ছ করে।
নব নীরদ নিন্দক বৃক্ষবৃতে নবরশ্মি নিশাকর নন্দযুতে ॥ ৫
তব কাব্য সুকানন কান্তিকুলং ক্লম কল্মষ কাল কবীশদলং।
কম কারুণিকৈঃ কবিকণ্ঠবরৈরভিগায়তি গৌরব গীতি পরৈঃ ॥ ৬
অমরাদি নিবাস গিরীশশতৈঃ গগনোচ্চ সুগৌরব গর্ব্বযুতৈঃ।

ভবতীহ সুরক্ষিত নষ্টভয়া ভব পূজিত-পাদ যুগা হি ময়া॥ ৭
ভবতীমভিসঞ্চিত ভূতি পরাং প্রণমামি পরং প্রথমং নিতরাং।
ঘন কৃষ্ণ ঘনোপম কেশবৃতাং ঘন নীলনভস্তনশীরযুতাং।
ঘন দীর্ঘসুপাদপরাজিতনুং প্রণমামি সদা সুধনাং সুতনুং॥ ৮
ঘন শস্যধনায়তভূমিপদাং ঘননাহিনদস্তনজামৃতদাং।
ঘন পাদপ পাণ সুচিত্রকরাং ঘন স্বাস্থ্যদাং প্রণমে নিতরাং॥ ৯
রবিচন্দ্রসমুজ্জ্বল নেত্রযুতাং ছবি মঞ্জন কজ্জল দোষহৃতাং।
কবি কাব্য নদোজ্জ্বল পদ্মমুখীং প্রণমামি সদা সুতনুং সুমুখীং॥ ১০
গগনায়ত বিশ্বভৃদঃ সযুতে তড়িদুজ্জ্বল রঞ্জন হাসযুতে।
শশি শুভ্র করোপম বাশিনিরে প্রণমামি সতং ভবতীং হরে॥ ১১
শুভদায়িনি রঙ্গিনি নন্দিনি যে সুখবর্ষিণি হর্ষিণি মর্ষিণি মে।
ঘন বৃংহিত পূজিত ভক্তিযুতং কুরু বোধিত লোকিতমস্তু সুকং॥ ১২

শ্রীকৃষ্ণ গোপাল দেবশর্ম্মা,
ভাটপাড়া।

——○——

তত্ত্ব কথা।

প্রাণ শুদ্ধি।

প্রাণ বায়ু বশীভূত হইলে শরীর এবং মন স্বতঃই বশীভূত হইয়া থাকে। প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণবায়ু বশীভূত হয়। সহিতঃ, শীতলী, ভ্রামরী, মূর্চ্ছা, উজ্জায়ী, ভস্ত্রিকা, সূর্য্যভেদী, এবং কেবলী, এই আট প্রকার প্রাণায়ামের মধ্যে মন্ত্রযোগে এক প্রকার, লয়যোগে দুই প্রকার, এবং হঠযোগে সব গুলিই সাধন করিবার বিধি বর্ণিত আছে। নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে প্রাণায়াম উপদেশ শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে লইতে হইবে। ইহা ব্যতীত সন্ধ্যা, পূজা আদির সহিত সাধারণ রেচক, পূরক, কুম্ভক-যুক্ত সাধারণ প্রাণায়ামও করিবার বিধি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। সাধক মাত্রেরই কোন না কোন প্রকারের প্রাণায়াম ক্রিয়া অভ্যাস করা প্রয়োজনীয়।

সাধকের পক্ষে ইহা সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, যে তাহাদের প্রাণ বায়ু বৃথা ব্যয় না হয়। এরূপ কার্য্য সকল কম করা অথবা একেবারেই না করা কর্ত্তব্য, যাহার দ্বারায় প্রাণ বায়ুর অধিক পরিমাণে ব্যয় হয়, অথবা প্রাণ চঞ্চল হয়।

——

অপান শুদ্ধি ।

প্রাণ বায়ু এবং অপান বায়ু এই দুইয়ের পরস্পরের আকর্ষণ দ্বারা শরীরের ক্রিয়া এবং জীবনিকা শক্তি বিদ্যমান থাকে। একটীর উপর আধিপত্যের ক্ষমতা জন্মাইলে অন্যটীর উপরও আধিপত্য করা যায়। বত্রিশ প্রকার আসন সাধন যাহা হঠযোগে বর্ণিত আছে, তাহার মধ্যে কতকগুলির প্রধান ক্রিয়া প্রাণ বায়ুর প্রতি হইয়া থাকে, এবং কতকগুলি ক্রিয়া অপান বায়ুর উপর হইয়া থাকে। ঐরূপ হঠযোগ অনুসারে যে পঞ্চবিংশতি প্রকার যোগ মুদ্রা, অথবা লয়যোগ অনুসারে দশ প্রকার যোগ মুদ্রা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, ঐ গুলির সহিতও প্রাণ শুদ্ধি এবং অপান শুদ্ধির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে নিজ নিজ অধিকার অনুসারে কিছু আসন এবং কিছু মুদ্রা ক্রিয়ার উপদেশ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। আসন সিদ্ধির দ্বারা শরীর যোগোপযোগী হয়, এবং মুদ্রা সিদ্ধি দ্বারা মন বায়ু এবং বীর্য্য তিনকেই জয় করা যাইতে পারে।

সাধকের কর্ত্তব্য যে মল, মূত্রাদির বেগ ধারণ করিবে না। প্রথমে মূত্রত্যাগ করিয়া পরে মলত্যাগ করিবে; অর্থাৎ এরূপ যত্ন করিবে, যাহাতে ঐ ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইয়া মল মূত্র একসঙ্গে বাহির না হয়। অপান বায়ুর চাঞ্চল্য এবং উহার বৈষম্য যাহাতে অধিক রূপে উপস্থিত হয়, ঐ সকল কার্য্য হইতে বিরত থাকিবার যত্ন করিবে।

সিদ্ধি লাভ ।

সাধনায় সিদ্ধি প্রাপ্তি সম্বন্ধে সাধকের পক্ষে গুরু-ভক্তি ও ত্রিবিধ শুদ্ধি রক্ষার দিকে সর্ব্বদা যত্ন করা একান্ত প্রয়োজনীয়; অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উন্নতিকারী শাস্ত্র-গুলি অর্থ সহিত প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে পাঠ করিতে হইবে। সাধন দৃঢ়তার সহিত করিতে হইবে এবং নিষ্কাম ভাবে লোকহিতকর কর্ম্ম করিতে নিয়মিত অভ্যাস করিতে হইবে। বিষয় বৈরাগ্য, নিয়ম পালন, এবং সাধকের হৃদয়ের শ্রদ্ধা সম্বন্ধীয় সংস্কার, এগুলি সর্ব্বপ্রধান সহায়।

মন্ত্র সিদ্ধির পক্ষে পুরশ্চরণ, মহাপুরশ্চরণ, কয়েক প্রকার সাধন ক্রম আছে। তাহা শ্রীগুরুদেবের নিকট জানিয়া লইতে হইবে। ধ্যান সিদ্ধি সম্বন্ধেও বিবিধ প্রকার উপাসক সম্প্রদায়ের অনুসারে অভিষেক, পূর্ণাভিষেক, মহাভিষেক, ব্রহ্ম-সম্বন্ধ, এবং সমর্পণ, আদি বহু প্রকার ভেদ আছে। ঐ সকলও স্ব স্ব সম্প্রদায় অনুসারে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে অধিকার লাভ করিতে হয়।

হঠযোগ অনুসারে চতুর্ব্বিংশতি প্রকার মুদ্রা, অষ্টবিধ প্রাণায়াম এবং ধারণার সপ্ত বিধ ক্রিয়া বিশেষ হিতকর। লয় যোগ অনুসারে ষট্‌চক্র ভেদের ক্রিয়া এবং দ্বাদশবিধ নাদ ও জ্যোতিঃ বিকাশের ক্রিয়া পরম হিতকর। মন, বায়ু, এবং বীর্য্য এই তিনটি কারণ, সূক্ষ্ম, এবং স্থূল ভেদে একই সম্বন্ধ যুক্ত। এই তিনটির মধ্যে সুকৌশল পূর্ণ ক্রিয়ার দ্বারায় কোন একটীকে বশীভূত করিতে পারিলে, আপনাপনিই অন্য দুইটিও বশীভূত হইয়া যায়। এই বিজ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বহু প্রকার যোগ সাধন কৌশলের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ সকল অতি ফলপ্রদ এবং গোপনীয়। পূর্ব্বোল্লিখিত ঐ সকল সাধন নিজ নিজ অধিকার অনুসারে শ্রীগুরু-দেবের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিতে হইবে।

—0—

মন্ত্র যোগ।

—:•:×:•:—

তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি যেরূপ জলের জন্য ব্যাকুল হয়, শীতাকুল মনুষ্যের হৃদয়ে যেরূপ অগ্নির উত্তাপের স্পৃহা জন্মে, চাতক যেরূপ বারিধারার আশা করিয়া থাকে, ভ্রমরকুল যেরূপ পুষ্পের অন্বেষণে রত হয়, এবং পতিব্রতা নারী যে রূপ পতির মনন করিয়া থাকে; সেইরূপ ভক্ত সাধকের মন যখন নিজ ইষ্টদেবের রূপ চিন্তায় এবং তাঁহার বাচক রূপী মন্ত্র জপে মগ্ন হয়, তখন ঐ অবস্থার নাম মন্ত্র যোগ সাধন। ভাবের পরিণাম শব্দ, আবার শব্দের লয়-স্থান ভাব। সেই কারণে শাস্ত্রকারগণ এই ভগবল্লীলাময় বিশ্বকে নামরূপাত্মক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। নাম রূপের সাহায্যে সৃষ্টির অনুভব হইয়া থাকে; ঐ নাম রূপেরই সাহায্যে সাধকগণ নিজ মনকে প্রথম বশীভূত করত, ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবস্থায় লইয়া গিয়া, পুরুষার্থের পরাকাষ্ঠায় যুক্ত হইতে সমর্থ হয়েন। নামরূপের সাহায্যে মন চঞ্চল হইতে চঞ্চলতর ভাব ধারণ করিয়া জীবের বন্ধন ঘটাইয়া থাকে; আবার সুকৌশল পূর্ণ সাধন দ্বারা ঐ মন ঐ নামরূপের সাহায্যেই লয় হইয়া জীবের বন্ধন মোচন করিয়া দেয়। ইহাই মন্ত্র যোগের রহস্য মন্ত্র যোগ লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে এই বর্ণন আছে—

কাণ্যং যদ বিভাবাতে কিমপি তৎ স্পন্দেন সব্যাপকম্,
স্পন্দশ্চাপি তথা জগৎসু বিদিতঃ শব্দাত্মকো সর্ব্বদা।
সৃষ্টিশ্চৈব তথাদিমাকৃতি বিশেষত্বাদভূৎ স্পন্দিনী,
শব্দশ্চাবিরভূত্তদা প্রণব ইত্যোঙ্কাররূপঃ শিবঃ॥
সামান্য প্রকৃতের্গুণৈস্ত বিদিতঃ শব্দো মহানোমিতি,
ব্রহ্মাদি ত্রিতয়াত্মকস্য পরমং রূপং শিবং ব্রহ্মণঃ।

বৈষম্যে প্রকৃতেস্তুগৈব বহুধা শব্দাঃ প্রভূতাঃ কালত,
স্তে'মন্ত্রাঃ সমুপাসনার্থমভবন্ বীজানি নাম্না তথা ॥
জগতি ভবতি সৃষ্টিঃ পঞ্চভূতাত্মিকা য-
স্তদিহ নিখিল সৃষ্টিঃ পঞ্চভাগৈর্বিভক্তা।
শ্রুতিরপি বিধিরূপেনাদিশস্ত্বীহ পঞ্চ
বিবিধ বিহিতপূজা রীতিভেদান্ জনানাম্ ॥
প্রকৃতিমিহজনানাং সম্পরীক্ষ্য প্রবৃত্তিং
গুরুরিহ যদি দত্তাম্মন্ত্রশিক্ষাং যথাবৎ।
রুচি সমুচিত দেবোপাসনামাদিশেত্বা
ব্রজতি লঘু স শিষ্যো মোহপারং মুমুক্ষুঃ ॥
আকারো ন হি বিদ্যতে কিমপি বা রূপং পরব্রহ্মণঃ
রূপন্তৎপরিকল্প্যতে বুধগণৈঃ কিন্তু জগদ্রূপিণঃ।
ধ্যায়ন্তিনিজবৃত্তিমার্গ চলিতৈর্দেবং পরং রূপিণ-
স্মন্ত্রং বা সততং জপন্তিরিহ তৈর্মুক্তিঃ পরা লভ্যতে ॥
যোগোহয়ং পরিকথ্যতে ক্রমযুতঃ সম্মন্ত্রযোগঃ স্থিরো
যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং নিগদিতঃ শাস্ত্রেষু বিদ্বদ্বরৈঃ।
ধ্যায়ন্ রূপবিবর্জ্জিতস্য নিখিলাধারস্য রূপং শুভং
দেহী ভক্তিরতঃ প্রযাতি পরমাং মুক্তিঃ শিবোপাসকঃ ॥

যেখানে কোনও প্রকার কার্য্য হইয়া থাকে সেখানে স্পন্দন হওয়া অবশ্যম্ভাবী এবং যেখানে কোন প্রকার স্পন্দন হয়, সেখানে শব্দ অবশ্যই হইয়া থাকে। কার্য্য, স্পন্দন এবং শব্দ এই তিনটী কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে এক সূত্রে আবদ্ধ। ত্রিগুণাত্মক-সৃষ্টি লীলা একটী কার্য্য বিশেষ হওয়ায় উহার সহিত শব্দের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে। সৃষ্টির আদি অবস্থায় যখন সাম্যাবস্থা হইতে এই ত্রিগুণাত্মক প্রপঞ্চের অনুভব হইল, ঐ ত্রিগুণের প্রথম হিল্লোলের সহিত যে শব্দের সম্বন্ধ আছে ঐ শব্দের নাম প্রণব। অন্তঃকরণ সাম্যাবস্থা প্রকৃতির নিকটস্থ হইলেই সাধকের অন্তঃকরণে ঐ ওঁকার নাদ স্বতঃই প্রকাশিত হয়। ঐ ওঁকার ধ্বনির আশ্রয়ে যোগিগণ সমাধিস্থ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইতে সমর্থ হয়েন। ভগবানে এবং প্রণবে বাচ্য বাচক সম্বন্ধ আছে। অনন্ত রূপধারী শ্রী অনন্তের নামাবলী অনন্ত; কিন্তু প্রণব ভগবানের সেরূপ নামের মত নহে। ওঁকার তাঁহার স্বাভাবিক নাম; ওঁকারের সহিত তাঁহার একত্ব সম্বন্ধ আছে; তিনি স্বয়ং ওঁকার স্বরূপ। সাম্যাবস্থা প্রকৃতির সহিত যেরূপ প্রণবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, ঐরূপ বৈষম্যাবস্থা প্রকৃতির প্রধান প্রধান বিভাগের সহিত শাস্ত্রোক্ত বীজ মন্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। আদি কারণ সম্ভূত বলিয়া প্রণব এক অদ্বিতীয়

কিন্তু বৈষম্যাবস্থা প্রকৃতির বিস্তার অনন্ত হওয়ায় বেদ এবং শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রও অনন্ত। তবে পূজ্যপাদ ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ বৈষম্যাবস্থা প্রকৃতির প্রধান প্রধান ভাবে সংযম করিয়া যে কয়েকটী বীজমন্ত্র প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন ঐ গুলি প্রায় সকল প্রকার অধিকারিগণেরই কল্যাণপ্রদ হইয়া থাকে। সাম্যাবস্থা প্রকৃতির সহিত প্রণবের নিকট সম্বন্ধ থাকায় উহার শুদ্ধ জপ (কেবল ওঁকার জপ) নিবৃত্তিমার্গগামী সন্ন্যাসিগণেরই পক্ষে বিহিত, এবং কেবল দ্বিজগণই বাগেন্দ্রিয় দ্বারা তাহার উচ্চারণ করিতে শাস্ত্রাজ্ঞা পাইয়াছেন। কিন্তু অন্য বীজমন্ত্র গুলি প্রবৃত্তিমার্গের অধিকারী সকল প্রকার সাধকের পক্ষে পরম কল্যাণ প্রদ। শিষ্যের প্রকৃতি প্রবৃত্তি এবং অধিকার অনুসারে গুরুদেব মন্ত্রের উপদেশ দিয়া থাকেন। যে অধিকারের সাধক হইবে সেই অধিকারের মন্ত্র যথাবিধি জপ করিলে তাহার আত্মোন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

সৃষ্টি পাঞ্চভৌতিক বলিয়া তত্ত্বদর্শিগণ উহার আধ্যাত্ম অধিকারকেও পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সেইজন্য পঞ্চ অধিকারের পঞ্চোপাসক সম্প্রদায়ের জন্য পঞ্চবিধ উপাসনা প্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছে। যে সাধকের যে অধিকার, তত্ত্বদর্শী গুরুদেব যদি শিষ্যের তত্ত্ব পরীক্ষা দ্বারা তাহার অধিকার অনুসারে মন্ত্র এবং দেবতার উপদেশ দেন, তাহা হইলে ঐ শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতিরূপী কল্যাণ সাধন হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সর্ব্ব শক্তিমান ভগবানের যথার্থ পক্ষে কোনও রূপ নাই, কিন্তু সাধকের অধিকারভেদ নির্ণয় করিয়া তত্ত্বদর্শী আচার্য্যগণ সূক্ষ্ম আধ্যাত্ম রহস্যের আশ্রয়ে সেই পরম ব্রহ্মের নানা রূপ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন ঐ সকল রূপ কল্পিত বলিয়া আধ্যাত্মিক রহস্য বিহীন নহে। ফলতঃ অধ্যাত্ম শক্তিযুক্ত বীজমন্ত্র এবং আধ্যাত্ম রহস্যযুক্ত ইষ্ট মূর্ত্তি দান দ্বারা মন্ত্রযোগের সাধন হইয়া থাকে। কর্ম্মের সুকৌশলের নাম যোগ; মন্ত্র এবং রূপের সাহায্যে সুকৌশল পূর্ণ সাধন দ্বারা যে আত্মোন্নতি করিবার নানা বিধি আর্য্য সংহিতা, বেদ, পুরাণ, এবং তন্ত্রাদিতে বর্ণিত আছে তাহাকেই মন্ত্র-যোগ বলা হয়:

আত্মমন্ত্রে বীজমন্ত্রে মন্ত্রশ্চ জপসঙ্গকঃ।

মননাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মাৎ মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে মনকে যে ত্রাণ করে তাহার নাম মন্ত্র। ভাব হইতে শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এবং শব্দের লয়স্থানে ভাবের আবির্ভাব হয়। ফলতঃ গুরুদেব যদি শিষ্যের প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া যথাযথ মন্ত্রের উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই সেই মন্ত্র জপের দ্বারা শিষ্যের অন্তঃকরণ অন্তর্মুখী হইয়া সূক্ষ্ম হইতে অতি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ভাব সকল গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, এবং ক্রমশঃ পুরুষার্থের শেষ অবস্থায় প্রকৃতিস্থ হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই মন্ত্র বিজ্ঞান আরও ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে শব্দের এবং ভাবের সম্বন্ধ আরও স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। যে কারণ অবলম্বন করিয়া প্রকৃতি বহির্মুখে অগ্রসর হয়, আবার সেই কারণ অবলম্বন করিয়া যদি প্রকৃতিকে অন্তর্মুখী করান যায়, তাহা হইলে প্রকৃতি আবার নিজের উৎপত্তি স্থানে পৌঁছিতে পারে।

"এঞ্জিনের" যে ক্রিয়া দ্বারা উহা অগ্রগামী হয়, আবার সেই ক্রিয়া দ্বারাই উহা পশ্চাদ্গামী হইয়া থাকে। "এঞ্জিনকে" ফিরাইতে হইলে কেবল গতি বিপরীত দিকে করিয়া দিতে হয়। ঐ দৃষ্টান্ত অনুসারে বুঝিতে হইবে যে, শিষ্য যে প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া বহির্মুখ হইয়া আছে, শ্রীগুরুদেব যদি শিষ্যের সেই প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া উহাকে অন্তর্মুখ হইবার উপায় বলিয়া দেন, তাহা হইলে নিজ অধিকার অনুসারে জপাদি সাধন দ্বারা শিষ্য অবশ্য আত্মোন্নতি করিতে সমর্থ হইবে; মন্ত্র জপের দ্বারা অন্তঃকরণ অন্তর্মুখে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকিবে এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ভূমি প্রাপ্ত হইয়া সাধক ইষ্ট ধ্যান রূপী অধ্যাত্ম ভাবময় ভগবং রূপ এবং তাঁহারই বাচক রূপী জপের সাহায্যে মুক্ত হইতে সমর্থ হইবেন।

পূজ্যপাদ যোগিরাজ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যোগ মার্গকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিকার নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। ঐ চারি যোগ মার্গের নাম যথা—

মন্ত্রযোগো লয়শ্চৈব রাজযোগো হটস্তথা।
যোগশ্চতুর্বিধঃ প্রোক্তো যোগীভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী যোগিগণ যোগের ক্রিয়াসিদ্ধাংশকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ঐ চারি যোগ মার্গের নাম মন্ত্র যোগ, হটযোগ, লয়যোগ এবং রাজযোগ। অধিকার ভেদে আবার ঐ সকল যোগ সাধনের উপদেশ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিকারীকে দিবার ব্যবস্থা আছে

মহাযজ্ঞ সাধন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

আজিও আর্য্য জাতির মধ্যে নিয়ম বদ্ধ ব্যবস্থা (Organization) বিষয়ে পূর্ণ যোগ্যতার উৎপত্তি হয় নাই। যদিও লক্ষ্য, নির্ব্বাচন প্রথার দিকে রাখাই কর্ত্তব্য কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে ইহা এখন সম্ভব নহে যে সাধারণ নির্ব্বাচন প্রণালী হইতে প্রতিনিধি সর্ব্বদা নির্ব্বাচিত হইতে পারে। যদিও এই সকল প্রতিনিধি মহাশয় প্রজার পক্ষ হইতেই প্রতিনিধি হইবেন তথাপি তাঁহাদিগের সকলকেই নিয়মিত সময়ে নির্ব্বাচন করা অসুবিধাজনক হইবে। অতএব এরূপ প্রতিনিধি দিগের কয়েক অংশ প্রান্তীয় ব্যবস্থা বন্ধন করিবার সময় স্থায়ীরূপে বাছিয়া লইতে হইবে এবং অবশিষ্ট কয়েক অংশের নিমিত্ত এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যে, যে শাখা ধর্ম্ম সভাসমূহ কার্য্য দক্ষতার পরিচয় দিবেন সেই সকলকে প্রতি বর্ষে একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার অধিকার প্রদত্ত হইবে। এ প্রকার নিয়মের দ্বারায় প্রজার মধ্যে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের যোগ্যতা বৃদ্ধি পাইবে এবং

সঙ্গে সঙ্গে যে সকল শাখা ধর্ম্ম সভা মহামণ্ডলের অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হইবে তাহারা পুরুষার্থ করিবার উৎসাহ প্রাপ্ত হইবে। সকল প্রান্তের প্রতিনিধিদিগের সম্মিলন হইতে একটী বড় প্রতিনিধি সভা গঠিত হইবে, যাঁহাতে সভাপতি এবং মন্ত্রী আদিও নিযুক্ত থাকিবেন এবং প্রত্যেক প্রান্তীয় মণ্ডলের প্রতিনিধি মহোদয়গণ আপন আপন প্রান্ত সমূহে আপনার প্রান্তীয় সভাপতি এবং মন্ত্রী প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়া আপন আপন প্রান্তীয় মণ্ডল সমূহের ব্যবস্থা করিতে থাকিবেন।

ধর্ম্ম ব্যবস্থার নিমিত্ত যে তৃতীয় শ্রেণীর সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন তাঁহাদিগের নাম ব্যবস্থাপক রাখাই যুক্তি যুক্ত। প্রতিনিধি মহাশয়দিগের ন্যায় ব্যবস্থাপক মহাশয়ও সকল প্রান্তীয় ধর্ম্ম মণ্ডলীর দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। ব্যবস্থাপক মহাশয় কেবল সদাচারী, ধর্ম্মজ্ঞ, সংস্কৃতাধ্যাপক ব্রাহ্মণদিগের মধ্য হইতেই বাছিয়া লওয়া যাইবে। তাঁহারা মহামণ্ডলের দ্বারা সম্মানিত হইয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা পত্র প্রদান পূর্ব্বক এবং অন্যান্য ধর্ম্ম কার্য্য সমূহে সহায়ক থাকিয়া আর্য্য জাতির ধর্ম্মোন্নতি সাধন করাইবেন। চতুর্থ শ্রেণীর সভ্যগণের সহায়ক আখ্যা প্রদত্ত হইবে। ভারতবর্ষীয় কোন প্রদেশের কোন সম্প্রদায় অথবা কোন অধিকারের যে যে যোগ্য পুরুষকে মহামণ্ডল সম্মান প্রদান করিতে ইচ্ছা করিবেন, যে মহাশয়গণ কোথাও সংস্কৃত বিদ্যা এবং সনাতন ধর্ম্মের উন্নতির নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা অথবা স্বার্থত্যাগ করিবেন অথবা মহামণ্ডলের উদ্দেশ্যের নিমিত্ত যে সকল ধর্ম্মাত্মা অল্প বিস্তর ত্যাগ স্বীকার করিবেন, তাঁহাদিগকে সহায়ক সভ্য শ্রেণী ভুক্ত করা যুক্তি যুক্ত হইবে। বিদ্যা সম্বন্ধে সহায়ক, ধর্ম্মকার্য্য সম্বন্ধে সহায়ক, ধনদান সম্বন্ধে সহায়ক, ধর্ম্মসেবী ব্রাহ্মণগণ এবং পরোপকার ব্রতধারী সাধুগণ এই প্রকারে ৫ বিভাগের সহায়ক সভ্য হইবেন। এবং পঞ্চম শ্রেণীর সভ্যগণ সাধারণ সভ্যনামে অভিহিত হইবেন। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেই কোন্ প্রকারে সাধারণ সভ্য হইতে পারিবেন তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং সুকৌশলপূর্ণ রীতির দ্বারা এই মহাযজ্ঞ সম্পাদনার্থ এই প্রকার লোক সংগ্রহ করা যাইবে, যাহাতে আর্য্য জাতির কোন অংশই উপেক্ষণীয় না হয়। যদিও সংরক্ষক মহোদয়, প্রতিনিধি মহোদয় এবং ব্যবস্থাপক মহোদয়দিগের মধ্যে স্ত্রী জাতি গণ্য হইতে পারেন না, কিন্তু, সহায়ক সভ্য শ্রেণীতে এবং সাধারণ সভ্য শ্রেণীতে কুলকামিনীগণকে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিলে মহাযজ্ঞে সহায়তা প্রাপ্ত হইতে পারা যাইবে। এই সুকৌশলপূর্ণ রীতি

অনুসারে কার্য্য করিলে আর্য্য জাতির লোকসংগ্রহশক্তির পূর্ণতা হইতে পারিবে।

আর্য্য জাতির বৈদিক পঞ্চ মহাযজ্ঞের ন্যায় এই আধ্যাত্ম মহাযজ্ঞেরও পঞ্চ-কার্য্য বিভাগ হওয়া ধর্ম্মানুকূল হইবে। প্রথম ধর্ম্মপ্রচার বিভাগ দ্বারা ভারতবর্ষের নগরে নগরে এবং গ্রামে গ্রামে শাখা ধর্ম্মসভা সমূহের স্থাপন করা এবং তাহা-দিগকে দৃঢ় নিয়ম সমূহের সহিত চালাইয়া জীবিত রাখিতে হইবে। ধর্ম্ম শাখাসভা ব্যতীত অন্যান্য উপযোগী সভাসমূহের সহিতও সম্বন্ধ স্থাপনের নিয়ম বিধিবদ্ধ করা কর্ত্তব্য হইবে। উহাদের নাম পোষকসভা হইবে। এই বিভাগের দ্বারা পোষক সভা সমূহকেও সম্বন্ধযুক্ত করিতে হইবে অর্থাৎ মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য সমূহের মধ্য হইতে কোন উদ্দেশ্য-পুষ্টিকারিণী সভা সকল পোষক সভা রূপে সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারিবে। অর্থাৎ বিদ্যা-উন্নতিকারী, সমাজ-উন্নতিকারী, শিক্ষা বাণিজ্য কৃষি-কলা উন্নতি-কারী, সকল সভাই পোষক সভা রূপে সম্বন্ধযুক্ত (affiliated) হইতে পারিবে। ধর্ম্মোপদেশক, ধর্ম্মপ্রচারক, পুস্তক এবং মাসিক পত্রাদির দ্বারা এই কার্য্য বিভাগ, শাখা সভা ও পোষক-সভা-সমূহ সভ্য মহোদয়গণের সহায়তা করিবে। যে যে কার্য্যের দ্বারা সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ প্রচার বিষয়ে এবং তাহার পুনরভ্যুদয় বিষয়ে সুবিধা হইবে তাহা এই কার্য্য বিভাগ করিবেন।

দ্বিতীয় কার্য্য বিভাগের নাম ধর্ম্মালয় সংস্কার বিভাগ হইবে। সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় তীর্থ, মঠ, মন্দির, অন্নসত্র, ধর্ম্মশালা এবং সকল প্রকার ধর্ম্মালয়ের সংস্কার, উন্নতি এবং সুরক্ষা করিবার কার্য্যভার এই কার্য্য বিভাগের দ্বারা সাধিত হইবে। ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যজাতির এত ধর্ম্মালয় আছে যে, তত ধর্ম্মালয় পৃথিবীর অপর কোন জাতির নাই। আজিও আর্য্যজাতির আয়ের বিচারে তাহাদের ধর্ম্মালয়সমূহের ধনাগম অনেক অধিক আছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আর্য্য জাতির অধঃ-পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্মালয়সমূহের এরূপ হীনাবস্থা হইয়াছে যে, এ বিষয়ে যতই বলা যায় তাহাই অল্প। এখনও যদি নিয়মবদ্ধ ব্যবস্থার দ্বারা, ঐ সকল ধর্ম্মালয়ের দাতৃগণের সহায়তা লইয়া উত্তম ধর্ম্মানুরাগী পরিদর্শক এবং সুপ্রবন্ধ-কারিণী সভা সমূহের সহায়তায় ঐ সকল ধর্ম্মালয়ের সংস্কার এবং সুরক্ষা করা যায়, তাহা হইলে এখনও বহুল পরিমাণে ধর্ম্মোন্নতি হইতে পারে; এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় দান যথাযোগ্য ধর্ম্মকার্য্যে সাত্ত্বিক রীতিক্রমে ব্যয় করা হইলে আর্য্য জাতির উন্নতি বিষয়ে অনেক সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

তৃতীয়তঃ সদ্‌বিদ্যা বিস্তার বিভাগের নাম "শ্রীশারদামণ্ডল" রাখিয়া উহাকে কোন্ প্রকারে কার্য্যকারী রূপে প্রস্তুত করা উচিত, তাহা বিস্তারিত রূপে সুপথ্য

দর্শন নামক অধ্যায়ে বর্ণন করা হইয়াছে। সংস্কৃত পুস্তক সমূহ, যাহা ধর্ম্ম এবং জ্ঞানোন্নতির একমাত্র ভাণ্ডার, তাহাদিগের সংগ্রহ, প্রকাশ, অনুসন্ধান এবং সংরক্ষণ করিবার নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র বিভাগ হওয়া উচিত। এই কার্য্যবিভাগের নাম পুস্তক সংগ্রহ বিভাগ অথবা অপর কোন উপযুক্ত নাম প্রদত্ত হউক। এবং এই সকল কার্য্যবিভাগের সহায়তা করিবার নিমিত্ত শাস্ত্র প্রকাশ এবং মুদ্রাঙ্কন বিভাগ স্বতন্ত্র স্থাপন করা হউক। কোন সার্ব্বজনিক নিয়মবদ্ধ ব্যবস্থা (organization) স্থাপন পূর্ব্বক তাহা চিরস্থায়ীরূপে সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত পুস্তক প্রকাশ এবং মুদ্রাঙ্কন কার্য্য পরমাবশ্যক। এই প্রকারে এই মহাযজ্ঞের পঞ্চ কার্য্যবিভাগ সকলেই স্বতন্ত্রতা এবং দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করিতে করিতে আর্য্যজাতির এবং ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় বিষয়ে পরমোপযোগী হইবে।

এই বিরাট সভার প্রধান কার্য্যালয় সনাতন ধর্ম্মের স্বভাবসিদ্ধ কেন্দ্রস্থান কাশীপুরীর একটী বিস্তৃত, উপযোগী এবং পবিত্র স্থানে স্থাপিত হওয়া উচিত। প্রধান কার্য্যালয়ের ধর্ম্মকার্য্য একটী সুদৃঢ় নিয়মবদ্ধ প্রবন্ধকারিণী সভার দ্বারা চালিত হওয়া উচিত। উক্ত প্রবন্ধকারিণী সভায় যদিও শ্রীকাশীপুরীরই আবশ্যকীয় মহোদয়গণ সভ্য হইবেন, কিন্তু অপর সমস্ত প্রান্তীয় মণ্ডল হইতেও এই সভায় যথাযোগ্য সভ্য এই রীতির অনুসারে এরূপ ভাবে সম্মিলিত হইবেন, যাহা হইতে সকলে উৎসাহিত হইবার অবসর প্রাপ্ত হন এবং ঐ প্রকারে সকল প্রান্তীয় মণ্ডলেও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রবন্ধকারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। প্রধান প্রবন্ধকারিণী সভা এবং প্রান্তীয় প্রবন্ধকারিণী সভা যথাযোগ্য সভাপতি এবং অধ্যক্ষ (কার্য্যকর্ত্তা) দ্বারা এই প্রকারে যুক্ত থাকিবে যে, তাহা হইতে উক্ত কার্য্যালয় সমূহের কার্য্য যথাবিধি নির্ব্বাহ হইতে পারে।

প্রধান কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষের নাম প্রধানাধ্যক্ষ রাখা যুক্তিযুক্ত হইবে। ঐ সকল প্রবন্ধকারিণী সভায় নির্ব্বাচন নিয়মিত সময়ে হইয়া কার্য্যের পুষ্টি এবং সার্ব্বজনীন প্রসন্নতা লাভ করা অতি আবশ্যক হইবে। যাহাতে সকল কার্য্যালয় এবং প্রধান প্রধান কার্য্যকর্ত্তাদিগের মধ্যে দৃঢ় সম্বন্ধ থাকে, যাহাতে সকলে পরস্পরের সাহায্য করিতে পারেন, যাহাতে সকলে আপন আপন অধিকারানুসারে আপনার কার্য্য করিতে করিতে অন্যকার্য্য যথাক্রমে দেখিতে পারেন, এরূপ সুদৃঢ় এবং সুকৌশলপূর্ণ নিয়ম এবং উপনিয়ম সমূহের প্রণয়ন করিয়া এই মহাযজ্ঞ সাধন আরম্ভ করিতে হইবে। এরূপ সুকৌশল পূর্ণ নিয়ম এবং উপনিয়ম

দ্বারা এই স্বজাতীয় বিরাট ধর্ম্ম সভাকে নিয়মবদ্ধ করিতে হইবে যে, সকল প্রকার অধিকারী ইহাতে সম্মিলিত হইয়া ইহার সমষ্টি শক্তির বৃদ্ধি করিতে পারেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে যে স্থানে সংস্কৃতের উন্নতি এবং সনাতন ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত যে সভা, সমিতি, বিদ্যালয় পুস্তকালয় এবং নানা প্রকার ধর্ম্মালয় আছে, সেই সকল পারস্পরিক প্রেম এবং সহায়তার নিমিত্ত এই বিরাট সভার সহিত সম্বন্ধ যুক্ত হইতে পারে।

এই বিরাট সভার সহিত সম্বন্ধযুক্ত সকল ব্যক্তি এবং সভাদিকে স্ব স্ব অধিকার এবং সম্মানানুসারে সম্মানপত্র, প্রমাণপত্র প্রভৃতি প্রদান পূর্ব্বক সম্বন্ধ দৃঢ় করিতে করিতে তাঁহাদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করা যুক্তিযুক্ত হইবে। এবং যখন এই বিরাট সভার মহাধিবেশন হইবে, সেই সু অবসরে সদ্বিদ্যা এবং ধর্ম্মপুরুষার্থের সহায়ক যোগ্য ব্যক্তিদিগকে উপযুক্ত উপাধি এবং পুরস্কার ইত্যাদির দ্বারা উৎসাহিত করিবার ব্যবস্থা করা সর্ব্বথা এই মহাযজ্ঞের সাধনানুকূল হইবে। ক্রমে এই মহাসভার শক্তি বৃদ্ধি হইলে স্বাধীন নরপতিগণ হইতে সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মণ্ডলী হইতে নিরক্ষর ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি পর্য্যন্ত স্বজাতীয় সম্মান লাভ করিয়া জাতীয় ধর্ম্ম প্রবৃত্তি এবং বিদ্যানুরাগ কার্য্যে উৎসাহান্বিত হইতে পারিবেন। স্বজাতীয় তিরস্কার এবং পুরস্কার পদ্ধতির পুনঃ প্রচার হওয়ায় সমাজ এবং সমাজপতিগণ কর্ত্তব্য পরায়ণ হইতে পারিবেন। ক্রমশঃ এই বিরাট সভার যোগ্যতা বৃদ্ধি হইলে বড় বড় রাজা মহারাজাগণও এই মহাযজ্ঞে যশোলাভ করিবার নিমিত্ত ইহার সম্মান প্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়া ধর্ম্মসেবায় প্রবৃত্ত হইবেন।

কেবল দ্রব্য সংগ্রহেই দ্রব্যশক্তির বৃদ্ধি হয় না, পরন্তু সংগৃহীত দ্রব্যকে সাত্ত্বিক রীতি অনুসারে উদ্দেশ্যানুকূল ব্যয় করিলে দ্রব্যশক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ এই বিরাট সভার কার্য্যকর্ত্তা মহাশয়দিগের দৃষ্টি যে প্রকার এই কোষ সমূহের সংবর্দ্ধনের প্রতি রাখা উচিত, সেই প্রকার তাঁহাদিগের ইহাও দৃষ্টি থাকা উচিত যে, এই মহাযজ্ঞের নিমিত্ত সংগৃহীত এক কপর্দ্দকও বিচার বিরুদ্ধ রীতিতে ব্যয় না হয়। সংগৃহীত অর্থ যখন ধর্ম্মানুকূল রীতি ক্রমে ব্যয় হইয়া থাকে, তখনই ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীলক্ষ্মীর পূর্ণ কৃপা হইয়া থাকে, এবং তখন ধনের অভাব কখনও থাকে না। অতএব এই বিরাট সভার কোষ সমূহের এরূপ রক্ষা সম্বন্ধে সুব্যবস্থা হওয়া উচিত যে, প্রত্যেক সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীরই

জাতীয় কোষের সুরক্ষা এবং তাহার সদ্ব্যয় বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়া যায়, তাহার আয় ব্যয়ের সংক্ষেপ হিসাব সাধারণতঃ প্রকাশিত হয়, এবং বিশেষতঃ সকল দাতার নিকট তাহা উপস্থিত হইতে পারে। যে ধর্ম্ম বিস্তারের নিমিত্ত যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহা যে পর্য্যন্ত সম্ভব হয় সেই ধর্ম্ম কার্য্যেই ব্যয় হয়, প্রত্যেক আয় অপেক্ষা ব্যয় অল্প হয়, অধিক ব্যয় না হয়, এবং কার্য্যকর্ত্তৃগণ শ্রীলক্ষ্মীদেবীর কৃপা প্রাপ্তির প্রতি দৃষ্টি রক্ষা করেন, এই প্রকার করিলে দ্রব্য-শক্তির পূর্ণতা সম্পাদিত হইবে।

ক্রিয়াশক্তির উন্নতি নিমিত্ত কতকগুলি বিষয়ের বিচার রাখা উচিত। নিয়ম বদ্ধ প্রবন্ধের (organization) মূল মন্ত্রই এই যে ক্ষুদ্র হইতে অতি বৃহৎ কার্য্য-কর্ত্তা পর্য্যন্ত এবং ক্ষুদ্র হইতে অতি বৃহৎ কার্য্যালয় পর্য্যন্ত যথা ক্রমে একে অপ-রের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন, এবং প্রত্যেক কর্ত্তার যোগ্যতা এবং অযোগ্যতার সম্বন্ধে পুরস্কার এবং তিরস্কারের রীতিও যথাক্রমে কার্য্যে পরিণত হয়। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, কার্য্য কর্ত্তাদিগের যোগ্যতা এবং ধর্ম্মবুদ্ধির দ্বারাই কার্য্যের উন্নতি হইয়া থাকে, ইহাতেও সন্দেহ নাই যে যথাযোগ্য ভক্ত মহোদয়গণকে যথাযোগ্য কার্য্যাধিকার পদ দিলেই এই মহাযজ্ঞের পুষ্টি হইতে পারিবে, কিন্তু ইহাতেও সন্দেহ নাই যে, যথাক্রমে পর্য্যবেক্ষণ করিবার প্রণালী এবং তিরস্কার পুরস্কারের প্রণালী দৃঢ়তর নিয়মের সহিত স্থায়ী রাখিলে অবশ্যই সফলতা লাভ হইয়া থাকে, এবং অযোগ্য পাত্রও কালান্তরে যোগ্যপাত্র রূপে পরিণত হইয়া যায়।

ক্রমশঃ—

জগৎ ও আমি।

"নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বতঃ এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥

গীতা ১১ অধ্যায়। ৪০ শ্লোক।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে সর্ব্বাত্মন তোমার সম্মুখে এবং পশ্চাতে নমস্কার। তোমার সকল দিকেই নমস্কার; হে অনন্তবীর্য্য, অমিত বিক্রম, তুমি সমুদায় বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ, অতএব তুমি সর্ব্বস্বরূপ।"

জগতই ব্রহ্মময়। ব্রহ্মই এই বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন। তাঁহা ব্যতীত জগতে আর কিছুই নাই। তবে আমরা যাহা দেখিয়া থাকি, তাহা আমাদের চঞ্চল মনের বিকার মাত্র। মন বিকারগ্রস্থ হইলে ঐ প্রকার দর্শন হইয়া থাকে। যাহার মন প্রকৃত স্থির হইয়াছে, তাহার ও প্রকার দর্শন হয় না। যেমন বায়ু হইতে জলবিম্বের উৎপত্তি এবং সেই বায়ু, জলবিম্ব হইতে বাহির হইলে সেই জলবিম্বের আকার নষ্ট হয়, কিন্তু যে জলে বিম্বের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার নাশ হয় না, সেই প্রকার এই মায়িক দেহের নাশে, দেহীর নাশ হয় না। ব্রহ্মরূপ মহাসাগর স্থির, ঐ মহাসাগরে মায়ারূপ বাতাস লাগিলে উহা অতিশয় চঞ্চল হইয়া পড়ে এবং চঞ্চল হইলেই "আমি ও তুমি" এতাকার জ্ঞান হইয়া থাকে। যাবৎ "আমি, তুমি" জ্ঞান থাকে, তাবৎ সমুদায় নষ্ট হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। আবার "আমি, তুমি" গেলেই সমস্তই আত্মা অর্থাৎ সমুদায় সেই এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং তখন কোন বিষয়ের উৎপত্তি ও নাশ নাই।

ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ। ব্রহ্মের মায়াই সগুণ ব্রহ্ম। নির্গুণের ভিতর সগুণ এবং সগুণের ভিতর নির্গুণ। নির্গুণ, সগুণ ছাড়া নয়, এবং সগুণ নির্গুণ ছাড়া নয়। যেমন বট বীজের ভিতর বৃক্ষ এবং বৃক্ষের ভিতর বীজ, সেই প্রকার আমাতে জগৎ ও জগতে আমি। বীজের ভিতর যে বৃক্ষ আছে, তাহার ধ্বংস আছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃত ধ্বংস নহে উহার রূপান্তর মাত্র, অর্থাৎ পঞ্চে পঞ্চ মিশ্রন মাত্র। কারণ এই পঞ্চ লইয়াই স্থূল জগৎ। নির্গুণ ব্রহ্মের রূপান্তর নাই। ব্রহ্মের সগুণ অবস্থারই রূপান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। যাহার রূপান্তর হয়, তাহাকেই লোকে অনিত্য বলিয়া থাকে। নিত্য বস্তুর রূপান্তর হইতে পারে না। এই সগুণ অবস্থাই ব্রহ্মের মায়িক অবস্থা। আমরা মনে করিতেছি জগতের নাশ হইবে, বৃক্ষের ধ্বংস হইতেছে, কিন্তু তাহা নহে, তাহই মায়া; রজ্জুতে সর্প ভ্রম। মায়া দ্বারাই এই প্রকার ভ্রম হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সুখ, দুখ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জ্বালা, যন্ত্রণা ইত্যাদি যাহা বোধ করিয়া থাকি, তাহাও মনের বিকার মাত্র। মন বিকার যুক্ত হইলে ঐ প্রকার বোধ হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের ঐন্দ্রজালিক অবস্থা, তাঁহার সগুণ অবস্থা মাত্র, উহাই ব্রহ্মের মায়া। দ্বৈত জ্ঞানই তাঁহার মায়া। মনের চঞ্চলভাব নাশ হইলেই এই সংস্কার তিরোহিত হইয়া অদ্বৈত জ্ঞান লাভ হইতে পারে। তিনিই চঞ্চল হইয়া আপনাকে

আপনি ভোজবাজি দেখাইতেছেন এবং আবার আপনিই উহাতে মুগ্ধ হইতেছেন। যাঁহার মনের চঞ্চলতা নাই, যিনি মায়াতীত হইয়াছেন, তাঁহার কাছে আর দ্বৈত নাই। তাই বলিতেছি আমি ও এই জগৎ পৃথক নহে।

জগৎ ও আমি এক। আমার সমষ্টি লইয়া জগৎ। জগতে আমি এবং আমাতে জগৎ। আমি তৃপ্ত হইলে জগৎ তৃপ্ত হয়, এবং জগৎ তৃপ্ত হইলে আমিও তৃপ্ত হয়। এই জগতে তিনি শব্দ নাই। অবিদ্যায় আবৃত আমিই তিনি। এখন আমি আত্মহারা। যখন অবিদ্যার আবরণ ঘুচিবে তখন "তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্টঃ" তিনি অর্থাৎ আমি তুষ্ট হইলে জগৎ তুষ্ট হইবে। অজ্ঞান শিশুর ন্যায় এখন আমরা নিজেকে চিনিতে পারিতেছি না। অবোধ বালক যেমন দর্পণে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া অপর বালক বোধে, নিজের প্রতি-বিম্বকে কখন গালি দেয়, কখন বা মারিতে যায়, এবং কখন বা তাহার সহিত অস্ফুট স্বরে কথা কহিতে যায়, সেই প্রকার আমার উপর অজ্ঞানের বা অবিদ্যার আবরণ থাকাতে প্রকৃত আমাকে চিনিতে না পারিয়া, অপর ভাবিয়া আমার সহিতই শত্রুতা করিয়া থাকি। কখন বা আমি আমার উপর রাগ করি, আমি আমাকে তিরস্কার করিতে প্রবৃত্ত হই। কোন মতে বহু আমি ঘুচাইতে না পারিলে আর নিস্তার নাই। দুঃখই বল, অশান্তিই বল, শত্রুতাই বল, সকলই ঐ এক দুষ্ট "আমির" জন্যই হইয়া থাকে। আমাদের স্ত্রী, পুত্র ব্যতীত অপর আমি "আমি" নহে, এই ভাবই ঘোর অনিষ্টের মূল। যিনি এই দুষ্ট "আমি" হইতে যত মুক্ত হইতে পারিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে শান্তির অধিকারী হইতে সমর্থ হইয়াছেন।

জগতে আমি ব্যতীত তুমি নাই। যাহা "তুমি" বলিয়া মনে করিতেছি, তাহাই গুণাতীতের মায়া। আমিই মুক্ত; আবার আমিই "আমি, আমার" ইত্যাকার জ্ঞানের জন্য নিজেকে বদ্ধ মনে করিতেছি। আমিই অসীম আবার মায়াতে সসীম বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহাই "সর্প নাই অথচ সর্প ভ্রম।" যাহা নাই তাহা আছে বোধ করার নাম মায়া। মায়াই অঘটন ঘটাইতে সক্ষম। ব্রহ্মের মায়াতে এ প্রকার তারতম্য হইয়া থাকে। কোন লোককে মদ্য পান করাইলে যেরূপ তাহার মত্ততা অবস্থায় নিজের কার্য কল্যাণ স্মরণ থাকে না, সেই প্রকার আমিই মায়ারূপ মদিরা পান করিয়া, আমি কে, তাহা জানিতে পারি না। ইহাই আমার ভ্রম। আবার আমিই যখন আমার ভ্রম ঘুচাইবার চেষ্টা করিব,

তখন আমার ভ্রম যাইবে। কণ্টকের দ্বারা যেমন কণ্টক অপসৃত করা যাইতে পারে, সেই প্রকার মায়ার দ্বারা যখন আমিই মায়াকে দূর করিব, তখন আমিই মায়াতীত হইতে পারিব। যাবৎ মদিরা পানে মত্ত থাকিব, তাবৎ ভ্রম যাইবে না। আমি মুক্ত কিন্তু অবিদ্যাতে জড়িত বলিয়া মুক্ত মনে করিতেছি না। আবার ইচ্ছা করিয়া যখন আমি আপনাকে মুক্ত মনে করিব, তখনই মুক্ত হইব। আমি ভিন্ন তুমি নাই, তবে "তুমি" যে মনে করিতেছি, সেটী আমার ভুল ইচ্ছা। যখন এই ভুল ইচ্ছা যাইবে, তখন তুমি ও আমি থাকিবে না, এবং জগৎ ও আমি দুই এক হইবে।

সাধু যোগীরাই সুখী, কারণ তাঁহারা "দুষ্ট আমি" হইতে অনেক অংশে মুক্ত। আর অবিদ্যায় জড়িত সংসারী জীব অসুখী, কারণ তাহারা "দুষ্ট আমির" মধ্যে ডুবিয়া আছে। সংসারী লোকের স্বার্থ মিশ্রিত ভালবাসা, আর সাধুর নিঃস্বার্থ ভালবাসা। সংসারীর ভালবাসা সীমাবদ্ধ, আর সাধুর ভালবাসার সীমা নাই। সংসারী আপনার স্ত্রী-পুত্রকেই ভালবাসিতে জানে, আর সাধু জীব মাত্রকেই আপন মনে করেন। সংসারী পুত্র, কন্যা, ইত্যাদির সেবা করিতে পারে, আর সাধু জগৎ বাসীর সেবা করিতে ঘৃণা বোধ করেন না। সংসারী অপরের জন্য আপন জীবন দিতে পারে না, কিন্তু সাধু প্রয়োজন হইলে নিজের জীবন দিয়াও জীবের জীবন রক্ষা করিতে কাতর হয়েন না। সাধু জগতের সেবা করিতে পারিলাম না, ভগবানকে লাভ করিতে পারিলাম না, বলিয়া কাঁদেন, আর সংসারী জীব টাকা হইল না, বিষয় পাইলাম না, পুত্র হইল না ইত্যাদি বলিয়া কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হয়। সংসারী লোক বৃথা বিলাপ করিয়া সূক্ষ্ম দেহধারী মৃত জীবকে কষ্ট দেয়, আর সাধু "আমির" ধ্বংস নাই জানিয়া সূক্ষ্ম দেহধারী জীবের মঙ্গলের জন্য জগজ্জননীর কাছে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। সংসারী বিলাপ করিয়া মৃত জীবের আত্মার উপর ভালবাসা দেখাইয়া থাকে, কিন্তু সে প্রকার ভালবাসা প্রকৃত ভালবাসা নহে, কারণ ঐ প্রকার বিলাপে আত্মার অকল্যাণ সাধিত হইতে পারে, উন্নতির বিঘ্ন হইতে পারে; কিন্তু সাধু বিলাপ না করিয়া সতত তাহার কল্যাণ কামনা করেন। সংসারী লোক স্বার্থপর; তাহারা জগতের মঙ্গল বিষয়ে এক প্রকার উদাসীন, আর সাধু কি করিলে জগতের প্রকৃত হিত সাধিত হইতে পারে, সে বিষয়ে সদাসর্ব্বদা চেষ্টিত থাকেন। তাঁহারা জগতের কল্যাণের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন।

তাঁহারাই "জগৎ ও আমি" ভিন্ন ভাবেন না। তাঁহারাই প্রকৃত আমিত্বের প্রসার করিতে পারিয়াছেন।

যিনি খাঁটী কামনা ত্যাগী হইতে পারিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মময় জগৎ দেখিবার অধিকারী, অর্থাৎ "জগৎ ও আমি" তাঁহার কাছে পৃথক নহে। দুষ্ট কামনা ত্যাগ হইলেই স্বার্থ ত্যাগ হইবে, তখন আর আপন পর থাকিবে না। তখন আমার পুত্রও যে রামের পুত্রও সে। আমার পুত্রের রোগের চিকিৎসার জন্য যে প্রকার ব্যস্ত হইব, রামের পুত্রের রোগ শান্তির নিমিত্তও সেই প্রকার প্রাণ কাঁদিবে। আমার পুত্রের লেখা পড়ার জন্য যেমন ব্যস্ত থাকিব, রামের পুত্রের লেখা পড়ার নিমিত্তও মন সেই প্রকার ব্যস্ত হইবে। আমার পুত্রের দ্বারা জগতের যে প্রকার উপকার হইতে পারে ভাবিব, রামের পুত্রটী জীবিত থাকিলে, তাঁহার দ্বারাও জগতের সেই প্রকার উপকার হইতে পারিবে মনে করিব॥ এই প্রকার কামনা শূন্য হইয়া যিনি চলিতে শিখিয়াছেন। তিনিই "জগৎ ও আমি" এক মনে করেন। সাধু তুলসী দাসের দোঁহাতে আমরা দেখিতে পাইয়া থাকি;—

যাঁহা কাম তাঁহা নেহি রাম। যাঁহা রাম তাঁহা নেহি কাম॥

অর্থাৎ যেখানে কামনা আছে তথায় শ্রীরাম নাই। আর যথায় শ্রীরাম আছেন, তথায় বিষয় কামনা নাই। সকল বিষয়ে বাসনা বর্জ্জিত হইতে না পাইলে শ্রীরাম চন্দ্রকে লাভ করা যায় না। প্রকৃত কামনা শূন্য না হইতে পারিলে জগৎ রামময় হইতে পারে না। যখন জগৎ রামময় হইতে পারিবে তখন ভালবাসার বদ্ধস্রোত খুলিয়া যাইবে। ভালবাসার আর আটক থাকিবে না; তখন ভালবাসা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। তখন আর দুই "আমি তুমি" থাকিবে না, জগতে কেবল আমির বিস্তার দেখিতে পাওয়া যাইবে। যাহার বিষয় কামনা প্রবল থাকে, শ্রীরামচন্দ্র তাহার নিকট হইতে অন্তরে অবস্থিতি করেন, বিষয় কামনা যতই অন্তর করিবে, শ্রীরামচন্দ্র ততই নিকট হইবেন, অর্থাৎ জগৎ ততই রামময় হইবে এবং বিষয় কামনা যতই বৃদ্ধি হইবে, শ্রীরামচন্দ্র ততই দূরে যাইবেন। একদিকে কামনা আর অপর দিকে ভগবান। যদি কামনার সেবা কর, তাহা হইলে ভগবানকে পাইবে না। মন একটা বই দুইটা নয়, সেইজন্য যে বস্তু পাইবার ইচ্ছা করা যায়, তাহার জন্য এক মনে চেষ্টা করিতে হয়, তবে তাহা পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি বিষয় চায় সে বিষয় পাইয়া থাকে, আর যে ব্যক্তি রাম চায় সে রাম পায়। যাহার উপাসনা করা যায়, সেইই সহায় হইয়া থাকে। মনুষ্যের উপাসনা করিলে মনুষ্য সহায় হইবে। দেবতার উপাসনা করিলে, দেবতারা সহায় হইয়া থাকেন। অভাবের উপাসনা করিলে, অভাব আর ঘোচে না, অর্থাৎ যদি সর্ব্বদা "বড় অভাব আছে" "বড় অভাব আছে" মনে করা যায়, তাহা হইলে অভাব জড়াইয়া থাকিবে। সর্ব্বদা পাপের উপাসনা করিলে, পাপ ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে। আর সর্ব্বদা রামের উপাসনা করিলে, রামময় জগৎ হইবে। বিষয়-সুখ ক্ষণস্থায়ী, চিরকাল থাক

না। বিষয়সুখ প্রথম একটু মধুর বলিয়া বোধ হয়, সেই জন্য আমরা বিষয় মধু আস্বাদন করিতে গিয়া, মধুমক্ষিকার ন্যায় উহাতে জড়িত হইয়া অতিশয় কষ্ট পাই। রামনাম রূপ মধু প্রথমে একটু কটু বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু একটু বেশী আস্বাদন করিলে বড়ই মধুর বোধ হয়। এ মধু পান করিলে কাহারও প্রাণ হারাইতে হয় না। এ মধু যতই আস্বাদন করা যায়, ততই মিষ্ট আস্বাদে বিভোর হইতে হয়, আর অপর মধু পান করিবার ইচ্ছা হয় না, নিরন্তর তাঁহাতে ডুবিয়া থাকিতে অভিলাষ হইয়া থাকে। এতে কি প্রকার আনন্দ হয়, তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিতে পারা যায় না, কে প্রকাশ করিবে? যাবৎ মধু-মক্ষিকা মধুর আস্বাদ না পায়, তাবৎ ফুলের চারিদিকে ভন্ ভন করিতে থাকে, পাইলে চুপ করিয়া মধু পান করে, সেই প্রকার যাবৎ লোকে ঈশ্বর প্রেমরূপ মধু আস্বাদন না পায় তাবৎ ঈশ্বর লইয়া নানা প্রকার তর্ক করিয়া বেড়ায় এবং অজীর্ণ রোগীর ন্যায় মন্দ মন্দ উদ্গার করিতে থাকে। কিন্তু ঈশ্বর প্রেমরূপ মধুর আস্বাদন পাইলে আর কথা কহিবার অবসর থাকে না। যিনি জগৎময় শ্রীরাম দেখিবেন, তিনি আর কাহার সহিত কথা কহিবেন?

খ্রীষ্ট বলিয়াছেন "Love all things" অর্থাৎ ছোট বড় সকলকেই ভালবাসিবে। প্রকৃত ভালবাসার কাছে উচ্চ নীচ নাই। "তুমিও" সমষ্টি লইয়া জগৎ হইয়াছে। অন্যের বিপদে আপনার বিপদ এবং অন্যের সম্পদে আপনার সম্পদ জানিবে। শত্রুকে পর্য্যন্ত ভাল-বাসিতে অভ্যাস করিবে। শত্রু কি আর শিব ছাড়া নয়? প্রকৃত ভালবাসা থাকিলে শত্রুতাও থাকিতে পারে না। শত্রু বিষয় কাড়িয়া লইতেছে, তাহাকে যদি [illegible] ভালবাসা দেখান যায়, তাহা হইলে সে কখনই শত্রুতা করিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত ভালবাসা চাই, লোক্ দেখান ভালবাসা হইলে চলিবে না। তোমার [illegible] হইয়াছে, শত্রুর মনে এই প্রকার ভাব হওয়া চাই। এরূপ বিশ্বাস হইলে শত্রু কখনই অনিষ্ট করিতে পারিবে না। যিনি যে পরিমাণে জগৎকে এই প্রকার ভাল বাসিতে পারিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে "দুষ্ট আমি" হইতে মুক্ত হইয়াছেন। শাক্যসিংহের প্রাণ জগতের জন্য কাঁদিয়াছিল, তিনি জগতের কষ্ট দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন, কি করিলে জগতের লোক সুখী হইতে পারিবে, কি করিলে লোক জরা, মৃত্যু প্রভৃতিতে কাতর হইয়া না পড়ে, এই ভাবনায় তিনি আত্মহারা হইয়া ছিলেন। অন্যান্য রাজ পুত্রগণ শৈশবে ও যৌবনে আমোদ প্রমোদ ভালবাসিতেন, কিন্তু শাক্য সিংহের আমোদ প্রমোদ ভাল লাগিত না। তিনি সর্ব্বদাই জীবের কল্যাণ চিন্তাতেই রত থাকিতেন। ঐ প্রকার চিন্তা হইতে বিরত করিবার জন্য তাঁহার পিতা রাজা শুদ্ধোধন তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হয় নাই। চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া একদা তিনি রাজসুখ এবং স্ত্রী পুত্রের মায়া সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া গোপনে পিতৃগৃহ হইতে চলিয়া গিয়া সন্ন্যাসী হইয়া ছিলেন। অতএব জীব, দুঃখ নিবারণের জন্যই যাঁহার উদ্যম, তিনিই প্রকৃত জগৎ ও আমি এক ভাবিবার অধিকারী হইয়া থাকেন।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
হরিনাভি।

প্রাচীন কালের শিক্ষা ও তাহার ফল।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

—()—

মহাভারতে, মহারাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ বর্ণন উপলক্ষে লিখিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের বহির্ভূত যবন, শক, হূণ, চীন, এবং সমুদ্রের নিকটে ও সিন্ধুপারের বৈরাম পারদ, আভীর ও কিতব জাতীয় মনুষ্যগণ, এমন কি, রোমক নগরবাসিগণ, গজ, ছাগ, অশ্ব, গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, অজিন, শাল, কম্বল, নানা প্রকার রত্ন, বন-জাত মধু প্রভৃতি উপহার লইয়া মহাযজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, উপরোক্ত জাতীয় লোকের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য সূত্রে সম্বন্ধ ছিল। অধিক কি বলিব, মনুসংহিতায় বাণিজ্য বিষয়ক নানা প্রকার উপদেশ আছে। ইহার নবম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে, বৈশ্যগণ দ্রব্য সকলের উৎকর্ষাপকর্ষ, দেশসকলের গুণাগুণ, পণ্যদ্রব্যের লাভালাভ, গবাদি পশুর পরিবর্দ্ধন রীতি, ভৃত্যগণের বেতন, ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাষা, দ্রব্য সকলের স্থান, অর্থাৎ কোন, দ্রব্য কি রূপে রাখিলে বহুকাল থাকে, এবং ক্রয় বিক্রয়ের রীতি অবগত থাকিবে।

বাণিজ্য সূত্রে ভারতবাসিগণ যে অন্যান্য দেশে বাস করিতেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে লিখিত হইয়াছে যে, বাণিজ্য সূত্রে যাতায়াত করার ফলে অনেক হিন্দু নানাস্থানে বাস করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের বংশধরেরা অদ্যাপি সে সব স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। রঙ্গালয় পত্রিকার সম্পাদকের পরিচিত কোন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত এসিয়ার কয়েকটী দেশ ভ্রমণ করিয়া কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহার নিকট বর্ণন করিয়াছিলেন যে, কান্দাহারে প্রায় বিংশতি সহস্র নানকশাহী সম্প্রদায় ভুক্ত হিন্দু অবস্থিতি করিতেছেন, এবং তথায় চল্লিশটী বিষ্ণু মন্দির আছে। এই সকল মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার যুগল মূর্ত্তি আছে, যাহা নিয়মিত পূজা হইয়া থাকে। এই সকল হিন্দু ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা চাউল, ময়দা, ঘৃত, প্রভৃতি বিক্রয় করেন। হিরাটেও প্রায় দশ সহস্র হিন্দু বাস করেন। ইহাঁরা রুষের অধীন দেশে বাণিজ্যার্থে গমন করেন। বোখারায় মহাদেবের এবং কালীর মন্দির আছে। সমরখন্দের হিন্দু নিবাসিগণ অন্যান্য প্রদেশস্থ হিন্দুগণ অপেক্ষা ধনী এবং ক্ষমতাশালী। কেবল যে, এসিয়ার অন্তর্গত কয়েকটী দেশমধ্যে তাঁহাদের বাণিজ্যসূত্রে অবস্থিতি হইয়াছে এমত নহে, অন্যান্য মহাদেশের কোন কোন স্থানে পরিব্রাজকগণ হিন্দুদেব মূর্ত্তি দেখিয়াছেন। এই সমস্ত বিষয় হিন্দুদিগের সেই সেই স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থিতি সপ্রমাণ করিতেছে।

প্রাচীন কালে, রন্ধন বিদ্যার যে বিশেষ আলোচনা হইত, তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই। পাক প্রণালী সম্বন্ধীয় গ্রন্থের বিদ্যমানতায় ইহা সপ্রমাণ করিতেছে। পাকরাজেশ্বরে সাত প্রকার রন্ধনের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এমন কি, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতাগণও এ সম্বন্ধে নিয়মাদি

বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। রন্ধন যে রমণীরই বিশেষ কার্য্য তাহা বেদব্যাস কর্ত্তৃক এবম্প্রকার বিবৃত হইয়াছে:—

"গৃহিণী চৈব সুস্নাতা পাকং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ। নিষ্পন্নেষু চ পাকেষু পুনঃ স্নানং সমাচরেৎ"॥

অর্থাৎ গৃহিণী স্নানান্তর যত্নের সহিত রন্ধন করিবে, এবং রন্ধন কার্য্য শেষ হইলে পুনরায় স্নান করিবে।

এই সমস্ত নিয়মানুসারে যে, সকলে কার্য্য করিতেন, তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই। মহারাণী দ্রৌপদী বনে অবস্থিতি কালে যখন পঞ্চপাণ্ডব ও অতিথি-গণকে স্বয়ং রন্ধন করিয়া ভোজন করাইতেন, তখন আর অপরের কথা কি বলিব। অবশ্য বড় বড় যজ্ঞাদি ব্যাপারে পাচক দ্বারা রন্ধন কার্য্য সমাধা হইত। রাজা ও বড় বড় ধনী ব্যক্তিগণের গৃহেও পাচকগণ রন্ধন করিত। কেননা, তখন অনেক অতিথি ভোজন করিত এবং তাঁহাদের ভোজন জন্য সমুদ্র ব্যবস্থা করিতে হইত। পাণ্ডবগণের অজ্ঞাত বাস কালে, মৎস্যরাজ বিরাটের ভবনে, ভীমসেন রন্ধন শালায় প্রধান সূপকার রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত দ্বারা ইহাও সপ্রমাণ হইতেছে যে, প্রাচীনকালে, রাজপরিবারভুক্ত পুরুষগণও রীতি-মত রন্ধন শিক্ষা করিতেন। তবে গৃহের প্রতিদিনের রন্ধন কার্য্য যে রমণীর দ্বারা সমাধা হইত সে সম্বন্ধে সন্দেহ করা যায় না।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে অন্যূন নয়বৎসর গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুর নিকট হইতে পরা ও অপরা বিদ্যা লাভ করিয়া, তাঁহার পবিত্র জীবন ও তাঁহার সৎকার্য্য সকল দেখিয়া, সন্ধ্যাদি অনুষ্ঠান সকল সমাধা করিয়া এবং গুরুর নানা বিষয়ক উপদেশ সকল অন্তরে অঙ্কিত করিয়া, অধিকাংশ শিষ্য সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। এরূপ শিক্ষা ও অনুষ্ঠানের ফলে তাঁহারা সংসা-রের নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া, নানা প্রলোভন হইতে অব্যাহতি পাইয়া, চরিত্রবলে ও ধর্ম্মবলে সংসারকে মধুময় করিয়া তুলিতেন। আবার যাঁহারা সংসারে পুনঃ প্রবেশ করিতেন না, তাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ব্রত অবলম্বন করত পরমাত্মায় মনঃ সমাধান করিয়া, পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করত পৃথিবীতে সুদৃ-ষ্টান্ত রাখিয়া, মোক্ষ ফললাভ করিতেন।

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

কুমারতত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

যাহারা আত্মাকে আত্মা বলিয়া জানিতে পারে না, তাহাদিগের সম্বন্ধে তদ্রূপ অজ্ঞান দ্বারাই নিখিল প্রপঞ্চ জগৎ উৎপন্ন হয়; কিন্তু যদ্রূপ জ্ঞানদ্বারা, অজ্ঞান জন্য রজ্জুতে সর্প জ্ঞানের অভাব হয়, তদ্রূপ জ্ঞান দ্বারা পুনর্ব্বার, অজ্ঞান কার্য্য এই নিখিল প্রপঞ্চ জগৎ অধিষ্ঠানে আত্মায় প্রলীন হয়, তখন কেবল অধিষ্ঠানের সত্বা ভিন্ন অন্য সত্বার অভাব প্রযুক্ত আত্মা স্বতঃই প্রকাশ পান, অতএব কুমার!

"কঃ কুমার মজনয় দ্রথং কো নিরবর্ত্তয়ৎ।
কঃ স্বিত্তদদ্য নো ব্রূয়াদনুদেয়ী যথা ভবৎ॥"

হে কুমার! কোন্ পিতা তোমাকে উৎপাদন করিয়াছে? তোমার উৎপাদক কেহই নাই, কারণ "অজো নিত্যঃ শাশ্বতঃ" তুমি অজ, নিত্য এবং শাশ্বত। তোমার এই শরীরাত্মক রথের নির্ম্মাতা কে? অন্য কেহই নহে, তুমিই ইহার নিবর্ত্তক; কারণ প্রথম মন্ত্রে "যং কুমার নবং রথং মনসা কৃণোঃ" "হে কুমার! মনোদ্বারা তুমি চক্রহীন নবীন রথ সম্ভূত করিয়াছ" এইরূপ উক্ত হইয়াছে। অদ্য তোমার সর্ব্বাত্মানুভব দশায় এমন কে তোমাকে, অন্যান্য প্রকার বিষয়ের কথা বলিবে, যদ্দ্বারা মাত্র তোমাভিন্ন অন্য পদার্থের সত্তা সম্ভব হইতে পারে? "তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ব্রহ্ম বিদ্যাকালে ব্রহ্ম ভাব ব্যতীত অন্যান্য কর্ত্তা করণের জ্ঞানাভাব জন্য কে কাহার দ্বারা কি দেখিবেন? বৎস্য কুমার! পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে "আদিতিই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড" সুতরাং অবিদ্যা কাম-কর্ম্মও তিনি, তাঁহার এই অবিদ্যা কাম-কর্ম্মাত্মক স্বরূপেই দ্রষ্টা, দ্রষ্টব্য ও দর্শনের সত্বা লীলাময়ী বিচিত্রা সৃষ্টির প্রকাশ, "যথাভবদনুদেয়ী ততো অগ্রমজায়ত। পুরস্তাদ্বুধ্ন আততঃ পশ্চান্নিরয়ণং কৃতম্॥"— এই মন্ত্রে আদিত্য দেব বলিতেছেন, "কুমার! যে প্রকারে আত্মসত্বাব্যতিরিক্ত অন্য পদার্থ-সত্বা সম্ভব হইতে পারে, সেই প্রকার তোমাকে বলিতেছি; সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অব্যাকৃত মায়াত্মক বিশ্ব কারণ বিভুরূপে অবস্থান করেন, অদিতির সেই মায়াময় রূপ হইতেই স্রষ্টব্য বিকার-সমূহের সিসৃক্ষার কারণ আদ্য মনস্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়, তদনন্তর তম অর্থাৎ কাম-কর্ম্মের যোনি অবিদ্যার উৎপত্তির পশ্চাৎ পূর্ব্বোক্ত অব্যাকৃত মায়াত্মক কারণ হইতে উদ্ভূত কার্য্য সমূহ ঘট পটাদি ভেদ স্বরূপে প্রকাশ পায়। কুমার! আত্ম-স্বরূপা-

তিরিক্ত যে তমোমূলক এই ঘট পটাদি রূপে ভেদাত্মক সৃষ্টি, তাহার মূল সেই তমঃ—তাহার কার্য্য, কার্য্যের জ্ঞাতা ও জ্ঞান এ সমস্তই অদিতি। অদিতি-ময় জ্ঞানেই দ্বৈত ভাবের অভাব, অন্যথা "আমি আমার" ইত্যাদি ভাবেই আত্মা সত্বাতিরিক্ত অন্যান্য ভাবের অভাব অপরিহার্য্য! এই কুমার তন্ত্রের অদিতিময় জ্ঞানেই জীবের সংসার বিমুক্তি শ্রবণে শক্তির উপাসক মহোদয়গণ যেন মনে করেন না "আমাদিগের মত উপাদেয়, অন্যমত হেয়" তাহা হইলে হরি ছাড়া কীর্ত্তন হইবে। যদ্রূপ "অদিতির্দ্যৌ" ইত্যাদি তদ্রূপ "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। সভূমিং বিশ্বতোবৃত্বহত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং॥" সর্ব্বপ্রাণি-সমষ্টি রূপ বিরাট দেহ যে পুরুষ তিনিই "সহস্রশীর্ষ" প্রভৃতি পদের বাচ্য, সুতরাং সকল প্রাণীর যে অনন্ত শিরঃ অনন্তচক্ষুঃ অনন্ত পাদ প্রভৃতি, তৎসমুদায় সেই বিরাট পুরুষের দেহাতিরিক্ত না হওয়ায়, তিনি "সহস্রশীর্ষা, সহস্রঅক্ষী, সহস্রপাদ" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। সেই অনন্ত অবয়বী বিরাটপুরুষ ব্রহ্মাণ্ডগোলক ভূমিকে সর্ব্বতোভাবে পরিবেস্টন করিয়া দশাঙ্গুল পরিমিত দেশের বহির্ভাগে অবস্থান করিতেছেন। পাঠক মহাশয়গণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন "দশাঙ্গুল পরিমিত স্থানটুকু কি? পূর্ব্বাদি দশটী দিকই সেই বিরাট পুরুষের দশটী অঙ্গুলি সদৃশ। কেননা অঙ্গুলিদ্বারা শূন্যের উপর দিক্ সমূহের কল্পনা করা হয়; ফলতঃ এই দিক্ সমূহ শূন্যের অব্যতিরেক হওয়ায়, শূন্যই সুতরাং অঙ্গুলি-নির্দ্দিষ্ট যে দশদিক পদার্থ তাহা একটা অপেক্ষা বুদ্ধির কল্পনা মাত্র। এই কল্পনা যাহাতে আছে, তাহাই "দশাঙ্গুল"। কল্পনাযোনি মূলাজ্ঞান অথবা মায়া এস্থানে "দশাঙ্গুল" শব্দের বাচ্য হইয়াছে। বিরাট পুরুষ এই মায়াকে অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ জীবের তুল্য মায়ার অধীন না হইয়া মায়াকে নিজাধীন রাখিয়া মায়ার অধীশ্বর হইয়াছেন। এ তাবৎ সেই বিরাট পুরুষই স্বকীয় মায়াযোগে চরাচর বিশ্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

"অয়ং হি জীবস্ত্রিবৃদব্জ যোনি-
রব্যক্ত একো বয়সা স আদ্যঃ।
বিশ্লিষ্ট-শক্তি বহুধেব ভাতি
বীজানি যোনিং প্রতিপদ্য যদ্বৎ"॥

*এইজীব অর্থাৎ পরমেশ্বর ত্রিগুণাশ্রয় এবং অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডাখ্যপদ্মের যোনি। এই আদি অব্যক্ত অদ্বিতীয় ঈশ্বর কালক্রমে স্বকীয়া মায়াশক্তিকে বিশেষরূপে আলিঙ্গন

করিয়া, যে রূপ ভূমি পতিত বীজ সমূহের এক একটী বীজ হইতে বহুসংখ্যক বীজের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ বহুভাবে প্রকাশিত হন।

"পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চভব্যম্। উতামৃত ত্বস্যেশানো যদন্নেনাতি রোহতি॥"

অতীতকল্পে যাহা হইয়া গিয়াছে, বর্ত্তমানে যাহা আছে এবং ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তৎসমুদায়ই উক্ত সহস্রশীর্ষ পুরুষ; তিনিই অমৃতের ঈশ্বর, প্রাণিগণকে অমর করিতে সমর্থ; যেহেতু ইনি স্বকীয় ঐশ্বর্য্য বলে জগৎকারণ স্বরূপে অবস্থান করিয়া স্বকীয় ভাবান্তর জীব সমূহের ভোগার্থ জগৎ কারণাবস্থার অতিরিক্ত পরিদৃশ্যমান কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হন।

"এতাবানস্য মহিমাহতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।"

ক্রমশঃ—

শ্রীসীতানাথ মহন্ত ভাগতভূষণ।

শ্রীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দান ভাণ্ডারের নিয়মাবলী।

১। এই বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দান ভাণ্ডার শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সংরক্ষকত্বে স্থাপন করা হইয়াছে। উহার পরিচালনের সম্পূর্ণ ভার শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান সভাপতির পরামর্শ এবং প্রধানাধ্যক্ষের ব্যবস্থার উপর নির্ভর থাকিবে।

২। এই দান ভাণ্ডারের কার্য্যালয় শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয়েই থাকিবে। উহার মাসিক অথবা ত্রৈমাসিক আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব মহামণ্ডলের সকল মাসিক পত্র সমূহে প্রকাশিত করা যাইবে। দাতাদিগের নামও ধন্যবাদ সহকারে প্রকাশিত করা হইবে। প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয় সকল দানের রসিদের উপর স্বাক্ষর করিবেন, এবং দান দিবার ভাউচারের উপরও তাঁহার সম্মতি (মঞ্জুরী) লওয়া যাইবে।

৩। দানের দেশকাল ও পাত্র বিচার করিবার সম্পূর্ণ ভার প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয়ের উপর থাকিবে। শ্রীমহামণ্ডল কমিটির নিকট হইতে সম্মতি লইবার কোন আবশ্যকতা থাকিবে না, কিন্তু এই দানভাণ্ডারের সংস্থাপক শ্রী১০৮ স্বামী জ্ঞানানন্দজী মহারাজ অথবা প্রধান সভাপতি অথবা প্রধান মন্ত্রীজী যদি সম্মতি প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহাদিগের মতামতই গ্রহণ করা হইবে।

৪। যদি কোন ধর্ম্মাত্মা আপনার ধর্ম্মবুদ্ধি হইতে এই দান ভাণ্ডারে অর্থ অথবা বস্ত্র অন্নাদি এই ভাণ্ডারের পুষ্টি সাধন নিমিত্ত সহায়তা প্রদান ইচ্ছা করেন তবে তাহা আদরের সহিত গৃহীত হইবে। ঐ সকল দাতৃবর্গের নিকট বিধি-সঙ্গত রসিদ পৌছিবে। এই দান ভাণ্ডারের হিসাবের পরীক্ষা শ্রীমহামণ্ডলের অডিটার মহাশয় ছয়মাস অথবা প্রতি বৎসরে সম্পন্ন করিবেন। এবং প্রতিবর্ষে উক্ত দাতৃবর্গের নিকট দান ভাণ্ডারের কার্য্য বিবরণীও প্রেরিত হইবে।

৫। এই দান ভাণ্ডারে যে সকল অর্থ অন্ন বস্ত্রাদি আসিবে তাহা অনাথ অনাথা ও বিধবা প্রভৃতি পালন, দরিদ্রের দুঃখ নিবারণ, রোগীর সেবা, নির্দ্ধন অথবা জরাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সেবা এবং বিদ্যার্থীদিগের সহায়তা প্রভৃতি ধর্ম্ম-কার্য্যে ব্যয় করা যাইবে। অশক্ত, নির্ধন, ব্যক্তিদিগের নিমিত্তই এই দানভাণ্ডার স্থাপিত করা হইয়াছে।

৬। এই দানভাণ্ডার দুই ভাগে বিভক্ত হইবে। (ক) সাধারণ বিভাগ এবং (খ) ব্যক্তিগত বিভাগ। সাধারণ বিভাগ উহাকেই বুঝিতে হইবে, যাহাতে দাতৃগণ ধন অথবা অন্ন বস্ত্রাদি দান করিবেন, কিন্তু দানের দেশ, কাল, পাত্র-সমূহের বিষয়ে দাতৃগণ আপনার কোন মতামত দিবেন না। অর্থাৎ এই বিভাগ হইতে দান করিবার সম্পূর্ণ ভার এই দান ভাণ্ডারের চালকদিগের উপরই থাকিবে। এবং ব্যক্তিগত বিভাগ তাহাকে বলা হইবে, যে বিভাগে দাতৃগণ, দানের নিমিত্ত ধনাদি দিবার সময়, দান দিবার দেশ কাল পাত্রের বিষয়ে মতামত দিবার অধিকার স্বাধীন ভাবে রাখিবেন।

৭। সাধারণ বিভাগে প্রদত্ত ধনাদি একই হিসাবে জমা হইবে, কিন্তু ব্যক্তিগত বিভাগে প্রদত্ত ধনাদি তত্তৎ দাতৃগণের নাম নির্দ্দেশানুসারে স্বতন্ত্র পুস্তকে জমা করা হইবে। এবং দাতার প্রদত্ত সহায়তা বিষয়েই তত্তৎ দাতৃ-বর্গের সহায়তা সম্মতি গ্রহণ করা যাইবে। সাধারণ বিভাগের ভাউচারের উপর কেবল প্রধানাধ্যক্ষের হস্তাক্ষর প্রমাণিত বুঝিতে হইবে। এবং ব্যক্তিগত বিভাগ তত্তৎ দানের দাতাদিগের সম্মতিযুক্ত পত্রই ভাউচার বুঝিতে হইবে, কিন্তু উহার উপরও প্রধানাধ্যক্ষের স্বাক্ষর থাকিবে।

শ্রীব্রহ্মাবর্ত্তমণ্ডলের কমিটির অধিবেশন।

বিগত ২০শে জুন ১৯০৭ ইং শ্রীব্রহ্মাবর্ত্ত ধর্ম্মমণ্ডলের প্রবন্ধ কারিণী কমিটির অধিবেশন প্রান্তীয় কার্য্যালয়ে হইয়া গিয়াছে। তাহাতে নিম্ন লিখিত মন্তব্য গুলি স্থির হইয়াছে।

(১) অন্যান্য প্রান্ত সমূহের বিচারানুসারে স্থির হইল যে, এখানেও তিন জন সভ্যের কোরম হইবে।

(২) এখানকার কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত ইহা প্রস্তাবিত হইল যে, ডেপুটী সাহেব শ্রীযুক্ত রঘুবর দয়ালজী মহাশয় শ্রীব্রহ্মাবর্ত্ত ধর্ম্মমণ্ডলের সহকারী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন।

(৩) কার্য্যালয়ের সংস্কার প্রস্তাবের বিষয়ে ইহা স্থির হইল যে, শ্রীমান্ জ্যোতিষী শিবপ্রকাশ লাল দ্বিবেদীজী মহাশয় এবং শ্রীমান্ ডেপুটী রঘুবর দয়াল জী সাহেব এক বিশেষ সব কমিটীর মেম্বর নিযুক্ত হইলেন। এবং তাঁহাদিগের উপর কার্য্যালয় সংস্কারের সমস্ত ভার এবং অধিকার প্রদত্ত হইল। তাঁহারা আপনাদিগের রিপোর্ট কমিটিতে উপস্থিত করিবেন।

(ক) মাসিক ও বার্ষিক সহায়তা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রস্তাবের বিষয়ে ইহা নিশ্চয় হইল যে, অন্যূন দুই জন যোগ্য উপদেশক নিযুক্ত করা হউক, এবং সেই উপদেশক মহাশয়দিগের দ্বারা অন্য ধর্ম্ম কার্য্যের অতিরিক্ত আয় বৃদ্ধির নিমিত্তও যত্ন করান হউক।

(খ) সকল সভ্য মহাশয়দিগের উচিত যে, তাঁহারা আপনাদিগের সুবিধা অনুসারে এই কার্য্যালয়ের মাসিক অথবা বার্ষিক আয় বৃদ্ধি করিতে যত্ন করেন।

(গ) এ বিষয়ে যত্ন করা হউক যে, আনন্দোৎসব সমূহে অবস্থানুসারে হিন্দু গৃহস্থদিগের নিকট হইতে সহায়তা সংগ্রহ করা হউক।

(৪) শ্রীমহামণ্ডল শাস্ত্র প্রকাশক সমিতি লিমিটেড স্থাপনের বিস্তারিত বিবরণ শ্রবণ করান হইল। পরে ইহা স্থির হইল যে, এই কার্য্য শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের পরস্পর সহানুভূতি এবং সহায়তায় হইতেছে, এই নিমিত্ত সকল মেম্বর মহাশয়দিগের উচিত যে, তাঁহারা যথাশক্তি ইহার সহিত সম্মিলিত হন, এবং অন্য উপযুক্ত স্থান সমূহেও বিশেষ রীতিক্রমে কিছু যত্ন হওয়া উচিত।

(৬) স্থানীয় উৎসব বিষয়ে ইহা স্থির হইল যে, জব্বলপুরবাসীদিগের কুঞ্জ অথবা অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে দ্বিতীয়ার দিন উৎসব করা হউক। ইহার ব্যবস্থা শ্রীযুক্ত প্রধানাধ্যক্ষজীর উপর অর্পিত হউক। এবং সভাপতি প্রভৃতি নির্ব্বাচন করিবার বিষয়ে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষী বাবা শিবপ্রকাশ লালজী ও শ্রীযুক্ত ডেপুটী রঘুবর দয়াল সাহেবের উপর অর্পিত হউক।

(৭) এই সময় এই মণ্ডলের কোন্ কোন্ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে স্থির হইল যে, উপদেশক নিয়োগ, সাধারণ [illegible] বৃদ্ধি, এই প্রস্তাব

মণ্ডলের পুরাতন সভাসমূহের সংস্করণ, নূতন সভা স্থাপন, এবং পুরাতন মন্তব্যানুসারে যে সকল কার্য্য এখনও সম্পাদিত হয় নাই, তাহা সম্পূর্ণ করা।

(৮) বাহিরের লোকের অবগতি নিমিত্ত যে নূতন সাইনবোর্ড প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা রাস্তার উপর স্থাপন করা হউক, এবং এ বিষয়ে ম্যানেজার শেঠ সাহেবের নিকট জিজ্ঞাসা করা হউক।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের মেনেজিং সব কমিটির অধিবেশন।

—:০:×:০:—

স্থান প্রধান কার্য্যালয়, কাশী। তারিখ ৭ই মে ১৯০৭।

(১) গত কমিটির কার্য্যাবলি পাঠ করা হইল ও সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে অনুমোদিত হইল। সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে শ্রীযুক্ত কপালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

(২) শ্রীদরবার ইন্দোরের বার্ষিক ৫০০৲ টাকা দিবার দান পত্র পঠিত হইল। এই কার্য্যের নিমিত্ত শ্রীমহামণ্ডলের পক্ষ হইতে ইন্দোর দরবারকে এবং ইন্দোরের শ্রীযুক্ত দেওয়ান সাহেবকে বহু ধন্যবাদ, পত্র দ্বারা প্রেরিত হইবার মন্তব্য স্থির হইল।

(৩) জামনগর শ্রীদরবার শ্রীমহামণ্ডলের সংরক্ষক সভ্য হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন, এ সম্বন্ধে পত্র পাঠ করা হইল। শ্রীমহামণ্ডলের পক্ষ হইতে উক্ত শ্রীদরবারকে অনেকানেক ধন্যবাদ প্রেরণ করিবার মন্তব্য নিশ্চয় হইল।

(৪) শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর কাশিম বাজারের এককালীন এক হাজার টাকা এবং মাসিক দশ টাকা দানের সম্বন্ধে দানপত্র পাঠ করা হইল। শ্রীমহামণ্ডলের পক্ষ হইতে কাশিম বাজারের মহারাজাকে অনেক ধন্যবাদ প্রেরণ করিবার নিমিত্ত মন্তব্য স্থির হইহ।

(৫) মান্দ্রাজের ধর্ম্ম রক্ষিণীর পত্র পাঠ করা হইল। স্থির হইল যে, উক্ত সভার সভাপতি মহাশয়ের পত্র আসিবার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা হউক। যদি কিছুদিন পর্য্যন্ত পত্র না আইসে তবে দ্বিতীয় বার তাঁহাদিগকে পত্র দ্বারা

স্মরণ করান হইবে। এবং উহার সহিত শ্রীমহামণ্ডলের নব প্রকাশিত ইংরাজী ভাষার নিয়মাবলী প্রেরণ করা হইবে।

(৬) পণ্ডিত দ্বারকানাথ জীর কাশী তীর্থস্থান উদ্ধার বিষয়ের সম্বন্ধে বিচার করা হইল। নিশ্চয় হইল যে, উক্ত পণ্ডিতজীকে লেখা হউক যে কোন কোন্ মহাশয় এই কার্য্যে সাহায্য করিবেন, তাঁহাদিগের নামাবলী এবং কোন্ কোন্ তীর্থ স্থানের উদ্ধার হওয়া উচিত তাহারও নামাবলী এবং কি প্রকারে কার্য্য হওয়া উচিত, তাহার অনুষ্ঠান পত্র তাঁহারা প্রেরণ করুন।

(৭) শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের পরম সহায়ক এবং প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত পণ্ডিতবর মাধব প্রসাদ মিশ্রের লোকান্তরিত হওয়ার সংবাদে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল গম্ভীর শোকে নিমগ্ন হইয়াছেন। শ্রীমহামণ্ডলের সংস্কার এবং উহার রেজিস্টারি হইবার সময় হইতে তাঁহার লোকান্তরিত হইবার সময় পর্য্যন্ত তিনি যে রূপে এই ধর্ম্ম মহামণ্ডলের সহায়তা করিয়াছেন, তাহা অসাধারণ। তাঁহার বিয়োগে মহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা এই যে, তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতি হউক। তাঁহার শোকগ্রস্ত আত্মীয় পরিজনবর্গের সহিত এই কমিটি হৃদয়ের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন।

(৮) প্রয়াগ মহাধিবেশনের প্রস্তাবানুসারে এক ডেপুটেশন দক্ষিণাবর্ত্তে প্রান্তীয়মণ্ডল ও কার্য্যালয় স্থাপন এবং শ্রীমহামণ্ডলের কার্য্যোন্নতি করিবার নিমিত্ত শীঘ্র প্রেরিত হউক। এই নিমিত্ত শ্রীমানের নিকট হইতে ডেপুটেশন বিষয়ক নোট এই কার্য্যালয়ে প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করা হউক।

(৯) শ্রীমান্ পণ্ডিত মিল্কিরাম শর্ম্মার শ্রীপঞ্জাব সনাতনধর্ম্ম উপদেশক ফণ্ড কমিটি সম্বন্ধীয় পত্র এবং কাগজপত্র পাঠ করা হইল। ঐ সমস্ত অসম্পূর্ণ এই জন্য পণ্ডিতজীকে লিখিয়া বিস্তারিত সংবাদ আনা হউক। তদনন্তর বিচার করা হউক।

(১০) বেতীয়া রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ সিংহকে এই কমিটির মেম্বর নিযুক্ত করা হউক। এই সংবাদ প্রবন্ধকারিণী সভার সকল মহোদয়কে প্রদান করা হউক।

(১১) প্রধান কার্য্যালয়ের মাসিক হিসাব প্রতিমাসে এই কমিটীতে পেশ করিতে হইবে।

সনাতন ধর্ম্ম-উপদেশকমণ্ডলের অধিবেশন।

হরিদ্বারের মেলা।

বিগত দশহরার সময় পতিতপাবনী, কলি-মলনাশিনী ভাগীরথী গঙ্গাতীরস্থ হরিদ্বার তীর্থে উপদেশক মণ্ডলের অধিবেশন বিশেষ সমারোহ এবং উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। দেশ দেশান্তরের বড় বড় পণ্ডিত, মহোপদেশক ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিগণ এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। ২০শে হইতে ২৪শে জুন পর্য্যন্ত মহোৎসব চলিয়াছিল। সভার প্রবন্ধকর্ত্তৃগণ রোহিল খণ্ড রেলওয়ে কোম্পানীর নিকট হইতে যাতায়াতের নিমিত্ত অর্দ্ধেক ভাড়া মঞ্জুর করাইয়া লইয়াছিলেন। প্রথমতঃ দশহরা, দ্বিতীয়তঃ নির্জ্জলা একাদশী, তৃতীয়তঃ হরিদ্বারের ন্যায় শান্তময় পুণ্যতীর্থ এই তিন শুভ অবসর প্রাপ্ত হওয়ায় এবং রেল খরচ হ্রাস হইয়া যাওয়ায় এতগুলি সুবিধা পাইয়া হরিদ্বারে যে কত তীর্থ-যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা হয় না। উপদেশক ধর্ম্মমণ্ডলে পঞ্জাবের যতগুলি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ভজন মণ্ডলী আছে, সকল গুলিই আসিয়াছিল। পঞ্জাব ড্রামেটিক ক্লাবের অপূর্ব্ব অভিনয় প্রত্যেক রজনীতেই হইয়াছিল।

প্রথম দিন ২০শে জুন।

সংকীর্ত্তন ও ভজন মণ্ডলীর সংগীত ও বেদ গান সহকারে বেলা দুইটার সময় ব্রাহ্মণগণ বেদ ভগবানকে বহন করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করেন।

দ্বিতীয় দিবস ২১শে জুন।

বেলা দুইটার সময় উপদেক ধর্ম্ম মণ্ডলের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বলাগ রামজী উপদেশক ধর্ম্মমণ্ডল স্থাপন করিবার উদ্দেশ্য এবং উহা যে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের শাখাসভা তাহা সভাবৃন্দকে শুনাইয়া দিলেন। অতঃপর তাঁহার প্রস্তাব এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগানন্দ কুমার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় সভায় উপস্থিত সভাবৃন্দকে ধন্যবাদ করিয়া সনাতন ধর্ম্মের গৌরব, সেই গৌরবের হ্রাস, উহার উন্নতির উপায়, সনাতন ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত শ্রীভারতধর্ম্ম মণ্ডলের সংস্থাপন, এবং উপদেশক ধর্ম্মমণ্ডলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বর্ণন করিলে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জ্বালাপ্রসাদ মিশ্র বিদ্যাবারিধি এবং শ্রীযুক্ত স্বামী কেশবানন্দজী মহারাজ বক্তৃতা করেন। তাহার পর সংকীর্ত্তন হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

তৃতীয় দিবস ২২শে জুন।

উক্ত দিবস হোসিয়ার পুরের উকীল শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জগন্নাথ শর্ম্মা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত দিবস কতিপয় উপযুক্ত পণ্ডিত এবং শ্রীযুক্ত স্বামী কেশবানন্দজী মহারাজ বড়ই প্রভাবশালী বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ঐ দিবস বহুসংখ্যক ব্যক্তি অর্থাদি সাহায্য করিয়াছিলেন।

চতুর্থ দিবস ২৩শে জুন।

উক্ত দিবস কানপুরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিব প্রসাদজী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভার কার্য্য পূর্ব্বদিনের স্থায় সম্পন্ন হইয়াছিল।

পঞ্চম দিবস ২৪শে জুন।

উক্ত দিবস পুনরায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিব প্রসাদজী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অধিবেশনের পূর্ব্বে প্রবন্ধ কারিণী কমিটির যে অধিবেশন হইয়াছিল, উহার মন্তব্য সভায় পঠিত হয়। ঐ সময় দুই জন উপদেশক এবং উপদেশক শিক্ষিত করিবার নিমিত্ত একটী উপদেশক ট্রেনিং ক্লাস খুলিবার প্রস্তাব হয়। উপদেশকদিগের বার্ষিক পরীক্ষার ভার শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের হস্তে থাকিবে এরূপ স্থির হয়। উক্ত দিবস কতিপয় সাধু সন্ন্যাসী মহাত্মার বক্তৃতা হয়, এবং পঞ্জাব ধর্ম্ম অনাথালয়ের বালকেরা হৃদয়গ্রাহী ভজন করে। ঐ সময় এই সকল অনাথ বালকের নিমিত্ত অনেকে প্রচুর পরিমাণে অর্থাদি দান করিয়াছিলেন। তদনন্তর শান্তি পাঠ হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

মহামণ্ডলের বিশেষ অধিবেশন।

বিগত ১৩০৭ সালের ২৬শে জুন তারিখে মথুরা পুরীতে অত্যন্ত সমারোহের সহিত শ্রীযুক্ত শেঠ হরমুখ রায় চুনীচাঁদ জীর ধর্ম্মশালায় এ ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভার নিম্নলিখিত মন্তব্য স্থির হইয়াছে। উক্ত অধিবেশনে শ্রীমথুরা পুরী এবং বৃন্দাবনের গণ্য মান্য সজ্জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

১। সর্ব্ব প্রথমে শ্রীমথুরা পুরীর উপযুক্ত বেদপাঠীদিগের চারিবেদের স্বর সহিত বেদপাঠ হইবার পর শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের মধুর স্বরের সহিত মঙ্গল সঙ্গীত হইল। তদনন্তর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

২। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত পণ্ডিতবর ন্যায়মার্ত্তণ্ড সুদর্শনাচার্য্য শাস্ত্রীজী মহারাজ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের স্বরূপ এবং অদ্যকার অধিবেশনের উদ্দেশ্য এই দুই বিষয়ের উপর শ্রীযুক্ত মহোপদেশক পণ্ডিত বাবু রাম শর্ম্মা মহাশয় বিস্তার পূর্ব্বিক হৃদয় গ্রাহী ভাষায় বর্ণন করিলেন।

৪। তাহার পর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দামোদর জী সম্মান দানের উদ্দেশ্য এবং ভেদ বর্ণন করিলেন এবং মান পত্র ও পদকাদির নমুনাও দেখান হইল।

৫। শ্রীব্রহ্মাবর্ত্ত ধর্ম্মমণ্ডলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জ্যোতিষী বাবা শিবপ্রকাশ জী মহাশয় সভার সম্মুখে প্রকাশিত করিলেন যে, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান সভাপতি শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর দ্বারবঙ্গ শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর চৌবে রামদাস জী, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহাকে অদ্যকার সভায় মান পত্রাদি প্রদান করা হউক।

৬। তদনন্তর শ্রীযুক্ত চৌবে রামদাস জী নিম্নলিখিত মহাশয় গণকে মান পত্রাদি প্রদান করিলেন। মান পত্রাদি প্রদান কালে যথাবিধি সম্মানিত ব্যক্তি-দিগকে পুষ্প মাল্যাদির দ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছিল এবং যথাক্রমে সকল মহাশয়ের গুণাবলী সভায় প্রকাশিত করা হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সুদর্শনাচার্য্য শাস্ত্রী মহাশয়, বৃন্দাবন "ন্যায় মার্ত্তণ্ড।"
শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ব্বিদ শিব প্রকাশ দ্বিবেদী মহাশয় মথুরা, "বিদ্যাকলানিধি।"
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বামনাচার্য্য শাস্ত্রী মহাশয়, মথুরা, "শব্দবারিধি।"
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মুকুন্দদেব শাস্ত্রী মহাশয়, মথুরা, "কবিরত্ন।"
শ্রীযুক্ত লক্ষণাচার্য্য শাস্ত্রীজী মহাশয়, বৃন্দাবন, "বিদ্যাভূষণ।"
ঐ পাণ্ডা অমৃত রাম জী মহাশয় গিরট "বিদ্যারত্নাকর।"
ঐ পণ্ডিত মণ্ডিরামজী মহাশয়, গিরট "বিদ্যারত্নাকর।"
ঐ পণ্ডিত মুকুন্দদেব কবিরত্ন মহাশয়, মথুরা "মহোপদেশক।"
ঐ পণ্ডিত বামনাচার্য্য শাস্ত্রী শব্দবারিধি মহাশয়, মথুরা, "মানপত্র।"
ঐ চতুর্ব্বেদী রাধাচরণ জী মহাশয়, মথুরা "মানপত্র।"
ঐ রায় বাহাদুর চৌবে রামদাস জী মহাশয়, মথুরা "মানপত্র।"
ঐ মহামহোপদেশক গোস্বামী মধুসূদনাচার্য্য মহাশয়, বৃন্দাবন "বিদ্যা- সুবর্ণপদক ও মানপত্র।"

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহোপদেশক মুকুন্দ দেব জী কবিরত্ন—মথুরা, বিদ্যাসুবর্ণ-পদক ও মানপত্র।"

ঐ বক্সী কৃষ্ণ প্রসাদ জী বৃন্দাবন ও হাথরস—"ধন্যবাদপত্র।"

ঐ গোস্বামী রাধাচরণ জী মহাশয়, বৃন্দাবন—"ধন্যবাদপত্র।"

ঐ পণ্ডিত বাবুরাম জী মহোপদেশক মথুরা "ধন্যবাদপত্র।"

৭। ধর্ম্মালয়ের উন্নতি নিমিত্ত ইহার পূর্ব্বের কমিটীতে যে মন্তব্য স্থির হইয়াছে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গঙ্গাধর দেবশর্ম্মা জীর দ্বারা তাহা পাঠ করান হইল।

৮। এই প্রান্তীয় মণ্ডলের সভাপতি শ্রীযুক্ত অযোধ্যা নরেশের স্বর্গবাসোপলক্ষে বিশেষ শোক প্রকাশ করা হইল। তদনন্তর সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবিত হইল যে শ্রীব্রহ্মাবর্ত্তমণ্ডলের সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হউক। এই বিষয়ের নিমিত্ত শ্রীমানের সহিত পত্র ব্যবহার করা হউক।

৯। শ্রীযুক্ত ভারত সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। কারণ তাঁহার সুশাসন নিমিত্ত আমরা ধর্ম্মোন্নতি কার্য্যে তৎপর হইতে পারিয়াছি।

১০। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান সভাপতি শ্রীযুক্ত মিথিলা নরেশকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল। কারণ তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম এবং যত্ন সহকারে আপনার কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন। এই নিমিত্ত তাঁহার নিকট তার পাঠাইবার প্রস্তাব হইল।

১১। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী জী মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল যে তিনি বহুল পরিমাণে স্বার্থত্যাগ পূর্ব্বক মহামণ্ডলের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমথুরার নিমিত্ত ইহা বিশেষ আনন্দের বিষয় যে তিনি এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া তারযোগে তাঁহার নিকট ধন্যবাদ পত্র প্রেরিত হইবার প্রস্তাব হইল।

১২। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সংরক্ষক এবং সহায়ক দিগকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

১৩। তদনন্তর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দ্বারকা প্রসাদ চতুর্ব্বেদী মহাশয় এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার দ্বারা বুঝাইয়াদিলেন, যে সকল মহাশয়কে মান প্রদত্ত না হইয়াছে, তাঁহারা যে তিরস্কৃত হইলেন এরূপ যেন কেহ বিবেচনা না করেন। এবং এরূপ আশাও প্রদত্ত হইল যে, ভবিষ্যতে অন্যান্য যোগ্য ব্যক্তিকেও মান পত্র প্রদান করা যাইবে।

তৎ পশ্চাৎ শ্রীযুক্ত সভাপতি, শ্রীস্বামীজী মহারাজ এবং শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলকে ধন্যবাদ প্রদান করিবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

সভাপতি।

ধর্ম্মালয় সমূহের তালিকা।

বিগত ১৬ই জুন মুজঃফর নগরের রইস অনারেবল রায় বাহাদুর লালা নিহালচাঁদ সাহেব, মধ্য প্রদেশের একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার রায় বাহাদুর ঈশ্বরী প্রসাদ, মথুরার ডিপুটী কলেক্টর বাবু জ্বালাপ্রসাদ সাহেব বাহাদুর, আগ্রার উকীল পণ্ডিত জগন্নাথ সাহেব, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধানাধ্যক্ষ রায় বাহাদুর পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী, আওয়া গড়াধিপতি রাজা বলবন্ত সিংহ বাহাদুর সি আই ই প্রভৃতি মহোদয়গণ নাইনিতালস্থ আওয়াগড় রাজের ভবনে একত্রিত হইয়াছিলেন। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে নিম্ন লিখিত মন্তব্য গুলি স্থিরীকৃত হইয়াছে।

(১) এ পর্য্যন্ত যে সকল হিন্দু, ধর্ম্মার্থে দান করিয়াছেন, তাহার কোন তালিকা প্রস্তুত হয় নাই। এই নিমিত্ত স্থির হইল যে, একটী এরূপ তালিকা প্রস্তুত হউক যে, যাহাতে ঐ সকলের সবিস্তার বৃত্তান্ত দাতার নাম, প্রদত্ত সম্পত্তি ও তাহা কিরূপ কার্য্যে ব্যয় হয়, তাহার নিয়ম, দান করিবার তিথি, ব্যবস্থা প্রণালী, ব্যবস্থার নাম প্রভৃতি জানিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত এরূপ অনেক অন্নসত্র ও সদাব্রত আছে, যাহার নিমিত্ত অন্য কোন সম্পত্তি প্রদান কারী নাই, দাতা স্বয়ং অর্থব্যয় করিয়া থাকেন, ইহাও এই সঙ্গে লিখিত থাকিবে।

(২) মথুরা, বারাণসী, সাহারাণপুর এবং প্রান্ত সমূহে যে সকল ধর্ম্মালয় আছে, সে সকলের এইরূপ এক একটী তালিকা প্রস্তুত করা হইবে।

(৩) মথুরা প্রান্তের ধর্ম্মালয়সমূহের তালিকা প্রস্তুত বিষয়ে বাবু জ্বালা প্রসাদ সাহেবের প্রতি, সাহারাণপুর প্রান্তের তালিকা অনরেবল রায় বাহাদুর লালা নিহাল চাঁদ সাহেবের প্রতি, এটা প্রান্তের তালিকা শ্রীযুক্ত রাজা বলবন্ত সিংহ বাহাদুরের প্রতি এবং বারাণসী প্রান্তের তালিকা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরীজী মহাশয়ের প্রতি ভার প্রদত্ত হউক। তাঁহারা ঐ তালিকা হিন্দী ভাষায় প্রস্তুত করিবেন।

(৪) নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ এই কার্য্যের নিমিত্ত অর্থদান করিয়াছেন:—
শ্রীযুক্ত অনারেবল রায় বাহাদুর লালা নিহাল চাঁদজী মহাশয় ১০০৲; শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর ঈশ্বরী প্রসাদ ৫০৲; শ্রীযুক্ত বাবু জ্বালা প্রসাদজী ডেপুটী কলেক্টর ২৫৲; শ্রীযুক্ত সম্ভু লনতা প্রসাদ রায় বাহাদুর পীলীভীত ৫০৲; শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জগন্নাথজী মহাশয় উকীল ২৫৲; শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত প্রধানাধ্যক্ষজী ৫০৲; শ্রীযুক্ত রাজা সাহেব আওয়াগড় ২০০৲।

(৫) এই টাকা আওয়াগড়ের রাজা সাহেব বাহাদুরের নিকট থাকিবে, এবং কাশী ও মথুরার কার্য্যের জন্য ১৫০৲; সোরোঁ জেলার এটার অন্তর্গত সোরোঁ নামক স্থানের নিমিত্ত ৫০৲ এবং হরিদ্বারের নিমিত্ত ৭৫৲ টাকা এই সময় স্বীকার করা যাইতেছে।

(৬) এই সূচী ছয় মাসের মধ্যে প্রস্তুত হওয়া উচিত।

মহামণ্ডল সংবাদ।

দৌলতপুর হিন্দু একাডেমির দিন দিন উন্নতির সংবাদে হিন্দুসন্তান মাত্রেই যে বিশেষ আনন্দিত হইবেন তাহার আর সন্দেহ নাই। বিগত ১৯০৬-৭ সালের কার্য্য বিবরণীতে চতুষ্পাঠীর পরীক্ষা বিবরণী প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, এবং এ বৎসর উক্ত একাডেমি যে সকল নূতন পৃষ্ঠপোষক পাইয়াছেন, তাহাও ধন্যবাদের সহিত বিবৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য গত বৎসর শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল হইতে যথেষ্ঠ উৎসাহ প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহাতে উক্ত একাডেমি মহামণ্ডলের নিকট কিরূপ ভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছেন, সাধারণের অবগতির নিমিত্ত তাহা প্রকাশ করা হইল। কার্য্য বিবরণীতে প্রকাশ:—এবৎসর এই একাডেমির জীবনের পক্ষে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য বৎসর। কারণ এবারে ইহার অনেকগুলি যোগ্য এবং সুবিখ্যাত পৃষ্ঠপোষক এবং মিত্র মিলিয়াছেন। আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যকারী পরিচালক সুবিখ্যাত শ্রীস্বামী জ্ঞানানন্দজী মহারাজ অনুগ্রহ করিয়া এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়াছেন। তাহার ফলে আমাদিগের বিশ্বাস যে, উক্ত বিরাট সভা হইতে আমরা নিশ্চয়ই সাহায্য লাভ করিতে পারিব। শ্রীস্বামীজী মহারাজ এবং

শ্রীহরিঃ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

কলের্গতাব্দাঃ ৫০০৮।

২৭শ ভাগ। ১১ম সংখ্যা। | শ্রাবণ। | সন্ ১৩১৪ সাল। ইং ১৯০৭ খৃঃ।

মূর্ত্তি পূজা।

—:*:—

মূর্ত্তিঃ মোক্ষসমাগমায় বিপদাং মোক্ষায় সখ্যেন বা
ভাবেনোদ্ভবতোহন্যদা ভগবতো যাং ভাবয়ামো বয়ম্।
স্বপ্নে যাঞ্চ বিলোক্য জন্মমনসাং মন্যামহে ধন্যতা-
মস্মত্তোহতচেতনস্য কথয়া তাং বিস্ময়ামঃ কথম্ ॥ ১ ॥
জীবাঃ সন্তু ন সন্তু বা স্থিরতরা জন্মান্তরাদীনি বা
ধর্ম্মাঃ সন্তু ন সন্তু বা সুখময় স্থানাদয় শ্চিন্ময়।
খাল্যাস্মে তব ভাবতীষু তদপি প্রীতিঃ পরং মূর্ত্তিষু
প্রেয়ঃ প্রীতিরপেক্ষতে নহি ফলং প্রীতিঃ সুতাদিম্বিব ॥ ২ ॥
দ্রষ্টুং ত্বাং জগদিষ্টদেবসবিধে দাসাশ্চিরাশান্বিতা
দৃষ্টৈব স্বজনুর্মনশ্চ নয়নং ধন্যানি মন্যামহে।
মূর্ত্তিং দারুময়ীং তবানুকরণং শৈলীঞ্চ বা মৃণ্ময়ীং
পিত্রোশ্চিত্রপটং নিরীক্ষ্য নহি কিং চিত্তং প্রমোদং ভজেৎ ॥ ৩ ॥
পাদৈঃ কোকনদাদি দম্ভদমনং মীনাপমানো দৃশা
মালিঙ্গং মলয়োদ্ভবে পরিমলৈর্নিন্দা নবেন্দীবরে।
কান্ত্যা যস্য মহেশমানসহরং সংরোপ্য তং বিগ্রহং
পদ্মৈরঞ্চিতপদ্মনেত্রমম্বনম্বানং বিভো পোষয় ॥ ৪ ॥

ঋতং বা রিক্তং বা তব ধবলশীভাসিত তনু-
পরিজ্ঞানং নূনং তদপি মম চেতো রময়তি ।
প্রমিতোব প্রীতিং ত্রিভুবনপতে কিন্নু ভজতে
কলাপী নো ধূলিপটলজলদভ্রান্তিজমুদম্ ॥ ৫ ॥
ত্রিমূর্ত্তে মূর্ত্তাস্তশ্চর পরম মূর্ত্ত্যা বিরচিতং
স্বরূপ ধ্যানস্তে পরমিতি বাচালবচনম্ ।
মমাশা কিন্ত্বেষা দৃশদুপমিতে দাসহৃদয়ে
প্রবাদীমামন্তশ্চরচরণপদ্মং বিচরতু ॥ ৬ ॥

(মহামহোপাধ্যায়) শ্রীরাখাল দাস ন্যায়রত্ন ।

তত্ত্বকথা ।

—:*:*:*:—

ব্রহ্মচর্য্য । —মন, বাক্য এবং দেহের দ্বারা সকল অবস্থায় সকল সময়ে স্ত্রী-সঙ্গ পরিত্যাগ করার নাম ব্রহ্মচর্য্য । গৃহস্থাশ্রমীদিগের নিমিত্ত কেবল ঋতুকালে ধর্ম্মবুদ্ধির দ্বারা স্ত্রীসঙ্গ করিলেও তাহাদিগের নিমিত্ত উহাকে ব্রহ্মচর্য্য বলা যাইতে পারে । মন, বাক্য এবং বীর্য্য এই তিন স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ সম্বন্ধে একই শক্তির পদার্থ । বস্তুতঃ বীর্য্য বশীভূত করিলে মন এবং বায়ু উভয়ই বশীভূত হওয়ায় সাধকের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়া থাকে ।

অস্তেয় । —মন বাক্য এবং দেহ দ্বারা অপরের দ্রব্য তাহার অনুমতি ব্যতীত গ্রহণ করিবার সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকে অস্তেয় বলে । অর্থাৎ পাপ জনক চৌর্য্যবৃত্তির বিরুদ্ধ বৃত্তিকে অস্তেয় বলা যায় । ইহাও ধর্ম্মের এক অত্যুত্তম অঙ্গ ।

দয়া ।—বিহিত অবিহিত কিছুই বিচার না করিয়া, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য কিছু না ভাবিয়া সকল প্রাণীর প্রতি অনুগ্রহ এবং করুণাশীল হওয়ার নাম দয়া । দয়ারূপী ধর্ম্মাঙ্গ সাধনের দ্বারা মনুষ্যের হৃদয় স্বর্গীয় ভাব ধারণ করে ।

ধৃতি । —সুখ দুঃখ সংযোগ বিয়োগ ভোগত্যাগ ইত্যাদি সকল প্রকার দ্বন্দ্ব বেগের সময় মনের সমান ভাব ধারণ করিবার সামর্থকে ধৃতি বলে । শ্রীভগবান কৃষ্ণচন্দ্র গীতায় ধৃতির তিনটী ভেদ করিয়াছেন । যথা, কোন সাধন দ্বারা সকল সময় অব্যভিচারী থাকিয়া

যে ব্যক্তি মন প্রাণ এবং ইন্দ্রিয় ক্রিয়া সমান রূপে সকল অবস্থায় রাখিতে পারেন এবং কখনই ধর্ম্মচ্যুত হইতে দেন না, তাহাকে সাত্বিক ধৃতি বলে। যে ধৃতির দ্বারা লোকের মধ্যে ধর্ম্ম অর্থ এবং কামকে প্রধান রূপে ধারণ করা হয় এবং প্রসঙ্গ ক্রমে উহার মধ্যে কামনাও থাকে, তাহাকে রাজসিক ধৃতি বলে এবং বিবেক হীন ব্যক্তিদিগের দ্বারা নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ, বিবাদ, অহঙ্কার প্রভৃতি থাকে ইহাও যে ধৃতিতে আবরিত হয়, তাহাকে তামসিক ধৃতি বলে। যদি ধর্ম্মাঙ্গসমূহমধ্যে ধৃতিকে সর্ব্ব প্রধান বলা যায় তবে তাহাতে কোন হানি হয় না।

—০—

মহাযজ্ঞ সাধন।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

পদার্থ বিশেষের ঘাত প্রতিঘাতে যে প্রকার তাড়িত প্রবাহের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেই নিয়ম অনুসারে মনুষ্য জাতিগত শরীরেও নিয়ম বদ্ধ ব্যবস্থা দ্বারা পারস্পরিক সহযোগিতা হইতে ভগবদ্বিভূতি স্বরূপ পুরুষার্থরূপী মহ শক্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে। এবং পুনশ্চ ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি এবং জ্ঞানশক্তি এই তিন শক্তির অথবা প্রধানতঃ কোন দুই শক্তির পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতে এই মনুষ্য জাতিগত পুরুষত্ব শক্তি (ক্রিয়াশক্তি) চিরস্থায়ী থাকিতে পারে। ক্রিয়াশক্তিকে জীবিত রাখিবার জন্য সংসার সুখেচ্ছু ব্যক্তিগণ দ্রব্য শক্তির সহায়তা প্রাপ্তির বাসনাদ্বারা উক্ত ক্রিয়াশক্তির সংবর্দ্ধন করিতে থাকিবেন এবং নিষ্কাম ব্রতধারী জ্ঞানশক্তি সম্পন্ন সাধুগণ কর্ত্তব্য বুদ্ধির অধীন হইয়া ক্রিয়াশক্তির পুষ্টি সাধন করিতে থাকিবেন। কিন্তু যখন তিন প্রকার শক্তির একাধারে সমাবেশ হইয়া থাকে এবং যখন তিন প্রকার অধিকারীর পুরুষার্থে একই লক্ষ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত নিয়োজিত হয় তখনই বৃহৎ হইতে বৃহত্তর কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে। যখন সাধকগণ কর্ত্তব্য পরায়ণ হইয়া থাকেন, যখন ধর্ম্ম-লক্ষ্য-দ্বারা যুক্ত হওয়া কার্য্য কর্ত্তৃগণআপন আপন কার্য্যে পূর্ণরীতি ক্রমে তৎপর হন এবং যখন নিষ্কাম ব্রতকেই সকল অধিকারী শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে থাকেন, তখনই ধর্ম্মের অধিষ্ঠাতা দেব শ্রীবিষ্ণু ভগবান প্রসন্ন হইয়া থাকেন। যে প্রকার কার্য্য হউক সকল কার্য্যই পরোপকার ভাব এবং জগৎ কল্যাণ বুদ্ধির দ্বারা সম্পাদন করিলে ভগবৎ কার্য্য হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সকল সময় কর্ত্তব্য কার্য্যে পরমার্থ বুদ্ধি রাখিয়া উদ্যমশীল থাকেন, তিনিই প্রকৃত পক্ষে ভগবদ্ভক্ত। পরমতত্ত্বদর্শী মুনিদিগের সিদ্ধান্তানুসারে জগৎ হিতকরকর্ম্মই সাক্ষাৎ কার্য্যাত্মা পরমব্রহ্ম; এই নিমিত্ত কার্য্যাত্মা পরব্রহ্মের অহৈতুক সেবা করাই ব্রহ্মোপাসনা এবং এই রূপ কার্য্যাত্মা ব্রহ্মে সর্ব্বদা লয় হইয়া থাকাই জীবন্মুক্তি।*

---

* অকুর্ব্বৎ সর্ব্বকার্য্যেষু ধর্ম্মকার্য্যার্থমুদ্যতম্।
বৈকুণ্ঠস্য হি যদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ॥ (ইতি মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি)

এই রূপ পূর্ব্ব লংশযুক্ত মহাপুরুষদিগের দ্বারাই যথার্থরূপে জ্ঞানশক্তির সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই করাল কলিকালে এরূপ আদর্শ জীবন মহাপুরুষদিগের নিতান্তই অভাব হইয়া গিয়াছে। তথাপি যদি আর্য্যজাতি এখনও আপনার কর্ত্তব্য বুঝিতে যত্নবান হন তবে, এই কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে জ্ঞানশক্তি যুক্ত মহাপুরুষদিগের অভাব না হইবারই সম্ভাবনা।

পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপক এবং জ্ঞান তাঁহার স্বরূপ। অতএব আর্য্যজাতি ভগবদুন্মুখ এবং ধর্ম্মেচ্ছুক হইলে আপনা আপনিই সেই জ্ঞানশক্তি প্রাপ্ত হইবেন ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। তত্ত্বদর্শী মুনিদিগের ইহাও সিদ্ধান্ত যে, দ্রব্যশক্তি যদি সুকৌশলপূর্ণ রীতি অনুসারে ধর্ম্মানুকূল নিয়োজিত করা যায় তবে, তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত কার্য্যকর্ত্তৃগণের মধ্যে আপনা আপনি জ্ঞানশক্তি প্রকাশিত হইয়া যায়। যখন সংগৃহীত দ্রব্যের ধর্ম্মানুকূল ব্যয় করিবার জন্য দেবতাগণ প্রসন্ন হইয়া কার্য্যকর্ত্তৃগণের অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিবেন, যখন ক্রিয়াশক্তির উৎকর্ষ নিমিত্ত কর্ত্তৃগণ সাত্ত্বিকবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া সকলে একলক্ষ্য হইয়া লোককল্যাণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন যখন সকল সভ্য কর্ত্তব্য পরায়ণ হইয়া, রাগ দ্বেষ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এক বিষয়ের চিন্তায় তৎপর হইবেন তখন, সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মা অবশ্যই তাহাদিগের অন্তঃকরণে জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ করিয়া তাঁহাদিগের পথপ্রদর্শক হইয়া থাকিবেন। ইউরোপ, আমেরিকা এবং জাপান আদি দেশ সমূহে, যথায় তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষদিগের অভাব আছে, তত্রত্য লোকহিতকর ধর্ম্ম-পুরুষার্থ-বিষয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানশক্তির প্রকাশ এই রীতি অনুসারেই হইয়া থাকে। যখন কলিযুগে সংঘশক্তিই ভাগবৎ শক্তি, তখন এই সময়ে ক্রিয়াশক্তি-সম্পন্ন মহৎ-সংঘের মধ্যে ভগবৎ-সহায়-রূপ জ্ঞানশক্তির প্রকাশ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ। এবং ইহাও শাস্ত্র এবং বিজ্ঞানানুকূল যে, ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি বলিয়া ইহার অধিবাসীরা যদি প্রমাদনিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মপরায়ণ হন তবে, তাঁহাদিগের সহায়তার নিমিত্ত পরোপকার ব্রতধারী জীবত্রিতাপ হারী, সর্ব্বলোক হিতকারী এবং পরমার্থের নিমিত্ত আপন জীবন ধারী মহাত্মাদিগের সহায়তাও অবশ্যই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। কারণ এরূপ সাধু মহাত্মারাই জগদীশ্বরের প্রতিনিধি।*

অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাংতু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥
নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়নম্।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌদৃঢ়ে বাপ্সু মজ্জতাম্॥
অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণ আর্ত্তানাং শরণং শিবং।
ধর্ম্মোবিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোহর্ব্বাগবিভ্যতোঽরণম্॥
সন্তো দিশন্তি চক্ষুংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্তো ব্রহ্মস্বরূপিণঃ॥

জগতে কোন মনুষ্যজাতির উৎপত্তি এবং অভ্যুদয় হওয়া স্বতন্ত্র কথা এবং কোন প্রাচীন জাতির বিকৃত অবস্থায় পুনরাবৃত্তি হইয়া তাহাদিগের পুনরভ্যুদয় হওয়াও স্বতন্ত্র কথা। প্রাচীন সংস্কার রহিত কোন মনুষ্য জাতির ক্রমোন্নতি কোন কারণ বিশেষে হইতে পারে, কিন্তু অনাদিসিদ্ধ প্রাচীন হইতে অতি প্রাচীন সংস্কারের সহিত যুক্ত, অধঃপতিত আর্য্যজাতির পুনরভ্যুত্থান করাইবার নিমিত্ত কিছু বিশেষ কারণেরই আবশ্যকতা হইবে। যে যে কারণে বর্ত্তমান কালে ইউরোপীয় জাতিসমূহ উন্নতি লাভ করিয়াছেন, কেবল সেই সকল কারণে আর্য্যজাতির পুনরভ্যুদয় হওয়া সম্ভব নহে; কেবল পশ্চাত্য অনুকরণে এই প্রাচীন জাতি উন্নত হইতে পারিবে না। নূতন জাতিসমূহের নিমিত্ত কোন বিশেষ বিচারের আবশ্যকতা নাই, যেরূপ দেশ কালের অবস্থা এবং পাত্র সমূহের প্রকৃতি, তদনুসারে সুকৌশলপূর্ণ নিয়মের উপর নূতন জাতিকে পরিচালিত করিতে থাকিলে, নূতন জাতিসমূহ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। ইউরোপীয় জাতির কোন প্রাচীন আদর্শ নাই, ঐ সকল জাতির অন্তঃ-করণকে সংস্কারবদ্ধ করিবার নিমিত্ত তাহাদের সম্মুখে কোন প্রাচীন দৃঢ় সংস্কার উপস্থিত ছিল না, এই নিমিত্ত স্বতঃই আপন আপন স্বভাবের উপর ঐ সকল জাতি আধিভৌতিক উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আর্য্য জাতির পুনরভ্যুদয় আরও অন্য প্রকারে পুরুষার্থের উপর নির্ভর করিতেছে। এই অতি প্রাচীনজাতি আপনার অতি প্রাচীন সংস্কার সমূহের দ্বারা এক প্রকার আবদ্ধ আছে এবং সমস্ত মনুষ্যজাতির পিতামহরূপী এই আর্য্যজাতি আপনার এক বৈজ্ঞানিক ভাব সমূহের তীব্র সংস্কারের দ্বারা এরূপ ওতপ্রোত আছে যে, সেই সকল ব্যতীত এই জাতির স্থিতি এবং উন্নতি অসম্ভব। যেমন যদি কোন মনুষ্য কোন কারণে পড়িয়া যায় তবে সে, যে ভূমিতে সম্বন্ধযুক্ত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে, উঠিবার সময়ও সে সেই ভূমির সহায়তায়ই উঠিতে সক্ষম হইবে, সেইরূপ ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যজাতির যে অনাদিসিদ্ধ ধর্ম্মসিদ্ধান্ত তাহার সকল সময়ে সাক্ষী হইয়া আছে, সেই ধর্ম্ম সংস্কারের অবলম্বনেই এই জাতি পুনরভ্যুত্থিত হইতে পারিবে, অন্যথা তাহার উন্নতি হওয়া সর্ব্বথা অসম্ভব।

পাশ্চাত্য বিদ্যার দ্বারা বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তিগণের এরূপ বিচার প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা এই জাতিকে ধর্ম্মরহিত করিয়া উন্নত করিতে চাহেন; এবং তাঁহারা বলেন যে সনাতনধর্ম্মের নানা সম্প্রদায় এবং নানা পন্থাদির মত ভেদই এই জাতিকে এরূপ অধঃপতিত অবস্থায় উপস্থিত করিয়াছে, অতএব ধর্ম্মের উপেক্ষা করা ব্যতীত এই জাতি কদাপি পুনরুন্নতি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না। এই প্রকার ব্যক্তিদিগের এই প্রমাদযুক্ত সিদ্ধান্ত কিরূপ সর্ব্বথা নিন্দনীয়, অকীর্ত্তিকর, অদূরদর্শী এবং অসত্য, তাহা পূর্ব্বকথিত অকাট্য

বিচ্ছিন্ন গ্রাহ্যং যত্নজ্ঞাঃ সাধবঃ সর্ব্বসম্মতাঃ।
সর্ব্বোপায়েন সংসেব্যাস্তে হ্যুপায়া ভবাম্বুধৌ॥

(ইতি পূজ্যপাদ ভগবান বেদব্যাস।)

য়াক্ত সমূহের দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। অপিচ আর্য্যজাতিরমধ্যে ধর্ম্মগত মত-পার্থক্য হইতে এই জাতির বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। অবশ্য ইহাতে সন্দেহ নাই যে, অজ্ঞতানিবন্ধন মত পার্থক্যের অবলম্বন হইতে যে রাগদ্বেষ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে বহুল পরিমাণে ক্ষতিহইয়াছে। কিন্তু এই হানির কারণ সাম্প্রদায়িক মতভেদ নহে। তবে ঘোর অমঙ্গলকারী অজ্ঞানই উহার প্রধান কারণ। বিদ্যার প্রচার এবং নিয়মিত উপদেশ দ্বারা অজ্ঞান দূর হইলেই সকল সম্প্রদায়, সকল ধর্ম্মমত এবং সকল ধর্ম্মপন্থার ঐক্য সংস্থাপন পূর্ব্বক আপন আপন কর্ত্তব্য সাধন করিতে করিতে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারেন। এসময় ইউরোপ এবং আমেরিকায় যতপ্রকার ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত পার্থক্য আছে সেরূপ কুত্রাপি নাই। পদার্থ বিদ্যার (সায়েন্স) উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপীয় জাতির ধর্ম্মসিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ মতভেদ হইয়া গিয়াছে। আদি খৃষ্টধর্ম্মসিদ্ধান্ত হইতে স্বতন্ত্র হইয়া প্রথমতঃ অগণিত খৃষ্টধর্ম্ম পন্থ প্রস্তুত হইয়াছে এবং দ্বিতীয়তঃ পদার্থ বিদ্যার কৃপায় প্রায় শিক্ষিত পশ্চাত্যপ্রজা একেবারেই শ্রদ্ধাহীন হইয়া ইচ্ছানুরূপ আচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ যে কোন সজ্জন ইউরোপীয় সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ে সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারা ভালরূপে জানেন যে, এ সময় যদি এরূপ বলা যায় যে ইউরোপীয় শিক্ষিত সমাজে যত ব্যক্তি আছেন, তত ধর্ম্ম মত আছে, তবে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। তবুও ঐ জাতিদিগের মধ্যে সংঘ শক্তির অসাধারণ উন্নতি এবং ঐ সকল জাতির অসাধারণ লৌকিক অভ্যুদয় যাহা হইতেছে, তাহা হইতে ইহা সিদ্ধান্ত হইল যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সাম্প্রদায়িক মতভেদ কোন জ্ঞান-পক্ষপাতী মনুষ্য জাতির ক্ষতি করিতে পারে না। যে প্রকার সঙ্গীত বিদ্যা সম্বন্ধীয় কোন বাদ্যাগারে বহু প্রকার যন্ত্র স্বরূপতঃ এবং শক্তিতঃ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইলেও যখন সকল গুলিই এক লক্ষ যুক্ত হইয়া কোন এক রাগ অথবা রাগিণী বাজাইতে তৎপর হয়, সেই সময় উহাদিগের সমষ্টি কার্য্য একরূপ হইয়া যায়, সেই প্রকার জ্ঞানপ্রচার এবং নিয়মবদ্ধ ব্যবস্থা দ্বারা অনেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে বিভক্ত আর্য্য প্রজা একরূপ হইয়া আপন ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় নিমিত্ত সকল কাম হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সঙ্গীত রসে রসিক সজ্জনবর্গ প্রায় ইহা অনুভব করিতে পারিবেন যে, যখন কোন সময় নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র কোন এক স্বরবিশেষে মিলাইয়া রাখা যায় তবে সেই সময় সেই বিভিন্ন যন্ত্র হইতে কোন একটী যন্ত্র বাজাইলে সকল যন্ত্রই সজীব প্রাণীর ন্যায় সেই এক স্বরেই বাজিতে থাকে। ফলতঃ সমগ্র আর্য্যজাতিকে নিয়মবদ্ধ করিয়া এই মহাযজ্ঞে দীক্ষিত করিলে সকল বর্ণ, সকল আশ্রম, সকল সম্প্রদায়, সকল পন্থা, সকল অধিকারের ব্যক্তিই নিমন্ত্রিত হইয়া যাইবে। এবং সকলে একবাক্য এবং এক প্রাণ হইয়া অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়সের অধিকারী হইবেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

স্থূল পিতৃস্বরূপ। পিতৃসেবার দ্বারা যে প্রকার পিতৃদেবের প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইলে, পুত্র সকল প্রকার কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র পৈতৃক বিভূতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই প্রকার কালক্রমে প্রাকৃতিক প্রবাহের অনুকূলে চলিলে মনুষ্য সকল প্রকার অভ্যুদয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং কালের বিরুদ্ধে চলিলে বিপত্তি এবং বিফলতা হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ফলতঃ আর্য্য জাতিকেও আপন সদাচার, আপনার সদ্ভাব এবং আপনার ধর্ম্মরক্ষা করিতে করিতে কালপ্রবাহের অনুকূল আত্মোন্নতি করা কর্ত্তব্য। আপনার আর্য্যজাতি-ভাবকে মুখ্য রাখিয়া এবং অন্য জাতির অনুকরণ করা নিন্দনীয় বুঝিয়া কেবল অন্যান্য জাতিতে কালানুরূপ যে যে অভ্যুদয়কারী গুণ আছে, সেই সকলের সংগ্রহ করা নিতান্ত উচিত। জ্ঞান-বৃদ্ধির বিচারে যেখানে যে কিছু বিদ্যা-বৃদ্ধিকারী শাস্ত্র অথবা উপদেশ আছে, উহাদিগের যথাযোগ্য সংগ্রহ করা সর্ব্বথা হিতকর হইবে। বিশেষতঃ এই বর্ত্তমান কাল-প্রবাহে প্রবাহিত পৃথিবীর অপর অপর আধিভৌতিক উন্নতি-সম্পন্ন জাতিসমূহ যে প্রকারে আপনার দেশ এবং আপনার জাতির লৌকিক উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই উদাহরণে তাঁহাদিগের গুণসমূহ সংগ্রহ করিয়া আর্য্য জাতিকেও বর্ত্তমান কালোপযোগী আধিভৌতিক উন্নতি করিবার জন্য যথাশক্তি যত্ন করা যুক্তিযুক্ত হইবে। তাহা কোন প্রকার লৌকিক হিতকর শাস্ত্রই হউক অথবা জ্ঞানই হউক উহার সংগ্রহ করিবার পক্ষে আর্য্য-জাতির পশ্চাৎপদ হওয়া কদাপি উচিত নহে।

ক্রমশঃ—

কর্ম্ম ক্ষেত্র।

এই সংসার, মানবের প্রকৃত বাসস্থান নহে। ইহা কেবল তাহার কর্ম্ম-ক্ষেত্রের স্বরূপ। যে স্থানে আমি, ইচ্ছামত বাস করিতে পারি না, যে স্থান হইতে আমাকে অন্যের আদেশে স্থানান্তরিত হইতে হয়, সে স্থান আমার প্রকৃত বাসস্থল বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; সে স্থানকে আমার কর্ম্মক্ষেত্র (বিষয় স্থল) বলা যাইতে পারে। মানব, ঐশিক নিয়মানুসারে সংসারে আগমন করে, ঐশিক নিয়মেই তাহাকে এস্থানে অবস্থিতি করিতে হয়, আবার ঐশিক নিয়মানু-সারেই আয়ুঃ শেষ হইলে, তাহাকে এস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক, স্থানান্তরিত হইতে

হয়। এস্থানে আগমন, অবস্থান, বা প্রতিগমন, কিছুই তাহার স্বেচ্ছাধীন নহে; কাযেই এ স্থান তাহার বাসস্থান নহে, কর্ম্মক্ষেত্র (বিষয় স্থল) মাত্র।

কুলীরা, যেমন কর্ম্ম করিবার জন্য চা বাগানে প্রেরিত হয়, মানবও তেমনি কর্ম্ম সাধনোদ্দেশেই, সেই বিশ্বনিয়ন্তা কর্ত্তৃক, এই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়াছে। এই জন্যই সামান্য দীনহীন পথের কাঙ্গাল হইতে, রাজ রাজেশ্বর পর্য্যন্ত সকলকেই কোনও না কোন কর্ম্ম লইয়া, তৎসম্পাদনজন্য, ব্যস্ততা সহকারে এস্থানে অবস্থান করিতে হইতেছে। চা বাগানাদির প্রেরিত কুলীর যে স্বাধীনতা আছে, এ কর্ম্মক্ষেত্র প্রেরিত মানবের সে স্বাধীনতা নাই, অর্থাৎ সে নিজ ইচ্ছায় এস্থানে আসিতে পারে না, নিজ ইচ্ছায় এস্থানে থাকিতে পারে না, কিম্বা নিজ ইচ্ছায় এস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অন্য স্থানে গমন করিতে পারে না। তাহার ঐ সকল কর্ম্ম কেবল সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই নিয়ত সম্পাদিত হইতেছে। আজ যিনি সম্রাট্, সাম্রাজ্যটী যাঁহার ইচ্ছা মাত্রে পরিচালিত, তিনিও ইচ্ছা করিলে, এস্থানে চির অবস্থান করিতে পারেন না, কিম্বা ইচ্ছা মাত্রেই এস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তর গমন করিতে পারেন না, তাঁহাকেও সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই পরিচালিত হইতে হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে;—

> "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
> ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া॥
> তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
> তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥"

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! সকল জীবের হৃৎ প্রদেশে সেই ঈশ্বর বিদ্যমান থাকিয়া যন্ত্রারূঢ় জীবগণকে মায়ায় পরিচালিত করিতেছেন। অর্থাৎ কাষ্ঠযন্ত্রারূঢ় কাষ্ঠ পুত্তলিকা যেমন নিজে চলিতে পারে না, সূত্রধর কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়; তেমনি এই দেহ যন্ত্রারূঢ় জীব, সেই দেহান্তর্য্যামী পুরুষ কর্ত্তৃক, তম্মায়ায় নিয়ত পরিচালিত হইতেছে। হে ভারত! তুমি সর্ব্ব প্রকারে সেই ঈশ্বরেরই শরণাগত হও। তাঁহার কৃপায় পরম শান্তিময় নিত্যধাম প্রাপ্ত হইতে পারিবে।" এই পরম শান্তিময় নিত্যধামই জীবের প্রকৃত বাসস্থান। "যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে" যথায় গেলে আর পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয় না, সেই নিত্যধাম-স্বধাম জগদীশ্বরের কৃপা ব্যতীত কেহ প্রাপ্ত হইতে পারে না। তিনিই কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম করিবার জন্য, জীবগণকে প্রেরণ করেন, তিনিই হৃৎপ্রদেশে বিদ্যমান থাকিয়া, জীবগণকে

কর্ম্মে নিয়োগ করেন, আবার তিনিই প্রসন্ন হইলে, জীবগণকে কর্ম্মে অব্যাহতি দিয়া, কর্ম্মক্ষেত্র হইতে পরম শান্তিময় জীবের প্রকৃত বাসস্থান-নিত্যধাম-'স্বধামে' লইয়া যান। অতএব এ কর্ম্মক্ষেত্রে কেহই স্বাধীন নয়, সকলেই সেই কর্ম্মক্ষেত্র-কর্ত্তা, বিশ্বনিয়ন্তা, বিশ্বেশ্বরের অধীন।

যাঁহার ইচ্ছায় এই সংসার-কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম করিবার জন্য আসা, কৈ তাঁহার কথা এখন মনে আছে কৈ? কৈ এখন তাঁহার আনুগত্য স্বীকার কৈ? এখন যে 'হাম রাজ্জা হুয়া।' আমিই এই কর্ম্মক্ষেত্রের হর্ত্তা-কর্ত্তা-নিয়ন্তা-বিধাতা। আমার ইচ্ছাতেই সব হচ্চে, যাচ্চে, আস্‌ছে। এখন আর তিনি কে? এখন যে আমিই এই কর্ম্মক্ষেত্রকে সম্পূর্ণ অধিকার করে বসেছি। এখন যে আমিই এই কর্ম্মক্ষেত্রের সর্ব্বময়-সর্ব্বকর্ত্তা। কিন্তু এ কর্ত্তৃত্ব কয়দিনের জন্য? এ অহং কৃতিত্ব আর কয়দিন থাকিতে পারে? যখন আবার তাঁহার ইচ্ছায়, তাঁহার আজ্ঞায় আমাকে এই কর্ম্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে, তখন এ অহং কৃতিত্ব কোথায় থাকিবে? তখন যে রাজ রাজরা, ফকির ফকরা সকলকেই এক অবস্থায় পতিত হইতে হইবে। তখন তুমিও যে ক্ষেত্রের কর্ম্মচারী, আমিও সেই ক্ষেত্রেরই কর্ম্মচারী; তুমিও যাঁহার চাকর, আমিও তাঁহারই চাকর। এখন যেমন তিনি নাই, তৎস্থলে অহং আসিয়াছে, অহং বসিয়াছে, তখন আবার অহং নাই, থাকিলেও কৃতিত্ব নাই, অহং স্থলে তিনিই আসিবেন, তৎস্থলে তিনিই বসিবেন। তখন আমি যে, কর্ম্মচারী-কর্ম্মক্ষেত্রের চাকর, সে চাকরই থাকিব। তাই বলি ভাই! রাজা হও, ফকির হও, ধনী হও, কাঙ্গাল হও, বিদ্বান হও, মুর্খ হও, কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া, অভিমান ভরে, সেই কর্ত্তারকথা বিস্মরণ হইও না। এ তোমার চিরবাসস্থান নয়, কেবল কর্ম্মক্ষেত্র মাত্র মনে রাখিয়া, স্বকর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল যথাবৎ সম্পাদন করিতে চেষ্টা পাও, এবং যাঁহার ইচ্ছায় এই কর্ম্মক্ষেত্রে আসা, যাওয়া, থাকা, সর্ব্বপ্রকারে তাঁহারই শরণাগত হইতে চেষ্টিত হও; তাহা হইলেই তাঁহার কৃপায়, কর্ম্মে অব্যাহতি প্রাপ্তে, অবসর গ্রহণ করিতে পারিবে। তাঁহার অভিপ্রেত কর্ম্ম সকল যথাবৎ সুসম্পন্ন হইতে দেখিলেই তিনি প্রসন্ন হয়েন, এবং তিনি প্রসন্ন হইলেই কর্ম্মে অব্যাহতি দিলে পুরস্কার (পেন্‌সন) প্রদান করিয়া থকেন। অতএব এই কর্ম্মক্ষেত্র ত্যাগ করতঃ, যদি সেই পরম শান্তিময় নিত্যধাম স্বধাম প্রাপ্ত হইতে চাও, তাহা হইলে সেই কর্ত্তার কথা মনেরাখিয়া, স্বকর্ত্তব্যকর্ম্মসকল যথাবৎ সুসম্পন্ন করিতে চেষ্টাপাও। এ তোমার প্রকৃত বাসস্থান নহে, তাহাও যেন সদাসর্ব্বদা মনেথাকে। অদ্য কিম্বা শতাব্দান্তে'

নিশ্চই তোমাকে এ স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক, স্থানান্তরিত হইতে হইবে, তাহাও যেন বিস্মরণ হইও না। আর কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া, অভিমানভরে নিজেই কর্ত্তা সাজিয়া বসিও না। তুমি যে ক্ষেত্রের কর্ম্মচারী, কর্ম্ম করিবার জন্য, এই সংসার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরিতহইয়াছ, আবার কর্ত্তার হুকুম হইলেই তোমাকে স্থানের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে. তাহা সতত মনে রাখিয়া, তন্নিয়োজিত.কর্ম্মসকল, কর্ত্তব্য-বোধে, সদা সুসম্পন্ন করিতে চেষ্টা পাও, তাহা হইলেই কর্ম্মক্ষেত্রে আসিবার উদ্দেশ্য সফল হইবে। পরিনামে, চির আরামে, পরম শান্তিময় নিত্যধাম স্বধামে গিয়া, কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ম্মফলস্বরূপ তাহার শ্রীচরণসান্নিধ্যলাভে, পরম সুখে কালাতিবাহিত করিতে পারিবে। আর কর্ম্ম করিবারজন্য নানাবেশধারণ পূর্ব্বক, এই সংসার কর্ম্মক্ষেত্রে পুনঃ পুন আসিতে হইবে না। অতএব কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া, কর্ম্মে শিথিল হইওনা, যথা সাধ্য আবশ্যকীয় কর্ম্মসম্পাদনে, কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ম্ম করিতেথাক, নিজকর্ত্তৃত্ব বিস্মরণ হইয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ত্তারকর্ত্তৃত্ব মনে রাখিয়া এই কর্ম্মক্ষেত্রে সদা বিচরণ কর, আর "গৃহীতইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচর।" অর্থাৎ মৃত্যুকর্ত্তৃক ধৃতকেশহইয়াছাবোধে নিয়ত কেবল ধর্ম্মের আচরণকর। আর সদাই মনেরাখ, এ সংসার মানবের প্রকৃত বাসস্থান নহে, ইহা কেবল তাহার কর্ম্মক্ষেত্র মাত্র।

শ্রীতারিণী শঙ্কর বাগচী—
'কৈজুরী শ্রীশ্রীহরিভক্তিপ্রদায়িনী সভার' সম্পাদক।

দেহ ও সংসার।

—()—

যতক্ষন দেহ ততক্ষণ ভোগ এবং যতক্ষণ ভোগ ততক্ষণ সংসারের প্রয়োজন। প্রকৃতির গুণসম্ভব পঞ্চভূতসমষ্টি সংসার, দেহের ভোগ প্রদান করিবার নিমিত্ত আকাশরূপ স্থান দান, বায়ুরূপে নিশ্বাস প্রশ্বাসের সুবিধা, তেজোরূপে শারীরিক উষ্ণতা ও আহার্য্য পদার্থ পরিপাককার্য্য, বারিরূপে শারীরিক রস রক্তাদি সঞ্চালনক্রিয়া এবং পৃথ্বীরূপে সেইসকল দেহ ধারণ ও পোষণ করিয়া নিরন্তর অবস্থিতি করিতেছে।' মহাদেবের অষ্টমূর্ত্তিপূজায় এইনিমিত্ত দেখাযায় "সর্ব্বায় ক্ষিতি মূর্ত্তয়ে নমঃ, ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ, রুদ্রায় অগ্নি মূর্ত্তয়ে নমঃ উগ্রায় বায়ু মূর্ত্তয়ে নমঃ, ভীমায় আকাশ মূর্ত্তয়ে নমঃ, পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে

নমঃ, ঈশানায় সূর্য্য মূর্ত্তয়ে নমঃ, মহাদেবায় সোম মূর্ত্তয়ে নমঃ"। অর্থাৎ ভগবান মহাদেবই ক্ষিত্যাদি অষ্টমূর্ত্তি-পরিগ্রহপূর্ব্বক বিরাজিত আছেন। গীতায়ও ভগবান বলিয়াছেন,—

ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ খং মনো বুদ্ধি রেবচ।
অহংকার ইতীয়ংমে ভিন্না প্রকৃতি রষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমেঽপরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

৭ম অঃ। ৪।৫ শ্লো॥

অর্থাৎ পৃথ্বী, জল, বহ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার আমার (প্রত্যেকের) এই বিভিন্ন অষ্ট প্রকৃতি আছে। এতদ্ব্যতীত আমার (প্রত্যেকেরই) অপরা প্রকৃতি জীবভূত হইয়া জগৎ ধারণ করিয়া থাকেন।

সুতরাং যতক্ষণ দেহ ধারণ করিতে হয় ততক্ষণ তাহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত উপাদান ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের প্রয়োজন হইয়া থাকে। কারণ ভোগ ব্যতীত দেহ রক্ষা কিছুতেই সংসাধিত হইতে পারে না। এবং পঞ্চভূত হইতেই সেই ভোগের পদার্থ উৎপন্ন হয়। অতএব যতক্ষণ দেহ ততক্ষণ সংসার এবং দেহের নাশই সংসার নাশ ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। এখানে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, নাশের সঙ্গেসঙ্গেই যদি সংসার বিনষ্ট হইল, তবে যতক্ষণ সংসারে অবস্থিতি করা যায়, ততক্ষণ যাহাতে দেহের সুখ স্বচ্ছন্দ হয় তাহাই করি না কেন? কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলে এ প্রশ্নের মীমাংসা সহজেই হইতে পারে। জীবে যাহাকে দেহের স্বচ্ছন্দ বলে তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে দেহেরস্বচ্ছন্দ নহে, দেহ জড়পদার্থ সুখ দুঃখ ভোগ করিবার ক্ষমতা উহার কিছু মাত্র নাই। মনই দেহের দ্বারা সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। যেরূপ বেশ ভূষাদির মলিনতা অথবা পরিচ্ছন্নতাদি নিবন্ধন শরীরের কোন প্রকার দুঃখ অথবা সুখাদি না হইলেও মন তজ্জন্য দুঃখ সুখাদি অনুভবকরে, সেইরূপ শরীরে কোন প্রকার আঘাত বা ভোগাদি ব্যাপার উপস্থিত হইলে মনের দুঃখ স্বচ্ছন্দাদি অনুভব হয় মাত্র। এই নিমিত্ত মৃত্যুর পর শবদেহে অগ্নি সংযোগ হইলেও দেহের মধ্যে মন অবস্থিত নাথাকায় দেহের কোনও রূপ দুঃখাদির অনুভব থাকে না। সুতরাং অনুভবশক্তি দেহের নাই, মনই সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। মন যে সাংসারিক সুখ দুঃখ ভোগ করে তাহার সংস্কার তাহার (মনের) মধ্যে থাকিয়া

যায়। সেই সংস্কারই বীজ রূপে পরজন্মের সূচনা করে। সুখ ভোগকরিয়া তাহার তৃপ্তি লাভ হয় না, কাজেই সে আরও সুখ ভোগের অভিলাষী হয়, এবং দুঃখের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ সে কেবল সেই দুঃখের ধ্বংস কি উপায়ে হইতে পারে, সর্ব্বদা তাহারই কল্পনা করিতে থাকে। কিন্তু জীবের আয়ু এবং দেহের ভোগ সামর্থ্য চিরস্থায়ী নহে, সুতরাং সুখে অতৃপ্তি ও দুঃখের প্রতি বিদ্বেষ এই উভয়ের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেই তাহার ইন্দ্রিয় শৈথিল্য বা বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়। তখন তাহার দেহের ভোগ সামর্থ্য অথবা দুঃখে বাধা দিবার সামর্থ্য না থাকিলেও কি উপায়ে সে সুখভোগ এবং দুঃখে বাধাদিতে পারে, কেবল তাহার মনে সেই চিন্তাই উদিত হইতে থাকে। এই অবস্থায় দেহের অবসান হইলেই তখন তাহার সুখে অতৃপ্ত এবং বিদ্বেষ বিজৃম্ভিত মন পূর্ব্ব সংসারের বা পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বা বাসনা বীজ লইয়া পুনরায় দেহ রচনা করে।

সৃষ্টির উপকরণ লইয়া এই বিরাট জগৎ আবহমান কাল হইতে সমভাবেই অবস্থিতি করিতেছে—সেই পৃথ্বী, সেই জল, সেই তেজ, সেই বায়ু, সেই আকাশ—জীবশরীরেরউপকরণরূপে নিরন্তর জীবদেহের উৎপাদন, এবং পরিপোষণ করিতেছে, আবার সেইসকলদেহস্থিত স্বস্ব অংশসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক জীবদেহ ধ্বংশ করিতেছে। ইহাই জীবদেহের উৎপত্তি এবং বিলোপের রহস্য। সুতরাং সংসারও যে কয়টী উপাদানে গঠিত, প্রত্যেক জীবদেহও সেই কয়েকটী উপাদানে গঠিত। জীব যতদিন যেকোন দেহ ধারণপূর্ব্বক অবস্থানকরে, ততদিন সংসারেরসাহায্যব্যতীত তাহার কিছুতেই চলেনা। শরীরে পার্থিব অংশের অভাব উপস্থিত হইলে জীবের ক্ষুধা, জলীয় অংশের অভাব উপস্থিত হইলে তৃষ্ণা, তৈজস অংশের অভাব উপস্থিত হইলে শীত, বায়বীয় অংশের অভাব উপস্থিত হইলেই নিশ্বাস গ্রহণ করিতে হয়, এবং আকাশের অংশের অভাব হইলে জীবের চৈতন্যলোপ হইয়াথাকে। সুতরাং যতক্ষণ জীব দেহ ধারণ করিয়া থাকে, ততক্ষণ তাহাকে সংসারের সহিত সম্বন্ধ রাখিতেই হইবে। এই নিমিত্ত দেহত্যাগ ব্যতীত কিছুতেই সংসার ত্যাগ হইতে পারে না। যতক্ষণ মন থাকিবে ততক্ষণ তাহার মধ্যে সংসারের সুখভোগ এবং দুঃখ ত্যাগের বাসনা থাকিবেই থাকিবে—এই বাসনাই শাস্ত্রে সৃষ্টির বীজবলিয়া উক্ত হইয়াছে। শ্রুতিতে দেখাবার অযত্নোপনত দ্রষ্টব্য বিশয়ে যেরূপচক্ষু পুনঃপুনঃ পতিতহয়, সেইরূপ ধীর বুদ্ধি ব্যক্তিও বাসনা প্রযুক্ত হইয়া কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। বিষয় জ্ঞান দ্বারা

প্রকটিত বিষয়ানুরূপ চিত্তবৃত্তিই বাসনানামে অভিহিত হয়। বহুদিন হইতে যে দ্রব্য উপভোগ করাযায়, চিত্তে তাহার চিন্তা উপস্থিত হইলে তাহার চাঞ্চল্য অবশ্যম্ভাবী। সেই চিত্ত চাঞ্চল্যই জন্ম ও মৃত্যুর কারণ। কারণ পূর্ব্ব বাসনা বশতঃই চিত্ত, বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়, এবং তাহা হইতেই বাসনার উৎপত্তি হইয়া থাকে। শ্রুতি বলেন চিত্তরূপ বৃক্ষ হইতে প্রাণস্পন্দন ও বাসনা এই দুইটী বীজ উৎপন্ন হয়, ইহার একটীর ক্ষয় হইলেই উভয়েই ক্ষীণ হইয়া বিনষ্ট হয়। যাঁহারা অসঙ্গ ভাবে সংসারে ব্যবহার করিতে পারেন, যাহাদের চিত্ত হইতে সংসারভাবনা দূরহইয়াছে, এবং দেহ নশ্বরবলিয়া মনোমধ্যে ধারণা হইয়াছে, তাঁহাদের বাসনা প্রবৃত্ত হইতে পারে না, বাসনা সম্যক পরিত্যক্ত হইলে চিত্তের চিত্তত্ব থাকে না, মনও বাসনা বিহীন হওয়ায় বিষয় গ্রহণে অক্ষম হয়। কাজেই তখন তাহার অস্তিত্বও বিলুপ্ত হয়। তাই স্পষ্টই শ্রুতিতে দেখা যায়ঃ—

বন্ধোহিবাসনাবন্ধোমোক্ষঃ স্যাদ্বাসনাক্ষয়ঃ।
বাসনাং সংপরিত্যজ্য মোক্ষার্থিত্বমপিত্যজেৎ॥

অর্থাৎ যেব্যক্তি বাসনাদ্বারাআবদ্ধ সেইব্যক্তিই প্রকৃত প্রস্তাবে বদ্ধ, এবং যে ব্যক্তির বাসনা ক্ষয়হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই মুক্ত। অতএব বাসনা সম্যকরূপে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষাভিলাষ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবে। ভগবানও গীতায় ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেনঃ—

নির্ম্মানমোহাজিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যাবিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥

সুতরাং মন দমিত বা মনের বিনাশ না হইলে কিছুতেই বাসনা ক্ষয় হইতে পারে না। শ্রুতিও বলিয়াছেনঃ—

মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈনির্বিষয়ং স্মৃতম॥

অর্থাৎ মনই মনুষ্যে বন্ধ ও মোক্ষের কারণ। মন, বিষয়াশক্ত হইলে বন্ধন এবং নির্বিষয় হইলে মুক্ত হইয়া থাকে।

সুতরাং মনকে সুখ দুঃখের অতীত না করিলে কিছুতেই সংসার ত্যাগ অর্থাৎ পুনর্জ্জ। অতিক্রম করিতে পারা যায় না। যে পঞ্চভূতের সাহায্যে জগৎ বিরচিত হইয়াছে, তাহার তত্বপর্য্যালোচনাকরিলে স্পষ্টইদেখাযায় যে, পৃথ্বী অপেক্ষা বারি সূক্ষ্ম এই নিমিত্ত পৃথ্বীরমধ্যে বারি ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করি-

তেছে, বারি অপেক্ষা তেজ সূক্ষ্ম এই নিমিত্ত পৃথ্বীমধ্যবর্ত্তী বারিবিন্দু মধ্যেও তেজ নিহিত আছে, তেজ অপেক্ষা বায়ু সূক্ষ্মবলিয়া সেই তেজের মধ্যেও বায়ুর অবস্থিতি দেখা যায়, এবং আকাশ সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম হওয়ায় বায়ুর অনুভবনীয় সূক্ষ্ম কলিকা মধ্যেও আকাশ অবস্থিত। কিন্তু মন আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, এই নিমিত্ত মন প্রবেশ করিতে পারে না, এরূপ পদার্থ জগতে নাই। বলাবাহুল্য যে পদার্থ যত সূক্ষ্ম সেইপদার্থ অপেক্ষাকৃত স্থূলপদার্থের মধ্যে প্রবেশকরিলে ঐ সূক্ষ্ম পদার্থের কিছুকিছু অংশ সেই স্থূলপদার্থের মধ্যে থাকিয়া যায়। এই নিমিত্ত জলতত্ত্ব, তেজস্তত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, আকাশতত্ত্ব এবং মনস্তত্ত্ব, পৃথ্বীতত্ত্বের মধ্যে ক্রমসূক্ষ্ম ভাবে অবস্থিতি করিতেছে—এবং এইরূপে অবস্থানহেতু পৃথিবী বা সৌরজগত সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম জীবদেহে পরিপূর্ণ দেখা যায়। সুতরাং দেহ ও সংসার একই পদার্থ-একই উপকরণে গঠিত এবং একই কার্য্যে নিয়োজিত।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তি-বিদ্যানিধি।

মহা পরিষদের সম্মিলন।

নাসিক সনাতনধর্ম্ম মহাপরিষদের প্রধানমন্ত্রী আয়ুর্ব্বেদমহোপাধ্যায় পণ্ডিত শঙ্করদাজী শাস্ত্রীপদের নিমন্ত্রণপত্র আসাতে এবং শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধানসভাপতি শ্রীমন্মহারাজবাহাদুর দ্বারবঙ্গাধিপতির আদেশমত, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীযুক্তরায় বাহাদুর পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী মহোদয় কতিপয় সভ্য ও কর্ম্মচারির সহিত ২৩শে মে বম্বে মেইলে ৺কাশীধাম হইতে রওয়ানা হইয়া তৎ পরদিন নাসিক পৌছিয়া গোদাবরীস্নানাদি আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক শাস্ত্রী পদেজী মহাশয়েরসহিত অধিবেশন সম্বন্ধীয় পরামর্শ করিয়াছিলেন।

২৫শে মে শনিবার প্রাতঃকালে মুরলীধর ধর্ম্মশালাতে সনাতন ভারতধর্ম্ম মহাপরিষদের সবজেক্ট কমিটির অধিবেশন হইয়াছিল। এবং তদ্দিবসেই অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় বিজয়ানন্দ থিয়েটার হলে মহাপরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইল, যাহা ২৭শে মে পর্য্যন্ত ছিল। উক্ত অধিবেশনে সম্মিলিত হইবার জন্য ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থল—যথা কাশী, প্রয়াগ, কলিকাতা, বরার, পনবেল, আগরা, নীখর, কানপুর, নাগপুর, পুণা, বম্বে, রেলগ্রাম, ইন্দোর, দিল্লী, বিকানীর,

বরোদা বাঁইসেতার, পোখর, হায়দ্রাবাদ, আহমদাবাদ, জয়পুর, সিন্ধু ইত্যাদি হইতে তত্রত্য গণ্যমান্য সনাতন ধর্ম্মহিতৈষী সভা মহোদয়গণ উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত রায়বাহাদুর পণ্ডিতমহারাজনারায়ণ শিবপুরীমহাশয় সর্ব্বসম্মতি ক্রমে পরিষদের সভাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহার সভাপতির আসন গ্রহণকরিবার অব্যবহিত পরেই মঙ্গলাচরণ করাহয়। তৎপরে সভাপতি মহাশয় একটি অতি সংক্ষেপ সারগর্ভ বক্তৃতা দিলেন, যাহার সারাংস নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

প্রথমতঃ তিনি শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের কার্য্য প্রণালী এবং তাহার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনাকরিলেন, এবং রেজিষ্টরী হওয়ার দিন হইতে যে সমস্ত ধারা বাহিক কার্য্যপ্রণালী এবং প্রান্তীয়মণ্ডলের স্থাপনাহইয়াছিল, তাহা শেষ করিয়াবলিলেন যে, উত্তর ভারতে পাঁচটি ও দক্ষিণ ভারতে পাঁচটি সর্ব্বশুদ্ধ এই দশটি প্রান্তীয়মণ্ডল স্থাপনকরা শ্রীমহামণ্ডলের প্রথমহইতেই মনস্থআছে, তন্মধ্যে উত্তর ভারতে পাঁচটি মণ্ডলই শ্রীমহামণ্ডলের নিয়মানুসারে স্থাপিত হইয়াছে, এবং উহাদের কার্য্যালয়গুলি কলিকাতা, দ্বারবঙ্গ, মথুরা, লাহোর এবং আজমীর নগরীতে স্থাপিত হইয়াছে। এখন ইহা আহ্লাদের বিষয় যে, অদ্য পরিষদের এই সম্মিলনীহইতে দক্ষিণভারতেও এই কার্য্যের আরম্ভ হইল। আশাকরি যে, শীঘ্রই উত্তর ভারতের ন্যায় এখানেও প্রান্তীয়মণ্ডল স্থাপিতহইবে। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে ইহা সকলেরই বোধগম্য হইবে যে, আমাদের হিন্দুধর্ম্ম এমনই এক প্রকার অভ্রান্ত সারগর্ভ এবং বিজ্ঞান সম্ভূত যে, অদ্যাবধি ইহা বিদেশীয় ভাবগুলিহইতেআপনাকেঅক্ষুণ্ণরাখিয়া স্বদেশীভাব আমাদের মনেতে আরোপিত করিয়াদিয়া আমরা সমস্ত সনাতনধর্ম্মাবলম্বিদিগের উন্নতি এবং রক্ষাসাধন করিতেছে। ইহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই যে ধর্ম্মোন্নতি দ্বারায়ই ভারতের পুনরভ্যুদয় হইবে। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল ধর্ম্মসংস্থা, ইহারসহিত রাজনৈতিক আন্দোলনের কোনও সংশ্রব নাই কেবল ধর্ম্মোন্নতি ও ধর্ম্ম প্রচারই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য, অথচ ইহার যতগুলি শাখা সভা আছে, তাহারাও ইহারই অনুগামিনী। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান সভাপতি হিজ হাইনেস্ অনরেবল সার শ্রীমান রামেশ্বরসিংহবাহাদুর কে, সি, আই, ই, দ্বারবঙ্গাধিপতির ধর্ম্ম-কার্য্যেতে প্রবৃত্তি অতীব প্রশংসনীয়, তাঁহার দ্বারা ধর্ম্মের উন্নতি অনেক হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতেও ততোধিক হইবার আশা আছে। ভারতের ধর্ম্মকার্য্যেতে তিনি

বিশেষরূপ সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। এবং মহা পরিষদকেও ধন ইত্যাদির দ্বারায় অনেক সহায়তা করিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত সমগ্র মহামণ্ডলের পরিবর্ত্তে আমাকে ও তাঁহার নিজ পক্ষ হইতে স্বীয় এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোপীনাথ সর্ম্মা মহোদয়কে এই অধিবেশনে সম্মিলিত হইয়া ধর্ম্মকার্য্যোতে সহায়তা করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। আমি আর অধিক কিছু না বলিয়াই স্বীয় বক্তব্য শেষ করিতেছি, এবং ভগবানের নিকট ইহা প্রার্থনা করিতেছি যে, এই পরিষদের দ্বারায় দক্ষিণ ভারতে ধর্ম্ম জাগ্রত হোক।

তদনন্তর বম্বের শ্রীবেঙ্কটেশ্বরযন্ত্রালয় এবং তন্নামধেয়সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী নানা শাস্ত্রোদ্ধারক শ্রীমান সেঠ খেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাসমহাশয় মহাপরিষদের স্বাগতকারিণী সভা, এবং কার্য্যকারিণীসভা উভয়েরপক্ষহইতে নিজের যাহাবক্তব্য তাহা স্বকীয় সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক শ্রীবেঙ্কটেশ্বরসমাচারপত্রের সম্পাদক, শ্রীমান পণ্ডিত জগন্নাথশর্ম্মা শুক্ল মহাশয়েরদ্বারা পড়াইয়া শুনাইলেন। উহার সারমর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃতকরাহইল। প্রিয় সনাতন ধর্ম্মাভিমানী ধর্ম্মোৎসাহি ধার্ম্মিক মহোদয়গণ! আপনারা সকলের শুভাগমন হোক, আপনারা যেরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া এখানে আগমন পূর্ব্বক আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন তাহাতে আমাদের সম্পূর্ণ আশা যে আপনাদের যথারীতি অভ্যর্থনার ত্রুটি হইলেও আপনারা তাহা গ্রহন না করিয়া স্বীয় ক্ষমা শীলতা ও উদারতার পরিচয় দিবেন। অদ্য আমি আপনাকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করিতেছি যেহেতু ভবাদৃশ ধর্ম্মাত্মা মহোদয় গণের অভ্যর্থনা করিবার সুযোগ পাইলাম। অকুল সমুদ্রমধ্যস্থ সনাতনধর্ম্মরূপী নৌকা তীরস্থ করিবার উপায় উদ্ভাবনজন্য আপনাদের শুভাগমন হইয়াছে। পুরাকালে মুনি, ঋষি, সাধু শাস্ত্রদর্শী বিদ্বান মহাত্মাগণ তীর্থস্থানে এই প্রকার সমবেত হইয়া জগতের কল্যান কামনা করিতেন। কাল প্রভাবে এখন তাহারা আমাদের হিত বিষয়ক কোনও কথা ব্যক্ত করিতেছেন না তথাপিও আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, সেই দয়াবান ঋষিগণ অলক্ষিত ভাবে আপনাদেরমধ্যে জগতেরহিতসাধক বিষয়গুলির প্রচারকরিবারশক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিয়া থাকেন্। কে বলিতে পারে যে, সেই শক্তিদ্বারা চালিত না হইয়া ভবাদৃশ মহাত্মাগণ এই সম্মিলনীতে একত্রিত হইয়াছেন? তজ্জন্যই এই সম্মিলনীদ্বারা অনেকগুলি উপযোগী বিষয়ের মীমাংসাহইবার আশা নিতান্তইস্বাভাবিকবলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। যে পঞ্চবটী হিন্দুদিগের পরমারাধ্য আদর্শ শ্রীরামচন্দ্রের পদধুলিপ্রাপ্তে পবিত্রহইয়াছে, এবং যাহাকি এখনও পতিতপাবনী গোদাবরীদ্বারা বিধৌতহইতেছে সেই স্থানে আমাদের সম্মিলনীহওয়াতে সর্ব্বপ্রকারবাধাবিঘ্ন অতিক্রমকরিয়া সম্যকসফলতা লাভেরদিকে অগ্রসর হইবে ইহাতে বিচিত্র কি, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কৃপাতে ও আপনাদের ঐকান্তিক চেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারা শাস্ত্রমর্য্যাদানুমোদিত ধর্ম্মরক্ষাবিষয়ককার্য্য অবশ্যই ফলীভূত

হইবে। মহাপরিষদ ১৯৫৩ সম্বতে আশ্বিনের শুক্লা দশমীতে স্থাপিত হইয়াছিল, তদবধি এখন পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদ মহোপাধ্যায় পণ্ডিত শঙ্করদাজী শাস্ত্রীপদে ইহার প্রবর্ত্তক, উৎপাদক এবং প্রমুখ মন্ত্রী আছেন। এই জন্যই মহাপরিষদ এখনপর্য্যন্তও নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার বিশেষতা এইযে অন্য কোনও সংস্থার সহিত বিরোধ না করিয়া যথ শক্তি নিজের কাজ করি। ... মতভেদ হওয়া সর্ব্বত্রই স্বাভাবিক কিন্তু তজ্জন্য মুখ্য উদ্দেশ্য ও কার্য্য নষ্ট করা কোনও ক্রমেই যুক্তি যুক্ত নহে। সুখের বিষয় এই যে মহাপরিষদ প্রমুখ পরিষদ সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্যেই এই বিষয়েকে বিশেষ লক্ষ রাখিয়া চলিয়াছেন। যেমন এইখানে মহাপরিষদ নামক ধর্ম্মসভা স্থাপিত হইয়াছে ঠিক সেইপ্রকার উত্তর ভারত বর্ষেতেও ইহার অনেক পূর্ব্বে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল নামীয় মহাসভা স্থাপিত হইয়া ছিল, তথাপি সেইসময়ে উভয়ের মধ্যে কোনও প্রকার ব্যবহার ছিল না। কিন্তু যে সময় ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের অধিবেশন দিল্লীতে হইয়াছিল সেই সময় মহাপরিষদ হইতে নির্ব্বাচিত কতিপয় সভামহোদয় তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতে দুই সভার পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্টতা আরম্ভ হয়। মহাপরিষদ ইহা উত্তম রূপে জ্ঞাত আছেন যে ভারতবর্ষে এক ধর্ম্মের একাধিক সভা থাকিলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাতে বাধা উপস্থিত হয়। তজ্জন্যই মহা পরিষদ শ্রীমহামণ্ডলকে প্রথম হইতে প্রাধান্যতা দিয়া আসিতেছেন। কিন্তু মধ্যে শ্রীমহামণ্ডলের বিপক্ষে কতিপয় অদূরদর্শী লোক সনাতন ধর্ম্ম মহাসভা নাম দিয়া আর এক সভা সংস্থাপিত করে, তজ্জন্য মহাপরিষদকে অনেক দিন পর্য্যন্তই ঔদাসিন্য অবলম্বন করিয়া কালকাটাইতে হইয়াছিল পরিষদের এই উদ্দেশ্য ছিল যে এই দুই এর মধ্যে যিনি বিরাট সভার অনুরূপ কার্য্য করিবেন তাহাকেই প্রাধান্যত্ব প্রদান করা যাইবে, এবং অন্যান্য ধর্ম্মসভা ও তাহার অধীন নিজ নিজ কার্য্য চালাইবে। যাহারা সমগ্র ভারতবর্ষে ধর্ম্মসভার বীজ রোপনরূপ মহৎ কার্য্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের সভাকে এবং অন্যান্য মাননীয় সঞ্চালকগণকে পশ্চাৎপদ করিয়া অন্যান্য নবীন ব্যবস্থা কারী দিগকে আশ্রয় দেওয়া পরিষদের যুক্তি যুক্ত বোধ হইল না। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের ধর্ম্মকার্য্যে প্রধান প্রধান স্বাধীন নৃপতি গণ এবং ভারতের গণ্য মান্য নেতৃবৃন্দ এবং বিদ্বন্মণ্ডলী সম্মিলিত হইয়াছেন। কেবল ইহাই নহে কিন্তু যে শ্রীমহামণ্ডল মহাপরিষদের সূচনা গুলিকে সময় সময় স্বীকার পূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্য করিয়া স্বীয় উদারতা এবং ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া নিজের আত্যন্তিকী চেষ্টাও কার্য্যতৎপরতার পরিচয় দিয়াছেন, সেই শ্রীমহামণ্ডলকে প্রাধান্য দেওয়াই পরিষদের নিকট নিতান্ত যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। মহাপরিষদের এই বিষয় নিতান্ত আহ্লাদ যে, শ্রীমহামণ্ডলের অধীন থাকিয়া অন্যান্য ধর্ম্মসভানুরূপ কার্য্যে তৎপর আছেন। সবদিক দেখিয়া শুনিয়া এই বিষয়টির এই প্রকার সিদ্ধান্তে আমার সম্মান পরিষদের প্রমুখ মন্ত্রী পণ্ডিত শঙ্কর দাজী শাস্ত্রী পদের প্রার্থনা।

মেম্বর দিগের মধ্যে নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ আছেন—যথা শ্রীমান হরি গোবিন্দ লিভ্রকর শেঠ বারসে, জ্যোতির্বিভূষণ শ্রীমান রামকৃষ্ণ দাজী জোষীপদে, বৈদ্যপঞ্চানন শ্রীমান লক্ষ্মণ রাও বালকৃষ্ণ ফনশীকর, স্বধর্ম্মধুরন্ধর শ্রীমান ডাক্তার পোপট প্রভুরাম বৈদ্য এল, এম, এস, এল, সি, জে, পী, স্বধর্ম্ম ভাস্কর শ্রীমান মাণিক লাল অমৃত লাল ঘোষে, রাঃ বাঃ শ্রীমান গিরিজা শঙ্কর ত্রিবেদী, আয়ুর্ব্বেদ মহোপাধ্যায় শ্রীমান বাসুদেবাচার্য্য অপনাপুরে, শ্রীমান জনার্দ্দন রাঘোস সাহনীজী বনমালী, শ্রীমান বসন্তরাও ভাউতনপদে, স্বধর্ম্মধুরন্ধর শ্রীমান বানরাও দামোদর পীতকে জে, পি, চিকিৎসক চূড়ামণি শ্রীমান গণেশ ভাউ কুলপর্ণি ইত্যাদি।

প্রস্তাবক—আয়ুর্ব্বেদ মহোপাধ্যায় শ্রীমান শঙ্কর দাজী শাস্ত্রী পদে।

অনুমোদক—শ্রীমান সেঠ লক্ষ্মীদাস নাগরদাস সরাফ।

(৫) শ্রীশঙ্করাচার্য্য উৎসব কমিটী এবং দামাজী পন্ত উৎসব মেগল পেট, ইহাদের কমিটিকে সহানুভূতি সূচক টেলিগ্রাম পাঠান হোক।

প্রস্তাবক—রাঃ বাঃ শ্রীমান দাজী সাহেব কেতকর উকীল।

অনুমোদক—রাঃ বাঃ শ্রীমান লক্ষ্মণ শাস্ত্রী ফনশীকর।

(৬) হিন্দি ভাষা রাষ্ট্রীয় হওয়া দরকার, এবং হিন্দীভাষা সকল স্থানেতে প্রচার হওয়া চাই। প্রত্যেক উপদেশকের হিন্দীভাষা শিক্ষা দেবার জন্য কার্য্যকারিণী সভার চেষ্টা করা উচিত।

প্রস্তাবক—শ্রীমান পণ্ডিত জগন্নাথ শর্ম্মা শুক্ল।

অনুমোদক—রাঃ বাঃ শ্রীমান গণেশলক্ষণ পাগে।

(৭) অগ্নিহোত্রী, উপাধ্যায় জ্যোতিপাধ্যায়, ইত্যাদির জন্য, স্নান, পূজা, অথচ অন্যান্য সাহায্য করিবার যথা সম্ভব যত্ন সর্ব্বসাধারণের করা উচিত।

প্রস্তাবক—বৈদ্যরাজ রাঃ বাঃ শ্রীমান গোপাল রাও বিবলকারজী।

অনুমোদক—রাঃ বাঃ শ্রীমান লালা সাহেব সুটেজী।

(৮) বিদ্যা এবং ধর্ম্মের রক্ষা তথা প্রচারেরজন্য অর্থের বিশেষ আবশ্যকতা, তজ্জন্য মুষ্টিভিক্ষা অথবা সংস্কার কালীন দক্ষিণা এবং দানের রীতি প্রচলন করা হউক।

প্রস্তাবক—আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য শ্রীমান পণ্ডিত কিশোরীলাল সনাজী।

অনুমোদক—রাঃ বাঃ শ্রীমান আপ্পাশাস্ত্রীজী চোপড়েকর।

অনন্তরাও কাবড়ে উকীল।

অনুমোদক—রাং রাং শ্রীমান শ্রীধর শাস্ত্রীজী দেশ পাড়ে।
" " " বিনায়করাও গোসাবী উকীল।
" " " সখারাম শাস্ত্রীজী টিল্লু।

(৯) জন সাধারনের নিকট হইতে সাহার্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বথ-মও সাহার্য্য দান করিয়া, যাহাতে ধর্ম্মনীতি, আচার এবং নানা প্রকারের বিদ্যার প্রচার হয়, তদ্বিষয়ে কার্য্যকারিণী সভার বিশেষ যত্ন করা উচিত।

প্রস্তাবক—চতুর্ব্বেদী শ্রীমান দ্বারকা প্রসাদ শর্ম্মা পক্ষ।
অনুমোদক—শ্রীমান বাবু জয়বিজয় নারায়ণ সিংহ।
" রাং রাং শ্রীমান বিনায়ক রাও গোস্বামী উকীল।
" রাং রাং শ্রীমান ভীকাজী গণেশ শাস্ত্রী।
শ্রীমান পণ্ডিত বদরীনারায়ণ শুক্ল।

(১০) জ্যোতিষ শাস্ত্রের উন্নতির চেষ্টা করা উচিত।

প্রস্তাবক—রাং রাং শ্রীমান জোষীবাবা বুয়া তোড়বালে।
অনুমোদক—রাং রাং শ্রীমান কৃষ্ণশাস্ত্রী বাপট সত্তাবধানী।

(১১) ধর্ম্মদৃষ্টিতে নিষিদ্ধ পদার্থগুলি পরিত্যক্ত হওয়া উচিত। সেইজন্য বিদেশী চিনি অথবা চরবী সংমিশ্রিত ঘি, এই প্রকার দ্রব্যের নিরোধ প্রত্যেকের পক্ষেই নিতান্ত আবশ্যকীয়।

প্রস্তাবক—রাং রাং শ্রীমান আপা সাহেব কেতকর উকীল।
অনুমোদক—শ্রীমান পণ্ডিত গোপীনাথ শর্ম্মাজী।

(১২) শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান সভাপতি শ্রীমান অনারেবল মহা-রাজা রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর কে, সি, আই, ই, দ্বারবঙ্গাধিপতি, ধর্ম্মবিষয়েতে তন্মন্ ধন্‌দিয়া দিবারাত্রি সমধিক উৎসাহের সহিত যে মহা যত্ন করিয়াছেন, এবং স্বয়ং মহা পরিষদকে এক মহদাশ্রয় দিয়াছেন, তজ্জন্য এই সভা মহারাজ বাহাদুরের মহান উপকার স্বীকার পূর্ব্বক মিথিলাধিপতির সম্পূর্ণ আয় তথা আরোগ্য এবং সন্ততির জন্য পরম কারুনিক ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীমান বাবা সাহেব খরে উকীল।
অনুমোদক—রাং রাং বৈদ্যরাজ শ্রীমান গোপাল রাও বিকলকার।
শ্রীমান শেঠ লক্ষ্মীদাস নাগর দাসজী সরাফ।

বিশেষ কার্য্য।

—:*:×:*:—

মহাপরিষদের পক্ষ হইতে আয়ুর্ব্বেদ মহোপাধ্যায় শ্রীমান পণ্ডিত শঙ্করদাজী শাস্ত্রীপদে, কতিপয় মহাশয়ের নামাবলী সভাপতি মহাশয়ের সমক্ষে রাখিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল হইতে উপাধি দিবার জন্য অনুরোধ করেন। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, উপাধি দিবার অধিকার কেবল সভাপতি-রই আছে, তজ্জন্য তিনি আহ্লাদের সহিত তাহা প্রধান সভাপতির নিকট পাঠাইবেন।

ইহার পর সভাপতি শ্রীমান রায়বাহাদুর পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী সভাসদ দিগকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন যে, মহাপরিষদ শ্রীভারতধর্ম্ম মহা-মণ্ডলের শাখাসভা রূপে পরিণত হওয়াতে বড়ই আনন্দ বোধ হইতেছে এবং যে প্রান্তীয় মণ্ডল স্থাপিত হইবে, তাহার ধর্ম্ম প্রচারের জন্য শ্রীভারতধর্ম্ম মহা-মণ্ডল হইতে একজন উপদেশক রাখিবার আজ্ঞা দিলেন অথচ তাহাকে মহা-মণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয় হইতে মাসিক বৃত্তি দিবার বিষয় সূচনা করিলেন।

নাসিকের যোগশালার অধ্যাপক শ্রীমান রাও রাও রাজারাম শাস্ত্রীজী বজের নিকট হইতে উক্ত যোগশালার বর্ণনা শুনিয়া এবং অল্পবয়স্ক ব্রাহ্মণ বালকদিগের যোগ ক্রিয়া দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া অধ্যাপক মহাশয় এবং শিষ্যদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবারজন্য কাশীনাথ বিঠ্ঠল ডোগরেকে মাসিক ২৲ টাকা বৃত্তি এক বৎসরের জন্য নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন।

২৮শে মেতে বিজয়ন গ্রাম নিবাসি, দক্ষিণ ভারতে "ইণ্ডিয়ান স্যাণ্ডো" অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় স্যাণ্ডো নামে বিখ্যাত শ্রীমান রামমূর্ত্তি নাইডু অতি প্রশংসনীয় ব্যায়াম প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। তিনি দুই খানা পাথর যাহা ওজনে ৫০ মনেরও অধিক পৃষ্ঠের উপর রাখিলেন, এবং তাহার উপর চারিজন লোকে হাতুড়ী চালায় এবং লোহার শিকল দুই স্কন্ধের বলের দ্বারা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এবং সর্ব্বশেষে একত্রে বাঁধা দুই দেশীগাড়ী যাহাতে ২৫ জন লোক বসিয়াছিল, তাহার উপর দিয়া চলিয়া যায়, উহার এক চাঁকা তাহার পীঠের উপর দিয়া এবং দ্বিতীয় চাঁকা তাঁহার জঙ্ঘার উপরদিয়া চলিয়া গেল। ভারতের এতাদৃশ বীরকে কলি-যুগের ভীম বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। তাহার গুণাবলী দেখিয়া প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয় অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া বলিয়াছেন যে তাহাকে শ্রীভারতধর্ম্ম

মহামণ্ডলের কোনও ভাবী অধিবেশনে সম্মানিত করিবার প্রস্তাবনা করা হইবে।

বৈদ্যক সম্মেলন।

তারিখ ২৪শে মে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় বিজয় নন্দ থিয়েটার হলে আয়ুর্বেদ সম্বন্ধীয় সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শাস্ত্রপাদের আমন্ত্রণ পাইয়া দেশ দেশান্তর হইতে বৈদ্য মহোদয়গণ উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। এই বৈদ্য সম্মেলনের সভাপতি শ্রীমান বাবু মাধবেন্দ্র নারায়ণ সিংহজী বিশেষ কোনও কার্য্যোপলক্ষে চুনার গিয়াছিলেন। অনতিক্রমণীয় কারণ বশতঃ সম্মাননীয় কার্য্য করিবার জন্য স্বয়ং যথাসময় সভাস্থলে উপস্থিত হইতে না পারায় নাসিক নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যরাজ শ্রীমান রাও বাহাদুর গোপাল রাও বিবলকর মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আয়ুর্বেদ মহোপাধ্যায় পণ্ডিত শঙ্কর দাজী শাস্ত্রীপদে মহোদয় স্বাগত কারিণী সভার বক্তব্য শুনাইলেন। স্বাগত কারিণী সভার সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতাতে আয়ুর্বৈদ্যক শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রযত্ন একত্র করিবার চেষ্টাটি প্রকাশ পাইয়া ছিল। এতদ্ব্যতীত বক্তৃতা মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বলা হইয়াছিল। অনন্তর ভারতবর্ষীয় বৈদ্যগণের সভায় [illegible] হইলে পর যে কোনও উপায়েই হউক আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের পুনরুদ্ধারকল্পে কৃতকার্য্য হওয়া যায়, সর্ব্বান্তঃকরণে তদ্বিষয় প্রযত্ন করাই সকলের সম্মতি অনুসারে নিশ্চিত হয়। তদ্ব্যতীত ভারতবর্ষীয় বৈদ্যশাস্ত্রাধ্যায়ী মহাশয়দিগকে সম্মান ও উৎসাহবর্দ্ধনার্থে উপাধিও প্রদত্ত হয়, যাহা ধর্ম্ম প্রচারকে মুদ্রিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ সভার অধিবেশন।

২৫শে মে রাত্রি ১ ঘটিকার সময়, পঞ্চবটীস্থ শ্রীকালারামজী মন্দিরে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়গণের এক বিরাট সভা হইয়াছিল। সভার প্রারম্ভে প্রায় ১ঘণ্টা পর্য্যন্ত মন্ত্রধ্বনি হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ মহাসভার আবশ্যকতা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দয়ারাম শাস্ত্রী [illegible] মহোদয় ও পণ্ডিত শ্রীমান গোপীনাথ শাস্ত্রী দীর্ঘকালব্যাপক হৃদয়গ্রাহী ভাবপূর্ণ বক্তৃতা করেন। অবশেষে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে এক্ষণ পর্য্যন্ত ভারতের উপকার যাহা হইতেছে ব্রাহ্মণ দ্বারাই এবং ভবিষ্যতেও ইঁহাদের দ্বারাই যে ভারতবর্ষের পুনরুন্নতি সাধিত হইবে ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান সভাপতি শ্রীমান হিজ হাইনেস অনারেবল মহারাজা বাহাদুর সার শ্রীরামেশ্বর সিংহজী মহোদয় কে সি আই ই মিথিলাধিপতির ২২শে জুলাই দারবঙ্গ রাজমহল আনন্দবাগের সুসজ্জিত প্রধান দরবারে, বাঙ্গালার ছোটলাট সার শ্রীমান এণ্ড্রু ফ্রেজার সাহেব বাহাদুর স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ছিলেন এবং তথাকার কার্য্যকলাপাদি সমস্ত পরিদর্শন করিয়া মহারাজকে বংশ পরম্পরাগত "মহারাজা বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন, এবং নিজ বক্তৃতায় মহারাজ বাহাদুরের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলেন যে, বর্ত্তমান জন হিতকর বিষয়ে আপনার অপরিসীম উৎসাহ ও স্বদেশ হিতৈষণা অতীব প্রশংশনীয়। ভবাদৃশ সুপ্রতিষ্ঠিত, সুযোগ্য সজ্জন ব্যক্তির স্বদেশ কল্যাণার্থে এরূপ মস্তিষ্ক পরিচালনা নিতান্ত সন্তোষকর, বিশেষতঃ ইহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। মহারাজ বাহাদুর ছোটলাট বাহাদুরের হর্ষের প্রতিদান স্বরূপ পঞ্চাস সহস্র টাকা দ্বারবঙ্গ সহরের উন্নতির জন্য এবং পঞ্চাশ সহস্র টাকা পাটনা সহরে জলের কল নির্ম্মানার্থে প্রদান করিয়া স্বীয় উদারতা ও স্বদেশ হিতৈষীতার সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে শুধু আমরা কেন আমাদের সমস্ত পাঠকবৃন্দ অথবা সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেই মহারাজা বাহাদুরের সুপ্রতিষ্ঠিত রাজ সম্মানের বিষয় অবগত হইয়া পরম আনন্দানুভব করিবেন সন্দেহনাই।

---

(১) শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের ডেপুটেশন (সঞ্চার কার্য্যালয়) শ্রীমথুরা পুরীতে উপস্থিত হইয়া শ্রীব্রহ্মাবর্ত্ত ধর্ম্মমণ্ডল প্রান্তীয় কার্য্যালয়ের সংস্কার করাইয়া এবং ঐ মণ্ডলের একটী অধিবেশনে যোগদান করিয়া পরে হরিদ্বারে উপস্থিত হয়। শ্রীমহামণ্ডলের প্রধান অধ্যক্ষ রায় বাহাদুর পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী মহাশয় ও নৈনিতালের কার্য্য শেষ করিয়া হরিদ্বারে ডেপুটেশনে যোগদান করেন। হরিদ্বারের কার্য্যাদি সমাধা করিয়া ডেপুটেশন এখন মিরাটের ধর্ম্ম সভার সংস্কার এবং উন্নতি করাইবার জন্য মিরাটে উপস্থিত হইয়াছে। মিরাটের ধর্ম্মকার্য্য শেষ হইলে ডেপুটেশন আবার মথুরা পুরীতে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। শ্রীব্রহ্মাবর্ত্ত ধর্ম্মমহামণ্ডলে কার্য্য করিয়া পরে ডেপুটেশন শ্রীরাজস্থান ধর্ম্মমণ্ডলে যাইবার সম্ভাবনা।

---

(২) শ্রীমথুরাপুরীতে গত অধিবেশনে যে সকল কথা হইয়াছে এবং নাসিকে মহাপরিষদের অধিবেশনে যে সকল ধর্ম্মকার্য্য হইয়াছে, তাহার বিবরণ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। শ্রীযুক্ত প্রধানাধ্যক্ষজী মহাশয় নৈনিতালে অবস্থিতি কালে

অনেকগুলি কার্য্য করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটী প্রধান কার্য্য এই যে, শ্রীমথুরা পুরী, সোঁরো, হরিদ্বার, এবং শ্রীকাশীধাম, এই চারিটী তীর্থের মঠ, মন্দির, অন্নসত্র আদি ধর্ম্মালয়সমূহের একটী ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করিবার জন্য স্বতন্ত্ররূপে চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছেন। এবং চারিস্থানে উহা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

---

(৩) হরিদ্বারে ঋষিকুল, তথাকার আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয় ও পাঠশালা, উপদেশক কমিটী, তথাকার সংস্কৃত পাঠশালাসমূহ আদি ধর্ম্মকার্য্যগুলির পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ডেপুটেশন উহাদের কর্ত্তৃপক্ষগণকে যথাযোগ্য সৎপরামর্শ দিয়াছেন। আশাকরি তথাকার ধর্ম্মকার্য্য গুলির ক্রমশঃ উন্নতি হইবে এবং এই মহাতীর্থেতে মহামণ্ডলের একটী কেন্দ্র স্থায়ী এবং দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইবে।

---

(৪) পূজনীয় স্বামী জ্ঞানানন্দজী মহারাজ মিরাট হইতে শীঘ্র শ্রীমথুরা পুরীতে প্রত্যাগমন করিবেন। পরে ডেপুটেশনের সহিত তাঁহার মধ্য ভারত এবং রাজপুতানা যাইবার সম্ভাবনা। প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রায়বাহাদুর পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরীজী এখন মিরাট হইতে শ্রীকাশীধামে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

---

(৫) মিরাটের বৈশ্য অনাথালয় দেখিয়া শ্রীমহামণ্ডল কর্ত্তৃপক্ষগণ বড়ই সন্তোষ হইয়াছেন। ঐ ধর্ম্মকার্য্য সম্বন্ধে যে মত ভিজিটরস্ বহিতে প্রকাশিত করা হইয়াছে, তাহা নীচে দেওয়া হইল। উহা পাঠ করিলেই পাঠকগণ ঐ কার্য্যের স্বরূপ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রী১০৮ স্বামী কেশবানন্দজী মহারাজ, ধার্ম্মিকবর লালা রামানুজ দয়ালু মহাশয় ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহোদয়দিগের সহিত বিগত ১৯০৭ ২৭শে জুলাই তারিখে, বৈশ্য অনাথালয়ের ধর্ম্মকার্য্য পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলন। আমার মতে এই অনাথালয়ের শিক্ষাপ্রণালী ও ব্যবস্থা বড়ই প্রসংশনীয়। অনাথালয়ের বাটী বড়ই উপযোগী, সুন্দর এবং চিত্তাকর্ষক। বিশেষতঃ সনাতন ধর্ম্মানুসারে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সুরক্ষার বিচার ইহার প্রত্যেক কার্য্যপ্রণালীর সহিত

দেখিয়া চিত্ত অতি প্রসন্ন হইয়াছে। আমি যে যে অনাথালয় পরিদর্শন করিয়াছি, সেই সকলের মধ্যে ইহাকে কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ দেখা গেল। বস্তুতঃ সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী, সৎগৃহস্থ মাত্রেরই এই ধর্ম্ম কার্য্যের উন্নতি নিমিত্ত সহায়তা প্রদান উচিত। আমি আশা করি যেরূপ যোগ্যতার সহিত ইহার কার্য্যকর্ত্তৃগণ এই ধর্ম্মকার্য্যে যত্ন করিতেছেন, সেই প্রকার পুরুষার্থ করিতে থাকিলে ইহা একটী আদর্শ অনাথালয় হইয়া যাইবে। হিন্দুজাতির বিরাট সভা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের উচিত যে, উক্ত ধর্ম্ম কার্য্যকর্ত্তৃগণকে সম্মিলিত করিয়া তাঁহাদিগের উৎসাহবৃদ্ধি করেন, সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী দাতাদিগের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা আপন আপন দান ধর্ম্মের যথা দেশকাল পাত্রানুসারে নিয়োজিত করিয়া এরূপ সাত্ত্বিক কার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্য সম্পাদন করেন।

(স্বাঃ) জ্ঞানানন্দ

শ্রীহট্ট ধর্ম্মপ্রচার।

ইতিপূর্ব্বে আমরা শ্রীহট্ট হইতে কয়েকটি স্থায়ী সভার সংবাদ পাইয়াছি, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ শাসন বাল্যাশ্রমসভা, জ্ঞানবিকাশিনী সভা, ও তৎ সংসৃষ্ট পুস্তকালয়, জ্ঞানপ্রদায়িনী সভা, বিদ্যোৎসাহিনী সভা, সেবকাশ্রম সভা, ও বাণী বিবর্দ্ধিনী সভার নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই সকল সভার স্থাপয়িতৃ ও স্থায়ী কর্ত্তৃপক্ষগণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াই, যেরূপ অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্যাদি পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে অচির কাল মধ্যেই যে উক্ত সভাসকল শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য সাধন পূর্ব্বক স্ব স্ব নামের প্রকৃতার্থ সম্পাদনে উত্তরোত্তর ভারতবর্ষের পুনরভ্যুদয় পথে অগ্রসর হইবে তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে পরম কারুনিক পরমেশ্বরের কাছে পূর্ব্বোক্ত সভা সমূহের স্থায়ীত্ব ও সমুন্নতি কামনা করিতেছি। আমরা আশান্বিত রহিলাম, উত্তর কালেও এই প্রকার অভিলষিত সমাচার পাইয়া কৃতার্থম্মন্য হইব।

পরন্তু শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরসুন্দর সাংখ্যরত্ন মহাশয়, মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য সাধন কল্পে দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণ পূর্ব্বক আর্য্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ার্থে যেরূপ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন ইহাতে ক্রমশঃই তাহার শ্রম সফল হইয়া অচিরাৎ চরম সীমায় উন্নীত হইবে বলিয়াই আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস।

শ্রীমহামণ্ডল, বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বনাথের কাছে কৃতী সাংখ্যরত্ন মহাশয়ের পারিবারিক নিরাপদ নিরাময় ও নির্ব্বাধ জীবন প্রার্থনা করিতেছেন। ইতি—

মহামণ্ডল সংবাদ।

ভারতের রাজরাজেশ্বর সপ্তম এডোয়ার্ড মহোদয়ের জন্মদিনোৎসব উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে বাঙ্গালার ছোটলাট বাহাদুর স্বয়ং দারভাঙ্গায় উপস্থিত হইয়া শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান সভাপতি হিজ হাইনেস্ অনারেবল সার শ্রীরামেশ্বর সিংহজী মহারাজা বাহাদুর কে, সি, আই, ই, মিথিলাধিপতি মহোদয়কে বংশ পরম্পরা "মহারাজা বাহাদুর" উপাধিপ্রদানের সংবাদে সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেই সমধিক সন্তোষলাভ করিয়াছেন। এবং তজ্জন্য স্থানে স্থানে গণ্য মান্য সম্ভ্রান্ত স্বধর্ম্মানুরাগী মহোদয়গণ আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সহ মিলিত হইয়া আনন্দোৎসব করিয়াছেন। বিগত ১২ই আগষ্ট কলিকাতা শ্রীমান শেঠ চুনিলাল কজুরীবাল্যার পক্ষ হইতে দমদমা রোডস্থ উদ্যানে শ্রীমান রায় বদ্রীদাস মুকিম বাহাদুরের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। কলিকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তি অনেকেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। সকলেই মহারাজ বাহাদুরকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং অকৃত্রিম রাজভক্তির পুরস্কার স্বরূপ উপাধির দ্বারায় মহারাজকে বিভূষিত করার জন্য গবর্ণমেণ্টকেও অজস্র ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভাপতিকে ধন্যবাদানন্তর সভাভঙ্গ করা হয়। আমরা মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি যে মহারাজা বাহাদুর দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া নিরন্তর অবিনশ্বর কীর্ত্তিধারায় বিভূষিত হউন।

শ্রীমান ঠাকুর জরচরণ সিংহজী চৌহান শ্রীরাজস্থান ধর্ম্মমণ্ডলের বৈতনিক ম্যানেজার নিযুক্ত হইলেন। এখন হইতে উক্ত প্রান্তস্থিত ধর্ম্মসভা সমূহের লিখা পড়া ইত্যাদি উঁহার দ্বারায়ই করাইতে হইবে।

মথুরাবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যমুনা দত্তজী শর্ম্মা বিগত ১৫ই আগষ্ট হইতে মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তিতে শ্রীব্রহ্মাবর্ত্ত ধর্ম্মমণ্ডলের বৈতনিক উপদেশক নিযুক্ত হইলেন। এই প্রান্তস্থিত ধর্ম্মসভাসকল প্রথম হইতেই উপদেশকের জন্য উপরোক্ত মণ্ডলের দ্বারায় মথুরার ঠিকানায় লিখা পড়া করাইতে পারিবেন।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের ব্রতধারী উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রজী ধর্ম্মপ্রচারার্থে মধ্য প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছেন। এই প্রান্তস্থিত যে সমস্ত সভায় উপদেশকের প্রয়োজন হয়, তাহারা যথা সময় প্রধান কার্য্যালয়ে জানাইলেই সেই সেই সভায় উপস্থিত হইবার জন্য উপদেশককে আদেশ প্রদান করা যাইবে।

উপদেশক ভ্রমন।

——:০:——

শ্রীমান পণ্ডিত বাবুরামজী শর্ম্মা মহোপদেশক, জুলাই মাস হইতে পুনরায় ধর্ম্মকার্য্যে প্রবর্ত্ত হইয়া ডেপুটেশনের সহিত যশোবন্তনগর, ইটাবা, মথুরা, হরিদ্বার, মেরট প্রভৃতি স্থানে যথারীতি ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন।

উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রবণলালজী শর্ম্মা জুলাই মাস, রাজপুতন ধর্ম্মমণ্ডলান্তর্গত সুনারা রাজ ইন্দোর, ২৫ শে জুন হইতে ৬জুলাই পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে ব্যখ্যা করেন। তত্রত্য অধিবাসীগণ, শ্রীযুক্ত চৌবে গোবর্দ্ধন দাসজী থানাদার সুনারা দ্বারায় শ্রীমহামণ্ডলকে এককালীন ২৫৲ টাকা দান করান। পরে তথা হইতে ৬ই জুলাই ভেদোঁদা পৌঁছিয়া ২৪ জুলাই পর্য্যন্ত শ্রীদ্বারিকানাথজীর মন্দিরে প্রভাবশালী বক্তৃতা করেন। তদনন্তর অনাত্ত বিলম্বে পচ পাহার পৌছেন ও একাক্রমে ৯ দিন অবস্থান করিয়া পূর্ব্বানুরূপ যথাশাস্ত্র ধর্ম্মবিষয়ে ব্যখ্যান দেন এবং তথাকার ২৮জন ধার্ম্মিক মহোদয়কে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সাধারণ সভ্য শ্রেণীভুক্ত করেন।

উপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গৌরীশঙ্করজী অগ্নিহোত্রী মহাশয় ৭ই জুলাই হইতে দেহলী প্রেম সভায় ৩ দিন ধর্ম্ম বিষয় বক্তৃতা করেন। তথায় শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের মহোপদেশক বিদ্যাবারিধি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জ্বালাপ্রসাদজী মিশ্র, ও কূর্ম্মাচল ভূষণ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাদত্তজী পন্ত প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত মহোপদেশক সকলেরই ধর্ম্মব্যাখ্যা নিতান্ত হৃদয় গ্রাহিণী হইয়াছিল। একটি ঋষিকুলাশ্রম স্থাপন করা সর্ব্ব সম্মতিক্রমে লিখিত হয়, যাহারজন্য ১২০০৲ শত টাকা চাঁদা সভাস্থলেই স্বাক্ষরিত হয়। অগ্নিহোত্রী মহোদয় তথা হইতে ১৪ তারিখ ভারমউ গ্রাম, কণৌজ প্রদেশে পৌছেন ও সাকার, বিদ্যা, এবং অবতার সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা করেন। সেখান হইতে ১৮ তারিখেই সংডীলা পৌছেন ও তথায় একাধারে ৬দিন অবস্থান করিয়া কেবল বিদ্যা সম্বন্ধেই বক্তৃতা করিয়া অবশেষে ৮কাশীধাম প্রধান কার্য্যালয় উপস্থিত হন। মাত্র ৫দিন এখানে অবস্থান করিয়া আজমগড় যাত্রা করেন। তাঁহার প্রেরিত সেখানকার রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, তত্রত্য সভাসমূহের কার্য্য প্রণালী শিথিল হইয়া গিয়াছে, সুতরাং স্থানীয় ধর্ম্মোৎসাহী মহাত্মা গণের তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া একান্ত আবশ্যক।

শ্রীমান স্বামী আলারাম সাগর সন্ন্যাসীজী, ২৮ ই জুলাই তারিখে লক্ষ্ণৌ জিলা ইটৌ-

যাতে উপস্থিত হইয়া ২৮ ও ২৯ তারিখ বেদোক্ত সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন এবং তথা হইতে অনতিবিলম্বেই স্বরং কস্কুদ্দ গমন করিয়াছেন।

সাধুলোকের কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত স্বামী আলারাম সাগর সন্ন্যাসীজী মহোদয়ের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও প্রচলন সামর্থ্য অনির্ব্বচনীয়। তিনি সম্পূর্ণ নিস্বার্থ ভাবে বিশেষতঃ শারীরিক পরিশ্রম ইত্যাদি গ্রাহ্য মাত্র না করিয়া ধর্ম্ম প্রচারে যেরূপ প্রযত্ন করিতেছেন, তাহা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেরই অত্যন্ত প্রসংশনীয়। স্বামীজী বর্ত্তমানে ৯৬ বৎসর বয়ঃক্রমে পদার্পন করিয়াও যতদূর কার্য্যতৎপরতা দেখাইতেছেন, আমাদের বোধ হয় একজন যুবা উপদেষ্টার পক্ষেও সেরূপ করিয়া উঠা প্রায় অসম্ভব বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। এই প্রকার ধর্ম্মব্রতী মহাত্মাদের সংখ্যাধিক্য হইলে, অত্যল্প বিলম্বেই সনাতন ধর্ম্মের পুনরুন্নতি হইবে বলিয়া সম্পূর্ণ আশা করা যাইত।

সাধারণ সভ্য।

—:০:×:০:—

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ বিগত এপ্রিল মাসে ১৲ টাকা চাঁদা দিয়া শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সাধারণ সভ্য হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মিত্র,	এলাহাবাদ।
„ হরিদাস নন্দী,	ঢাকা।
„ ডাক্তার রমেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়,	জব্বলপুর।
„ বিশেশ্বর প্রসাদ সিংহ, একাউণ্টেণ্ট।	ঐ
„ বংশীধর মহন্তী মোক্তার।	ঐ
„ চন্দ্রমণি শর্ম্মা কম্পিউ।	ঐ
„ গোপীকান্ত বসু উকীল।	ঐ
„ কৃষ্ণপ্রসাদ সিংহ, উকীল।	ঐ
„ সাধুচরণ দাস, উকীল।	ঐ
„ বংশীধর মহাপাত্র উকীল।	ঐ
„ কালীচরণ দাস, শিক্ষক বহারমপুর	ঐ
„ বালকৃষ্ণ দাস মোক্তার	ঐ
„ গুরুচরণ দাস, জমীদার	ঐ
„ গৌরশ্যাম পাণ্ড্য মোক্তার	ঐ

প্রহ্লাদচরণ চট্টনায়ক কানুনগো	ঐ
„ অদ্বৈত প্রসাদ মিত্র, পেস্কার	ঐ
„ অদ্বৈত বল্লভ রায়, লোকালবোর্ড।	ঐ
„ হরেকৃষ্ণ দাস।	ঐ
„ দেবেন্দ্র নাথ দাস হেডক্লার্ক।	ঐ
„ চন্দ্রমণিদাস, ষ্টাম্পবিক্রেতা।	ঐ
„ ডাক্তার প্রিয়নাথ ঘোষ পুরুষোত্তম পুর।	ঐ
„ নদীয়াচাঁদ মিত্র, কাটারোসাহি।	কটক
„ কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী উকীল	জয়পুর।
„ বিনোদ বিহারী ঘোষ, হেডমাষ্টার।	ঐ
„ নীলমণি মিশ্র শিক্ষক,।	ঐ
„ ব্রহ্মানন্দ দাস, উকীল।	ঐ
„ মোহিনী মোহন মহাপাত্র।	ঐ
„ নটবিহারী ঘোষ, মুনসিফ্।	ঐ
„ কামিনী কুমার সরকার।	ঐ
„ হারাধন মিত্র, উকীল।	ঐ
„ উপেন্দ্রনাথ দাস, মোক্তার।	ঐ
„ দেবেন্দ্র প্রসাদ বাগচি, মুন্সেফ।	ঐ
„ নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বি, এল।	কলিকাতা।
„ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,	ঐ
„ শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম, এ,	ঐ
„ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	ঐ
„ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,	কলিকাতা।
„ ধরণীকান্ত চট্টোপাধ্যায়,	মৈমনসিংহ।
„ সন্তোষকর মুখোপাধ্যায়, হেডমাষ্টার।	ময়ূরভঞ্জ।
„ অনুকুলচন্দ্র রায়, সবজজ।	ঐ
„ যতীন্দ্র মোহন ধর, সবরেজিষ্টার।	ঐ
„ জয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়;	ঐ
„ শৈলেন্দ্রনাথ সরকার, হেডমাষ্টার।	ঐ
শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু জজ,	ময়ূরভঞ্জ।
„ হরিপদ মৈত্র, অডিটর আফীস	ঐ
„ বিপিন বিহারী সেন,	ঐ

"	মহেন্দ্রনাথ ভট্ট, ক্লার্ক,	ঐ
"	অমৃতানন্দ রায় সাহেব,	ঐ
"	দেবেন্দ্র চন্দ্র আইচ, চিফ মেডিকেল অফিস	ঐ
"	মোহিনী মোহন ধর, দীবোয,	ঐ
"	ফণিমাধব মুখোপাধ্যায়, সেক্রেটরী,	ঐ
"	উপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়,	মতিহারী।
"	তুলসীদাস পাল, ১৫৫ চালপাড়া	চন্দননগর।
"	মাখনলাল মোদক, নিজ বালিয়া,	পটিহল।
"	শিবপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়,	কলিকাতা।
"	পশুপতিনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,	কুচবিহার।
"	রজনীকান্ত দত্ত, প্লীডার, মগুরা	যশোহর।
"	শম্ভুনাথ জানী,	বরাকপুর।
"	গিরীন্দ্রনাথ বেদান্তরত্ন,	ময়মনসিংহ।
"	গদাধর চাইত,	মেদনাপুর।
"	উপেন্দ্রনাথ বোস,	কলিকাতা।
"	বিপিনবিহারী দাস, মহন্ত, চন্দননগর	মেদনাপুর।
"	চিন্তামণি সিং মাষ্টার,	ময়ূরভঞ্জ।
"	সুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, ষ্টেট উকীল,	ঐ
"	দ্বারকানাথ দাস পদনায়ক,	মেদনাপুর।
"	কালী প্রসাদ ভট্টাচার্য্য,	ঐ
"	যশোরাজ ঠাকুর দলাল, বড়বাজার	কলিকাতা।
"	মহামহোপাধ্যায় কালী কিশোর তর্করত্ন,	শ্রীহট্ট।
"	নবকিশোর দে,	কলিকাতা।
"	হরকুমার গুপ্ত ডাক্তার, গৌরীপুর,	গোয়াল পাড়া।
"	নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়,	কলিকাতা।
"	নাদীর চন্দ্র সাহা, সুরেন্দ্র নাথ সাহা,	ঐ
"	মন্মথ নাথ কুমার,	ঐ
"	জ্ঞানপদ চট্টোপাধ্যায়, সেক্রেটরী সাহিত্য সভা,	হুগলী।
"	কুমুদ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়,	সিমলা।
"	কৃষ্ণ কিশোর গোস্বামী,	মালদহ।
"	হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,	কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ভবতারণ রায়,	কলিকাতা।
" ভোলানাথ মৈত্র, টালিগঞ্জ,	ঐ
" মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায়, কালিঘাট,	ঐ
" আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল,	চট্টগ্রাম।
" অবিনাস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেডমাষ্টার,	ঐ
" বিপিন চন্দ্র দাস গুপ্ত, রহমত গঞ্জ,	ঐ
" নন্দলাল মিত্র, টালিগঞ্জ,	কলিকাতা।
" আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, টালিগঞ্জ,	ঐ
" সত্যজীবন লাহিড়ী,	কৃষ্ণনগর।
" ভবনাথ ভট্টাচার্য্য,	ফুলতলা।
" অনুকুল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়,	কলিকাতা।
" গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,	বায়গোলা।
" হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়,	কলিকাতা।
" ফণি ভূষণ মুখোপাধ্যায়,	পুটারী, ২৪ পরগণা।
" সরোজ রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ম্যানেজর,	বঙ্গধর্ম্মমণ্ডল।

দান প্রাপ্তি।

—()—

এপ্রিল ১৯০৭ ইং।

মাসিক সহায়তা খাতে।

মাননীয় শ্রীযুক্ত মহারাজা সার জেনারেল অমরসিংহজী বাহাদুর, কে, সি, এস, আই, জম্বু। ৩০০৲

মাননীয় শ্রীযুক্ত হিজ হাইনেস্ মহারাজা অনারেবল সার রামেশ্বর সিংহজী বাহাদুর কে, সি, আই, ই, মিথিলাধিপতি। ১৫০৲

এ, এল, এ আর, অরুনাচল চেটীয়ারজী জমিদার দেবকোট মান্দ্রাজ। ৩০৲

মাননীয় হিজ হাইনেস মহারাজা শ্রীযুক্ত ইন্দ্র মহেন্দ্র মেজর জেনারেল সার, প্রতাপ সিংহজী বাহাদুর জি, সি, এস, আই, ভারত মার্ত্তণ্ড কাশ্মীরাধিপতি। ২৫০৲

মাননীয় শ্রীযুক্ত হিজ হাইনেস্ মহারাজা বাহাদুর কৈঁথল। ১০০৲

বার্ষিক সহায়তা খাতে।

হিজ হাইনেস্ মাননীয় শ্রীমান মহারাজা বাহাদুর ইন্দোর। ৫০০৲

বিশেষ সহায়তা খাতে।

শ্রীমতী সনাতন ধর্ম্মসভা রায়বেরেলী হইতে প্রাপ্ত ৩১৲

সাধারণ মেম্বরী খাতে ১০৬৲

আয় ব্যয়ের হিসাব।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়, কাশী।

এপ্রিল ১৯০৭ ইং।

জমা	
রোকড় বাকী	২৪৫ ০
কুল জমা	১৮৬৩৶৫
সাধারণ মেম্বরী খাতে	১০৬৲
মাসিক সহায়তা খাতে	৮৩০৲
বার্ষিক সহায়তা খাতে	৫০০৲
বিশেষ সহায়তা খাতে	৩০৲
উওয়াপসী ডাক টিকিট খাতে	॥০
ছাপাই বিভাগ খাতে	১০৲
মুৎফরিক খাতে	১০৸০
হিসাব তলব খাতে	৬৩৲
বেনারস ব্যাঙ্ক লিমিটেড খাতে	৩৪২।০
মোট জমা	১৮৬৩।৶০

খরচ	
ডাক টিকিট খরচ খাতে	৩১॥৴৫
মুৎফরিক খরচ খাতে	৩১৸৫
ছাপাই বিভাগ খাতে	২৫৫৴১০
শ্রীশারদামণ্ডল খাতে	৩৮৸৴০
বৃত্তি খাতে	১৮১॥৶১০
অতিথি সৎকার খাতে	৪০৲
ষ্টেশনারি খাতে	১১৲৫
শ্রীদেবসেবা খাতে	২১৴৫
উপদেশক ভ্রমণ খাতে	১৭৴১০
শ্রীশাখা সভা খাতে	৩৶০
শ্রীপঞ্জাব ধর্ম্মমণ্ডল প্রান্তীয় কার্য্যালয় খাতে	৪০৲
শ্রীরাজস্থান ধর্ম্মমণ্ডল প্রান্তীয় কার্য্যালয় খাতে	৩৫৲
শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডল প্রান্তীয় কার্য্যালয় খাতে	৬০৲
হিসাব তলব খাতে	৫৫৲
মোট খরচ	৮০৮॥৴৫

কৈফিয়ৎ

জমা	২১০৮॥৶০
খরচ	৮৬৮॥০
বাকী	১২৪০৶৫

একহাজার দুইশত চল্লিশ টাকা দুই আনা পাঁচ পাই মাত্র।

(স্বাঃ) শ্রীগিরিশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সহকারী অধ্যক্ষ।

পং শ্রীকাশীপ্রসাদ ত্রিপাঠী, মুনীম।

শ্রীহরিঃ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

কলের্গতাব্দাঃ ৫০০৮।

২৭শ ভাগ
১২শ সংখ্যা

ভাদ্র।

সন ১৩১৪ সাল
ইং১৯০৭ খৃঃ।

কাশীপঞ্চকম্।
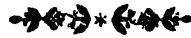
মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ সাতীর্থবর্য্যা মণিকর্ণিকা চ।
জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাদিগঙ্গা সা কাশিকাহং নিজ বোধরূপা॥ ১॥
যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং চরাচরং ভাতি মনোবিলাসং।
সচ্চিৎ সুখৈকা পরমাত্মরূপা সা কাশিকাহং নিজ বোধরূপা॥ ২॥
কোশেষু পঞ্চস্বধিরাজমানা বুদ্ধির্ভবানী প্রতিদেহগেহং।
সাক্ষী শিবঃ সর্ব্বগতোঽন্তরাত্মা সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা॥ ৩॥
কাশ্যাং হি কাশতে কাশী কাশী সর্ব্বপ্রকাশিকা।
সা কাশী বিদিতা যেন তেন প্রাপ্তা হি কাশিকা॥ ৪॥
কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবনজননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা,
ভক্তিঃশ্রদ্ধা গয়েয়ং নিজ গুরুচরণধ্যানযোগঃ প্রয়াগঃ।
বিশ্বেশোঽয়ং তুরীয়ঃ সকলজনমনঃ-সাক্ষিভূতোঽন্তরাত্মা
দেহে সর্ব্বং মদীয়ে যদি বসতি পুনস্তীর্থমন্যৎ কিমস্তি॥ ৫॥

তত্ত্বকথা।

বৈদিক কৃত্য।—সনাতন ধর্ম্মের সমস্ত সাধন এবং ক্রিয়া, সমস্ত উপাসনা-পদ্ধতি, সমস্ত কর্ম্মবিধি প্রভৃতি বেদমূলক ইহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। অদ্য দুই একটী আবশ্যকীয় বৈদিক সাধনের কথা বলা যাইতেছে। দ্বিজ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) মাত্রেরই ত্রিকালীন সন্ধ্যা করা উচিত, অন্ততঃ প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে অবশ্যই করিতে হইবে। প্রত্যেকের আপন আপন বৈদিক শাখানুসারেই সন্ধ্যা করা কর্ত্তব্য। অসমর্থাবস্থায়ও গায়ত্রী মন্ত্রের মানসজপ এবং সূর্য্যোপস্থান করিয়া নিজ কর্ত্তব্য রক্ষা করিতে হইবে। সন্ধ্যাহীন ব্রাহ্মণ পতিত হইয়া যায়। পতিত হইলে তাহার কোন সাধনাতেই পূর্ণাধিকার থাকে না।

—o—

পঞ্চ মহাযজ্ঞ।—ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞ এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ করা প্রত্যেক গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য। অর্থ সহকারে বেদ অথবা বেদসম্মত জ্ঞানোন্নতিকারী কোন শাস্ত্রের নিয়মিতরূপে স্বাধ্যায় করাকে ব্রহ্মযজ্ঞ বলে। দেবতাদিগের প্রীত্যর্থ বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিবার নাম দেবযজ্ঞ, পিতৃগণের তৃপ্ত্যর্থ পিণ্ডদান অথবা তর্পণ করার নাম পিতৃযজ্ঞ, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত প্রাণীর কল্যাণ এবং তাহাদিগের রক্ষার নিমিত্ত দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করার নাম ভূতযজ্ঞ এবং আপনার গৃহে অভ্যাগত পরিচিত অথবা অপরিচিত ব্যক্তির যথাশক্তি অন্নাদির দ্বারা সেবা শুশ্রূষা করার নাম নৃযজ্ঞ। ইহাই পঞ্চ মহাযজ্ঞ। এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের দ্বারা গৃহস্থের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য হইতে উৎপন্ন পাপ সমূহ দূর হয় এবং কার্য্যকর্ত্তার অন্তঃকরণে মহত্ব বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়া থাকে।

—•—

মহাযজ্ঞ সাধন। *

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

যে প্রকার অন্য ধর্ম্মমতসমূহের নেতৃগণ পদার্থবিদ্যা (সায়েন্স) আদি জ্ঞানের বৃদ্ধির দ্বারা ভয়ভীত হইয়া থাকেন, সেই প্রকার সনাতন ধর্ম্মের নেতৃবর্গের ভয়ভীত হইবার কোনই কারণ নাই। নূতন পাশ্চাত্য দর্শন এবং পদার্থবিদ্যার উন্নতিতে অন্যান্য ধর্ম্মমত সমূহের ভিত্তি যে প্রকার শিথিল হইয়া গিয়াছে এবং যে প্রকার এক্ষণে উক্ত (সায়েন্স) শাস্ত্র সমূহের প্রতি লক্ষ্য করিতে করিতে অন্য ধর্ম্মমত সমূহের নেতৃগণ দিন দিন চিন্তার

* এই সংখ্যায় "শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল রহস্য" শীর্ষক হিন্দী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ হইল। শীঘ্রই ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। এক্ষণে উহা যন্ত্রস্থ। ইহাতে মহামণ্ডল কি এবং মহামণ্ডলের দ্বারা ভারতের ধর্ম্মবিষয়ে কোন কোন্ অঙ্গের কিরূপ ভাবে উন্নতি সাধিত হইতেছে ও হইবে, সে সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথার সমাবেশ আছে। ধ, প্র, সং।

দ্বারা জর্জরিত হইয়া পড়িতেছেন; সেই প্রকারের দুর্ব্বলতা সনাতন ধর্ম্মের নেতৃবর্গের হৃদয়ে উৎপন্ন হইতেই পারে না। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান-রহিত অন্য ধর্ম্মমতসমূহ নূতন পাশ্চাত্য দর্শন এবং পদার্থবিদ্যা-সমূহের সম্মুখে শ্রীহীন হইয়া যাওয়া সম্ভব, কিন্তু অভ্রান্তসিদ্ধান্তযুক্ত বৈদিক বিজ্ঞানের উপর অবস্থিত এবং পূর্ণ জ্ঞানযুক্ত বৈদিক দর্শনশাস্ত্রসমূহের দ্বারা সুদৃঢ় সনাতন ধর্ম্মের বিষয়ে এরূপ চিন্তা করিবার কোন কারণ নাই। বরং যতই জ্ঞানরাজ্যের উন্নতি হইবে ততই সনাতন ধর্ম্মের পুষ্টি সাধিত হইবে।

স্থূলপদার্থ-সমূহের সুকৌশলপূর্ণ সংযোগ-বিয়োগের দ্বারা আধিভৌতিক শক্তি-উৎপাদনকারী পদার্থবিদ্যার গতি স্থূল রাজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম মনোরাজ্যের প্রথম সীমা পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে এবং তৎপশ্চাৎ সূক্ষ্ম দার্শনিক অধিকার প্রারম্ভ হইয়া থাকে। অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূত এই ত্রিবিধ ভাবের দ্বারা পূর্ণ সনাতন ধর্ম্মবিজ্ঞানের গতিও স্থূলাতিস্থূল বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তর্জগতের আরও অনেক দূর পর্য্যন্ত অবস্থিত। বৈদিক দর্শন সমূহের মধ্য হইতে উচ্চ অধিকারের দর্শন সমূহের গতি, প্রকৃতি রাজ্যের চরমসীমা পর্য্যন্ত দেখা যায়, উহার অধিকার এতদূর পর্য্যন্ত উন্নত যে তাহা তদ্ব্যতীত পরম তত্ত্বের সাক্ষাৎকার করাইতে সহায়ক হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ক্রমশঃ যত স্থূল পদার্থরাজ্যের জ্ঞান এবং যত সূক্ষ্ম মনোরাজ্যের বিজ্ঞান সংসারে প্রকাশিত হইবে, ততই সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট আনন্দের কারণ হইবে। দূরদর্শী মহাপুরুষদিগের ইহা সিদ্ধান্ত যে পৃথিবীর অন্য জাতিসমূহ ক্রমোন্নতি প্রবাহানুসারে যতই পদার্থবিদ্যা এবং দার্শনিক জ্ঞানে অধিক হইতে অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়া যাইবেন ততই তাঁহারা অধ্যাত্ম জ্যোতির প্রথম অবস্থাতে অনুমান করিয়া ক্রমশঃ উহার সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হইতে পারিবেন এবং ঐ সকল জাতি যতই আধ্যাত্মিক অধিকারে অগ্রসর হইয়া যাইবেন ততই তাঁহারা সনাতন ধর্ম্মের পিতৃভাব অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন। যতই ঐ সকল জাতি বিজ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া সত্য পদার্থের অনুভব করিবেন, ততই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে ধর্ম্মপ্রবীণ আর্য্যজাতিই ধর্ম্ম সম্বন্ধে জগদ্গুরু। ফলতঃ এই বিরাট ধর্ম্মসভার নেতৃবৃন্দকে আপনার কর্ত্তব্য বুদ্ধি সনাতন ধর্ম্মের মহত্ত্ব এবং সনাতন ধর্ম্মের প্রকাশক পূজ্যপাদ সর্ব্বলোকহিতকারী মহর্ষিদিগের উদারতার পূর্ণ বিচার রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া সমস্ত পৃথিবীর সর্ব্ব ধর্ম্মমতের সহিত স্নেহভাবের বৃদ্ধি করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

প্রায় কালবাদী, প্রারব্ধপক্ষপাতী এবং পুরুষার্থহীন ব্যক্তিগণ এই প্রকার শঙ্কার দ্বারা ধর্ম্মপ্রেমিকদিগের হৃদয় নিরুৎসাহপূর্ণ করিয়া থাকেন যে, কালের গতির বিরুদ্ধে কোনও পুরুষার্থ হইতে পারে না, আর্য্যজাতির প্রারব্ধই মন্দ হইয়া গিয়াছে, অতএব এ সময় সহস্র যত্ন করিলেও কিছুই হইবেনা এবং এই ঘোর অধঃপতিত অবস্থা হইতে আর্য্যজাতিকে উত্থিত করিবার যত্ন করা সর্ব্বথা নিষ্ফল। বলা বাহুল্য, অজ্ঞান এবং প্রমাদই এই সকল শঙ্কার কারণ। শাস্ত্রকারগণ কালকে ঈশ্বর রূপে বর্ণন করিয়াছেন, কাল নির্লিপ্ত, কালের

অন্তর্গত সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ক্রিয়া হইয়া থাকে, কিন্তু কাল ঐ সকল হইতে স্বতন্ত্র। এই ব্রহ্মাণ্ড কাল হইতে পরিচ্ছিন্ন কিন্তু অনাদি অনন্ত কাল কাহার দ্বারাও পরিচ্ছিন্ন নহেন। যে প্রকার প্রকৃতির ত্রিগুণবিকার পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পুরুষ ঐ ত্রিগুণের বিকার হইতে সর্ব্বদা নির্লিপ্ত, সেই প্রকার এক কাল বিশেষে উৎপন্ন জীবসমষ্টির কর্ম্মের দ্বারাই কালের স্বরূপ ভাসমান হইতে থাকে, নতুবা প্রকৃত প্রস্তাবে কাল নির্লিপ্ত এবং নির্ব্বিকার। অতএব মনুষ্য সমষ্টির প্রবল পুরুষার্থের দ্বারা ভাসমান কালধর্ম্মের যথাসম্ভব পরিবর্ত্তন হওয়া বিজ্ঞান বিরুদ্ধ নহে।

প্রারব্ধবাদীদিগকে এই অকাট্য উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে, জীবের প্রারব্ধ আর কিছুই নহে, উহা কেবল তাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষার্থ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ফলতঃ প্রবল পুরুষার্থ দ্বারা প্রারব্ধের নিরাকরণ হওয়া অসম্ভব নহে এবং যে ব্যক্তি আর্য্যজাতির এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন অবস্থা দেখিয়া পশ্চাৎপদ হইয়া থাকেন, তাঁহার নিরুৎসাহ হওয়া কারণ-রহিত নহে, পরন্তু ঈশ্বরভক্ত কর্ম্মবাদী আর্য্যজাতিকে কোন অবস্থাতেই আত্মোন্নতিতে নিরুৎসাহ হওয়া শোভা পায় না। যখন ইহা নিশ্চয় যে জীব সমূহের কর্ম্মসমষ্টি হইতেই কালধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং ইহাও নিশ্চয় যে শুভ এবং অশুভ কালের পরিবর্ত্তনও জীবসমূহের অশুভ এবং শুভ কর্ম্মসমষ্টির দ্বারাই সাধিত হয়, তবে পুনরায় পুরুষার্থে অমনো-যোগ করা সর্ব্বথা নিন্দনীয় এবং বিচার-বিরুদ্ধ। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের অপার করুণার উপর বিশ্বাস রাখিয়া স্থিরবুদ্ধি হইয়া সৎপুরুষার্থে প্রবৃত্ত হইলে সফলতার সম্ভাবনা আছে ইহাতে সন্দেহ নাই।

কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। যেরূপই ক্ষুদ্র হইতে অতি ক্ষুদ্র কর্ম্ম সম্পাদিত হউক, কালান্তরে উহা হইতে ফলোদয় হওয়া একান্ত বিজ্ঞানসিদ্ধ। অতএব আর্য্যজাতির বিফলতার সম্ভাবনা নাই; এ সময়ে হউক, অথবা সময়ান্তরেই হউক, তাঁহাদিগের সমষ্টি কর্ম্মের ফল অবশ্যই তাঁহারা প্রাপ্ত হইবেন। যে প্রকার এক এক বারিবিন্দু হইতেই সমুদ্রের সৃষ্টি হইয়া থাকে, সেই প্রকার প্রত্যেক আর্য্যসন্তানের এক একটী সৎকর্ম্ম সংগৃহীত হইয়া সমষ্টিরূপে ভবিষ্যতে উত্তমকালের উৎপত্তি হইবে। বস্তুতঃ যদি কোন আর্য্যসন্তান কোন সময়ে একবারও কেবল মনের দ্বারাই আপনার জাতির কল্যাণ চিন্তা করেন, তবে তাঁহার সেই মানসিক কর্ম্মও ভারতের ভবিষ্যৎ উত্তমকালের উৎপত্তির কারণ হইবে। ফলতঃ যদি সকল আর্য্যসন্তান শ্রীগীতোপনিষদ্ প্রকাশিত কর্ম্মযোগ বিজ্ঞানের অনুভব করিতে যত্ন করেন, যদি সকল ভারতবাসী পূজ্যপাদ শ্রীভগবান বেদব্যাসের আদেশ এবং এই মহা-মন্ত্রের রহস্য বুঝিয়া আপনার সঙ্ঘশক্তি বৃদ্ধি করিতে করিতে ধর্ম্মোন্নতি করিতে সমর্থ হন, যদি সকল বর্ণাশ্রমধর্ম্মী নিজ নিজ অধিকার ভেদ বুদ্ধির তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া সকলের সহিত প্রেমস্থাপন পূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন, যদি সকল আর্য্যসন্তান ইহা বুঝিতে আরম্ভ করেন যে, স্বার্থপরতা এবং অজ্ঞানই তাঁহাদিগের অধঃপতনের কারণ এবং যদি সকল

আর্য্যসন্তান প্রতিদিন সর্ব্বশক্তিধারী জগদীশ্বরের চরণে আপন জাতির পুনরভ্যুদয় এবং ধর্ম্মোন্নতির নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে করিতে আপন আপন শক্তি অনুসারে এই মহাযজ্ঞ সাধন করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে সকল প্রকার কল্যাণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এই মহাযজ্ঞের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র অঙ্গই এই যে যদি কোন আর্য্যসন্তান কিছু না করিতে পারেন, তবে তাঁহাকে প্রতিদিন একবার জীবত্রিতাপ হারী, ভক্ত মনোমন্দির বিহারী, সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের সমীপে সরল হৃদয়ে আর্য্যজাতির কল্যাণার্থ প্রার্থনা করাও উচিতই হইবে।

হে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম! তোমাতে এবং আমাতে অভেদ হইলেও হে হৃদয় নাথ! আমিত তোমারই। কারণ হে জগদাত্মন্! তরঙ্গ ত সমুদ্রেরই হইয়া থাকে। হে করুণাময় জগদ্গুরো! আমি অল্পদর্শী জীব, কিন্তু তুমি সর্ব্বদর্শী, পূর্ণজ্ঞানময় শিব। হে কৃপাসিন্ধো! আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিকে প্রেরণা করিয়া আমার অন্তঃকরণে যথার্থ জ্ঞানালোক প্রকাশিত করিয়া দাও। হে সর্ব্বনরনারীসমষ্টিরূপ বিশ্বমূর্ত্তে! হে বিরাট পুরুষ! তুমি প্রাণিমাত্রের উপর এরূপ কৃপাকর যে তোমার এই অংশ সমূহ বিপথগামী না হইয়া তোমার আত্ম-স্বরূপের পরমানন্দ অনুভব করিতে করিতে তোমার প্রতিই অগ্রসর হউক। হে মহাদেবী-আলিঙ্গিত মহাদেব! তোমাতেই এই বিশ্বসংসার উৎপন্ন হইয়া আছে, পুনরায় উহা কালগ্রসিত হইয়া পুনঃ তোমাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তুমিই জগতের পিতা এবং মাতৃরূপা। হে সর্ব্বলোক পিতামহ! মহাপ্রলয়ের অবসানে তুমিই রজোগুণময় হইয়া অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ এই অনন্ত সৃষ্টি উৎপন্ন করিয়া থাক। হে বিষ্ণো! তুমি সর্ব্বদা সত্ত্বগুণময় হইয়া এই অঘটন-ঘটনা-পটীয়সী সৃষ্টি-লীলা রক্ষা করিতেছ। হে মহারুদ্র! তুমি তমোগুণময় হইয়া এই অনন্ত শোভাপূর্ণ সৃষ্টি প্রবাহের লয় করিতেছ। হে জীবত্রিতাপহারি! জীবসমূহের হৃদয়ের অবিনয় দূর কর, মন দমন কর, অসৎ বাসনা হইতে তাহাদের অন্তঃকরণ প্রত্যাবৃত্ত করিয়া সৎ-অনুগামী করিয়া দাও, যাহাতে পরস্পরে দ্বেষভাব ভুলিয়া উহারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পরে মিলিয়া তোমারই অনন্তমহিমা কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইতে পারে। হে জগৎ পিতঃ! তুমি তোমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্রগণেরপ্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি কর। যদিও এই আর্য্যজাতি আপনারই অসৎ কর্ম্ম সমূহের দোষে অধঃপতিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তোমার পতিতপাবন নামের সার্থকতা করিবার যোগ্য সময় এইসময় ব্যতীত আর কবে উদয় হইবে? হে ধর্ম্মরাজ! একদিন যে আর্য্যজাতি জগদ্গুরু এবং বিশ্ববিজয়ী ছিলেন, সেই জাতি আজি প্রমাদ-নিদ্রায় নিদ্রিত এবং জগতের নিকট ভিখারী হইয়া রহিয়াছে। হে করুণাসিন্ধো! ইহার অপেক্ষা আর অধিক কি দণ্ড হইতে পারে যে এখনও ইহাদিগের অশুভভোগের অন্ত হইল না। হে জগদীশ্বর! স্বভাবতই অহঙ্কারী জীব সকলের স্বাভাবিক গতি ত অসতের প্রতিই হইয়া থাকে, কিন্তু হে পতিত পাবন! তুমিই তাহার একমাত্র উদ্ধার কর্ত্তা, এই নিমিত্ত আমি তোমাকে স্মরণ করিতেছি। হে জ্ঞানমূর্ত্তে! এরূপ কৃপাদৃষ্টিপাত কর যে, যাহা হইতে এই মোহনিদ্রায় নিদ্রিত আর্য্যসন্তানগণের অন্ধকারপূর্ণ হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ হইতে

থাকে। হে জ্ঞানাত্মন্! সর্ব্বভূত মধ্যে অবিভক্তরূপ বিকারহীন, সার্ব্বভৌম দৃষ্টি সম্পন্ন আধ্যাত্মিক উন্নতিকারী যে সাত্বিক জ্ঞান আছে তাহা আর্য্য প্রজার হৃদয়ে বিকাশ করিয়া দাও। হে ভক্ত-মনোমন্দির-বিহারি! আপনার চিরভক্ত আর্য্যসন্তানদিগের হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক তাহাদিগকে তোমার এরূপ মনোহর মূর্ত্তির দর্শন করাও যাহাতে হে হৃষীকেশ! তাহারা পুনরায় তোমাকে ভুলিয়া স্বার্থপর এবং ইন্দ্রিয়লোলুপ হইতে না পারে। হে যজ্ঞেশ্বর! প্রমাদ এবং আলস্যের নিমিত্তই আর্য্যসন্তানগণ তোমার মহিমা ভুলিয়া রহিয়াছে, পরন্তু হে জগৎপ্রাণ! তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ তোমার পরম ভক্ত ছিলেন এবং এই পবিত্র ভারত ভূমিই কর্ম্মভূমি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব এরূপ কৃপাকর যে, যাহাতে তমোগ্রসিত আর্য্যসন্তানগণ পুনঃ সচেষ্ট হইয়া কর্ম্মের অপার শক্তি বুঝিতে পারে। হে তপোমূর্ত্তে! তোমার মহিমা ভুলিয়া যাওয়াতেই ভারতবাসীদিগের এই দুর্গতি হইয়াছে, এরূপ করুণা কর যে, যাহাতে ইহারা দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইয়া নিষ্কাম ব্রতপরায়ণ হইতে পারে। হে দানমূর্ত্তে! যদিও আর্য্যসন্তানগণ এখনও প্রকৃতি হইতেই তোমার সেবা করিতে তৎপর আছে, কিন্তু তাহারা তোমার যথার্থ স্বরূপ ভুলিয়া রহিয়াছে। হে কলিকল্মষনাশন! এরূপ প্রেরণা কর যে যাহাতে তাহারা সাত্বিক দানের মহিমা বুঝিতে পারিয়া আত্মোদ্ধার করিবার বিষয়ে সমর্থ হইতে পারে। হে মহাকাল! তুমিই সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের দ্রষ্টা এবং চারি-যুগের কর্ত্তা। প্রত্যেক যুগে তোমারই কৃপায় অপর যুগ সমূহের অন্তর্ভাবও সময়ে সময়ে হইয়া থাকে। হে জগৎপিতঃ! এ সময় এরূপ কৃপাকর যে বর্ত্তমানকাল সত্বগুণ সম্পন্ন হইয়া যায়। হে আর্য্যকুল-জননী ভারতমাতঃ! কুপুত্র হওয়া ত সদা সর্ব্বদাই সম্ভব, কিন্তু কুমাতা হওয়া কখনও শুনা যায় নাই। হে জননী! এই সকল মন্দমতি বালকের উপর স্নেহ প্রকাশ দ্বারা ইহাদিগকে এ প্রকার শাসন কর যে ইহারা আপনার কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিয়া তোমার সেবায় রত হইতে পারে। হে সত্যস্বরূপ! তোমারই কৃপায় অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণগণ নিঃশ্রেয়স্ প্রাপ্তি করিয়া আসিতেছেন। তোমারই শক্তির দ্বারাই তাঁহারা ব্যবহার দশায় অবস্থিত থাকিতে থাকিতেও তোমার প্রবৃত্তিমার্গের অনুসরণ করিতে করিতেও মোক্ষপ্রদ ধর্ম্মেরই বৃদ্ধি করিয়া আসিয়াছেন। প্রারব্ধবশে এক্ষণে তাঁহারা যে তোমার জগৎ কল্যাণকারী স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগকে দর্শন করাইয়া কৃত কৃতার্থ কর। হে তেজঃ স্বরূপ! অধঃপতিত, চঞ্চলমতি ভারতবাসী আজ শৌর্য্য, বীর্য্য, পুরুষার্থ এবং তেজস্বিতা আদি গুণাবলী বিস্মৃত হইয়া অলস এবং নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে; যে জ্ঞানপূর্ণ ধৃতির দ্বারা মন প্রাণ এবং ইন্দ্রিয় সমূহের ক্রিয়া নিয়মবদ্ধ হইয়া থাকে এবং যে ধৈর্য্যশক্তি মৃত্যুকে সম্মুখে দেখিয়াও অব্যভিচারিণীই থাকে এরূপ ধৃতির উৎপত্তি করিয়া এই আর্য্যজাতির মধ্যে ক্ষাত্র তেজের আবির্ভাব করিয়া দাও। হে বিষ্ণুপ্রিয়া মহালক্ষ্মি! তোমার অকৃপা হইতেই এই ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্য-জাতি ধনধান্য হীন, বলহীন এবং শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে। স্নেহময়ী মাতঃ! তোমার চির কৃপা-পাত্র এই জাতির উপর পুনরায় এরূপ কৃপাদৃষ্টি কর যে এই সময়ের উপযোগী বৈশ্য ধর্ম্মের

উন্নতি হইয়া এই ভারতবর্ষ পুনরায় তোমার লীলাভূমি হইতে পারে। হে বিশ্বকর্ম্মন্! যে দিন হইতে শূদ্র ধর্ম্মাবলম্বীরা আপনাদিগের সেবাধর্ম্ম এবং শিল্পবিদ্যা হইলে চ্যুত হইয়াছে, সেইদিন হইতে আর্য্যজাতির অধঃপতন হইয়াছে। হে শিল্পিরাজ! ত্রিতাপতাপিত ভারতবাসীদিগের উপর এরূপ কৃপাদৃষ্টি কর যে, যাহাতে শিল্পোন্নতির দ্বারা ভারতবাসিগণ তোমার অতুলনীয় মহিমা কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয়। হে ধর্ম্মস্বরূপ! তুমি সকল জীবকে যথাযোগ্য অধিকারের উপর পরিচালনপূর্ব্বক সকলকে তাহাদিগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধর্ম্মাধিকারানুসারে ফলদান করিয়া থাক; হে ধর্ম্মধর্ম্মাশ্রয় বিভো! আর্য্যসন্তানদিগের হৃদয়ের সঙ্কোচভাব দূর করিয়া তাহাদিগকে আপনার সার্ব্বভৌম এবং সর্ব্বলোকহিতকর মঙ্গলময় স্বরূপ দর্শন করাও। হে যোগেশ্বর! তুমি যোগযুক্ত হইয়া অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টিলীলা-প্রবাহ প্রবাহিত কর এবং পুনরায় তুমিই যোগযুক্ত হইয়া সেই প্রবাহের সংহার করিতে করিতে সৃষ্টিকে আপনার মধ্যে লয় করিয়া থাক। সুকৌশলপূর্ণ কর্ম্মের নাম যোগ; হে যোগেশ্বর! এরূপ কৃপাকর যে যাহা তোমার মুখপদ্ম বিনিসৃত শ্রীগীতোপনিষদ্ কথিত কর্ম্মযোগ বিজ্ঞানের বিকাশ আর্য্য সন্তানদিগের হৃদয়ে হইতে থাকে। হে প্রভো! সর্ব্বকার্য্যে অকুণ্ঠ, সদা ধর্ম্মকার্য্যে সমুদ্যত, সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠরূপী যে তোমার কার্য্যাত্মিকা শক্তি, তাহারই সহায়তায় তোমারই আজ্ঞাধীন হইয়া এই মহাযজ্ঞের স্থাপনা হইয়াছে: হে নাথ! এই মহাযজ্ঞকে দিন দিন সম্বর্দ্ধন করিতে করিতে ইহার পূর্ণতার দ্বারা সর্ব্বলোকের কল্যাণ কর, ইহাই প্রার্থনা। হে পরমাত্মন্! তোমারই কৃপাপ্রাপ্তির নিমিত্ত তোমারই ওঁ তৎসৎ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তোমার চরণ কমলে বার বার প্রণাম করিতেছি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ।

ইতি সপ্তম অধ্যায়।

———o———

ধর্ম্ম-স্বরূপ।

(শ্রীযুক্ত স্বামী বিবেকানন্দজী মহারাজ লিখিত হিন্দী ভাষা হইতে অনূদিত।)

সর্ব্বব্যাপক অখণ্ড একরস অনন্ত নিরাকার নির্গুণ মন ও বাক্যের অগোচর সুতরাং বর্ণনাতীত পরব্রহ্ম পরমাত্মার লক্ষণ বর্ণন করিবার সময় শাস্ত্রকারগণ "সচ্চিদানন্দ" নামে বর্ণন করিয়াছেন এবং তাঁহার অনাদিনী বাস্তবতঃ জড়া পরঞ্চ পরিণামশীলা ত্রিগুণময়ী অখিলকার্য্যকর্ত্রী পরমার্থতঃ অকিঞ্চিৎস্বরূপা মায়ারূপিণী উপাধির দ্বারা সোপাধিক পরমাত্মা পরব্রহ্মের সেই সর্ব্বব্যাপক রূপকেই "ঈশ্বর" নামে অভিহিত.

করিয়াছেন। মায়া যখন পরিণামিনী হইতে থাকেন অর্থাৎ তাঁহাতে চৈতন্য সংযোগ দ্বারা চাঞ্চল্য প্রাপ্ত হন, তখন তিনি তিনটী বিভাগে বিভক্ত হন। ফলতঃ উপাধিরূপিণী একই মায়া আপনার তিন বিভাগের দ্বারা উপাধিত্রয়রূপিণী হইয়াছেন। প্রথমে ঐই উপাধির নাম মায়া ছিল, যাহার দ্বারা সোপাধিক হইয়া পরব্রহ্ম পরমাত্মা ঈশ্বর নামে অভিহিত হইয়াছেন, কিন্তু উক্ত উপাধি তিনভাগে বিভক্ত হইয়া যাওয়ায় তিনটী উপাধি হইয়াছে। ঐ তিন উপাধিযুক্ত অর্থাৎ সোপাধিক পরব্রহ্ম পরমাত্মার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ এই তিন নাম হইয়াছে এবং উপাধিত্রয়ের নাম সত্ব রজঃ ও তমঃ হইয়াছে। সত্বোপাধিক পরব্রহ্ম বিষ্ণু নামে, রজোপাধিক পরব্রহ্ম ব্রহ্মা নামে এবং তমোপাধিক পরব্রহ্ম শিব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এইরূপে একই মায়ার উত্তরোত্তর বিস্তার হওয়ায় অনেক উপাধি হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহাতে অনেক উপাধি যুক্ত হইবার কারণে সেই চৈতন্য স্বরূপ পরব্রহ্ম অনেক দেব দেবীর পৃথক পৃথক নামে অভিহিত হন। ক্রমে সেই মায়ার নাম নিম্নশ্রেণীর মধ্যে গমন করায় অবিদ্যা রূপ অনেক উপাধির দ্বারা সোপাধিক চৈতন্য স্বরূপ পরব্রহ্ম অনেক জীব নামে অভিহিত হন। ঐ সকল জীবের সংখ্যা অনন্ত। উপাধি সমূহের সংযোগে পরমাত্মার যেরূপ অনেক নাম আছে, সেই প্রকার সেই পরমাত্মার নাম সমূহের নির্দ্দেশ হইবার প্রথমে উপাধি সমূহকেই আধার রাখিয়া সেই পরমাত্মার অনেক রূপও হইয়াছে, যাহা শাস্ত্র সমূহে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে এবং ঐ সকল নামের দ্বারা যাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহার সার মর্ম্ম এই যে উক্ত প্রকারেই নামরূপাত্মক বহু ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। মহাপ্রলয়ের পর যে পুনরায় সৃষ্টি হয় তাহার ক্রম বর্ণন করা হইল, কিন্তু বাস্তবিক সৃষ্টি প্রকরণ ইহা হইতে কিঞ্চিৎ বিপরীতই দেখা যায়। পরে তাহা বর্ণনা করা যাইতেছে।

সৃষ্টির ক্রম হইতে লয়ের ক্রম বিপরীত হইয়া থাকে। সৃষ্টির সময় পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি আকাশ হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু লয়ের প্রারম্ভ পৃথিবী হইতে হইয়া থাকে। মায়া হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি, ইহাই সৃষ্টির ক্রম। কিন্তু লয়ের ক্রম পৃথিবী জলে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে এবং আকাশ মায়াতে লয় প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য যে মার্গাবলম্বন করিয়া এই স্থানে আগমন করে, সেই স্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যে স্থান হইতে চলিয়াছিল, তথায় গমন কালে যদিও তাহাকে সেই মার্গ অবলম্বন করিতে হয় তথাপি ক্রম বিপরীত হয়। চলিবার সময় প্রথমে যে স্থান অতিক্রম করিয়া চলিয়াছিল প্রত্যাবর্ত্তন কালে সেই স্থানে প্রথমে না আসিয়া শেষে আগমন করে এবং এই প্রকারে সে যেস্থানে আসিয়াছে প্রত্যাবর্ত্তন কালে প্রথম সেই স্থানকে অতিক্রম করিতে করিতে ক্রমশঃ উহার প্রথম স্থান অতিক্রম পূর্ব্বক যে স্থান হইতে চলিয়া আসিয়াছিল সেই স্থানে উপস্থিত হয়। এক্ষণে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে যেবস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহার লয়ও তাহা-

তেই হইয়া থাকে এবং যখন সৃষ্টি হইতে লয় বিপরীত পদার্থ তখন উভয়ের ক্রমেরও বৈপরীত্য হইবে। এই ক্রমে সৃষ্টি এবং লয় অনন্তকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই দুইয়ের মধ্যে, সৃষ্টির যে স্থিতি আছে তাহাকে স্থিতি বলে। এই প্রকারে স্থূলরূপে সৃষ্টি স্থিতি এবং লয়ের স্বরূপ বলা হইল, কিন্তু তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তি আপনার সূক্ষ্মদৃষ্টির দ্বারা কেবল প্রতি পদার্থে নয়, প্রতি পরমাণুর মধ্যেও নিরন্তর সৃষ্টি স্থিতি এবং লয় দর্শন করিয়া থাকেন।। মহাপ্রলয়ের পরে ভাবী সৃষ্টিক্রম দেখিতে দেখিতে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিশ্চয় করিবেন যে, সৃষ্টিপ্রবাহ প্রকৃতপক্ষে নীচের দিকে বহিতেছে। যখন প্রবাহই নীচের দিকে হইল, তখন জীব পুনরায় কিরূপে উন্নত হইতে পারে? যখন প্রত্যেক মনুষ্য দেখিবে যে সৃষ্টি ক্রমে প্রথমে উচ্চকোটির জীব উৎপন্ন হয় এবং পুনরায় ধীরে ধীরে জীব তামসিক হইতে থাকে, তখন স্বতই তাহার অন্তকরণে এই প্রশ্ন উৎপন্ন হইবে যে, সৃষ্টিপ্রবাহ যখন নিম্নাভিমুখে গমন করিতেছে, তখন পুনরায় উহাতে বিপরীত ভাবে আরোহণ করিবার শক্তি, ক্ষুদ্র শক্তিসম্পন্ন জীব সকলের মধ্যে কিরূপে হইতে পারে? যদিও শাস্ত্রবিচারের দ্বারা এবং তত্ত্বদর্শী মহাত্মাদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে এই প্রশ্নের সমাধান সহজেই হইতে পারে, তথাপি এসম্বন্ধে কিছু লেখা যাইতেছে।

শাস্ত্রসমূহে সৃষ্টিক্রম দুই প্রকারের আছে এবং দুই প্রকারই যুক্তিযুক্ত। কারণ উক্ত সৃষ্টিক্রম বাস্তবিক নাই, ইহা জীবকে উন্নত এবং অবনত করিতে পারে না। লয়ের সময় সৃষ্টির যে অবস্থা হয়, সৃষ্টির সময় ঠিক সেই অবস্থাতেই সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখন স্থিতির বৃত্তান্ত অবশিষ্ট রহিল। সেই স্থিতির মধ্যেও বাস্তবিক পক্ষে সৃষ্টি প্রবাহ জীবদিগকে অধঃপতিত না করিয়া উর্দ্ধদিকে লইয়া যায়। এখানে এই কথাই বলিতে হয় যে কার্য্য রূপ হইতে বিস্তৃত সৃষ্টি যখন আপন কারণে লয় হইতে থাকে সেই সময়ে নিম্নকক্ষার পদার্থ উচ্চকক্ষার পদার্থে লয় হইতে থাকে। কারণ উচ্চকক্ষাই নিম্নকক্ষার কারণ। কিন্তু যখন পুনরায় সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হয় তখন প্রথমে আপনার মূল কারণ হইতে বিশিষ্ট পদার্থ বাহির হইবে এবং পরে সেই পদার্থ হইতে নিকৃষ্ট পদার্থ বাহির হইয়া যাইবে। "প্রথমে উচ্চ কোটির জীব উৎপন্ন হইয়াছে এবং পরে নীচ কোটির" এই প্রকারের ভ্রম সৃষ্টির উৎপত্তি দেখিয়াই লোকের মনে হয়, কিন্তু ঐ প্রকার উৎপত্তি হওয়া প্রকৃত পক্ষে উৎপন্ন হওয়াই নহে।

যখন বটবীজের মধ্যে কারণ রূপে বটবৃক্ষ বিদ্যমান ছিল, তখন সেই বীজের বৃক্ষ-রূপে পরিণত হওয়াকে বৃক্ষের উৎপত্তি হওয়া বলা যায় না, সঙ্কোচ হইতে বিস্তার হওয়া বলা যাইতে পারে। এই প্রকার লয় ও সৃষ্টির ব্যাপার বুঝিতে হইবে। লয় ও সৃষ্টি সঙ্কোচ ও বিস্তার করিয়া থাকে, তাহা দেখিয়া ভ্রম হয় যে "উচ্চ কোটির জীব প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছে এবং নিম্ন কোটির জীব শেষে উৎপন্ন হইয়াছে।" এই ভ্রমের মুখ্যতঃ দুইটী কারণ আছে। প্রথম কারণ লয়ক্রম হইতে সৃষ্টিক্রমের বিপরীত হওয়া এবং দ্বিতীয় কারণ উক্ত লয় এবং সৃষ্টি যাহা বাস্তবিক কিছুই নহে তাহা যথার্থ সৃষ্টিক্রম বলিয়া স্বীকার করা। মনুষ্য, সুবুদ্ধি

প্রাপ্তির পর যখন জাগ্রত হয় তখন তাহাকে কেহই বলে না যে, তাহার উৎপত্তি হইল; সেইরূপ লয়ের পর ভাবী সৃষ্টিও বাস্তবিক সৃষ্টি নহে, পরন্তু লয়ের অবস্থায় থাকিয়া সামান্য পরিমাণেও অপরিবর্ত্তনীয় লয়ের প্রথম অবস্থায় ভাসমান হয়। যেরূপ মনুষ্য আপনার সুষুপ্তি অবস্থায় কারণরূপে অবস্থিতি কালে আপনাকে পতনকারী অথবা উত্থানকারীর মধ্যে কোন প্রকার কার্য্য না করিয়া যেরূপ অবস্থা তাহার সুষুপ্তির পূর্ব্বে ছিল, ঠিক সেইরূপ অবস্থায় জাগ্রত হয়, সময় হইলে জীবও আপনার কারণ স্বরূপে অবস্থিত থাকে বলিয়া এবং আপনাকে উন্নত বা অবনতকারী কোনও কর্ম্ম করেনা বলিয়া যেরূপ অবস্থা তাহার লয়ের পূর্ব্বে ছিল ঠিক সেইরূপ অবস্থায় উৎপন্ন হয়। এই সকল বিষয় বর্ণন দ্বারা মনুষ্য বুঝিতে পারে যে লয় এবং সৃষ্টি যাহা সংঘটিত হয়, এই দুইটী অবস্থার সহিত জীবের উন্নতি এবং অবনতির কোনও সম্বন্ধ নাই এবং এই দুইটী এরূপ অকিঞ্চিৎকর বস্তু যে তাহার আধারের উপর সৃষ্টি প্রবাহ প্রকৃত প্রস্তাবে নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে কি উপরের দিকে যাইতেছে তাহার নির্ণয় করা অসম্ভব। শ্রীভগবানের কৃপাদৃষ্টি সকল জীবের উপর অপূর্ব্ব অথবা জগজ্জন্মাদ্যনাদিকারণীভূতা অঘটন-ঘটনাপটীয়সী অতর্ক্যনাটকনটনকারিণী শ্রীমতী ভগবতী প্রকৃতি মাতার কৃপাদৃষ্টি অখিল জীবসমূহের উপর সমভাবে রহিয়াছে। সেই জগজ্জননী, স্নেহময়ী মাতার ন্যায় পুত্রকে লালন পালন করিতে করিতে উন্নত অবস্থায় উপস্থিত করেন এবং আপনার স্বাভাবিক প্রকৃতির দ্বারা জীব সমূহকে বাস্তবিক সুখপ্রাপ্তির হেতুভূত মনুষ্যযোনি পর্য্যন্ত আনয়ন করেন। যদি মনুষ্যযোনি পর্য্যন্ত আসিয়া সেই জীব কিঞ্চিৎ জ্ঞান প্রাপ্তির দ্বারা কিছু স্বতন্ত্র হইয়াও যদি ত্রিতাপতাপনাশিনী, সর্ব্বদুঃখহারিণী মাতার অতুলনীয় কৃপা বিস্মৃত না হয় এবং আপনার সেই স্বতন্ত্রতা পরমানন্দদায়িনী, স্বভাবতঃ করুণার্দ্রচিত্তা সেই জননীর পরিচর্য্যায় প্রয়োগ করে অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি প্রতিপাদিত ধর্ম্মানুকূল রূপে পরিচালিত হয় তবে জীব-কল্যাণকারিণীপ্রকৃতিবিশিষ্টা প্রেমরূপিণী ভগবতী সেই জীবকে ক্রমশঃ অবশ্যই তাহার অন্তিম গন্তব্য-স্থান মুক্তিপদে উপস্থিত করেন। ইহাই স্থিতির মধ্যবর্ত্তী ভাবী বাস্তবিক সৃষ্টিক্রম। এই সৃষ্টিক্রমই ঊর্দ্ধে গতিশীল। এই সৃষ্টি প্রবাহই জীব সমূহকে অহর্নিশ উন্নত অধিকার প্রাপ্ত করাইয়া থাকে। ক্ষুদ্র জীবসমূহের উপর এই প্রকৃতিমাতার অথবা শ্রীভগবানের অবর্ণনীয় কৃপা আছে। ইহাই ত্রিতাপতাপিত জীব-সমূহের অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তির পরমশ্রেষ্ঠ সাধন। ইহাই মনুষ্যজন্মসফলকারী মার্গ। অনাদি অনন্তকাল হইতে এই প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে এবং ইহাই ভগবতী অথবা ভগবানের লীলা অর্থাৎ জড়রূপা প্রকৃতির মধ্যে চৈতন্যের সহিত ব্যাপকত্ব সম্বন্ধ থাকিবার নিমিত্তই কার্য্যকারিণী শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে, এইজন্য চৈতন্য স্বরূপ ভগবানেরই এই লীলা ইহা বলা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে বাস্তবিক চৈতন্যে কোন ক্রিয়া না থাকিলেও প্রকৃতির সহিত ক্রিয়ার সম্পূর্ণ সম্বন্ধ আছে। অতএব ইহা ভগবতীর লীলা এ কথাও বলা যাইতে পারে।

একণে যথার্থ সৃষ্টিক্রমের মধ্যে প্রত্যেক জীবের মনুষ্যযোনি পর্য্যন্ত প্রকৃতি মাতার কৃপা

হইতে উপস্থিত হওয়া বর্ণনা করিয়া "যদি জীব ধর্ম্মানুকূল চলে তবে মুক্ত হইবে" এরূপ প্রতিপাদন করা হইয়াছে ইহা স্বীকার করিলে কি সৃষ্টিক্রমের উর্দ্ধগতিশীলতা বিষয়ে বাধা পড়িবে? জীব যখন ধর্ম্মাচরণ দ্বারা মুক্ত হইবে এবং পাপাচরণের দ্বারা অধোগতি প্রাপ্ত হইবে তখন আবার ইহার উর্দ্ধগতিশীল সৃষ্টিক্রমের সহিত সম্বন্ধ কি?

ক্রমশঃ—

——o——

স্ত্রী-শিক্ষা।

বর্ত্তমানকালে স্ত্রী শিক্ষা লইয়া সমাজে বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে। কেহ বা স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী, কেহ বা স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী, সমাজে এই দুই প্রকার লোকে বিশেষ বাদানুবাদ হইতেছে। একদিকে শিক্ষিত ব্যক্তিরা নিজেদের স্ত্রীকে সাহেবদের স্ত্রীর মত শিক্ষিত ও স্বাধীন করিতে ইচ্ছা করেন ও অপরদিকে অশিক্ষিত ব্যক্তিরা স্ত্রীকে অশিক্ষিত করিয়া রাখিতে চাহেন, আমরা এই দুই মতেরই পোষক নহি, আমাদের যাহা মত, তাহা ব্যক্ত করিতেছি :—

১। সমাজে যে নিয়ম স্বভাবতঃ প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার বিরুদ্ধে কোন শক্তিই কার্য্য করিতে পারে না। স্বভাবজাত পার্ব্বতীয় নদীর বেগ সহসা প্রশমিত করা যায় না। বঙ্গ সমাজে এমন দিন ছিল যখন স্ত্রীজাতি চিঠি ইত্যাদি লিখিতে শিখিলে পাড়া প্রতিবেশীরা কাণাকাণি করিত "স্ত্রীলোকটা ব্যভিচারিণী হইয়া গেল", কোন বিদেশীবাসী, স্বামী স্ত্রীকে পত্র লিখিলে গ্রাম মধ্যে হুলুস্থূল পড়িয়া যাইত। এখন কিন্তু সে স্রোতের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন যে স্ত্রী বিদেশবাসী স্বামীকে নিজহস্তে পত্র লিখিতে না পারে তাহার জীবনই বৃথা এরূপ তাহার মনে হয় এবং সকল বিদেশস্থ স্বামীই স্ত্রীর স্বহস্ত লিখিত পত্র পাইবার জন্য ব্যাকুল।

২। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমাজে যে নিয়ম প্রচলিত হয় তাহার বিরুদ্ধে গাত্রোত্থান করা শক্ত কথা। স্ত্রী শিক্ষা যখন প্রচলিত হইয়াছে তখন তাহা রহিত করা শক্ত কথা। তবে এইমাত্র বলিয়া রাখি, স্ত্রী জাতির সতীত্ব ও কোমল স্বভাব বজায় রাখিয়া যদি স্ত্রীজাতিকে শিক্ষিত করা যায় তবে তাহা হিন্দু ভাবাপন্ন রীতি-নীতির চক্ষে দূষিত বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে না।

১। এ জগতে দুইটি শক্তি ক্রিয়া করিতেছে। একটি স্ত্রীশক্তি, অপরটি পুরুষ শক্তি। স্ত্রী-শক্তির যাহা ক্রিয়া তাহা স্ত্রী-শক্তির ভিতর দিয়া সম্পন্ন হইলেই, ঈশ্বরের সৃষ্টি নিয়ম প্রতিপালন করা হয়। পুং-শক্তির যাহা ক্রিয়া তাহা স্ত্রী-শক্তির ভিতর দিয়া সম্পন্ন হইলেই প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য করা হয়। চক্ষুর ক্রিয়া দৃষ্টি শক্তি, কর্ণের ক্রিয়া শ্রবণ শক্তি,

এখন এই শ্রবণ শক্তিকে চক্ষুর ভিতর দিয়া সম্পন্ন করিতে গেলে অপ্রাকৃতিক হইয়া উঠে। যে, যে কার্য্যের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, সে, সেই কার্য্য সম্পন্ন করিবে। ইহা প্রকৃতির অভিপ্রায়। স্ত্রীতে স্ত্রীত্বের ব্যতিক্রম হইয়া যদি পুরুষত্বের আবির্ভাব হয়, তবে তাহা নিতান্ত অপ্রাকৃতিক। যে শিক্ষা স্ত্রীকে পুরুষ ভাবাপন্ন করিয়া তুলে, তাহা প্রকৃতির বিরুদ্ধ শিক্ষা। বর্ত্তমানকালে যে ধরণে স্ত্রীশিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে স্ত্রীজাতি পুরুষ ভাবাপন্ন হইতেছে, ইহা আমাদের বিশ্বাস। এক্ষণে প্রথমতঃ বালিকা বিদ্যালয়ে গিয়া, বালিকারা কাষ্ঠ নির্ম্মিত বেঞ্চে বসিয়া বিদ্যাভ্যাস করে, এই বেঞ্চে চেয়ারে বসিয়া অনবরত তথায় শরীরের সংঘর্ষ হওয়ায় তাহাদের শরীর কোমলত্ব হারাইয়া কঠিন ভাবাপন্ন হইয়া উঠে। স্ত্রী শিক্ষার সর্ব্ব প্রথমেই দেখুন পুরুষভাবের কেমন অপ্রাকৃতিক অনুকরণ। যে স্ত্রীর, শিশুপুত্রকে লালন পালন করিতে হইবে, বাল্যকাল হইতে তাহার বেঞ্চে বসা অভ্যাস হইলে, তাদৃশ পুত্র প্রতিপালনাদি কার্য্য তাঁহার পক্ষে বড় অসুবিধাকর হইয়া উঠে। তারপর স্ত্রীজাতির পাঠ্যপুস্তক দেখুন, তাহাতেও কেবল পুরুষভাবেরই শিক্ষা। বর্ণপরিচয়, কথামালা, কবিতাবলী প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত পুস্তকেই পুরুষদের রীতিনীতি লিখিত আছে। এ সমস্ত পড়িয়া স্ত্রীলোক পুরুষদের মত উন্নতিশীল হইতে ইচ্ছা করে, না সতীসাধ্বী হইতে ইচ্ছা করে, আপনারা বিচার করিয়া দেখুন। হিন্দু দ্রৌপদীর মত সতী সাধ্বী রূপে স্ত্রীর শিক্ষা হয়, হিন্দুর চক্ষে ইহাই স্ত্রীর আদর্শ শিক্ষা। যে শিক্ষায় স্ত্রী কেবল বিলাসিনী হ'ন, যে শিক্ষায় স্ত্রী কেবল বাবু ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া পড়েন, হিন্দুগণ সে শিক্ষা চান না। হিন্দু, দ্রৌপদীর মত সুন্দরী স্ত্রীর মূর্ত্তি দেখিতে চান, আবার তাহারই মত রন্ধন শালায় দেবীমূর্ত্তি দেখিতে চান, খনা ও লীলার মত স্ত্রীকে হিন্দু শিক্ষিতা করিতে চান বটে, কিন্তু তাহার সহিত স্ত্রীকে সতীত্বের বরণীয় মূর্ত্তিতে ভূষিত করিতে চান। বর্ত্তমান শিক্ষায় যদি তাহার ব্যতিক্রম হয় তবে তাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

২। বিচিত্রতাই প্রকৃতির সৃষ্টির ভিত্তিভূমি। প্রকৃতির বিচিত্র নিয়ম জগতের ছত্রে ছত্রে বিরাজিত। যিনি শিক্ষার বৈষম্যে স্ত্রী-প্রকৃতি বিলুপ্ত করিয়া জগতের সর্ব্বত্র পুরুষভাবের স্রোতঃ প্রবাহিত করিতে চাহেন, তিনি প্রকৃতির এই বৈচিত্রের মূলে কুঠারাঘাত করিতে অগ্রসর হ'ন। প্রকৃতির একবৃন্তে স্ত্রী-পুরুষ রূপ দুইটি কুসুম ফুটিয়া রহিয়াছে, এই দুইটি কুসুমের যাহা স্বভাবজাত শোভা ও মাধুরী তাহার বিপর্য্যয় করা উচিত নহে। স্ত্রী-কুসুমকে স্ত্রীভাবে বিকশিত হইতে দাও—পুরুষকে পুরুষভাবে বিকশিত হইতে দাও—দুইটি ভাবকে মিশাইয়া এক করিও না, স্ত্রীকে পুরুষ করিও না। স্ত্রীত্বে পুরুষত্বের বিকাশ করিও না। যাহা তৃপ্তি শান্তির আধার, মনুষ্য জীবনের যাহা জুড়াইবার একমাত্র অবলম্বন, বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর দোষে তাহা মায়া মমতা হীন হইয়া যদি কঠিনতায় পরিণত হইল, তবে সে স্ত্রী-শিক্ষায় আর প্রয়োজন কি? আমরা সেই স্ত্রী-শিক্ষা চাই, যে শিক্ষা স্ত্রীপ্রকৃতির উন্নতি সাধন করিয়া স্ত্রীকে গৃহলক্ষ্মী করিয়া দেয়, যে শিক্ষা লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে

ধর্ম্মভাবাপন্ন করে; আমরা সেই শিক্ষা চাই, যে শিক্ষায় পাতিব্রত্য অটুট রাখিয়া স্ত্রীকে পতিপ্রেম-পরায়ণা করিয়া দেয়—শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা যে শিক্ষায় লাভ হইয়া থাকে আমরা সে শিক্ষার বিরোধী নহি।

৩। আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে, স্ত্রীজাতিকে মূর্খ করিয়া রাখা আমাদের অভিপ্রায়। স্ত্রীজাতিকে বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ; এম, এ উপাধিধারী করিয়া পুরুষের সমান চাকুরীশক্তি সম্পন্ন করায় আমাদের মতে কোন লাভ নাই; স্ত্রীজাতিকে ধাত্রীবিদ্যা শিখিতে দাও, স্ত্রী-সম্বন্ধীয় ব্যাধির আবশ্যক মত চিকিৎসাবিদ্যা শিখিতে দাও, সন্তান প্রতিপালনী বিদ্যা শিখিতে দাও, উৎকৃষ্ট রন্ধনাদি-বিদ্যা শিখিতে দাও, ইহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। সমস্ত শিক্ষার উপরে স্ত্রীজাতির পক্ষে ধর্ম্মশিক্ষা বিশেষ অবশ্যক। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতিতে ধর্ম্মবিশ্বাস ও ভগবদ্‌ভক্তি অধিক। কুলকামিনী বাল্যকাল হইতেই সন্তান-সন্ততিকে যদি ধর্ম্ম ভাবের ভিতর দিয়া লালনপালন করেন, তাহা হইলে সে শিক্ষা, মানবীয় প্রকৃতিতে বজ্রবৎ অটুট থাকে। জগতের সমস্ত শিক্ষা অপেক্ষা মায়ের প্রদত্ত শিক্ষা অতিশয় উপকারী। এদেশে বি এ, এম এ, উপাধীধারী ব্যক্তির অভাব নাই, কিন্তু ধার্ম্মিক আছেন কিনা সন্দেহ—এই অভাব স্ত্রীজাতি যদি পূরণ করিতে পারেন তবে, তাঁহার পদের ধূলিতে পৃথিবী ধন্য হইতে পারে!!

৪। এখনও বাঙ্গালী বিধবাদের মধ্যে চরিত্রের তেজ, নিষ্ঠার জ্বলন্ত অগ্নি, বিশ্বাসের তীব্র বিদ্যুৎ নিহিত আছে, পুরুষের মধ্যে তাহার শতাংশের একাংশও নাই। পতির ব্যারাম হইলে যে রমণী বুক চিরিয়া দেবতার নিকট মানত করিয়া থাকেন, সেই ধর্ম্ম-বিশ্বাসময়ী রমণীর মূর্ত্তি বুঝি ভারত হইতে অপসৃত হইতেছে!! তাই কাতর কণ্ঠে বলিতেছি, মা বঙ্গললনে! তোমার যে সতীত্বের তেজে ত্রিজগৎ চমকিত হইতে পারে, তোমার সতীত্বের সে মণিময় সিংহাসন পরিত্যাগ করিও না—

"এই দীন-দুঃখী ভারতের, যদি কিছু গর্ব্ব করিবার থাকে, সে সতীর সতীত্ব"

এই অমূল্যধন ভারতবর্ষে যেরূপ চির গৌরবান্বিত থাকে তাহার ব্যবস্থা করুন।

শ্রীমতী মহামায়া গুপ্তা।

কোকিল কূজন বা দুখের গাথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত, ধর্ম্ম-প্রচারকের ২১৬ পৃষ্ঠা হইতে।)

"বিশেষতঃ ভবধাম কাহারোত নয়
চিরকাল এই ভাবে যাবে কি নিশ্চয় ?
বলবীর্য্য অহঙ্কার,
চিরকাল সাথী কার ?
অচিরে কালেতে পুন হ'য়ে যাবে লয়,
যেরূপ আছিলি সবে হইবি নিশ্চয়। ১৩৪

"এই কথা ইতিহাস করিছে প্রচার,
দেখ্ না নয়ন খুলি নর-কুলাঙ্গার,
সকলি অনিত্য হেথা,
সুধুমাত্র রহে কথা,
নতুবা জগতে বল কিবা থাকে আর ?
পাপ পুণ্য এইমাত্র হয়রে বিচার। ১৩৫

"যে পাপ করিলি তোরা সেই চীন দেশে,
মানবের নাম ধরি পিশাচের বেশে,
এই কথা ইতিহাস
করিবেরে সুপ্রকাশ,
চন্দ্র সূর্য্য যতকাল রহিবে আকাশে,
এই কলঙ্কের কথা বহিবে বাতাসে। ১৩৬

"কাননের পাখিগণ করিবে প্রচার,
মানব মানব নহে, নাম মাত্র সার,
ঘৃণায় আপনা ভুলি,
সাগর তরঙ্গ তুলি,
দিবেরে সবায় সদা শতেক ধিকার,
কহিবে মানব সবে অতি দুরাচার। ১৩৭

"সে ধ্বনি বাজিয়া সদা পর্ব্বতের গায়,
প্রতিধ্বনি রূপে তারা কহিবে সবায়,
মানব ধার্ম্মিক নয়,
স্বার্থ-পর অতিশয়,
অত্যাচারী নরহন্তা নরক সহায়,
সৃষ্টির কলঙ্ক সবে, কি কহিব হায়। ১৩৮

"থাক্ থাক্ সে কথায় নাহি প্রয়োজন,
ফলিবে সেরূপ ফল সেরূপ বপন,
যার কর্ম্ম যে প্রকার,
তার ফল সে প্রকার,
কর্ম্ম অনুরূপ ফল শাস্ত্রের বচন,
থাক্ থাক্ সেই কথা নাহি প্রয়োজন। ১৩৯

"কিন্তু কি বিষম ভ্রম ! দূরদৃষ্টি-হীন !
স্বার্থেতে সম্পূর্ণ অন্ধ, ব্যাধি যে কঠিন,
নতুবা পাশব শক্তি—
জগজ্জনে দিতে মুক্তি—
কে করে আশ্রয়, অহো অতি অর্ব্বাচীন,
হবে কি জগত কভু তাহার অধীন ? ১৪০

"তরবারি-সহায়তা প্রচার কারণ,
অতীব অন্যায় কথা—তাহাতে কখন,
নাহি পাবে শুভ ফল,
সুধুই বিফল বল,
পাপ মাত্র হবে লাভ, হইবে পতন—
স্বর্গের ক্রোধাগ্নি তায় হবে উদ্দীপন। ১৪১

"দেহের পুষ্টির তরে যেরূপ ভোজন,
আত্মার পুষ্টির তরে সুধর্ম্ম তেমন,
যখন হইবে ক্ষুধা—
লভিতে পরম সুধা—
আপনি মানবগণ করিবে যতন,
তরবারি সহায়তা নাহি প্রয়োজন। ১৪২

"খুলিতে ধর্ম্মের হাট চাও যদি সবে,
সুমিষ্ট সুখাদ্য দ্রব্য তথায় রাখিবে,
নিতান্ত বিনয় সনে,
সুমধুর আলাপনে,
বিপণি-আগতগণে সন্তোষ করিবে,
দেখিবে সুফল তার নিশ্চয় ফলিবে। ১৪৩

"যে ধর্ম্ম প্রচারতরে করিছ যতন,
হও না সকলে দেখি তাহার মতন,
সে রূপ শোভায় তবে,
মানব মোহিত হবে,
দেবতা আশ্রয় সবে করিবে গ্রহণ,
রাক্ষস আশ্রয় কেহ চাহে না কখন। ১৪৪

"আপন সংস্কার করি জগৎ সংস্কার,
কর যদি হতে পারে সুফল বিস্তার
নতুবা বিফল যত্ন
লাভ নাহি হবে রত্ন,
যাইবে জীবন শুধু পরিশ্রম সার,
হাসিবে জগতবাসী দিবেরে ধিক্কার। ১৪৫

"অহো কি ক্ষোভের কথা, ধরমের ভাণে
সাধিতে স্বজন স্বার্থ অতি সন্তর্পণে
দেশ দেশান্তরে পশি—
করে ধরি খর অসি—
নাশিছে ব্যাধের মত মানব-সন্তানে,
ললনা লাঞ্ছিত সবে ধনে মানে প্রাণে। ১৪৬

"ধন্য ধন্য মহারাণী জগত জননী,
রমণী কুলের অহো সমুজ্জলমণি!
তাঁহার রাজত্ব কালে,
অবলা রমণী কুলে,
পারিত কহিতে কেহ অসঙ্গত বাণী?
রমণী অভাবে তাঁর সবে অনাথিনী। ১৪৭

"মহারাণী ভিক্টোরিয়া সতীত্ব-রূপিণী,
শান্তির অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দীনের জননী,
সদা শিষ্ট-হিতব্রত,
দানব-দলনে রত,
ক্ষুধার্ত্তের তরে সদা অন্নদা-রূপিণী,
হবে কি ধরায় পুন হেন মহারাণী? ১৪৮

"মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রজার কারণ
ঠিক যেন ভগবতী শিবানী যেমন.
স্বরগের দেবী তুমি,
পরিহরি মর্ত্ত্য ভূমি—
দেবের সমাজে পুন করেছ গমন.
কাঁদিছে ভারতবাসী, কাঁদে জগজ্জন। ১৪৯

"শুনিয়া সন্তান-ক্ষয় বুয়রের দেশে
ছিঁড়িল হৃদয় গ্রন্থি তব অবশেষে,
অনন্ত কালের তরে,
চলিগেছ দেবপুরে,
লভিতে অনন্ত সুখ দেবতার দেশে
দেবের সমাজে তুমি মহাদেবী বেশে। ১৫০

"হায় মা! থাকিতে যদি আরো কিছুদিন,
মানবের এই দেশে দয়া ধর্ম্ম হীন,
দেখিতে চীনের দেশে
মানব পিশাচ বেশে,
নাশিল রমণীকুলে, অভাগিনী চীন
মরম ব্যথায় হায় কাঁদে নিশিদিন। ১৫১

"কিন্তু গো জননি! তব সুকৃতি কারণ—
সেই চীন কাল-যুদ্ধে তব পুত্রগণ—
দিয়াছে জগতময়
মহত্বের পরিচয়—
তাই ত করিছে সবে আনন্দে কীর্ত্তন,
ইংরাজ ধার্ম্মিক, নহে মানব অধম। ১৫২

"চীন সমরের কথা দুঃখের আখ্যান,
দিতেছে সবারে এক মহাশিক্ষা দান.
সাধিলে পরম সিদ্ধি
লভিবে পরম ঋদ্ধি—
সাধিয়া শৈশব হ'তে চতুর জাপান
চীন সমরের ক্ষেত্রে লভিল সম্মান। ১৫৩
"এখনো শোণিত-গন্ধে ক্লিষ্ট ভূমণ্ডল,
এখনো কামান-নাদে কাঁপে নভস্থল,
দুস্থের কাতর ধ্বনি—
এখনো শ্রবণে শুনি—
এখনো লোহিত বর্ণ সুশেমার জল,
এখনো আর্থার পোর্ট বিহীন সম্বল। ১৫৪
"এখনো কোরিয়া করে কতই রোদন,
এখনো মাঞ্চুরী করে অশ্রু বরিষণ—
এখনো রুসিয়াবাসী
ফেলি অশ্রু রাশি রাশি
বান্ধব-বিচ্ছেদ-বিদ্ধ হায় অনুক্ষণ,
মৃতের কল্যাণ তরে করিছে তর্পণ। ১৫৫
"কর্ম্মফলবাদী হিন্দু তাই বুঝি ভয়,
অহিন্দু বলিয়া তাই দেও পরিচয়?
সভ্যতা হইবে নাশ,
গৌরব হইবে হ্রাস,
হিন্দু বলি দিওনাক কভু পরিচয়,
কর্ম্মফলবাদী হিন্দু শুনে লজ্জা হয়। ১৫৬
"আর্য্য-কুলতন্ত্র তোরা কি বলিব আর,
অনার্য্য হইলি সবে ধিক শতবার!
আত্মতত্ত্ব বহির্মুখ,
পর তত্ত্বে সদা সুখ
পরতন্ত্র সদা কাল পরপুষ্ট আর
আর্য্যের বংশেতে তোরা কুল-কুলাঙ্গার। ১৫৭

"দেখরে ভাবিয়া মনে কর প্রণিধান
এখনি পাইবি কর্ম্ম ফলের সন্ধান,
আকাঙ্খা হইতে কর্ম্ম—
আকাঙ্খা মনের ধর্ম্ম—
মন হেতু জীব, জীব হেতু ভগবান,
অনাদি কারণ সেই করুণা নিধান। ১৫৮
"দৃশ্যাদৃশ্য চরাচর অখিল সংসার,
অনাদি কারণ আদি কারণ সবার
কারণ হইতে কার্য্য—
হয়ে থাকে অনিবার্য্য—!
কার্য্য পুনঃ হয়ে থাকে কারণ আকার
কারণ হইতে কার্য্য ঘটে অনিবার। ১৫৯
"ভূগর্ভ নিহিত শক্তি ভূকম্প কারণ—
ভূকম্প হইতে হয় পর্ব্বত স্খলন,
পর্ব্বত চাপায় পড়ে—
কত প্রাণী প্রাণে মরে,
সেই মৃত জীব দুষ্ট বায়ুর কারণ—
কত জীব কালগৃহে করিছে গমন। ১৬০
"সুখাদ্য-পোষিত দেহ বিহীন-বিকার
দেহের সুস্থতা হেতু মন নির্ব্বিকার,
সে মন-প্রসূত ফল—
সুপবিত্র সুবিমল,
বাসনা সুন্দর অতি; বাসনা আবার
সুকর্ম্ম করায়ে করে কত উপকার। ১৬১
"সুকর্ম্মে সুফল ফলে কুকর্ম্মে কুফল,
গোলাপে সুগন্ধ পাবে পলাশে বিফল
আগুণ উত্তাপময়—
বরফ শীতল হয়—
বরফ উত্তপ্ত নহে, আগুণ শীতল,
কর্ম্ম অনুরূপ সদা হ'য়ে থাকে ফল। ১৬২

ক্রমশঃ—   শ্রীঃ—

অদ্ভুত বালক।

শ্রীযুক্ত বংশধর ভট্টাচার্য্য সরস্বতী মহাশয় খুলনা জেলার অধিবাসী। সংস্কৃত ভাষায় সরস্বতী মহাশয়ের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং সামগানে বিশেষ অধিকার আছে, এতদ্ব্যতীত ইংরাজী, লাটিন, হিন্দী, উর্দ্দু, পারসী, সিংহলী প্রভৃতি আরও কয়েকটী ভাষায় সরস্বতী মহাশয় বিশেষ ব্যুৎপন্ন। সরস্বতী মহাশয় কলিকাতায় থাকিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। সম্প্রতি দুইটী পুত্ররত্নের কল্যাণে অর্থোপার্জ্জন স্পৃহার সহিত বঙ্গদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কেবল ব্রাহ্মণ জাতির নিকট হইতে সামান্য প্রতিগ্রহাবলম্বনে তিনি পুণ্যক্ষেত্র কাশীবাস করিতেছেন। পুত্র দুইটী রত্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জ্যেষ্ঠটীর বয়ঃক্রম এক্ষণে আট বৎসর মাত্র। বিগত মকরপঞ্চমীর দিবস অত্রত্য বেদজ্ঞ অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণগণের দ্বারা গর্ভাষ্টমরূপ মুখ্যকালে বালকটী উপনীত হইয়াছে, অরণিমন্থনোৎপন্ন অগ্নির দ্বারা ঐ উপনয়ন যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। তদবধি সেই অগ্নি রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। সেই অগ্নিতে বালক ব্রহ্মচারীর নিত্যযজ্ঞ সম্পন্ন হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান কালের ন্যায় ত্রিরাত্রি বা নবরাত্রি একটী গৃহ মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া উক্ত বালকের ব্রহ্মচর্য্যের সমাপ্তি হয় নাই। সরস্বতী মহাশয়ের ইচ্ছা যে দ্বাদশ বর্ষ অর্থাৎ সমাবর্ত্তকাল পর্য্যন্ত প্রাচীনকালের পদ্ধতি অনুসারে ব্রহ্মচর্য্য পালন, বেদপাঠাদি সমাপন করাইয়া ব্রহ্মচারীকে সংসারে প্রবেশ করান হয়।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণের উপনয়ন সংস্কারের পর গুরুগৃহে অবস্থান এবং তথায় বেদপাঠাদি সমাপন করিবার প্রথা ছিল, কিন্তু এক্ষণে সে প্রথা বিলুপ্ত হইয়াছে, এমন কি তাহা এক্ষণে উপন্যাসের ব্যাপারবৎ অদ্ভুত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। সুতরাং বাল-ব্রহ্মচারীর পিতাই তাহার আচার্য্য গুরু স্থানীয় এবং কাশীস্থ দ্বারবঙ্গ সংস্কৃত পাঠশালাতেই তাহার বেদাধ্যয়ন হইয়া থাকে। এই বাল-ব্রহ্মচারীর মেধাশক্তি অলৌকিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই অল্প বয়সেই তাহার পানিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ এবং সূত্র সহিত পঞ্চপাঠী গ্রন্থ আবৃত্তি কণ্ঠস্থ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সে গণিতের অঙ্ক সমাধান ও ইংরাজী, হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষায় পত্রাদি লিখিতে পারে। ব্রহ্মচারীর চারি বৎসর বয়স্ক একটী কনিষ্ঠ সহোদর আছে। ইহার স্মৃতিশক্তি আরও অদ্ভুত। ইহার মধ্যেই সে হিন্দী, বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত ভাষায় যে কোন পুস্তক পাঠ করিতে পারে। শুনিতে পাই, আড়াই বৎসর বয়সের সময় হইতেই তাহার এইরূপ ক্ষমতা দেখা যায়। দুই একবার দেখিয়াই সে সংস্কৃত শ্লোক অভ্যাস করিতে পারে। যাহা হউক আমরা সরস্বতী মহাশয়ের অধ্যবসায় এবং সাহসকে ধন্যবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না। এই জীবন সংগ্রাম এবং গোলামি-গৌরবান্ধতার দিনে তিনি রীতিমত সংস্কৃত ও ইংরাজী প্রভৃতি ১০।১২টী ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া কেবল স্বধর্ম্ম ও স্বজাতির মঙ্গলের

নিমিত্ত আপনি ব্রাহ্মণোচিত অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহাদি ষট্‌বৃত্তি অবলম্বন করিয়া এবং আপনার অলৌকিক মেধা সম্পন্ন বংশধরদিগকে ব্রাহ্মণোচিত ধর্ম্মে নিয়োগ করিতে স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া যে অন্ততঃ চেষ্টা করিতেছেন, ইহাই তাঁহার স্বধর্ম্ম ও স্বদেশ-ভক্তির এবং স্বার্থত্যাগের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। আমাদের বিশ্বাস, এই দুইটী বালককে ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত করিলে কালে ইহারা প্রখ্যাতনামা ব্যবহারজীব অথবা ধর্ম্মাধিকরণের বিচারকর্ত্তা হইয়া প্রচুর পরিমাণে অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক সরস্বতী মহাশয়কে অর্থসুখে সুখী করিতে পারিত। কিন্তু সরস্বতী মহাশয় অর্থসুখ উপেক্ষা করিয়া স্বয়ং পূর্ব্বকালীন ব্রাহ্মণোচিত কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছেন এবং পরম স্নেহাধার আত্মজদিগকে কঠোরতা অভ্যাস করাইয়া ভারতের ভাবী উন্নতির বীজ বপনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আমরা মঙ্গলময় জগদীশ্বরের নিকট সরস্বতী মহাশয়ের শুভ সংকল্পসিদ্ধি এবং তাঁহার অমূল্য রত্ন দুইটীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

———o———

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল।

(সহযোগীর মন্তব্য)

(১)

ভারতের একটী নাম হিন্দুস্থান। এই হিন্দুস্থান ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য চির বিখ্যাত ছিল, কিন্তু কালমাহাত্ম্যে এখন সেই পবিত্র স্থান ধর্ম্ম কর্ম্মের অভাবে কলঙ্কিত হইতে বসিয়াছে। এ দেশের কতিপয় মহাশয় ব্যক্তির মনে এই গুরুতর চিন্তার উদ্রেক হওয়ায় আজ ২ বৎসর হইল ৺বারাণসী ধামে ভারতধর্ম্মমণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয় মথুরা হইতে উঠিয়া আসিয়াছে। এই সমিতির উদ্দেশ্য অতি মহৎ। সমিতির বড় বড় পণ্ডিত সভ্যগণ ভারতের নানাস্থানে ধর্ম্মসমিতি স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং এই জড়প্রায় মুর্শিদাবাদে সেই চেষ্টা ফলবতী করিবার জন্য ঐ সমিতি প্রেরিত মহোপদেশক পণ্ডিত হরসুন্দর সাখ্যরত্ন মহাশয় গত শুক্রবার ৫॥ ঘটিকার সময় বহরমপুর গ্রাণ্টহলে "ধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রচার ও উদ্দেশ্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা অতি সারগর্ভ ও শাস্ত্রীয় কথায় পূর্ণ। ঐ দিন তিনি ধর্ম্ম মহামণ্ডলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও বিবৃত করেন। ভারতের শক্তিশালী স্বাধীন রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণশ্রেণীর লোক পর্য্যন্ত এই ধর্ম্ম মহামণ্ডলের শুভাকাঙ্ক্ষী। ভারতের ধনাঢ্য ও ধার্ম্মিকগণ এই মহামণ্ডলে প্রচুর অর্থদান করিয়াছেন ও করিতেছেন। ঐ দিন সকল কথা সম্যক রূপে শেষ না হওয়ায় পরের রবিবার এতৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য লালগোলার রাজা বাহাদুরের সৈদাবাদস্থ সুরম্য প্রাসাদে পুনরায় এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। পূর্ব্বদিনকার সভায় বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ সেন ও দ্বিতীয় দিনকার

সভায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্ক চূড়ামণি মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন।

রবিবার অপরাহ্ণ ৫ টার সময় সৈদাবাদস্থ লালগোলারাজের বাটীতে সভার অধিবেশন হইলে উক্ত সাংখ্যরত্ন মহাশয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা বলেন। তৎপরে স্বয়ং সভাপতি তর্ক চূড়ামণি মহাশয় ধর্ম্মের যে অতি সূক্ষ্ম ও সর্ব্বজনমনোগ্রাহী বক্তৃতা করেন, তাহা স্বর্ণাক্ষরে ভারতের প্রতি গৃহে লিখিয়া রাখা উচিত। তর্কচূড়ামণি মহাশয় দেশের শোচনীয় ধর্ম্মাবনতির বিষয় চিন্তা করিয়া যেরূপ মর্ম্মপীড়িত হইয়াছেন, তাহা তাঁহার বক্তৃতার প্রত্যেক কথায় পরিস্ফুট হইয়াছে। দুর্ভাগ্য হিন্দুসন্তানগণের তাহা অনুভব করিবার শক্তি থাকিলেও আমরা সুখী হইব। তিনি আর্য্যধর্ম্ম, অদৃষ্ট, বাসনা প্রভৃতি সম্বন্ধে যে অলৌকিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের যথাশাস্ত্র ব্যাখ্যা তিনি গ্রন্থাকারে করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। সেই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে হিন্দুর ধর্ম্মোন্নতির যথেষ্ট সহায়তা করিবে। কিরূপ উপায়ে এই মুর্শিদাবাদে ধর্ম্মসমিতি স্থাপিত হইয়া ধর্ম্মমণ্ডলের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, এখানকার গণ্য মান্য ব্যক্তিগণ তাহা চিন্তা করিতেছেন। প্রস্তাবিত সভায় সভাপতি ও সভ্য নির্ব্বাচন হওয়ার ফলাফল এখনও আমরা অবগত হইতে পারি নাই। সম্ভবতঃ কাশিম বাজারের মহারাজা এই ধর্ম্মসভার সভাপতি ও বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ সেন মহাশয় সম্পাদক হইবেন। প্রতিকার।

(২)

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের বঙ্গপ্রান্তীয় কার্য্যালয় ১৮নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে মহোপদেশক শ্রীযুক্ত হরসুন্দর সাংখ্যরত্ন মহাশয় মহামণ্ডলের প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা প্রভৃতি বহুস্থান পরিদর্শন করেন। তন্মধ্যে ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত মুক্তাগাছা নামক প্রসিদ্ধ স্থানে বিগত ৬ই আশ্বিন অপরাহ্ণ ৬টার সময় তত্রত্য জমিদার শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়াত্মজ শ্রীযুক্ত সুধীর চন্দ্র আচার্য্য মহাশয়ের বিশেষ উৎসাহে এবং যত্নাতিশয্যে উক্ত মণ্ডলের প্রচারোপলক্ষে যে সভা হইয়াছে, তাহাতে যে সকল বিদ্যোৎসাহী এবং ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিদের সহিত শুভসাক্ষাৎকার হয় তাঁহাদের সদ্ব্যবহার এবং সৌজন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ ॥০ আনির ম্যানেজার শ্রীযুক্ত তেজোময় মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন মহাশয় এবং শ্রীযুক্তযাদব চন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য ঠাকুর (রাজগুরু) ইঁহাদের সদ্ব্যহার দর্শনে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। পরিশেষে ব্যক্তব্য এই যে এইরূপ একটী প্রসিদ্ধ স্থান হইতেও মহামণ্ডল অদ্যাপি কোনও উপকার পাইতে পারেন নাই। আমাদের আশা আছে অতঃপর উক্ত প্রান্তীয় কার্য্যালয়ে অনুসন্ধান নিয়া তত্রত্য ব্যক্তিগণ সভার আনুকূল্য প্রদান করিতে প্রস্তুত হইবেন। চারুমিহির।

উপদেশক ভ্রমণ।

মহোপদেশক শ্রীযুক্ত হরসুন্দর সাংখ্যরত্ন মহাশয় বিগত ১৭ই শ্রাবণ কলিকাতা হইতে বহরমপুর মণ্ডলের প্রচার কামনায় উপস্থিত হন। স্বর্গীয় রাজা আশুতোষ নাথ রায় বাহাদুরের ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে বহরমপুরের বর্ত্তমান অবস্থা অবগত হইয়া তৎপরদিন কাশিমবাজারের পবিত্র চরিত্র মহামনা মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহাশয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়: তাঁহারি প্রযত্নে ও উৎসাহে ১ম দিন গ্রাণ্টহলে, দ্বিতীয় দিনে লালগোলা রাজকুঠীতে সভা হয়, প্রথম দিনে সভাপতির আসনাসীন শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় স্বীয় কর্ত্তব্য যথারীতি প্রতিপালন করিয়া সভাগণকে আপ্যায়িত করেন। দ্বিতীয় দিনে পণ্ডিত প্রবর মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং ধর্ম্মের সহিত ভক্ষ্য ও ব্যবহার্য্য বস্তুর বিশেষ সম্বন্ধ ও ধর্ম্ম প্রতিপাদ্য কিনা ইত্যাদি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সভাপতির আসনাসীন হইয়াও সভা সাধারণের নিকট উপস্থিত করেন, যাহা বর্ত্তমান সময়ে অনেক শিক্ষিত সম্প্রদায় জানিতে উৎকণ্ঠিত থাকেন। বঙ্গের রাজন্যবর্গমধ্যে মহারাজ মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী যে একজন ধর্ম্মজীবনের আদর্শ স্বরূপ, তাহা বোধহয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। তিনি সাধারণ সংসারী লোকের ন্যায় দ্বন্দ্ব বিমোহিত হন না। আপাততঃ রমণীয় সুখ দুঃখাদি তাঁহার স্থৈর্য্যাদি গুণের প্রত্যাখ্যান করিতে অসমর্থ। তৃতীয় দিনে ৬মহাকালী পাঠশালার সভাতে "উত্তর বঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডল" নামে একটী মণ্ডল সংস্থাপিত হয় এবং জন সাধারণের সুবিধানুসারে তাহার অধিবেশনের স্থান পরিবর্ত্তন ব্যবস্থাও হইয়া থাকে। স্বর্গীয় রাজা আশুতোষ নাথ রায় বাহাদুরের পুণ্যশ্লোকা জননী আন্নাকালী দেবী মহাশয়ার আর্য্যধর্ম্ম রক্ষণ ও আর্য্যভাবোন্নতি সাধন ব্যাপার দর্শনে কোনও মহাত্মা তাঁহার পুণ্যপ্রভা বর্ণনা না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার জীবনে তিনি অনেক সৎ কার্য্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে বহরমপুর ভিক্টোরিয়া জুবিলীটোল নামে যে একটী চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করেন, তাহা একটী প্রধানতম কার্য্য। যে টোলের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয় ন্যায়শাস্ত্র এবং পণ্ডিত প্রবর কালীবর বেদান্ত বাগীশ মহাশয় বেদান্ত এবং তৎপরে স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র বেদান্ত চুঞ্চু সাহিত্যাচার্য্য সাংখ্যাচার্য্য মহাশয় বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতেন। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাসুন্দর স্মৃতিরত্ন মহাশয় স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপনা করাইতেছেন, সেই টোলের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারক চন্দ্র সাংখ্য সাগর ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাচরণ কাব্য সাংখ্য বেদান্ত তীর্থ ও শ্রীযুক্ত মহোপদেশক হরসুন্দর সাংখ্যরত্ন প্রভৃতি যাঁহারা বর্ত্তমানে মণ্ডলের অনেক কার্য্য সাধন করিতেছেন, সেই ধর্ম্মৈকব্রতা শ্রীযুক্তা রাণী আন্নাকালী দেবী প্রতিমাসে ১০৲ দশ টাকা করিয়া তাঁহার নিজ সম্পত্তি হইতে দিতে প্রতি-

প্রস্তুত হইয়াছেন এবং প্রথম ভাদ্র মাসের ১০৲ দশ টাকা তখনই দিয়াছেন। আশা করি বঙ্গদেশের অনেক ধর্ম্মশীলা রাজপত্নী ও রাজকন্যা তাঁহার পবিত্র দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া আর্য্য ধর্ম্মোন্নতি বিষয়ে স্ব স্ব বিত্তব্যয় করিতে প্রস্তুত হইবেন। প্রায় ৩০০৲ তিনশত টাকা বার্ষিক এতদুপলক্ষে মণ্ডলের বহরমপুর হইতে প্রাপ্য স্থির হইয়াছে। নশীপুরের ধর্ম্মপ্রাণ রাজা শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিংহ বাহাদুরেরও মণ্ডলের উন্নতি কল্পে যত্ন আছে শুনিয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

তথা হইতে মহোপদেশক মহাশয় রাজসাহীতে উপস্থিত হইয়া তথাকার বিদ্যোৎসাহিতা ও ধর্ম্ম প্রাণতা দর্শনে প্রীতিলাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার ভাদুড়ী ডাক্তার প্রভৃতি অনেক স্বজনকে মহামণ্ডলের উন্নতি বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল দেখা যায়। বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার আচার্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামতনু তর্করত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বক্তৃতার পূর্ব্বে বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থিত বক্তা সমীপে প্রদান করেন। এখান হইতেও প্রায় ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা সহায়ক সভ্য চাঁদা সংগ্রহ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন মৈত্রেয় ও শ্রীযুক্ত হরিচরণ মৈত্রেয় মহাশয় প্রভৃতি সজ্জন সৎকার্য্য মাত্রের পক্ষপাতী। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নারায়ণ শর্ম্মা খাঁ এবং শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সান্যাল মহাশয় দ্বয় মহামণ্ডলের বিশেষ উন্নতি প্রার্থনা করেন। তাহার পর নাটোর রাজতরফের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় প্রভৃতির প্রযত্নে জয় কালী মাতার প্রাঙ্গণেও একটী সভা হয়। তাহাতে উক্ত মহাশয় দ্বয় ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত চৌধুরী উকিল ও শ্রীযুক্ত যাদব চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মোনসেফ্ মহাশয় আগ্রহাতিশয় প্রদর্শন করিয়াছেন। মুক্তাগাছার প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়াত্মজ শ্রীযুক্ত সুধীর চন্দ্র আচার্য্য চৌধুরীর সদ্ব্যবহার এবং সৌজন্যে সভাস্থ সকল সভ্য মাত্রেই সন্তোষ লাভ করেন। সভ্য মণ্ডলীর মধ্যে ॥০ আনীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তেজোময় মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রভৃতি অনেক সজ্জন শ্রীমহামণ্ডল হইতে ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের মহোপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বাবুরামজী বিগত আগষ্ট মাসে শ্রীব্রহ্মাবর্ত্তমণ্ডলের অন্তর্গত মীরাপুর এবং মিরাট জেলায় ধর্ম্মপ্রচারার্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। মীরাপুরে একটী নূতন সনাতন ধর্ম্মসভা স্থাপিত হইয়াছে। তথা হইতে উপদেশক ফণ্ডে সাহায্যার্থ ১২৲ টাকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। পরীক্ষিত গড়ের সভাটী পুরাতন। উহার রেজিষ্টারাদিতে কোনওরূপ গোলযোগ নাই, সভার ব্যবস্থাও উত্তম। সভার একটী পাঠ-শালাও আছে। ঐ স্থানে পণ্ডিতজীর ভক্তি, মূর্ত্তিপূজা এবং শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে তিনটী বক্তৃতা হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতায় উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছিলেন এবং এতদুপলক্ষে উপদেশক ফণ্ডে আরও ৬৲ টাকা চাঁদা বৃদ্ধি হইয়াছে।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর অগ্নিহোত্রী গত

আগষ্টমাসে আজমগড়, গোরখপুর, বস্তী, ফয়জাবাদ, সুলতানপুর, লক্ষ্ণৌ, ফতেপুর জিলার অন্তর্গত কড়হর, শৃঙ্গীরামপুর এবং ফরুক্কাবাদ জেলার অন্তর্গত কায়মগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করেন। তিনি গোরখপুরের সভায় ৯টী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তত্রত্য সভাটী মহামণ্ডলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে। উপদেশক ফণ্ডে উক্ত সভাহইতে ১২৲টাকা চাঁদা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। শৃঙ্গীরামপুর নূতন সভা স্থাপিত হইয়াছে। সভার পক্ষ হইতে নগদ, একমালীন দান ৫১৲টাকা উপদেশক ফণ্ডে এবং বার্ষিক ৬০৲টাকা শ্রীমহামণ্ডলের সহায়তার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা পত্র সভাপতি ও অধ্যক্ষ মহাশয়ের হস্তাক্ষরযুক্ত হইয়া প্রধান কার্য্যালয়ে প্রেরিত হইয়াছে। এই কার্য্যের নিমিত্ত তত্রত্য সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী মহাশয়গণ বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্তগতিনাথ ঝা গতবৎসর কার্ত্তিক মাস হইতে বিগত আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত পূর্ণিয়া, দ্বারবঙ্গ, মুঙ্গের, মুজঃফরপুর প্রভৃতি জেলায় ৫০। ৬০ খানি গ্রামে ভ্রমণ পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচার করেন। কতিপয় স্থানে সংস্কৃত এবং হিন্দী পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। বহুসংখ্যক ব্যক্তি সামাজিক কুরীতি পরিত্যাগ করিয়াছে। গন্ধটী নামক স্থানে মহামণ্ডলের একটী নূতন শাখা সভা স্থাপিত হইয়াছে। বলাবাহুল্য উপদেশক মহাশয়ের কার্য্য বিশেষ প্রশংসা যোগ্য।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের উপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রবণলাল জী শ্রীরাজস্থান ধর্ম্মমণ্ডলের অন্তর্গত ইন্দোর রাজস্থ মানপুর ঝালাওয়ার অন্তর্ব্বর্ত্তী পাঁচপাহাড়, ইন্দোররাজস্থ গরোঠ প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন। মানপুরে, ভক্তি, পতিব্রাত্য এবং ধর্ম্মের সম্বন্ধে তিনি ছয়টী বক্তৃতা করেন। প্রত্যহ প্রায় ৫০০শত শ্রোতা তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসিতেন। এতদুপলক্ষে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের ২৫ জন সাধারণ সভ্য বৃদ্ধি হইয়াছে। গরোঠে উপদেশক মহাশয়ের ভক্তি, অহিংসা এবং সনাতন ধর্ম্মের উপর ৭টী বক্তৃতা হয়। ঐ স্থানেও মহামণ্ডলের ৩১জন সাধারণ সভ্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

ধর্ম্মোপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত লক্ষ্মীদত্তজী স্বতন্ত্র ভাবে নাগর জেলার অন্তর্গত দেউরী হইতে আপনার ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, তিনি মধ্য প্রদেশের বহুস্থানে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং অনেকস্থানে নূতন সভা স্থাপিত করাইয়াছেন। ঐ সকল সভার মধ্যে নরসিংহপুর বিল্লোরা এবং খুরদং সভা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের শাখা সভা রূপে পরিণত হইয়াছে। ধর্ম্মোপদেশক মহাশয়ের প্রচার কার্য্য যে বিশেষ প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা প্রধান কার্য্যালয়ের আজ্ঞানুসারে মধ্য প্রদেশের দিকে ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করেন। তিনি প্রধান কার্য্যালয় হইতে মুঙ্গাপুরের অন্তর্গত চুনার-গড়ে উপস্থিত হন। তথায় দুইদিন তিনি বিশেষ উৎসাহ সহকারে সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তত্রত্য অধিবাসিগণ তাঁহার বক্তৃতায় বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

৩১জন ধর্ম্মোৎসাহী মহাশয় মহামণ্ডলের সাধারণ সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। ঐ স্থান হইতে পণ্ডিত জী মধ্য প্রদেশস্থ কটনী মুড়োয়ারায় গমন করেন। তথা হইতে তিনি নরসিংহ পুরের গমন করিয়াছেন।

—*।*।*—

মহামণ্ডল সংবাদ।

বক্তৃতা—গতবর্ষের ন্যায় এবৎসরও শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রায়বাহাদুর পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন বৈদ্য মহাশয়ের চেষ্টায় ৺সারনাথ ও ৺দুর্গাবাড়ীর মেলা উপলক্ষে সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে বিগত শ্রাবণ মাসে বক্তৃতা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য মেলা উপলক্ষে উল্লিখিত উভয় স্থানে নানা স্থান হইতে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। অত্যন্ত বৃষ্টি হইলেও ৺সারনাথ মহাদেবের সম্মুখস্থ বক্তৃতা স্থানে বহুসংখ্যক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সমবেত হইয়াছিলেন, তথায় "হর হর মহাদেব" ধ্বনি মুহু র্মুহু উত্থিত হওয়ায় সমাগত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলের প্রাণ ধর্ম্মোৎসাহে উৎসাহিত হইয়াছিল। শিবালয়ের সম্মুখে বক্তৃতার নিমিত্ত একটী মণ্ডপ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। প্রধান কার্য্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দামোদর শাস্ত্রী, পীলীভীত নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শর্ম্মা এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হনুমান জী হৃদয় গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ৺দুর্গাবাড়ীতে উল্লিখিত বক্তৃগণ সুমধুর বক্তৃতা দানে জনসাধারণের প্রাণে ধর্ম্মোৎসাহ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। শ্রীদুর্গাদেবীর শ্রীযুক্ত রাজা পাণ্ডাজী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পাণ্ডাজী বড়ই ধর্ম্মোৎসাহী এবং সজ্জন। মঝৌলীর রাজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাঘবেন্দ্র নারায়ণ প্রসাদ মহাশয়ও সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একজন অতি উচ্চশ্রেণীর বিদ্বান এবং ধর্ম্মহিতৈষী সজ্জন। অবশেষে উক্ত পণ্ডিতজী অতি সুন্দরভাবে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের উপযোগিতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণকে ইহার সহায়তার নিমিত্ত উৎসাহিত করেন। সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত রাজরাজেশ্বর ভারত সম্রাটকে ধন্যবাদ করিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

গোরক্ষা।—আজকাল প্রায় সর্ব্বত্র হিন্দু সন্তানদিগকে গোরক্ষার নিমিত্ত যত্নশীল দেখা যাইতেছে। এমন কি সুদূর আফ্রিকা-প্রবাসী হিন্দুগণ তথায় গোরক্ষার নিমিত্ত তত্রত্য জঞ্জীবার নামক নগরে একটী গোশালা স্থাপন করিয়াছেন। ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়াও বহুদূরস্থ প্রবাসী ভারতবাসিগণের ধর্ম্মোৎসাহ সমভাবে বর্ত্তমান আছে ইহা বড়ই সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। এ দিকে রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যের অধীন মণ্ডাওয়া নিবাসী

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমণ্ডলী তথায় একটী পিঁজরাপোল স্থাপন করিয়াছেন। উহার নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত ৩০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে এবং আরও অনেক অর্থ সংগৃহীত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক হৃদয়বান ব্যক্তি গোশালা স্থাপন করিবার প্রতিজ্ঞাও করিয়াছেন এবং কিছু কিছু নগদ টাকাও প্রদান করিয়াছেন। এই কার্য্য সম্পন্নার্থ কলিকাতায় একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতা প্রবাসী মারোয়াড়ীগণ অবশ্য আপনাদিগের জন্মভূমিস্থ গোশালার সহায়তাকল্পে প্রাণপণে যত্ন করিবেন। মারোয়াড়ীদিগের বিবাহাদি উৎসবোপলক্ষে বৎসরে ১২০০৲ টাকা আয় হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আশা করি, ভারতের সর্ব্বত্রই এইরূপ ধর্ম্মবৃত্তি স্থাপন দ্বারা ধর্ম্মাত্মা মহাশয়গণ গোরক্ষায় তৎপর হইবেন।

ভক্ষকই রক্ষক।—মুসলমানদিগের সময় হইতেই ভারতে গোহত্যা প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু যে সময়ে তাঁহাদিগের দ্বারা এই ব্যাপার প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তখন তাঁহারা সকলেই ভারত-প্রবাসী ছিলেন। এখন মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ আর ভারত-প্রবাসী নহেন—প্রায় সকলেই ভারতবাসী। ভারতের উন্নতি অবনতির উপর ইঁহাদেরও ভাবি উপকার অপকার নির্ভর করে। বলিতে কি একমাত্র গোহত্যা হইতেই ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে, অধিক পরিমাণে গোহত্যা হওয়ায় ভারতবাসীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য দুগ্ধ ও ঘৃতের মাহার্ঘ্যতায় ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান সকলেই দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন। সুখের বিষয় মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দেরও ক্রমে এ বিষয়ে দৃষ্টি পড়িতেছে। গোরক্ষা করিবার নিমিত্ত বহুসংখ্যক সহৃদয় মুসলমান আজকাল বদ্ধপরিকর হইয়াছেন দেখিয়া আমাদের মনে বড়ই আশার সঞ্চার হয় যে যাঁহাদিগের দ্বারা গোহত্যা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাঁহারা যদি গোরক্ষা করিতে অগ্রসর হন, তবে অতি শীঘ্রই ভারতের গোহত্যা নিবারণ এবং গোজাতির উন্নতি যুগপৎ সংসাধিত হইবে। আফগানিস্থানের আমির মহোদয় ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ। সংপ্রতি ঠিঁবাওয়াড়ের অন্তর্গত রাধনপুর রিয়াসতের শ্রীযুক্ত নবাব সাহেব রাজত্বলাভ কালে দুইটী পরম প্রশংসনীয় আদেশ প্রচারিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে ১ম আদেশ—তাঁহার রাজত্ব মধ্যে কেহ গোহত্যা করিতে পারিবে না। দ্বিতীয় আদেশ যে তাঁহার প্রজাবর্গ বিনা বেতনে শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। সমগ্র সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুদিগের একমাত্র বিরাট ধর্ম্মসভা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের পক্ষ হইতে আমরা এই মহানুভাব নবাব বাহাদুরকে তাঁহার এই সর্ব্বোপযোগী আদেশের নিমিত্ত সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ করিতেছি।

সঞ্চার কার্য্যালয়।—শ্রীযুক্তজ্ঞানানন্দ জী মহারাজের অধীনতায় শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সঞ্চার কার্য্যালয় (ডেপুটেশন) মিরট হইতে মথুরা পুরীতে প্রত্যাগত হয়। তথায় অবশিষ্ট ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক সঞ্চার কার্য্যালয় রাজস্থান ধর্ম্মমণ্ডলে উপস্থিত হয়। তথায় বিগত ২৩শে পর্য্যন্ত কার্য্যালয় তথায় অবস্থিতি থাকিয়া তত্রত্য কার্য্যালয়ের উচিত সংস্কার

সংসাধিত করে। যথোচিতরূপে কার্য্যালয় পরিচালিত করিবার নিমিত্ত অবৈতনিক ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ঠাকুর হরিচরণ সিংহ চৌহানকে বৈতনিক ম্যানেজার নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের পূর্ব্ব অস্থায়ী প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রায়বাহাদুর বরদাকান্ত লাহিড়ী শ্রীযুক্ত রাওসাহেব গোপাল সিংহ ঠাকুর সাহেব খরওয়া, শ্রীযুক্ত বাবু রামজীবন ডেপুটেশনে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। লাহিড়ী মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীরাজস্থান ধর্ম্মমণ্ডলের এক বিশেষ অধিবেশন তত্রত্য টাউনহলে হইয়াছিল। ইহাতে অনেকগুলি আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উক্ত প্রান্তবাসী ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগকে শ্রীমহামণ্ডল হইতে উপাধি প্রভৃতি সম্মান প্রদত্ত হইয়াছে। অতঃপর সঞ্চারকার্য্যালয় উদয়পুর গমন করে। তথায় শ্রীযুক্ত হিন্দুসূর্য্য মহারাণা বাহাদুরকে শ্রীমহামণ্ডলের পক্ষ হইতে বিশেষ মন্তব্যযুক্ত বিশেষ মানপত্র এবং সংরক্ষক মানপত্র উপহার প্রদান করা হয়। তদতিরিক্ত উদয়পুরের অন্যান্য অধিবাসীদিগকেও মানপত্রাদি প্রদান করা হইবে। শ্রীযুক্ত রায়বাহাদুর বরদাকান্ত লাহিড়ী প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ ডেপুটেশনের সহিত ছিলেন।

——o——

সনাতন ধর্ম্মের জয়।—বঙ্গদেশে অনেকের বিশ্বাস, স্বামী দয়ানন্দ নূতন মত প্রচলনের দ্বারা উত্তর ভারতের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নূতন মত প্রচলনের দ্বারা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের যে কি সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে এবং নির্ব্বোধ ও স্বার্থপর ব্যক্তিরা ঐ মতের সাহায্যে আপনাদিগের ইহকাল ও পরকাল কিরূপ বিনষ্ট করিতেছেন, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। আলিগড় হইতে পণ্ডিত মঙ্গলসেন শর্ম্মা লিখিয়াছেন যে স্বামী দয়ানন্দজী তাঁহার রচিত "সত্যার্থ প্রকাশ" নামক গ্রন্থের একস্থলে লিখিয়াছেন "বিবিধানি চ রত্নানি বিবক্তেষূপপাদয়েৎ" এই শ্লোকটী মনুস্মৃতির নামে মিথ্যা করিয়া লিখিয়াছেন এবং ইহার অর্থ করিয়াছেন যে "সন্ন্যাসীদিগকে ধন দিবে," আলিগড়ে দয়ানন্দীদিগের বার্ষিক অধিবেশনের সময় পণ্ডিত হরিশঙ্কর শর্ম্মা দয়ানন্দীদিগের নিকট উল্লিখিত প্রশ্ন উত্থাপিত করেন। আর্য্যসমাজীদিগের একমাত্র আশ্রয় স্থল তুলসীরাম স্বামী স্বরচিত মনুস্মৃতির টীকায় এই শ্লোকের স্থানে লিখিয়াছেন "ধনানি তু যথাশক্তি বিপ্রেষু প্রতিপাদয়েৎ," অতএব ইহার মীমাংসা কিরূপে হইবে? পণ্ডিতজীর প্রশ্ন শুনিয়া দয়ানন্দী সম্প্রদায় মহা গোলযোগ উপস্থিত করিলেন—সকলেই বলিলেন তুলসীরামের অর্থ অশুদ্ধ। এই ব্যাপার লইয়া তত্রত্য সনাতন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ও দয়ানন্দীদিগের মধ্যে বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। এই ব্যাপারে দর্শকবৃন্দ সকলেই অবাক্ হইয়াছেন। পরে উপস্থিত দর্শকদিগের মধ্যে সকলেই একবাক্যে সমস্বরে "জয় সনাতন ধর্ম্মের জয়" ধ্বনি করেন।

——o——

দানপ্রাপ্তি।

মে ইং ১৯০৭ সাল।

মাসিক সহায়তা খাতে।

শ্রীযুক্ত মান্যবর হিজহাইনেস মহারাজা অনারেবল সার রামেশ্বর সিংহজী বাহাদুর কে সি আই ই, মিথিলাধিপতি,— ১৫০৲

শ্রীযুক্ত এ এল এ আর অরুণাচেলম্ চাটিয়ারজী মহাশয়, জমীদার, দেবকোট্, মান্দ্রাজ— ৩০৲

বার্ষিক সহায়তা খাতে।

সাধারণ সভ্য প্রভৃতি হইতে,— ৩০৯।০

বিশেষ সহায়তা খাতে।

সনাতন ধর্ম্মসভা প্রভৃতি হইতে প্রাপ্ত,— ৬৪।৵০

উপদেশক ফণ্ড খাতে জমা,— ২৬৲

—o—

আয় ব্যয়ের হিসাব।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়, ৺কাশী।

মে ইং ১৯০৭ সাল।

জমা		খরচ	
রোকড় বাকী—	১২৪০৴৫	ডাকটিকিট খাতে—	৪৫॥৴২
সাধারণ সভ্যখাতে—	১৩৯।০	মুৎফরিকা খাতে—	৫৸৵২
মাসিক সহায়তা খাতে—	১৮০৲	ছাপাই বিভাগ খাতে—	১৮২॥৩
বার্ষিক সহায়তা খাতে—	১৭০৲	শ্রীশারদামণ্ডল খাতে—	২১/০
বিশেষ সহায়তা খাতে—	৬৪।৵০	বৃত্তি খাতে—	১৩১।০
ফেরত ডাকটিকিট খাতে—	২॥২	ফর্ণিচার খাতে—	১৫৸৶০
ছাপাই বিভাগ খাতে—	১০॥০	অতিথিসৎকার খাতে—	৪৫।৶২
শ্রীশারদামণ্ডল খাতে—	২০৲	ষ্টেশনারি খাতে—	৬॥৩
অর্থদণ্ড খাতে—	৸০	দেবসেবা খাতে—	১৯।/০
উপদেশক ফণ্ড খাতে—	২৬৲	বুকডিপো খাতে—	৪২৲
হিসাব তলব খাতে—	৫০৲	শাখাসভা খাতে—	৸০
		পঞ্জাব ধর্ম্মমণ্ডল খাতে—	৩২॥০
		রাজস্থান ধর্ম্মমণ্ডল খাতে—	৫০৲
		হিসাব তলব খাতে—	৩১৭॥৩
মোট	১৯০৩৸১১	মোট	১০২৪৸৵৯

কৈফিয়ৎ—

জমা— ১৯০৩৸১১

খরচ— ১০২৪৸৵৯

বাকী— ৮৭৮৸৵২

আটশ আটাত্তর টাকা চোদ্দআনা দুইপাই মাত্র।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী অধ্যক্ষ।

পং কাশীপ্রসাদ ত্রিপাটী মুনীম।

সাধারণ সভ্যের তালিকা।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,	নৈনীতাল।
" গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,	কিশনগড়।
" পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,	কলিকাতা।
" হেমন্তকুমার বসু,	কলিকাতা।
" সুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মোক্তার,	২৪পরগণা।
" নরেশচন্দ্র দত্ত,	কলিকাতা।
" এ পালিত,	কুচবিহার।
" শিবেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী,	সৈদপুর, রঙ্গপুর।
" অক্ষয় কুমার দত্ত,	ঢাকা।

ক্রমশঃ—

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

বহুকাল পূর্ব্বে কলিকাতা আর্ট ষ্টুডিও (Calcutta Art studeo) দ্বারা "সূর্য্যদেবের ছবি প্রকাশিত হয়। তাহা এখন বাজারে পাওয়া যায় না। যদি কোন দোকানে উহা পাওয়া যায় বা কোন ধর্ম্মানুরাগী কোন ধর্ম্মকার্য্যালয়ের জন্য উহা দিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে উচিত মূল্য দিয়া আমরা লইতে প্রস্তুত আছি। উহা পাইলে আমরা উপকার মনে করিব।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তি-বিদ্যানিধি।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়, কাশী।

বিশেষ বন্দোবস্ত।

"ধর্ম্মপ্রচারক" সপ্তবিংশ বর্ষ পূর্ণ হইল। আগামী বৎসরের নিমিত্ত উত্তম কাগজে উত্তম উত্তম প্রবন্ধ প্রকাশিত করিবার বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়াছে। হিন্দুজাতির একমাত্র বিরাট ধর্ম্মসভা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সভামাত্রকেই এই পত্র বিনামূল্যে প্রদত্ত হইয়া থাকে। কুটীরবাসী দরিদ্র হইতে সৌধ বিহারী মহারাজ চক্রবর্ত্তী পর্য্যন্ত, সামান্য জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি হইতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পর্য্যন্ত ধর্ম্মকার্য্যে একমতাবলম্বন পূর্ব্বক পূর্ণভাবে যোগদান করিতে পারিবেন এই উদ্দেশ্যে হিন্দু সাধারণের সুবিধার্থ বৎসরে কেবল ১৲ টাকা মাত্র চাঁদা গ্রহণ পূর্ব্বক হিন্দুমাত্রকেই সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হয় এবং কি সাধারণ কি বিশেষ কি

সহায়ক সকল সভ্যকেই ধর্ম্মপ্রচারক বিনামূল্যে প্রতি মাসেই প্রদান করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক সাধারণ সভ্য ৩। ৪ বৎসরের চাঁদা বাকি রাখিয়াছেন। বলা বাহুল্য বৎসরে ১৲ টাকা শ্রীমহামণ্ডলের ন্যায় এরূপ বহু ব্যয় সাধ্য বিরাট ব্যাপারে দান অতি সামান্য এবং ঐ টাকাটী ধর্ম্মকার্য্যেই ব্যয়িত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় যদি সভ্য মহোদয়গণ ধর্ম্মকার্য্যে এই সামান্য দানের ব্যাপারে উপেক্ষা বা অমনোযোগ করেন, তবে সাধারণের আগ্রহাভাবে ইহার শীঘ্র উন্নতি সাধন সুদূর পরাহত। অতএব যে সকল সভ্যমহোদয়ের নিকট চাঁদা বাকি আছে তাঁহারা সত্বর প্রেরণ পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ—

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়, কাশী।

অংশের নিমিত্ত আবেদন।

অংশের নিমিত্ত আবেদনের ফরম (application form) পাইবার জন্য শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের কাশীস্থ প্রধান কার্য্যালয়ে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী অথবা প্রাদেশিক মণ্ডল সমূহে নিম্নলিখিত অধ্যক্ষ মহাশয় দিগের নিকট পত্র লিখিতে হইবে।

মিথিলা-রাজকুল-ভূষণ শ্রীযুক্ত তুলাপতি সিংহজী, দেওয়ান সাহেব; দ্বার বঙ্গ।

যোগীবাবা শ্রীযুক্ত শিবপ্রকাশ লালজী, রইস্ মথুরা। (ইউ পি)

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাম শরণ দাসজী, রইস্ লাহোর, পঞ্জাব।

রাও শ্রীযুক্ত গোপাল সিংহজী ঠাকুর সাহেব. খড়োয়া, আজমীর।

ভারতরত্ন রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম এ বি এল সি এস আই, শ্রীবঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডল আফিস, ১৮নং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সমিতির উদ্দেশ্য।

শ্রীমহামণ্ডল শাস্ত্রপ্রকাশ সমিতি ভারতবর্ষীয় হিন্দুমাত্রেরই একমাত্র বিরাট ধর্ম্মসভা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সুযোগ্য পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত করা হইয়াছে। সমিতির উদ্দেশ্য এই যে হিন্দু ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ এবং দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থ অর্থাৎ বেদ উপনিষদ, পুরাণ, স্মৃতি আদির প্রামাণিক এবং শুদ্ধ সংস্করণ ক্রমশঃ প্রকাশিত করা হইবে এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন ভাষায় এই প্রকার গ্রন্থ অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইবে। এই প্রকারে সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এবং বহু আবশ্যকীয় শাস্ত্র গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া সমাজে ধর্ম্ম এবং বিদ্যার উন্নতি করা হইবে।

দেশে এই প্রকার একটী সমিতির বিশেষ আবশ্যক আছে, এবং বহুদিন হইতে এরূপ সমিতির অভাব সকলেই অতি তীব্রভাবে অনুভব করিতেছেন। কেবল সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে যথার্থ শাস্ত্রজ্ঞান বিস্তার এবং হিন্দু জাতীয়তা ও সভ্যতার পুনরুদ্ধার করিবার নিমিত্ত দৃঢ়ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে নহে, পরন্তু নূতন অশুদ্ধ ব্যাখ্যা, অযুক্তিপূর্ণ টীকা ও অশুদ্ধ মুদ্রণের দ্বারা হিন্দুসাধারণের চিত্তের উপর যে অপবিত্র ভাব বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত ইহার বিশেষ প্রয়োজন। এই প্রকার পুস্তক প্রকাশসমিতি স্থাপিত হইলে হিন্দুজাতির অনেক অভাব দূর হইয়া কেবল যে তাঁহাদিগেরই আনন্দের কারণ হইবে, তাহা নহে, পক্ষান্তরে জগতের সমগ্র সভ্যজাতিরও বহুল পরিমাণে উপকার হইবে।

এই সমিতি বিশেষ রীতিক্রমে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্তির সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। মহামণ্ডল অনুগ্রহ করিয়া আপনাদিগের সমগ্র ভারতব্যাপী সমস্ত মুদ্রণকার্য্য, আটটী বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত আটখানি মুখপত্র এবং গ্রন্থাদি সমস্ত মুদ্রণকার্য্য প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল ভারত-ব্যাপিনী মহাসভা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ইহার বিভিন্ন মণ্ডল সমূহ স্থাপিত আছে। ঐ সকল বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন কার্য্যালয় আছে। এতদ্ব্যতীত কাশী প্রধান কার্য্যালয় এবং শ্রীশারদামণ্ডল নামে উহার বিদ্যাপ্রচার বিভাগ ও অনুসন্ধান বিভাগ আছে। কালে এই বিভাগ একটী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইবে। এই নিমিত্ত কেবল শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের কার্য্যের দ্বারাই একটী বৃহৎ মুদ্রণ বিভাগ চলিতে পারে। এতদ্ব্যতীত বড় বড় মহারাজা এবং রইসগণ শ্রীমহামণ্ডল শাস্ত্র প্রকাশ বিভাগের পৃষ্ঠপোষক। এই সকল কারণে সমিতি যে নিশ্চয় লাভবান হইবেন কেবল তাহাই নহে, উহার কৃতকার্য্যতাও অবশ্যম্ভাবী।

———o———

সমিতি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিবেন।

(ক) এপর্য্যন্ত যেকল সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে অথবা অপ্রকাশিত আছে নিয়মিতক্রমে ঐ সকলের বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করা।

(খ) শ্রীশারদামণ্ডলের সমস্ত পাঠ্যপুস্তক মুদ্রিত করা।

(গ) হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ক ধর্ম্ম গ্রন্থ (ছোট ছোট পুস্তক) পুস্তিকা প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় প্রাদেশিক ভাষায় প্রকাশ করা।

(ঘ) বৈদেশিক ভাষান্তর্গত বিজ্ঞান, ইতিহাস দর্শন ও সাধারণ উপযোগী সাহিত্য, সংস্কৃত, হিন্দী ও অন্যান্য দেশীয় ভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক প্রকাশিত করা। বিশেষতঃ সমিতি এই কার্য্যের সাহায্যে হিন্দু ভাষা পরিপুষ্ট করিবার জন্য যত্ন করিবেন। কারণ সমিতির এইরূপ ধারণা যে হিন্দীভাষাই ভারতে রাষ্ট্রীয় ভাষায় পরিণত হওয়া উচিত।

(ঙ) জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় মানচিত্র, ভূচিত্রাবলি এবং অন্যান্য চিত্রাদি দেবনাগরী এবং ভারতবর্ষীয় অন্যান্য লিপিতে প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করা।

(চ) সাহিত্য সভাসমূহ এবং শিক্ষিত ও সুযোগ্য গ্রন্থাকারদিগকে উপযোগী গ্রন্থ প্রকাশের সুবিধা প্রদান করা।

(ছ) মাসিক, সাপ্তাহিক এবং দৈনিক সমচার পত্র দেশোন্নতির নিমিত্ত প্রকাশ করা।

এই সমিতি উপরি লিখিত উদ্দেশ্য সমূহ পূরণ করিতে প্রযত্ন করিবেন এবং এই ব্যবসায়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করিবার জন্য এই সমিতির অন্যান্য এজেন্সি কার্য্য এবং ব্যাঙ্কিং কার্য্য করিবার ইচ্ছাও ইহার উদ্দেশ্য সমূহের মধ্যে রাখিয়াছেন, যাহাতে ভবিষ্যতে এই ব্যবসায়টি বিশেষ লাভ জনক, উপযোগী এবং সুবিখ্যাত হইতে পারিবে।

কার্য্য প্রণালী।

দুইলক্ষ টাকা মূলধন লইয়া সমিতির কার্য্য আরম্ভ করা হইবে এবং আবশ্যকতানুসারে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইবে। এই মূলধন ৮হাজার ভাগে বিভক্ত হইবে। প্রত্যেক অংশের মূল্য ২৫৲ টাকা। নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে ঐ ২৫৲ টাকা দিতে হইবে।

প্রার্থনা পত্র প্রদান করিবার সময় ১০৲। পরে দুই অথবা তিন বারে আবশ্যকতানুসারে অবশিষ্ট টাকা চাহিয়া লওয়া হইবে।

এরূপ বিচার করা হইয়াছে যে প্রার্থনার সহিত প্রাপ্ত টাকা হইতেই সমিতির কার্য্য স্বল্পারম্ভ রূপেই আরম্ভ করা হইবে।

বিশেষ রূপে বিচার এবং হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই ব্যবসায়ে মূলধনের উপর শতকরা ২০৲ হইতে ২৫৲ টাকা লাভ হইবে। লভ্যাংশ হইতে অংশীদার দিগকে শতকরা ৬৲ টাকা হিসাবে দেওয়া যাইবে। শতকরা ৬৲ টাকার উপরে যে কিছু অধিক লাভ হইবে তাহা নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে প্রদত্ত হইবে।

(ক) শতকরা ৬৲ টাকার অধিক লাভের অর্দ্ধাংশ শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের বিদ্যা প্রচার এবং অনুসন্ধান বিভাগাদির ধর্ম্ম কার্য্যের নিমিত্ত প্রদান করা হইবে।

(খ) উহার এক চতুর্থাংশ অংশীদারদিগকে বিশেষ লাভ (বোনাস) রূপে প্রদান করা হইবে।

(গ) শতকরা ৬৲ টাকার অধিক লাভের অবশিষ্ট চতুর্থাংশ শ্রীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দানভাণ্ডারের কোষে প্রদত্ত হইবে। শ্রীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দানভাণ্ডার শ্রীমহামণ্ডলের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত হইয়াছে। ঐ দানভাণ্ডারের দ্বারা অনাথ, দীনদুঃখী, বিধবা এবং আশ্রয়হীনদিগের সাহায্য করা হইবে।

সংরক্ষক।

এই সমিতি শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের তত্ত্বাবধানে চালিত হইবে। শ্রীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দানভাণ্ডারের মূলধনের কিয়দংশ এই সমিতির অংশে জমা দেওয়া যাইবে। যে সকল স্বাধীন নৃপতিগণ এবং অন্যান্য রাজা মহারাজগণ দাতব্য রূপে শ্রীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে

আর্থিক সহায়তা প্রদান করিবেন, তাঁহারা শ্রীমহামণ্ডল শাস্ত্র প্রকাশ সমিতির সংরক্ষক বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান সভাপতি মহাশয়ও ইহার একজন সংরক্ষক থাকিবেন।

সংরক্ষক দিগের নাম।

হিজ হাইনেস হিন্দুসূর্য্য মহারাজা উদয়পুর।
" " কাশ্মীরের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর।
" " বরোদার মহারাজা বাহাদুর গাইকোবাড়।
" " অনারেবল মহারাজা বাহাদুর দ্বারবঙ্গ।
" " মহারাজা বাহাদুর আলোয়ার।
" " মহারাজা বাহাদুর কিশনগড়।
" " মহারাজা বাহাদুর শৈলানা।

সমিতির উন্নতি এবং সাহায্যকারী।

যে সকল সজ্জন এই সমিতির অংশ গ্রহণ করিবেন তাঁহারা কেবল যে আর্থিক লাভে লাভবান হইবেন তাহা নহে, পরন্তু জাতীয় উন্নতি এবং পবিত্র সনাতন ধর্ম্মোন্নতি কার্য্যেও সহায়ক হইবেন। কারণ তাঁহাদিগের লাভের একাংশ পবিত্র বারাণসী তীর্থে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। এতদ্ব্যতীত শ্রীকাশীপুরীর ন্যায় পবিত্রক্ষেত্রে শ্রীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দানভাণ্ডারের সহায়তার দ্বারা সাত্বিক দানের ফললাভ হইবে।

এই সমিতি সুপরিচালিত করিবার নিমিত্ত বিশেষরূপ ব্যবস্থা করা হইতেছে। ইহার কার্য্যালয় শ্রীকাশীপুরী এবং রাজধানী কলিকাতা নগরীতে স্থাপিত হইবে। অতএব ধর্ম্মানুরাগী সজ্জন ব্যক্তি মাত্রেরই এই কার্য্যে যোগদান করা কর্ত্তব্য।

এই সমিতির অনেক অংশ সংরক্ষক, সহায়ক এবং পোষক মহাশয়গণ গ্রহণ করিয়াছেন। অবশিষ্ট অংশের নিমিত্ত প্রার্থনা পত্র শীঘ্র প্রেরণ করুন।